

মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের

গ্রন্থসঙ্কলনপুস্তিকা ।

অর্থাৎ

অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, চোরপঞ্চা-

শৎ, রসমঞ্জরী এবং গ্রন্থ

সমূহের টিপ্পনী

ও

আঠারখানি প্রতিমূর্ত্তি

এবং

উক্ত কবির জীবনী ও সত্যাপীরের কথা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

নাট্যবিষয়িণী পদ্যাবলী সম্বলিত

অপর চিৎপুর রোড ৩১৮ নং বটতলা ।

শ্রীবেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানির দ্বারা

সংগৃহীত এবং প্রকাশিত ।

পঞ্চম সংস্করণ ।

কলিকাতা

শ্রীঅকণোদয় ঘোষ দ্বারা চিৎপুররোড শোভাবাজার

২৮৫ নং বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত ।

১২৯৩ সাল ।

অন্নদামঙ্গল ।



গণেশবন্দনা ।

গণেশায় নমো নমঃ, আদি ব্রহ্ম নিকপম,
পরম পুরুষ পরাংপর ।

অর্ঘ্য স্তূল কলেবর, গজমুখ লম্বোদর,
মহাযোগী পরম সুন্দর ॥

বিঘ্ননাশ কর বিঘ্নরাজ (১) ।

পূজা হোম যোগ যাগে, তোমার অর্চনা আগে,
তব নামে সিদ্ধ সর্ব কাজ ॥

অরগ পাতাল ভূমি, বিশ্বের জনক ভূমি,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল ।

শিবের তনয় হয়ে, দুর্গারে জননী কয়ে,
ক্রীড়া কর হয়ে অমূল ॥

হেলে শুও বাড়াইয়া সংসার সমুদ্র (২) পিয়া,
খেলাছলে করহ প্রলয় ।

কৃৎকারে (৩) করিয়া ব্রহ্মি, পুনঃ কর বিশ্ব
ভাল খেলা খেল দয়াময় ॥

(১) গণেশ । (২) সাংসারিক কর্ম । (৩) ফুঁ ।

অগদানঙ্গল ।

বিধি বিষ্ণু শিব শিবা, দ্বিভুবন রাত্রি দিবা,
নৃন্তি পুনঃ করহ সংহার ।

বেদে বলে তুমি ব্রহ্ম, তুমি জগৎ কোন ব্রহ্ম,
তুমি সে জানহ মঙ্গ তার ।

যে তুমি সে তুমি প্রভু, জানিতে নাহিহু কভু,
বিধি হরি হর নাহি জানে

তব নাম লয় দেই, আপদ এড়াই সেই.
তুমি দাতা চতুর্ভুজ (১) দানে ॥

তুমি চাহি এই বর, শুন প্রভু গণেশ্বর, (২)
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিব ।

রূপাবলোকন কর, বিঘ্নরাজ বিঘ্ন হর,
ইথে পার তবে সে পাইব ॥

আগনি আসরে উর, (৩) নারকের আশা পূর,
নিবেদিহু বন্দনা বিশেষে ।

রুকচন্দ্র ভক্তি আশে, ভারত সরস ভাবে,
রাজা রুকচন্দ্রের আদেশে ॥

শিববন্দনা ।

শঙ্করায় নমো নমঃ গিরিসুতাশ্রিতম,
স্বষভবাহন গোগদারী ।

চন্দ্র সূর্য্য হতাশন, অশোভিত ত্রিনয়ন,
ত্রিগুণ ত্রিশূলী ত্রিপুরারি ॥

হর হর গৌর হৃদয় হর ।

(১) বর্ম্ম, অর্ঘ্য, বাস, মোক্ষ । (২) গণেশ । (৩) অবতীর্ণ হও ।

শিববন্দনা ।

৩

হর রোগ হর তাপ, হর শোক হর পাপ,
 হিমকরশেখর (১) সুন্দর ॥
 গলে দোলে মুণ্ডমাল, পরিধান বাঘছাল,
 হাতে মুণ্ড চিত্তভঙ্গ্য গায় ।
 তাকিনী যোগিনীগণ, প্রেত ভূত অগণন,
 সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া বেড়ায় ॥
 অতি দীর্ঘ জটাজুট, (২) কণ্ঠে শোভে কালকূট,
 চন্দ্রকলা ললাটে শোভিত ।
 ফণী বাল্য ফণী হার, ফণিময় অলঙ্কার,
 শিরে ফণী ফণী উপবীত ॥
 যোগীর অগম্য হয়ে, সদা থাক যোগ লয়ে,
 কি জানি কাহার কর ধ্যান ।
 অনাদি (৩) অনন্ত মায়া, দেহ ব্যারে পদছায়া,
 সেই পায় চতুর্কর্গ দান ॥
 নারা মুক্ত তুমি শিব, মারামুক্ত তুমি জীব,
 কে বুঝিতে পারে তব মায়া ।
 অজ্ঞান তাহার ব্যয়, অনারামে জ্ঞান পায়,
 ব্যারে তুমি দেহ পদছায়া ॥
 নায়কের দুখ হর, মোর গীত পূর্ণ কর,
 নিবেদিলু বন্দনা বিশেষে ।
 কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে, ভারত সরস ভাবে,
 রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥

(১) চন্দ্রশেখর । (২) জটাকলাপ ।

(৩) উৎপত্তিহীন, আদিবহিত, ব্রহ্ম, অয়ঙ্কু, নিত্য ।

অন্নদামঙ্গল ।

সূর্য্যবন্দনা ।

ভাস্করায় নমঃ, হর মোর তমঃ,
দয়া কর দিবাকর ।
চারি বেদে কর, ত্রক্ষ তেজোময়,
তুমি দেব পরাৎপর ॥
দিনকর চাহ দীনে ।
তোমার মহিমা, বেদে নাহি সীমা,
অপরাধ ক্ষম ক্ষীণে ॥
বিশ্বের কারণ, বিশ্বের লোচন,
বিশ্বের জীবন তুমি ।
সর্ব্ব দেবময়, সর্ব্বদেবাত্ময়,
আকাশ পাতাল তুমি ।
এক চক্র রথে, আকাশের পথে,
উদয়গিরি হইতে ।
বাহ অন্তর্গিরি, এক দিনে ফিরি,
কে পারে শক্তি কহিতে ॥
অতি ধরতর, পোড়ে মহীধর, (১)
সিন্ধুর জল শুকার ॥
পদ্মিনী কেমনে, হাসে হৃষ্টমনে,
তোমার তত্ত্ব কে পায় ॥
দ্বাদশ মুরতি, ঐহগণপতি,
সংজ্ঞা ছায়া (২) নারী ধন্য ।

শনি যম মনু, তব অঙ্গজন্ম, (১)
যমুনী তোমার কন্যা ॥
বিশ্বের রক্ষিতা, বিশ্বের সবিভা, (২)
- তাই সে সবিভা নাম ।
ডুমি বিশ্বসার, ঘোরে কর পার,
করিছে কোটি প্রণাম ॥
কোকনদোণর, থাক নিরন্তর,
অশেষ গুণসাগর ॥
বরাভয় কর, জিনয়ন ধর,
মাথায় মাণিকবর ॥
পুলিলে তোমায়, পাপ দূরে যার,
আসরে সদয় হবে ।
হৃৎচন্দ্র ভূপে, চাহিবে স্বরূপে,
ভারতচন্দ্রের স্তবে ॥

विष्णुसम्भना ।

কেশবায় নমো নমঃ, পুরাণ পুরুষোত্তম,
 চতুর্ভুজ গকড়বাহন ।
 বরণ জলদযটা, হৃদয়ে কোঁজত (৩) হটা
 বনমালা মানা আভরণ ॥
 কুণা কর কমললোচন ।
 জগন্নাথ মুরহর, পদ্মনাভ গদাধর,
 মুকুন্দ মাধব নারায়ণ ॥

(୧) ଅନ୍ନୋତ୍ତର । (୨) ଜନକ, ସୂର୍ଯ୍ୟ । (୩) ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବନ୍ଧନସ୍ଥିତ ଗଣି

রাম কৃষ্ণ জনার্দন, লক্ষ্মীকান্ত সনাতন,
 হৃষীকেশ বৈকুণ্ঠবাসন ।
 ত্রিনিবাস দামোদর, জগদীশ যজ্ঞেশ্বর,
 বাসুদেব ত্রিদেব-শাক্তন (১) ॥
 শঙ্খ চক্র গদাঘুর, সুরশোভিত চারি ভূজ,
 মনো র মুকুট মাথায় ।
 বিবাহ মনোহর পদ, নিকপন কোকিলদ,
 রতন নৃপুংস বাস্কর তায় ॥
 পরিধান পীতাম্বর, অধর বাকুলি (২) বর,
 দুঃখ স্তম্ভকার স্তম্ভহান ।
 সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী নাভিপদ্মে প্রজাপতি,
 অঙ্গপ ত্রিভুবন পরকাশ ॥
 ইন্দ্র আদি দেব সব, চারিদিকে করে স্তব,
 মনকা দ যত স্বধিগণ ॥
 নারদ বীণার তানে, মোহিত যে গুণ গানে,
 পঞ্চমুখে গান পঞ্চানন ॥
 কদম্বের কুঞ্জবনে, বিহর সানন্দ মনে,
 শীতল সুগন্ধ মগ্ন বার ।
 ছয় ঋতু সহচর বসন্ত কুসুম শর,
 নিরবধি সেবে রাজ্য পায় ॥
 ভূজের ছফার রব, কুহরে কোকিল সব,
 পূর্ণচন্দ্র শরদ যামিনী ।

(১) বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলস্থিত স্তন্যবৎ দক্ষিণাৰ্দ্ধ চিহ্ন বিশেষ ।
 (২) তেজঃকুল ফল ।

কৌষিকী বন্দনা ।

ধীনা বাঁশী আদি যন্ত্রে, গান করে কামতন্ত্রে (১)

ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী ॥

উর (২) প্রভু ত্রিনিবাস, নামকের পুর আশ,

নিবেদিত্ত বন্দনা বিশেষে ।

ভারত ও পদ আশ, নূতন মঙ্গল ভাষে,

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥

কৌমিকীবন্দনা ।

কৌষিকি কালিকে, চণ্ডিকে অম্বিকে,

প্রসাদ নগনন্দিনি ।

চণ্ডবিনাশিনি, মৃণুনিপাতিনি,

শুভ্র নিশুভ্র ঘাতিনি ॥

শঙ্করি সিংহবাহিনি ।

মহিষমর্দিনি, দুর্গবিঘাতিনি,

রক্তবীজনিকৃষ্ণিনি ॥

দিনমুখ (৩) রবি, কোকনদ ছবি,

অতুল পদ হুখানি ॥

রতন নূপুর, বাজয়ে মধুর,

ভ্রমর ঝঙ্কার মানি ॥

হেম করিকর, উক মনোহর,

রতন-কদলী-কায় ॥

কটি কীণতর, নাভি সরোবর,

অমূল্য অম্বর (৪) ভায় ॥

(১) তাঁত, তার । (২) অবতারণা হও । (৩) পূর্বাঙ্গি, উদয় ।

(৪) বস্ত্র ।

କମଳ କୋରକ, (୧) କନ୍ଦସ ନିନ୍ଦକ,
 କରିଅତ କୁନ୍ତ ଉଠ ।
 କାଠିଲି ରଞ୍ଜିତ, ଅତି ଅଶୋଭିତ,
 ଅମୃତ ପୁରିତ କୁଠ ॥
 ଅବଳିତ ଭୁଞ୍ଜ, ମହିତ ଅସୁଞ୍ଜ,
 କନକ ଗୁଣାଳ ବାଞ୍ଛେ ।
 ନାନା ଆଭରଣ, ଅତି ଅଶୋଭନ,
 କନକ କଢ଼ନ ବାଞ୍ଛେ ॥
 କୋଟି ଶଶଧର, ବନନ ଅନ୍ଦର,
 ଝିବଂ ମଧୁର ହାମ ।
 ମିଳ୍ଲୁର ମାର୍ଜିତ, ମୁକୁତା ରଞ୍ଜିତ,
 ଦଶନ ପୀତି ପ୍ରକାଶ ॥
 ମିଳ୍ଲୁର ଚନ୍ଦନ, ତାଳେ ଅଶୋଭନ,
 ରବି ଶଶି ଏକ ଟାଁଇ ।
 କେବା ଆଛେ ମୟା, କି ଦିବ ଉପମା,
 ତ୍ରିଭୁବନେ ହେନ ନାହି ॥
 ଶିରେ ଜଟାଞ୍ଜୁଟ, ରତନ ମୁକୁଟ,
 ଅର୍ଦ୍ଧ ଶଶି ତାଳେ ଘୋଡ଼େ ।
 ଗାଳତୀ ଗାଳାର, ବିଜଳି ଖେଳାର,
 ଭୟର ଭୟରେ ଲୋଡ଼େ ॥
 କହେ ଯୋଡ଼ି କରେ, ଉରହ (୨) ଆମରେ,
 ଭାରିତେ କରହ ଦୟା ।

লক্ষ্মীবন্দনা ।

৯

বৃক্ষচক্ষু রায়ে, রাখ রাজাপায়ে,
অভয় দেহ অভয়া ॥

লক্ষ্মীবন্দনা ।

উর (১) লক্ষ্মী কর দয়া ।
বিজুর ঘরনী, অক্ষার জননী,
কমলা কমলালয়া ॥
সনাল (২) কমল, সনাল উৎপল,
দুখানি করে শোভিত ।
কমল আসন, কমল ভূষণ,
কমলমাল ললিত ॥
কমল চরণ, কমল বদন,
কমল নাভি গভীর ।
কমল হৃকর, কমল অধর,
কমলময় শরীর ॥
কমলকোরক, কদম্ব নিন্দক,
সুধার কলস কুচ ।
করি অরি মাঝে, জিনি করিরাজে,
কুস্ত যুগ চাক উচ ॥
সুধাময় হাস, সুধাময় ভাষ,
দৃষ্টিতে সুধা একাশ ।

(১) অবতীর্ণ হও । (২) মৃণাল যুক্ত ।

লাঙ্গার (১) কাঁচলি, চমকে বিজলি,
বসন লক্ষ্মীবিলাস ॥

রূপ গুণ জ্ঞান, যত যত স্থান,
তুমি সকলের শোভা ।

সদা ভুঞ্জে সুখ, নাহি জানে দুখ,
যে তব ভকতি লোভা ॥

সদা পায় সুখ, নাহি জানে সুখ,
তুমি হও যারে বাম ।

সবে মন্দ কর, নাম নাহি লর,
লক্ষ্মীছাড়া তার নাম ॥

তব নাম লরে, লক্ষ্মীপতি হয়ে,
ত্রিলাক পালেন হরি ।

বাঁদোগণেশ্বর, (২) হৈল রত্নাকর,
তোমারে উদরে ধরি ॥

যে আছে সৃষ্টিতে, নাম উচ্চারিতে,
প্রথমে তোমার নাম ।

তোমার রূপায়, অনাগাসে পায়,
ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম ॥

উর মহায়া, দেহ পদহারী,
ভারতের স্তুতি লরে ।

কৃষ্ণস্বর বাসে, থাক সদা হাসে,
রাজলক্ষ্মী পুরা হয়ে ॥

সনস্রভাবন্দনা ।

উর দেবি সরস্বতি, স্তবে কর অহুমতি,
 বাগীশ্বরি বাকা বিনোদিনী ।
 শ্বেতবর্ণ শ্বেতবাস, শ্বেত বীণা শ্বেত হাগ,
 শ্বেত সরোমৌল নিবাসিনি ॥
 বেদ বিজ্ঞা তন্ত্র মন্ত্র, বেণু বীণা আদি মন্ত্র,
 নৃত্য গীত বা ছুর ঈশ্বরী ।
 গন্ধর্ব্ব অঙ্গরগণ, সেবা করে অহুঙ্গণ,
 ঋষি মুনি কিল্লর কিল্লরী ॥
 জাগমের নানা গ্রন্থ, আর যত গুণপন্থ, (১)
 চারি মেস আচার পুরাণ ।
 বাস বাজীবাতি মত, কবি সেবে অবিরত,
 তুমি দেবী প্ররতি প্রধান ॥
 ছত্রিশ রাগিনী মেলে, ছয় রাগ সদা খেলে,
 অহুরাগ সে সব রাগিনী ।
 সপ্তশরে তিন গ্রাম, (২) সুচ্ছনা (৩) একুশ নাম,
 প্রতিকলা সতত সঙ্গিনী ॥
 তান মান বাজু তাল, নৃত্য গীত ক্রিয়া কাল,
 তোমা হৈতে সকলি নির্ণয় ।

যে আছে ভুবন তিনে, তোমার ককণা বিনে,
কাহার শক্তি কথা কয় ॥

ভূমি নাহি চাহ যারে, সবে মুঢ় বলে তারে,
ধিক্ ধিক্ তাহার জীবন ।

তোমার ককণা যারে, সবে ধন্য বলে তারে,
গুণিগণে তাহার গণন ॥

দয়া কর মহামায়া, দেহ ঘোরে পদহায়া,
পূর্ণ কর নূতন মঙ্গল ।

আসরে আসিয়া উর, নায়কের আশা পুর,
দূর কর কুজ্ঞান সকল ॥

কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি, গীতে দিলা অহুমতি,
কবিরাম আরম্ভ সহসা ।

মনে বড় পাই ভয়, না জানি কেমন হয়,
ভারতের ভারতী (১) ভরসা ॥

অন্নপূর্ণাবন্দনা ।

অন্নপূর্ণা মহানামা, দেহ ঘোরে পদহায়া,
কোটি কোটি করি যে প্রণাম ।

আসরে আসিয়া উর, নায়কের আশা পুর,
শুন আপনার গুণগ্রাম ॥

কৃপাবলোকন কর, ভক্তের দুরীত (২) হর,
দারিদ্র্য দুর্গতি কর চূর্ণ ।

তুমি দেবী পরাংপরী, সুখদাত্রী দুঃখহরা,
 অন্নপূর্ণা অন্ন কর পূর্ণ ॥
 রক্তসরসিজোপরি, বসি পদ্মাসিন করি,
 পদতলে নবরবি (১) দেখা ॥
 রক্তজবা প্রভা হর, অতি মনোহর তর,
 ধ্রুবজ্যাকুশ উর্দ্ধরেখা ।
 কিবা স্তূললিত উক, কদলী কাণ্ডের গুহ,
 নিকুপম নিতম্বে কিলিণী ।
 শোভে নিকুপম বাস, দশদিক্ পরকাশ,
 ত্রিভুবন মোহনকারিণী ॥
 কটি অতি ক্ষীণতর, নাভি সুখা সরোবর,
 উচ্চ কুচ সুখার কলস ।
 কণ্ঠ কসুরাজ (২) রাজে, নানা অলঙ্কার সাজে
 প্রকাশে ভুবন চতুর্দশ ॥
 কিরা মনোহর কর, মৃণালের গর্ভ হর,
 অঙ্গুলী চম্পক চাকমল ।
 কণিরাজ ফণামণি, করুণেনয় কণকনি
 নানা অলঙ্কার কলমল ॥
 বামকরতলে ধরি, কারণ অমৃত ভরি,
 পানপাত্র রতন নির্মিত ।
 হস্তাভা ডামি হাতে সযত পলায় তাতে,
 কিবা দুই ভুজ স্তূললিত ॥

চর্য্য চূষ্য হৈছে পেয়, নানা রস অপ্রমের,
বিবিধ বিনাসে পরশিয়া ।

ভুঞ্জিয়া কৃতিবাস, মধুর মধুর হাস,
মহেশের নাচন দেখিয়া ॥

দেবতা অশ্বর'রক্ষ, অঙ্গুর কিম্বদন্তি যক্ষ,
সবে ভোগ করে নানা রস ।

গন্ধর্ব্ব ভুজঙ্গ নর, সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর,
নবগ্রহ (১) দিক্‌পাল (২) দশ ॥

জিনি কোটি শশধর, কিবা মুখ মনোহর,
মণিনয় মুকুট মাথায় ।

ললিত কবরী ভার, তাহে মালতীর হার,
ভ্রমর ভ্রমরী কল (৩) গায় ॥

বিধি বিষ্ণু ত্রিলাচন, আদি দেব ঋষিগণ,
চৌদিকে বেড়িয়া করে গান ।

আগম পুরাণ বেদ, না জানে তোমার ভেদ,
তুমি দেবী পুরুষ প্রধান ॥

বটে কর অধিষ্ঠান, শুন নিজ গুণ গান,
গায়কের পূর্ণ কর আশ ।

রাজার মঙ্গল কর, রাজ্যের আপদ হর,
নাশকের নঠে কর বাস ॥

(১) চন্দ্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু ।

(২) ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, নৈঋত, ঈশ, ব্রহ্ম
জনক । (৩) অশ্বাষ্ট মধুর শব্দ ।

বপনে রজনী শেষে, বসিয়া শিররদেশে,
কহিল মঙ্গল রচিবারে ।
সেই আজ্ঞা শিরে বহি, নূতন মঙ্গল কহি,
পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে ॥
বিতার অন্নদাক্ষেপে, কত ঙ্গে কব'অঙ্গে,
নিজ ঙ্গে হবে বরদায় ।
নূতন মঙ্গল আশে, ভারত সরস তাম্রে,
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় ॥

গ্রন্থসূচনা ।

অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা ।
অভরা অপরাঞ্জিতা অচ্যুত অমুজা ॥
অনাদ্যা অমলতা অম্বা অম্বিকা অভয়া ।
অপরাধ ক্ষম আ ।। অব (১) গো অবায় ।
শুন শুন নিবেদন সভাজন সব ।
যে রূপ প্রকাশ অন্নপূর্ণা মহোৎসব ॥
সুজাখাঁ নবাবসুত সফরাজ খাঁ ।
দেয়ান আল-চন্দ্র রায় রায় রায়ী ॥
ছিল আলিবর্দি খাঁ নবাব পাটনায় ।
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায় ॥
তদবধি আলিবর্দি হইলা নবাব ।
মহাবদজ্জ দিলা পাতসা খেতাব ॥
কটকে মুরসীদ কুলি খাঁ নবাব ছিল ।
তারে গিয়া আলিবর্দি খেদাইয়া দিল ॥

(১) সংস্কৃত, রক্ষাকর ।

কটকে হইল আলিবর্দীর আসন
 তাইপো সৌন্দর্যজে দিলেন দখল ॥
 নবাব সৌন্দর্যজে রহিল কটকে ।
 মুরাদবাক্ষর তারে ফেলিল কটকে ॥
 লুটি নিল নারি গারী দিল বেড়ি তোক (১) ।
 শুনি মহাবদজ্জ চলে পেয়ে শোক ॥
 উত্তরিল কটকে হইয়া তরাপর ॥
 হুদে হারি পলাইল মুরাদবাক্ষর ॥
 তাইপো সৌন্দর্যজে খালাস করিয়া ।
 উড়িয়া করিল ছার লুটিরা পুড়িয়া ॥
 বিস্তর লক্ষর সঙ্গে অতিশয় জুম (২) ।
 আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেন ধুম ॥
 ভুবনে ভুবনেশ্বর মহেশ্বর স্থান ।
 ভূগী সহ শিবের সর্বদা অধিষ্ঠান ॥
 হুয়ায়া মোগল তাহে দৌরায়া করিল ।
 দেখিয়া নন্দীর মনে ক্রোধ উপজিল ॥
 মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল ।
 করিতে যবন সব সমুলে নির্মূল ॥
 নিষেধ করিলা শিব ত্রিশূল মারিতে ।
 বিস্তর হইবে নষ্ট একেরে বধিতে ॥
 অকালে প্রলয় হৈল কি কর কি কর ॥
 না ছাড় সংহার শূল সংহার সংহার (৩) ॥

(১) হস্তবন্ধন হাতকড়ি । (২) অহিতাচার অত্যাচার ।
 (৩) সংস্কৃত রাখ রাখ, থামাও থামাও ।

আহুয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায় ।
 আমার ভকত বড় অশ্রু কহ তায় ॥
 সেই আসি যবনেরে করিবে দমন ।
 শুনি নন্দী তারে গিয়া কহিলা অশ্রু ॥
 অশ্রু দেখি বর্গিরাজা হইল ক্রোধিত ।
 পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্করপণ্ডিত ॥
 বর্গি মহারাত্রি আর মৌরাত্রি প্রভৃতি ।
 আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি ॥
 লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল ।
 গঙ্গাপার হইল বাকি নৌকায় জাঙ্গাল ১) ॥
 কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি ।
 লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী ॥
 পলাইয়া কোটে (২) গিয়া নবাব রহিল ।
 কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল ॥
 লুঠিয়া ভুবনেশ্বর (৩) যবন পাতকী ।
 সেই পাপে তিন সুবা হইল নারকী ॥
 নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ।
 বিস্তর ধার্মিক লোক চৈকে গেল দায় ॥
 নদীয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি ।
 বৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধ শাস্তমতি ॥

(১) আলি, সেতু

(২) দুর্গ, গড়, কেল্লা ।

(৩) উড়িয়া দেশস্থিত শিবলিঙ্গ স্থাপিত গ্রাম ।

প্রতাপ তপনে কীর্তিপদ্য (১) বিকশিতা ।
 রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া ॥
 রাজা রাজচক্রবর্তী ঋষি ঋষিরাজ ।
 ইন্দ্রের সমাজ সম যাহার সমাজ ॥
 কাশীতে বাসিলা জ্ঞানবাণীর (২) সোপান
 উপমা কোথায় দিব না দেখি সমান ॥
 দেবীপুত্র বলি লোক যার গুণ গায় ।
 এই পাপে সেই রাজা ঠেকিলেন দার ॥
 মহাবদজ্জ (৩) তারে ধরে লয়ে যায় ।
 নজরানা বলে বারলক্ষ টাকা চায় ॥
 লিখি দিলা সেই রাজা দিব বারলক্ষ ।
 সাজোয়াল (৪) হইল সুজন সর্বভক্ষ ॥
 বর্গিতে লুঠিল কত কত বা সুজন ।
 নানামতে রাজার প্রজার গেল ধন ॥
 বদ্ধ করি রাখিলেন মুরসিদাবাদে ।
 কত শত্রু কত মতে লাগিল বিবাদে ॥
 দেবীপুত্র দয়াময় ধরাপতি ধীর ।
 বিবিধ প্রকারে পূজা করিলা দেবীর ॥
 চৌত্রিশ অঙ্করে বর্ণাইয়া কৈলা স্তব ।
 অন্নকম্পা স্বপনে হইল অমৃতব ॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন ।

৩৬

অন্নপূর্ণা ভগবতী মুরতি ধরিয়া ।
স্বপন कहिला মাता শিয়রে বসিয়া ॥
শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয় ।
এই মূর্তি পূজা কর হুঃখ হবে ক্ষয় ॥
আমার মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ ।
বয়ে দিল পদ্ধতি গীতের ইতিহাস ॥
চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায় ।
করিহ আমার পূজা বিধি ব্যবস্থায় ॥
সভাদান তোমার ভারতচন্দ্র রায় ।
মহাকবি মহাভক্ত আমার কৃপায় ॥
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও ।
রচিতে আমার গীত সাদরে করিও ॥
আমি তারে স্বপ্ন কব তার মাতৃবেশে ।
অষ্টাহ গীতের উপদেশ সবিশেষে ॥
সেই আজ্ঞা মত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মার ।
অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিল সে দায় ॥
সেই আজ্ঞা মত কবি রায় গুণাকর ।
অন্নদানঙ্গল কহে নব রসতর ॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন ।

নিবেদন অবধান কর সভাজন ।
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার বিবরণ ॥

চন্দ্রে সবে যোলকলা (১) হ্রাস বুদ্ধি তার ।

কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌবাট কলায় (২) ॥

(১) চন্দ্রকলা, যথা।—পুষা, যশা, স্মনসা, রতি, আশ্রি, রতি
খলি, সৌম্যা, মরীচি, অংশুমালিনী, অঞ্জিরা, শশিনী, ছায়,
সম্পূর্ণশুভা, তুষ্টি, অমৃত। এই যোলকলা ।

(২) শৈবতন্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টি-কলা, যথা—গীত ১। বাদ্য ২।
নৃত্য ৩। নাট্য ৪। আলেখ্য ৫। বিশেষদণ্ডেদ ৬। তত্ত্বকুস্তন
বলিবিকার ৭। পুষ্পাস্তরণ ৮। দশনবসনাঙ্গরাগ ৯। মণ্ডিত
কর্ম ১০। শয়নচরন ১১। উদকবাদ্য ১২। উদকঘাত ১৩। চিত্র
যোগ ১৪। মাল্যগ্রন্থনবিকল্প ১৫। শেখরাপীড় যোজন ১৬।
নেপথ্য যোগ ১৭। কর্ণপত্রভঙ্গ ১৮। গন্ধযুক্তি ১৯। ভূষণযোজন
২০। ঐক্যজাল ২১। কৌচনার্যোগ ২২। হস্তলাঘব ২৩। চিত্র-
শাকপুপভক্ষ্যবিকারক্রিয়া ২৪। পানবরসরাগাসবযোজন ২৫।
জ্যোতিষপদার্থ ২৬। স্তব্ধত্রীড়া ২৭। অহেলিকা ২৮। প্রতিমা
২৯। দূর্দৈবকযোগ ৩০। পুস্তকবাচন ৩১। নাটিকাখ্যায়িকা দশন
৩২। কাব্যসমন্যাপরণ ৩৩। পট্টিকা বেজবাণবিকল্প ৩৪। তর্ক-
বর্মণি ৩৫। তর্কণ ৩৬। বাস্তববিদ্যা ৩৭। রূপ্যরত্নপরীক্ষা ৩৮।
ধাতুবাদ ৩৯। মণিরাগজ্ঞান ৪০। অকারজ্ঞান ৪১। বুদ্ধাশ্রুর্বেদ
যোগ ৪২। মেঘকুকুটশাবকযুক্তবিধি ৪৩। শব্দ সারিকা প্রলাপন
৪৪। উৎসাদন ৪৫। কেশমার্জ্জুন কৌশল ৪৬। অক্ষরমুক্তিকা
কথন ৪৭। মেঘিতকবিকল্প ৪৮। দেশভাষাজ্ঞান ৪৯। পুষ্প
শকটিকা নিমিত্ত জ্ঞান ৫০। যজ্ঞমাতৃকা ৫১। ধারণমাতৃকা ৫২।
সংগীত ৫৩। নানসীকাব্য ক্রিয়া ৫৪। ক্রিয়াবিকল্প ৫৫।
তর্ক যোগ ৫৬। অভিধান কোষ চন্দ্রোজ্ঞান ৫৭। বন্ধ গোপনান
৫৮। দ্যুতবিশেষ ৫৯। আকর্ষতরীড়া ৬০। বালকত্রীড়ানক ৬১।
বৈজয়িকীবিদ্যাজ্ঞান ৬২। বৈজয়িকীবিদ্যাজ্ঞান ৬৩। বৈজয়িকী
কীবিদ্যাজ্ঞান ৬৪। ইতি শব্দার্থ-মুক্তাবলী ।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহোদয় এই চতুঃষষ্টি-কলা বিদ্যায় নিপুণ

পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রে দেখিলে (১) ।
 কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মিলে (২) ॥
 চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল (৩) ।
 কৃষ্ণচন্দ্রে হৃদে কালী সর্বদা উজ্জ্বল (৪) ॥
 দুই পক্ষ (৫) চন্দ্রের অসিত সিত হয় ।
 কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ (৬) সদা জ্যোৎস্নায় ॥
 প্রথম পক্ষেতে পাঁচ কুমার সৃজন ।
 পঞ্চদেহে পঞ্চমুখী হৈলা পঞ্চানন ॥
 প্রথম সাক্ষাৎ শিব শিবচন্দ্র রায় ।
 দ্বিতীয় ভৈরবচন্দ্র ভৈরবের প্রায় ॥
 তৃতীয় যে হরচন্দ্র হর অবতার ।
 চতুর্থ মহেশচন্দ্র মহেশ আকার ॥
 পঞ্চম কেশবচন্দ্র তুলা দিতে নাই ।
 ফুলের মুখটি জয়গোপাল জামাই ॥
 দ্বিতীয় পক্ষের যুবরাজ রাজকায় ।
 মধ্যম কুমার খ্যাত শত্রুচন্দ্র রায় ॥

- (১) দিব্যবসনে চন্দ্রোদয় হইলে পদ্ম মুদ্রিত হইয়া থাকে ।
 (২) পদ্মিনী শব্দে এস্থলে সুন্দরী রমণীও কৃষ্ণচন্দ্রের মনো-
 হর মূর্তি দর্শনে উৎসুক হইতেন, ইহাতে রাজার রূপের উৎ-
 কর্ষ প্রকাশ হইল ।
 (৩) চন্দ্রের হৃদয়স্থিত কালী কলঙ্ক বলিয়া বিখ্যাত ।
 (৪) রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কালীভক্ত ছিলেন, অতএব তাঁহার অন্তরে
 কালী নিয়ত বিরাজমানা ছিলেন ।
 (৫) কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ ।
 (৬) বিবাহিতা স্ত্রী, অর্থাৎ প্রথম পক্ষস্ত্রী ও দ্বিতীয়পক্ষস্ত্রী ।

জামাতা কুলীন রামগোপাল প্রথম ।
 সদানন্দময় নন্দগোপাল মধ্যম ॥
 ত্রীগোপাল ছোট সবে ফুলের মুখটি ।
 আদান প্রদানে খাত ত্রিকুল পালটি ॥
 রাজার ভাগিনীপতি দুই গুণধাম ।
 মুখটি অনন্তরাম চট্ট বলরাম ॥
 বলরাম চট্টসুত ভাগিনা রাজার ।
 সদাশিব রায় নাম শিব অবতার ॥
 দ্বিতীয় অনন্তরাম মুখর্ষের সুত ।
 রায় চন্দ্রশেখর অশেষ গুণগুত ॥
 ভূপতির ভাগিনী-জামাই গুণধাম ।
 বাঁড়রি গোকুল কৃপারাম দয়ারাম ॥
 মুখ রক্ষাজীবন রক্ষভক্তের সার ।
 পাঠকেন্দ্র গদাধর তর্ক অলঙ্কার ॥
 ভূপতির পিসা শ্যামসুন্দর চাটুটি ।
 তার রক্ষদেব রামকিশোর সমুত্তি ॥
 ভূপতির পিসার জামাই তিন জন ।
 প্রধানন্দ মুখর্ষা পরম যশোধন ॥
 মুখর্ষা আনন্দিরাম কুলের সাগর ।
 মুখ রাজকিশোর কবিত্ত কলা (১) ধর ॥
 প্রিয়জ্ঞাতি জগন্নাথ রায় চাঁদ রায় ।
 শুকদেব রায় ঋষি শুকদেব প্রায় ॥

(১) কবিত্ত শক্তি । বিষ্ণু পক্ষে কবিত্ত রূপ কলা

কালিদাস সিকান্ত পণ্ডিত সভাসদ ।
 কন্দর্প সিকান্ত আদি কত পারিষদ ॥
 বৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কুলীন শ্রিয় বড় ।
 মুক্তিরাম মুখর্ষা গোবিন্দ ভক্ত দড় ॥
 গণক বাঁড়ুর্ষা অমূল্য বাচস্পতি ।
 আর যত গণক গণিতে কিশকতি ॥
 বৈদ্য মাধ্য প্রধান গোবিন্দরাম রায় ।
 জগন্নাথ অমূল্য নিবাস সুগক্রায় ॥
 অতিপ্রিয় পারিষদ শঙ্কর তরঙ্গ ।
 হরহিত রামবোল সদা অঙ্গসঙ্গ ॥
 চক্রবর্তী গোপাল দেৱান সহবতি ।
 রায় বঙ্গী মদনগোপাল মহামতি ॥
 কিল্লর লাহিড়ী দ্বিজ মুন্সী প্রধান ।
 তাঁর ভাই গোবিন্দ লাহিড়ী গুণবান ॥
 কালরাত গায়ন বিজ্ঞান ষাঁ প্রভৃতি ।
 মুদঙ্গী সমজ্জখেল কিল্লর আকৃতি ॥
 নর্তক প্রধান শেরমাযুদ সভায় ।
 মোহন খোয়ালচন্দ্র বিদ্যাধর প্রায় ॥
 মড়িয়াল কার্তিক প্রভৃতি কত জন ।
 চেলা খানেজাদ যত কে করে গণন ॥
 সেফাহীর জমাদার মাযুদ জাকর ।
 জগন্নাথ শিরপা করিল যার পর ॥
 ভূপতির ভীরের গুস্তাদ নিকপম ।
 মুজংকর হুসেন মোগল কর্ণ সম ॥

হাজারি পঞ্চমসিংহ ইন্দ্রসেন সূত ।
 ভগবন্ত সিংহ অতি যুদ্ধে মজবুত ॥
 যোগরাজ হাজারি প্রভৃতি আর যত ।
 ভোজপুরে সোয়ার বৌদেলা (১) শত শত ॥
 ফুল মালে রঘুনন্দন মিত্র দেয়ান ।
 তার ভাই রামচন্দ্র রাঘব ধীমান্ ॥
 আমীন রাঢ়ীয় দ্বিজ নীলকণ্ঠ রায় ।
 দুই পুত্র তাঁহার তাঁহার তুল্য কায় ॥
 বড় রামলোচন অশেষ গুণধাম ।
 ছোট রামকৃষ্ণ রায় অভিনব কাম ॥
 দেয়ানের পেশকার বসু বিশ্বনাথ ।
 আমীনের পেশকার কৃষ্ণসেন সাথ ॥
 রত্ন গজ আদি গজ দিগ্গজ সংখ্যায় ।
 উচ্চৈঃশ্রবা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের লেখায় ॥
 হাবশী ইমানবক্স হাবশী প্রধান ।
 হাতী ঘোড়া উট আদি তাহার যোগান ॥
 অধিকার রাজার চৌরাশী পরগণা ।
 খাড়ি জুড়ি আদি করি দপ্তরে গণনা ॥
 বাজ্যের উত্তর সীমা মুরসিদাবাদ ।
 পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ (২) ॥
 দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার ।
 পূর্ব সীমা ধুল্যাপুর বড় গাজ পার ॥

(১) বন্দেলখণ্ড নিবাসি চোয়াংজাতি তাহার অত্যন্ত বলবান
 হন । (২) খাতি । ১৯৫৪৩/৩২৪৮/৭৯

ফরমানী মহারাজ মনসবদার ।
 সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার ॥
 কোঠায় কাসুরা ঘড়ী নিশান নহবৎ ।
 পাতশাহী শিরপা তুলতানী তুলতানৎ ॥
 ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল ।
 সরপেচ মেরিছা কলগী নিরমল ॥
 দেবীপুত্র নামে রাজা বিদিত সংসারে ।
 স্বর্গচন্দ্র নাম দিলা নবাব যাহারে ॥
 সেই রাজা এই অন্নপূর্ণার প্রতিমা ।
 প্রকাশিয়া গুজা কৈলা অনন্ত মহিমা ॥
 কবিরায় গুণাকর খ্যাতি নাম দিয়া ।
 ভারতেরে আজ্ঞা দিলা গীতের লাগিয়া ॥
 অন্নপূর্ণা ভারতেরে রজনীর শেষে ।
 স্বপন কহিলা মাতা তাঁর মাতৃবেশে ॥
 অরে বাছা ভারত শুনহ মোর বাণী ।
 তোমার জননী আমি অন্নদা ভবানী ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমারে ।
 মোর ইচ্ছা গীতে তুমি তোবহ আমারে ॥
 ভারত কহিলা আমি নাহি জানি গীত ।
 কেমনে রচিব গীত একি বিপরীত ॥
 অন্নদা কহিলা বাছা না করিহ ভয় ।
 আমার রূপার বলে বোবা কথা কর ॥
 এমু আরস্তিয়া মোর রূপা সাক্ষী পাবে ।
 যে কবে সে হবে গীত আনন্দে শিখাবে ॥

এত বলি অমৃতান্ন মুখে তুলি দিলা ।
সেই বলে এই গীত ভারত রচিলা ॥

গীতারম্ভ ।

অন্নপূর্ণা মহামায়া, সংসার যাঁহার দ্বারা,
পরোপরা পরমা প্রকৃতি ।
অনির্বচ্য নিকপমা, আপনি আপন সমা,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আকৃতি ॥
অচক্ষু সর্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্বত্র গতাগতি ।
কর বিনা বিশ্বগড়ি, মুখ বিনা বেদ পড়ি,
সবে দেন কুমতি স্মৃতি ॥
বিনা চন্দ্রানন রবি, প্রকাশি আপন ছবি,
অন্ধকার প্রবাহ করিলা ।
প্লাবিত কারণজলে, বসি স্থল বিনা স্থলে,
বিনা গর্ভে প্রসব হইলা ॥
ওগ সহ তমোরজে, হরি হর কমলজে, (১)
কহিলেন তপ তপ তপ ।
শুনি বিধি হরি হর, তিন জনে পরস্পর,
করেন কারণজলে (২) জপ ॥
তিনের জানিতে সহ, জানাইতে নিজ তত্ত্ব,
শব্দরূপা হইলা কপটে ।

(১) কমলজ ব্রহ্মা ।

(২) সৃষ্টির আদি সঙ্গিল ।

পচাগন্ধে মাংস গলে, ভাসিয়া কারণজলে,
 আগ গলে বিহুর নিকটে ॥
 পচাগন্ধে বাস্তু হরি, উঠি গেলা যুগা করি,
 বিধিরে ছলিতে গেলা মাতা ।
 পচাগন্ধে ভাবি হুঃখ, ফিরিয়া ফিরিয়া মুখ,
 চারি মুখ হইলা বিধাতা ॥
 বিধির বুঝিয়া মত, শিবের জানিতে তত্ত্ব,
 শিব অঙ্গে লাগিলা ভাসিয়া ।
 শিব জানি যুগা নাই, বসিতে হইল ঠাঁই,
 যত্নে ধরি বসিলা চাপিয়া ॥
 দেখিয়া শিবের কৰ্ম, তাহাতে বসিলা মৰ্ম,
 ভাষ্যরূপা ভবানী হইলা ।
 পতিরূপ পশুপতি, হুতনে ভুঞ্জিয়া রতি,
 ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা ॥
 বিধির মানসম্মত, দক্ষযুনি তপোযুত,
 প্রসূতি তাহার ধর্মজায়া ।
 তাঁর গর্ভে সতী নাম, অশেষ মঙ্গল ধাম,
 জনম লভিলা মহামায়া ॥
 নারদ ষটক হয়ে, নানা মত বলে কয়ে,
 শিবের বিবাহ দিলা সতী ।
 শিবের বিকট (১) সাজ, দেখি দক্ষ ঋষিরাজ,
 বামদেবে (২) হৈলা বামমতি (৩) ॥

সদা শিব নিন্দা করে, মহা ক্রোধ হৈল হরে,
 সতী লয়ে গেলেন কৈলাসে ।
 দক্ষের বিধাতা বাম, না লয় শিবের নাম,
 সদা নিন্দা করে কটুভাষে ॥
 অরিস্তিয়া দেবযাগ, নিমজ্জিল দেবভাগ,
 নিমজ্জণ না কৈল শঙ্করে ।
 যাইতে দক্ষের বাস, সতীর হইল আশ,
 ভারত কহিছে গোড়করে ॥

সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ ।

কালীরূপে বত শত পরাৎপরা গো ।
 অন্নদা ভুবনবালা, মাতঙ্গী কমলা,
 দুর্গা উমা কাত্যায়নী বানী অরবরা গো ॥
 সূন্দরী ভৈরবী তারা, জগতের সারা,
 উন্মুখী বগলা ভীমা ধূমা ভীতিহরা গো ।
 রাধানাথের (১) দুঃখ ভরা, নাশ গো সত্তরা,
 কালের কামিনী কালী ককণা-সাগরা গো ॥ ৫
 নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন ।
 যজ্ঞ দেখিবারে যাব পিতার ভবন ॥
 শঙ্কর কহেন বটে বাপ ঘরে যাবে ।
 নিমজ্জণ বিনা গিয়া অপমান পাবে ॥

(১) ভারতচন্দ্র রায়ের পুত্র ।

বজ্র করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্শ্ব ।
 আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম ॥
 সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা ।
 বাপঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা ॥
 বত কন সতী শিব না দেম আদেশ ।
 ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্করা বেশ ॥

মুক্তকেশী মহামেষবরণা দক্ষরা (১) ॥
 শবাকৃতা করকাঞ্চী (২) শবকর্ণপূরা ।
 গলিত কধিরধারা মুণ্ডমালা গলে ।
 গলিত কধির মুণ্ড বামকরতলে ॥
 আর বাম করেতে রূপাণ (৩) খরশান ।
 দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বরদান ॥
 লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে ।
 ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে ॥ ১ ॥

দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ ।
 তারা রূপ ধরি সতী হৈলা সম্মুখ ॥
 নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা ।
 সপর্বাক্ষা উর্দ্ধ এক জটা বিভূষণা ॥
 অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপালে ।
 ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল ।
 নীলপদ্ম খঞ্জা কাতি (৪) সমুণ্ড খর্পর (৫) ।
 চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর ॥ ২ ॥

(১) দীর্ঘদম্বনিশিষ্ঠা । (২) করমালায় রচিত চন্দ্রহার ।

(৩) খজা, অসি । (৪) শঙ্খজ্বেদনাস্ত্র । (৫) কুধিরের শরাব ।

দেখে ভয়ে পলাইতে চান পশুপতি ।
 রাজরাজেশ্বরী হয়ে দেখা দিলা সতী ॥
 রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর ।
 চারি হাতে শোভে পাশাঙ্কুশ (১) ধনুঃশর ॥
 বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ কঙ্ক পঞ্চ ।
 পঞ্চপ্রোত নিয়মিত বসিবার মঞ্চ (২) ॥ ৩ ॥

দেখিয়া শঙ্কর ভয়ে মুখ ফিরাইলা ।
 হইয়া ভুবনে স্বরী সতী দেখা দিলা ॥
 রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অমুজ ।
 পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ ॥
 ত্রিনয়না অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল ।
 মণিময় নানা অলঙ্কার ঝলমল ॥ ৪ ॥

দেখি ভয়ে মহাদেব গেলা এক ভিতে ।
 ভৈরবী হইয়া সতী লাগিল হাসিতে ॥
 রক্তবর্ণা চতুভূজা কমল-আসনা ।
 মুণ্ডমালা যলে নানা ভূষণ ভূষণা ॥
 অক্ষমালা (৫) পুখী বরাভয় চারি কর ।
 ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে উপর ॥ ৫ ॥

দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইলা কম্পিত ।
 ছিন্নমস্তা হৈলা সতী অতি বিপরীত ॥
 বিকসিত গুণ্ডরীক (৬) কর্ণিকার (৭) মাঝে ।
 তিনধুণে ত্রিকোণমণ্ডল ভাল সাজে ॥

(১) পাশাঙ্কুশে রক্ত, দড়ী, অঙ্কুশ শব্দে হস্তীশাসন দণ্ড ডাক্তার ।

(২) মাণ্ডী, বসিবার আসন । (৩) রক্তাক্ষমালা জপমালা ।

(৪) খেড়পত্র । (৫) পদ্মের বীজকোষ ।

বিপরীত রতে রত রতি কামোপরি ।
 কোকনদ বরণা দ্বিজুজা দিগম্বরী ॥
 নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে ।
 ধড়ো কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে ॥
 কঠৈহেতে কধির উঠিছে তিন ধার ।
 এক ধার নিজ মুখে করেন আহার ॥
 দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী (১) বর্ণিনী (২) ।
 দুই ধারা পিয়ে তারা শব আরোহণী ॥
 চন্দ্র সূর্য্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন ।
 অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে স্নশোভন ॥ ৬ ॥
 দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিল লোচন ॥
 ধুমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন ॥
 অতি বৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন ।
 কাকধ্বজ (৩) রথাক্রতা ধূমের বরণ ॥
 বিস্তারবদনা কুশা ক্ষুধায় আকুলা ।
 এক হস্ত কম্পমান আর হস্তে কুলা ॥ ৭ ॥
 ধুমাবতী দেখে ভীম (৪) সভয় হইলা ॥
 হইরা বগলাযুখী সতী দেখা দিলা ।
 রত্নগৃহে রত্নসিংহাসনমধ্যস্থিতা ।
 পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণ ভূষিতা ॥
 এক হস্তে এক অশ্বরের ডিহ্বা ধরি ।
 আর হস্তে যুদ্ধার ধরিয়া উর্দ্ধ করি ॥

(১) কালীরগণ বিশেষ । (২) বনিডা, ক্ষী ।

(৩) কাকরচিত ধ্বজা বিশিষ্ট । (৪) শিব, মহাদেব ।

চক্ষু স্বর্গা অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন ।
 ললাটমণ্ডলে চক্ষুঃখণ্ড স্নশোভন ॥ ৮ ॥
 দেখি ভয়ে ভোলানাথ যান পলাইয়া ।
 পথ আগুলিলা সতী মাতঙ্গী হইয়া ॥
 রত্নপদাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি ।
 চতুর্ভুজ ধ্বজা চর্ম্ম পাশাকুশ ধরি ॥
 ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে ।
 চমকিত বিশ্ব (১) বিশ্বনাথের চমকে ॥ ৯ ॥
 মহাভয়ে মহাদেব হৈলা কম্পমান ।
 মহালক্ষ্মী রূপে সতী কৈলা অধিষ্ঠান ॥
 স্তব্ধ স্তব্ধ বর্ণ আসন অমুজ ।
 দুই পদ বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ ॥
 চতুর্দন্ত চারি শ্বেতবারণ (২) হরিষে ।
 রত্নযটে অভিষেকে অমৃত বরিষে ॥ ১০ ॥
 ভারত কহিছে মাগো এই দশ রূপে ।
 দশদিকে রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে ॥

সতীর দক্ষাভয়ে গমন ।

একি মায়া একি মায়া কর মহামায়া ।
 সংসারে যে কিছু দেখি তব মায়া ছায়া ॥
 নিগম আগমে তুমি নিকপম কায়া ।
 ত্রিগুণ জননী পুনঃ ত্রিঃদেবের জায়া ॥

(১) জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড । (২) হস্তী, কণী ।

ইহলোকে পরলোকে তুমি সে সহায়ী ।
 ভারত কহিছে মোরে দেহ পদছায়া ॥ ৫ ॥
 পলাইতে না পেয়ে ফাঁকর (১) হৈলা হর ।
 কহিতে লাগিলা কল্পমান কলবর ॥
 তোমরা কে মোরে কহ পাইয়াছি ভয় ।
 কোথা গেল মোর সতী বলহ নিশ্চয় ॥
 পূৰ্ব্ব সৰ্ব্ব জান কেন পাসহিলা এবে ।
 কালীমূর্তি কহিতে লাগিলা মহাদেবে ॥
 পরমা প্রকৃতি আমি ভেবে দেখ মনে ।
 প্রসবিতু তুমি বিষ্ণু বিধি তিন জনে ॥
 তিনজন তোমরা কারণজলে (২) ছিল ।
 তপ তপ তপ বাক্য কহিতু শুনিল ॥
 তিনজন পরস্পর লাগিলা জপিতে ।
 শবরূপে আইলাম ভাসিতে ভাসিতে ॥
 পাচাগন্ধে উঠি গেল বিষ্ণু ভাবি হুঃখ ।
 বিধি হৈলা চতুর্মুখ কিরি কিরি মুখ ॥
 তুমি ঘৃণা না করিয়া করিলা আসনা
 প্রকৃতি রূপেতে তোমা করিতু ভজন ॥
 পুরুষ হইলে তুমি আমার ভজনে ।
 সেই আমি সেই তুমি ভেবে দেখ মনে ॥
 এত শনি শিবের হইল চমৎকার ।
 প্রকাশ করিলা তত্ত্ব মন্ত্র সবাংকার ॥

(১) ভক্তজ্ঞান, হতবুদ্ধি ।

(২) সৃষ্টির আদি সলিল ।

লুকাইয়া দশমূর্তি (১) সতী হৈলা সতী ।
 গৌরবর্ণ ছাড়ি হৈলা কালীয় মুরতি ॥
 মোহিত মহেশ মহামায়ার মায়ার ।
 যা ইচ্ছা করহ বলি দিলেন বিদায় ॥
 রথ আনি দিতে শিব कहিলা নন্দীরে ।
 রথে চড়ি গেলা সতী দক্ষের মন্দিরে ॥
 প্রমুতি (২) সতীরে দেখি কালীয় বরণ ।
 कहিল দেখিয়াছিল যেমন স্বপন ॥
 আহা মরি বাছা সতী কালী হইয়াছ ।
 ছাড়িবে আমারে বুঝি মনে করিয়াছ ॥
 স্বপনে দেখেছি দক্ষ শিবেরে নিন্দাবে ।
 শিবনিন্দা শুনি তুমি শরীর ছাড়িবে ॥
 শিব করিবেন দক্ষ যজ্ঞসহ নাপ ।
 তোমা দেখি স্বপ্নে মোর হইল বিশ্বাস ॥
 জগন্মাতা হয়ে মাতা বলেছ আমারে ।
 জন্ম শোধ খাও কিছু চাহিয়া এ মারে ॥
 মার বাক্যে মাতা কিছু আহার করিয়া ।
 যজ্ঞ দেখিবারে গেলা সত্ত্বর হইয়া ॥
 রথবর্ণা দেখি সতী দক্ষ কোপে জ্বলে ।
 শিব নিন্দা করিয়া সভার আগে বলে ॥

(১) দশ মহাবিদ্যা যথা—কালী, তারা, ঘোড়শী, ভুবনে
 প্রদী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা ।

(২) দক্ষপ্রজাপতির স্ত্রী ।

ভারত শিবের নিন্দা কেমনে বর্ণিবে ।
নিন্দাছলে স্তুতি করি শঙ্কর বুকিবে ॥

শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ ।

সভাজন শুন, জামাতার গুণ,
বয়সে বাপের বড় (১) ।

কোন গুণ নাই, (২) যেথা দেখা চাই, (৩)
দিক্কিতে নিপুণ দড় (৪) ॥

মান অপমান, (৫) সুস্থান কুস্থান,
অজ্ঞান জ্ঞান সমান ।

মাছি মানে ধর্ম, (৬) নাছি মানে কর্ম,
চন্দনে ভস্ম জেয়ান (৭) ॥

যবনে ব্রাহ্মণে, কুকুরে আপনে,
শ্মশানে স্মরণে সম ।

(১) দক্ষপ্রজাপতির জমক যে ব্রহ্মা তাঁহার অপেক্ষাও
শিবের নাসাদিক, যেহেতু সৃষ্টির পূর্বকালাবধি তাঁহার অস্তিত্ব
অগাধ তিনি পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর ।

(২) সত্ত্ব রজঃ তম ইতি ত্রিগুণাতীত ব্রহ্ম ।

(৩) সর্বত্র বিরাজমান, সর্বব্যাপি ।

(৪) যোগসিদ্ধিতে বিচকণ ।

(৫) নির্বিকার ভেদ শূন্য ।

(৬) ব্রহ্মকে কর্ম স্পর্শ করে না। বেদে নির্দিষ্ট আছে পরম-
ধর্ম কর্মের বক্তা কিন্তু আচরণ কর্তা নহেন ।

(৭) জ্ঞানপর ভেদ রহিত সর্বত্র সমভাব ব্রহ্ম ।

গরল খাইল, (১) তবু না মরিল,

ভাঙ্গড়ের নাহি ময় ॥

সুখে দুখে জানে, (২) দুখে সুখ মানে,

পরলোকে নাহি ভয় (৩) ।

কি জাতি কে জানে, (৪) কয়ে নাহি মানে (৫)

সদা কদাচার ময় (৬) ॥

কহিতে ব্রাহ্মণ, (৭) কি আছে লক্ষণ,

বেদাচার বহিষ্কৃত ।

(১) যাঁহার মৃত্যু নাই অর্থাৎ তিনি মৃত্যুঞ্জয় যম তাহারে সংহার করিতে পারেন না।

(২) সুখ দুঃখ সম জ্ঞান।

(৩) যিনি পুত্রি ॥ তাহার পাপ জন্য পরলোকে নরক ভোগ আশঙ্কা করার প্রয়োজন নাই।

(৪) যিনি সর্বজীবে আবির্ভূত তাঁহার জাতির নিকৃপণ কি প্রকারে হইতে পারে।

(৫) তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেইই নাই অতএব তিনি অন্য ব্যক্তিকে নাহয় করিবেন। অথবা কাহাকে না মানেন অর্থাৎ সকলকেই মানেন যেহেতু সকল জীবের প্রতি তাঁহার সমান দৃষ্টি আছে।

(৬) ভূত পিশাচাদির হীন অতএব প্রাপ্ত যে শ্রীমহাদেব ইহাতে তাহার অসাধারণ কারুণ্য গুণই প্রকাশ হইয়াছে যেহেতু ঐ উপদেবতাদিগের তাহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই এ নিমিত্ত তাহার নাম দগাধিপতি হইয়াছে।

(৭) বর্ণাভিত আত্মাভিত অথচ সর্ববর্ষময় ও সর্বপ্রমবাদী পরমেশ্বর নির্দেশ হইল।

କ୍ଷତ୍ରିୟ କଥନ, ନା ହସ୍ତ ଘଟନ,

জটা ভস্ম আদি ধ্বত ॥

যদি বৈশ্য হয়, চাষী কেন নয়,

নাহি কোন ব্যতমায় ।

শ্রুত বলে কেবা, দ্বিজ দেয় সেবা,

নাগের পৈতা গলায় ॥

ਪ੍ਰਭੂ ਬਲਾ ਨਾਏ, ਭਿਕਾ ਸਾਗਿ ਆਏ,

না করে আতিথি সেবা ।

মণ্ডি বি আমর, গৃহিণী তাহার,

সন্ন্যাসী বলিবে কেবা ॥

বনস্ত বলিতে, নাহি লয় চিতে,

কৈলাস নায়েতে ঘর ।

ডাকিনী বিহারী, নহে ব্রহ্মচারী,

এক মহাপাপ হয় (:) ॥

সতী ঐ আমার, বিদ্যা আকার,

বাড়ুলের হৈল জায়।।

আমি অভাজন, পরম ভাজন,

ঘটক নারদ ভায়া (২) ।

অংশ মরি সতী, কি দেখি ভুগতি,

অন্ন বিন্য হৈল্য কালী :

তোমার কপাল, পর দাঘছাল,

ଆସାର ରହିଲ ଗାଳି ॥

(১) ইনি এক নারী মহাপাপ ভোগকর্তা। (২) ব্রহ্মার মানসপুত্র
জন্য দক্ষ প্রজাপতি না হলে কে জানে সন্তোষন করিয়াছেন।

শিবনিন্দা শুনি, রোষে যত যুনি,
 দধীচি অগস্ত্যা আদি ।
 দক্ষ গালি দিয়া, চলিল উঠিয়া,
 ভ্রবণে কর আচ্ছাদি ॥
 তরু পাপ দক্ষ, নির্দি কত লক্ষ,
 সতী সম্বোধিয়া কহে ।
 তার মৃত্যু নাই, (১) তোর নাহি ঠাঁই, (২)
 আমার মরণ নহে ॥
 মোর কত্যা ছায়ে, প্রেত সম্মুখে রয়ে,
 ছি ছি একি দশা তোর ।
 আমি মহারাজ, তোর এই সাজ,
 মাথা খেতে আলি মোর ॥
 বিধবা যখন, হইবি তখন,
 অন্ন বস্ত্র তোরে দিব ।
 সে পাপ থাকিতে, নাহিব রাখিতে,
 তার মুখ না দেখিব ॥
 শিবনিন্দা শুনি, মহাদুঃখ গুলি,
 কহিতে লাগিল সতী ।
 শিবনিন্দা কর, কি শক্তি ধর,
 কেন বাপা ছেন মতি ॥

(১) মহাদেবের মৃত্যু নাই তিনি মৃত্যুঞ্জয় ।

(২) যিনি মহামায়া, বিশ্বময়ী, তিনি সর্বত্র বিরাজমানা,
 তাঁহার ভিন্ন স্থান নাই ।

শিবনিন্দায় সতীর দেহভাগ ।

৫৯

বারে কালে ধরে, সেই নিন্দে হরে,
 কি কহিব তুমি বাপ ।
 তব অঙ্গজন্ম, (১) তাজিব এ তনু,
 তবে যাবে মোর পাপ ॥
 তিন মৃত্যুঞ্জয়, গালিতে কি হয়,
 মোর ঘেতে আছে ঠাই ।
 কর্ম মত ফল, যজ্ঞ বাবে তল,
 তোর রক্ষা আর নাই ॥
 যে মুখে পামর, নিন্দিলে শঙ্কর,
 সে মুখ হবে ছাগল ।
 এতক কহিয়া, শরীর ছাড়িয়া,
 উভরিল। হিমাচল ॥
 হিম গিরিপতি, ভাগ্যবান অতি,
 মেনকা তাঁহার জায়া ।
 পূর্ষ তপোবরে, তাহার উদরে-
 জনমিলা মহামায়া ॥
 সতী দেহ ত্যাগে, নন্দী মহারাগে,
 সহরে গেল কৈলাসে ।
 শূররথ লয়ে, শোকাকুল হয়ে,
 নিবেদিল কৃতিবাসে (২) ॥
 শুনিয়া শঙ্কর, শোকেতে কাতর,
 বিস্তর কৈলা রোদিন ।

(১) অঙ্গজ, শরীরজাত ।

(২) মহাদেব, শিব ।

লয়ে নিজগণ, করিলা গমন,
করিতে দক্ষদমন ॥
দৃষ্টিবদ্ধ রায়, রাজা ইন্দ্রপ্রায়,
অশেষ গুণসাগর ।
তঁর অভিমত, রচিল ভারত,
কবিরায় গুণাকর ॥

— — — — —

শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা ।

মহাকল্প রূপে মহাদেব সাজে ।
ভভস্তুম্ ভভস্তুম্ শিখা ধোর বাজে ॥
লটাপট জটাজুট সংঘট গজা ।
হলচ্ছল টলটল কলকল তরঙ্গা ॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ভণীফণ্ গাজে ।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥
ধকধক্ ধকধক্ জ্বলে বহি ভালে ।
ববহম্ ববহম্ মহাশঙ্ক গালে ॥
দলদল দলদল গলে মুণ্ডমালা ।
কটি কট সজ্জামরা হস্তি ছালা ॥
পাচা চর্মবুলী করে লোল বুলে ।
মহাঘোর আভা পিনাকে (১) ত্রিশূলে ॥
দিয়া তাদিয়া তাদিয়া ভূত নাচ ।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে ॥

(১) শিবধনু, শূল ।

সহস্রে সহস্র চলে ভূত দান।
 ছহুকার হাঁকে উড় সর্পবাণ।
 চলে ভৈরব ভৈরবী নন্দী ভূঙ্গী।
 মহাকাল বেতাল তল ত্রিশঙ্গী ॥
 চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোরবেশে।
 চলে শাখিনী প্রেতিনী মৃত্যুকশে ॥
 গিয়া দক্ষযজ্ঞ সব বজ্র নাশে।
 কথা না সরে দক্ষরাজের তরাসে ॥
 অদূরে মহাকদ্র ডাকে গভীরে।
 অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ॥
 ভুজঙ্গপ্রধাতে কহে ভারতী দে।
 সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে ॥

দক্ষযজ্ঞ নাশ ।

ভূতনাথ ভূত-সাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
 যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে ॥
 প্রেতভাগ সাহুরাগ রম্প রম্প ঝাঁপিছে।
 ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদলোক ফাঁপিছে ॥
 সৈন্য-সুত মন্ত্রপুত দক্ষ দেয় আছাঁতি।
 জমি তায় সৈন্য ধায় অশ্ব ঢালি মাহুতি ॥
 বৈরিপক্ষ যক্ষ রক্ষ কদ্রবর্গ ডাকিয়া।
 বাও বাও ছাঁদিখাও (১) দক্ষ দেয় হাঁকিয়া ॥

সে সভায় আত্মগায় (১) কদ্র দেন নিকৃতি ।
 দক্ষরাজ পায় লাজ আর নাহি নিকৃতি ॥
 কদ্রদূত পায় ভূত নন্দী ভূজি সজিয়া ।
 ঘোরবেশ মুক্তকেশ যুদ্ধরঙ্গ রঞ্জিয়া ॥
 ভাগ্যবের (২) মৌষ্ঠবের দাড়ি গোঁপ ছিঁড়িল ।
 পুষ্পের (৩) ভূষণের দম্পণাতি পাড়িল ॥
 বিপ্র সর্ব দেখি পক্ষ ভোজ্য বস্তু সারিছে ।
 ভূতভাগ পায় লাজ লাখি কীল সারিছে ॥
 ছাড়ি মল ফেলি তত্ত্ব মুক্তকেশ পায় রে ।
 হার হার প্রাণ যায় পাণ দক্ষ দায় রে ॥
 যক্ষ গেহ ভাঙ্গী কেহ হবাগব্য (৪) খাইছে ।
 উর্দ্ধহাত বিশ্বনাথ নাম গীত গাইছে ॥
 মার মার ঘের মার হান হান হাঁকিছে ।
 হুপ হাপ হুপ দাপ আশ পাশ কাঁপিছে ॥
 অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে ।
 হুম হাম খুম খাম ভীষণক ভাসিছে ॥
 উর্দ্ধবাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে ।
 লক্ষ লক্ষ ভূমিকম্প নাগ কূর্ম্ম লাড়িছে (৫) ॥
 অগ্নিহুগ্নি সর্পিঃ (৬) ঢালি দক্ষদেহ পুড়িছে ।
 ভস্ম শেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে ॥

(১) বেদ । (২) মুনিবিশেষ । (৩) মুনিবিশেষ ।

(৪) [পাঠান্তরে হবাগব্য] হোমের ঘৃত ।

(৫) বায়ুকি ও কচ্ছপকে আলোড়ন করিতেছে । (৬) ঘৃত

হাস্যমুণ্ড যজ্ঞকুণ্ড পূরি পূরি মূর্তিছে ।
 পদ-ধায় ঠায় ঠায় অশ্ব হস্তি পুতিছে ॥
 রাজাধিগু লওভও বিস্কুলিঙ্গ ছুটিছে ।
 কূল খূল কূল কূল ব্রহ্মডিঙ্গ (১) ফুটিছে ॥
 ঘোঁর্ন তুণ্ড (২) ছেঁটমুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে ।
 দেহ ধায় মুক্তি ঘায় মুণ্ড ছিণ্ড জানিছে ॥
 টৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে ।
 ভারতের ভূগকের ছন্দ বন্ধ বাড়িছে ॥

প্রসূতির স্তবে দক্ষের জীবন ।

শিব-নাম বল রে জীব বদনে ।
 যদি আনন্দে যাবে শিবদমনে ॥
 শিব নাম লয়ে মুখে, তরিব সকল দুঃখে,
 দমন করিব সুখে শমনে ।
 শিব গুণ কি কহিব, কোথায় তুলনা দিব,
 জীব শিব হয় শিব সেবনে ॥
 শিব শিব বলে যেই, এই দেখে শিব নেই,
 শিব নিজ পদ দেই সে জনে ।
 কাতরে ককণা কর, পাপ তাপ সব হর,
 ভারতে রাখহ হর ভজনে ॥ ৫ ॥
 এই রূপে যজ্ঞসহ দক্ষ নাপ পায় ।
 প্রসূতি বাঁচিল। মাত্র সতীর কৃপায় ॥

বিধি বিষ্ণু দুই জন নিজ স্থানে ছিল।
 দেখিয়া শিবের ক্রোধ অস্থির হইল।
 অবশ্যে প্রলয় জানি বরেন শঙ্কর।
 দক্ষবানে শিবপাশে আঁঠলা সড়র।
 সতীশোক পতিশোকে লজ্জা ভেঁগিয়া।
 প্রমুতি শিবের কাছে আইলা কাঁদিয়া।
 গলবস্ত্রা হয়ে এল শিবের সম্মুখ।
 শাশুড়ী দেখিয়া শিব লাজে হেটমুখ।
 দূরে গেল কটু ভাব শিব তাব হয়।
 প্রমুতি পিতুর স্তুতি কর সবিসয়।
 বিশ্বের জনক তুমি বিশ্বমাতা সতী।
 অসীম মহিমা জানে কাহার শক্তি।
 আমি জানি আমার ভাগ্যের সীমা নাই।
 সতী মোর কণ্ঠ, তুমি আমার জামাই।
 বেদেতে মহিমা তব পূরন নিগূঢ়।
 দেই বেদ পাড়ি মোর পতি হৈল মূঢ়।
 আপনি বিচার কর পরিভর রোষ।
 দক্ষের এ দোষ কেন বেদের এ দোষ।
 যেমন তোমার নিন্দা করিল পাগল।
 যে করিলে সেই নহে তার মত ফল।
 কি করিবে পরিণামে বৃদ্ধিত না পারি।
 ভাগ পেতে হয় মোরে আমি তার নারী।
 সতীর জননী আমি, শাশুড়ী তোমার।
 তথাপি বিধবা দশা হইল আমার।

ছাড়িয়া গেলেন সতী মরিলেন পতি ।
 তোমার না হয় দয়া কি হইবে গতি ॥
 তোমার শাশুড়ী বলি যম নাহি লয় ।
 আনারে কাহারে দিবা বহু দয়াময় ॥
 প্রস্থতির বাক্যে শিব মলজ্জ হইল ।
 রাজ্য সহ দক্ষরাজে বাঁচাইরা দিল ॥
 ধড়ে মুণ্ড নাহি, দক্ষ দেখিতে না পার ॥
 উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবক্ষের (১) তায় ॥
 দক্ষের দুর্গতি দেখি হাস ভূতগণ ।
 প্রস্থতিবলিছে প্রভু একি বিড়ম্বন ॥
 বিধাতা বিষ্ণুর সহ করিয়া মন্ত্রণা ।
 কহিলেন ঐওবারে দক্ষের যন্ত্রণা ॥
 শ্বশুর তোমার দক্ষ সম্বন্ধ গৌরব (২) ।
 ইহারে উচিত নহে এতেক রৌরব (৩) ॥
 অপরাধ ক্ষমিয়া যজ্ঞপি দিলা প্রাণ ।
 কৃপা করি মুণ্ড দেহ কর জ্ঞানবান ॥
 শুনিয়া নন্দীরে শিব কহিল হাসিয়া ।
 কার মুণ্ড দিবা দক্ষে দেখহ ভাবিয়া ॥
 নন্দী বলে তব নিন্দা করিয়াছে পাপ ।
 হাগমুণ্ড হইবে সতীর আছে শাপ ॥
 শুনিয়া সম্মতি দিলা শিব মহাশয় ।
 যেমত করিল কথ্য উপযুক্ত হয় ॥

শিব-বাক্যে নন্দী এক ছাগল কাটিয়া ।
 মুণ্ড আনি দক্ষকান্ধে দিলেক তাঁটিয়া ॥
 মিলন হইল ভাল হর দিল। বর ॥
 শঙ্করের স্তুতি দক্ষ করিল বিস্তর ॥
 তুমি ব্রহ্ম তুমি ব্রহ্মা তুমি হরি হর ।
 তুমি জল তুমি বায়ু তুমি চরাচর ॥
 তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মধ্য হও ।
 পঞ্চভূতময় পঞ্চভূতময় নও ॥
 নিরাকার নিগুণ নিঃসীম নিকপম ।
 না জানি করি নু নিন্দা অপরাধ ক্ষম ॥
 বন্দিবার ফলে হৈল পূর্ব্বের সকল ।
 নিন্দিবার চিহ্ন রৈল বদন ছাগল ॥
 বিধি বিষ্ণু আদি সবে দক্ষেরে লইয়া ।
 যজ্ঞ-পূর্ণ কৈল শিব অগ্রভাগ দিয়া ॥
 যজ্ঞ স্থানে সতী দেহ দেখিরা শঙ্কর ।
 বিস্তর রোদিন কৈল। কহিতে বিস্তর ॥
 শিরে লরে সতী দেহ করিল। গমন ।
 গুণ গেয়ে স্থানে স্থানে করেন ভ্রমণ ॥
 বিধি সঙ্গে মন্ত্রণা করিল গদাধর ।
 সতী-দেহ থাকিতে না ছাড়িবেন হর ॥
 যথার সতীর দেহ গিয়া চক্রাঙ্গি ।
 কাটিলেন চক্রধারে করি খানি খানি ॥
 যেখানে বেখানে অঙ্গ পড়িল সতীর ।
 মহাপীঠ সেই স্থান পূজিত বিধির ॥

করিয়া একমুখ গুণ কাটিল। কেশব ।
 বিধাতা পূজিল। ভব হইল। ভৈরব ॥
 এক মত না হয় পুরাণ মত যত ।
 আমি কহি মন্ত্রচূড়ামণি-তন্ত্র-মত ॥
 অজ্ঞা দিল। কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী দৈব ।
 রচিল। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

পীঠমালা ।

ভব-সংসার ভিতরে । ভব ভবানী বিহরে ॥
 ভুতময় দেহ, নবদ্বার গেহ,
 নর নারী কলেবরে ।
 গুণাতীত হয়ে, নানা গুণ লরে,
 দৌড়ে নানা কেলি করে ॥
 উত্তম অধম, স্থাবর জঙ্গম,
 সব জীবের অন্তরে ।
 চেতনাচেতনে, মিলি দুই জনে,
 দেহি দেহ রূপে চরে ॥
 অভেদ হইয়া, ভেদ প্রকাশিয়া,
 এ কি করে চরাচরে ।
 পাইয়াছে টের, কি করে এ ফের,
 কবিরায় গুণাকরে ॥ ক্র ॥
 হিন্দুলার ব্রহ্মরত্ন (১) ফেলিল। কেশব ।
 দেবতা কোট্টবী ভীমলোচন ভৈরব ॥ ১ ॥

শর্করায়ে তিন চক্ষু ত্রিগুণ ভৈরব ।
 মহিবর্দ্ধিনী দেবী ক্রোধাংশ ভৈরব ॥ ২ ॥
 স্নগন্ধারি নাসিকা পড়িল চক্রহতা ।
 ত্রাঙ্কর ভৈরব তাহে সুনন্দা দেবতা ॥ ৩ ॥
 জ্বালামুখে ভিহ্না তাহে অগ্নি অহুভব ।
 দেবীর অশ্বিকা নাম উন্নত ভৈরব ॥ ৪ ॥
 ভৈরবপর্কতে ওষ্ঠ পড়ে চক্রধায় ।
 নম্রকর্ণ ভৈরব অবন্তী দেবী তার ॥ ৫ ॥
 প্রভাসে অধর দেবী চন্দ্রভাগা তাহে ।
 বক্রভুগু ভৈরব প্রত্যক্ষ রূপ যাহে ॥ ৬ ॥
 জনস্থানে চিবুক (১) পড়িল অভিরাম (২)
 বিকৃতাক্ষ ভৈরব তামরী দেবী নাম ॥ ৭ ॥
 গোদাবরী-তীরে পড়ে বামগণ্ড খানি (৩)
 বিশ্বের ভৈরব বিশ্বমাতৃকা ভবানী ॥ ৮ ॥
 গণ্ডকীতে ডানি গণ্ড পড়ে চক্রধায় ।
 চক্রপাণি ভৈরব গণ্ডকী চণ্ডী তার ॥ ৯ ॥
 উর্দ্ধদন্তপাঁতির অনলে হৈল ধাম ।
 সংক্রুর ভৈরব দেবী নারায়ণী নাম ॥ ১০ ॥
 পঞ্চনাগরেতে পড়ে অধোদন্ত সার ।
 মহাক্রুর ভৈরব বারাহী দেবী তার ॥ ১১ ॥
 করতোয়াতটে পড়ে বামকর্ণ তাঁর ।
 বামেশ ভৈরব দেবী অপর্ণা তাঁহার ॥ ১২ ॥

(১) দাড়ি, খুঁতি, ওষ্ঠের অধোভাগ ।

(২) মনোহর, সুন্দর ।

(৩) বগাল, গাল ।

ত্রীপৰ্বতে (১) ডানিকৰ্ণ ফেলিলেন হরি ।
 ভৈরব স্কন্দরানন্দ দেবতা স্কন্দরী ॥ ১৩ ॥
 কেশজাল নাম স্থানে পড়ে তাঁর কেশ ।
 উমা নামে দেবী তাহে ভৈরব ভূতেশ ॥ ১৪ ॥
 কিরীটকোণায় পড়ে কিরীট সুরূপ ।
 ভুবনেশী দেবতা ভৈরব সিদ্ধরূপ ॥ ১৫ ॥
 ত্রীহটে পড়িল গ্রীবা (২) মহানক্ষত্রী দেবী ।
 সৰ্বানন্দ ভৈরব বৈভব যাহা সেবি ॥ ১৬ ॥
 কাশ্মীরেতে কঠদেবী মহামায়া তার ।
 ত্রিসন্ধ্য দৈশ্বর নাম ভৈরব তথায় ॥ ১৭ ॥
 রত্নাবলী স্থানে ডানিস্কন্ধ অভিৰাম ।
 কুমার ভৈরব তাহে দেবী শিবা নাম ॥ ১৮ ॥
 মিথিলায় বামস্কন্ধ দেবী মহাদেবী ।
 মহোদর ভৈরব সৰ্বার্থ সাঁরে সেবি ॥ ১৯ ॥
 চট্টগ্রামে ডানি হস্ত অৰ্দ্ধ অমৃতব ।
 ভবানী দেবতা চন্দ্রশেখর ভৈরব ॥ ২০ ॥
 আর অৰ্দ্ধ ডানি হস্ত মান-সরোবরে ।
 দেবী দাক্ষায়ণী হর ভৈরব বিহরে ॥ ২১ ॥
 উজানীতে ককোণি (৩) মঙ্গলচণ্ডী দেবী ।
 ভৈরব কপিলাস্বর শুভ সাঁরে সেবি ॥ ২২ ॥
 মণিবেদে মণিবন্ধ (৪) পড়িল তাঁহার ।
 স্থাণুনামে ভৈরব সাৰিত্রী দেবী তাঁর ॥ ২৩ ॥

(১) মলয় পৰ্ব্বত । (২) ঘাড়, গলা । (৩) কপুই ।

(৪) করগ্রহি, হাতের গোঁড়া ।

শিব বিবাহের মন্ত্রণা ।

ভীমা দয়া কর গো । বিষম শমন ভয় হর গো ॥
 পাপেতে জড়িত মতি, কাতর হয়েছি অতি,
 পতিতপাবনী নাম ধর গো ।
 না বলিয়া ডাকি ঘন, শুনিয়া না দেহ মন,
 ওহ গজাননে বুঝি ডর গো ॥
 তুমি গো তারিণী তারা, অসার সংসারসার,
 নানা রূপে চরাচরে চর গো ।
 রাখানাথ তব দাস, পূরাও তাহার আশ,
 তবে স্বনিচক্র স্বণে তার গো ॥ ধ্রু ॥

উদাসীন দেখি হরে বিধি গদাধর ।

মন্ত্রণা করিলা লয়ে যতেক অমর ॥
 হি দেব প্রধান দেব দেব দেব শিব ॥
 শিব হৈলা শক্তিহীন কেবা কি করিব ॥
 নানামত মন্ত্রণা করিয়া দেব সব ।
 মহামায়া উদ্দেশে বিস্তর কৈলা লুব ॥
 হুইল আকাশবাণী সকলে শুনিল ।
 মহামায়া হিমালয় আলয়ে জাগিল ॥
 উ শকে বুঝি শিব মা শকে ত্রী তাঁর ।
 দ্বিখিয়া মেনকা উমা নাম কৈলা সার ॥
 তাঁহার সহিত হবে শিবের বিবাহ ।
 তবে সে সর্বের হবে সংসার নির্বাহ ॥

আকাশবাণীতে পেয়ে দেবীর উদ্দেশ্য ।
 নারদেদে ডাকিয়া কহিলা হৃষীকেশ ॥
 ঘটক হইয়া তুমি হিমালয়ে যাও ।
 উমা সহ মহেশের বিবাহ ঘটাইও ॥
 একেত নারদ আরো বিষ্ণুর আদেশ ।
 শিবের বিবাহ তাহে বাড়িল আবেশ (১) ॥
 জনকের জননীর দেখিব চরণ ।
 আর কবে হবে ছেন ভাগ্যের ভাজন ॥
 মাজিয়া বীণার তার মিলাইয়া তান ।
 ভারতের অতিমত গৌরীগুণ গান ॥

নারদের গান ।

জয় দেবী জগন্ময়ি, দীন দয়াময়ি,
 শৈলশ্রুতে ককণানিকরে ।
 জয় চণ্ডিবিনাশিনি, মুণ্ডনিপাতিনি,
 দুর্গবিঘাতিনি মুখ্যতরে ॥
 জয় কালি কপালিনি, মস্তকমালিনি,
 খর্পরধারিণি শূলধরে ।
 জয় চণ্ডী দিগম্বরী, ঈশ্বরী শঙ্করী,
 কৌম্বিকি ভারত ভীতি করে ॥

শিব বিবাহের সম্বন্ধ ।

এ রূপে নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া ।
 উত্তরিল হিমালয়ে নাচিয়া গাইয়া ॥

দেখেন বাহিরে গোঁরী খেলিছেন রঙ্গে ।
 চৌষটি যোগিনী কুমারীর বেশ সজে ॥
 মৃত্তিকার হর গোঁরী পুত্তলি গাড়িয়া ।
 সহচরীগণ মেলি দিতেছেন বিয়া ॥
 দেখি নারদের মনে হৈল চমৎকার ।
 এ কি কৈলা মহামায়া মায়া অবতার ॥
 দণ্ডবৎ হয়ে মুনি করিল প্রণাম ।
 আজি বুঝিলাম সিদ্ধ হৈল হরি নাম ॥
 অতীত হউক সিদ্ধ বর দিয়া মনে ।
 নারদে কহিল দেবী গর্ভিত ভৎসনে ॥
 শুন ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয় ।
 আমারে প্রণাম কর উপযুক্ত নয় ॥
 অশ্রু করিবে বুঝি ভাবিয়াছ মনে ।
 দেখিয়া এমন কর্ম করিল কেমনে ॥
 মুনি বলে এ ভয় দেখাও তুমি কারে ।
 তোমার কৃপায় ভয় না করি তোমাতে ॥
 আমারে বুঝিলা ব্রহ্ম বালিকা আপনি ।
 ভাবি দেখ তুমি মোর বাপের জননী (১) ॥
 নাতি জানে বুড়া বলি হাসিছ আমারে ।
 পাকা দাড়ি বুড়া বর ঘটাব তোমাতে ॥
 আনিব এমন বর বায়ে লড়ে মীতি ।
 যটক তাহার আমি জানিবে পশ্চাৎ ॥

(১) আদ্যাশক্তি, ব্রহ্মার জননী ।

বিবাহের নামে দেবী ছলে লজ্জা পেয়ে ।
 কহি গিয়া মায়ে বলি ঘরে গেলা ধৈয়ে ॥
 অ'লস (১) করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে
 ওমা ওমা বলি উমা কথা কন ছলে ॥
 সখী মেলি খেলিযু বাহির বাড়ী গিয়া ।
 ধূল্য ঘরে দিতেছিযু পুতুলের বিয়া ॥
 কোথা হৈতে বুড়া এক ডোকরা বামন ।
 প্রণাম করিল মোরে একি অলক্ষণ ॥
 নিষেধ করিযু তারে প্রণাম করিতে ।
 কত কথা কহে বুড়া না পারি কহিতে ॥
 ছুটা লাউ বান্ধা কান্ধে কাঠ একখান ।
 বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া করে গান ॥
 ভাবে বুঝি সে বামন বড় কন্দলিয়া ॥
 দেখিবে যদ্যপি চল বাপারে লইয়া ॥
 শুনিয়া মেনকা মনে জানিলা নারদ ।
 সন্ত্রমে বাড়িরে আসি বন্দিলেন পদ ॥
 হিমালয় শুনিয়া আইল দ্রুত হয়ে ।
 সিংহাসনে বসাইলা পদধূলি লয়ে ॥
 নারদ কহেন শুন শুন হিমালয় ।
 কি কহিব অসীম তোমার ভাগ্যোদয় ॥
 এই যে তোমার উমা কন্তা বল যাঁরে ।
 অখিল ভুবনমাতা জানিতে কে পারে ॥

ବିବାହ କାହାରେ ଦିବେ ଭାବିରାହୁ କିବା ।
 ଶିବ ପତି ଝିହାର ଝିହାର ନାମ ଶିବା ॥
 ହିମାଳୟ ବଳେ କି ଏମନ ଭାଗ୍ୟ ହବେ ।
 ଭବାନୀ ହବେନ ଉମା ପାର ପାବ ତବେ ॥
 ନାରଦ କହିଛେ ଭାଗ୍ୟ ହରେଛେ ତଥାନି ।
 ଜନକ ଜନନୀ ଭାବେ ଜନ୍ମିଲା ବଧାନି ॥
 ହିମାଳୟ ମେନକା ସନ୍ଧ୍ୟାପି ଦିଲା ମାୟ ।
 ଶ୍ରୀମତୀ କନ୍ଦିୟା ନାରଦ ଯୁନି ଯାର ॥
 ଆଜ୍ଞା ଦିଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟ୍ୟ ଧରଣୀ ଶିଖର ।
 ଗଢ଼ିଲା ଭାରତଚର୍ୟ୍ୟ ରାୟ ଶୃଙ୍ଗାକର ॥

ଶିବେର ଧ୍ୟାନଭଞ୍ଜ ଓ କାମଭଞ୍ଜ ।
 ଶିବେର ସନ୍ଧ୍ୟା, କନ୍ଦିୟା ନିର୍ବନ୍ଧ,
 ଆଇଲା ନାରଦ ଯୁନି ।
 କମଳୋତ୍ତମ, ଆଦି ଦେବଗଣ,
 ପରମ ଆନନ୍ଦ ଶୁନି ॥
 ନକଲେ ମିଳିଲା, ଶିବ କାହେ ଗିରୀ,
 ବିଚାର କରିଲା ଶୁଭ ।
 ନାହିଁ ତାହେ ଧ୍ୟାନ, ଦେଖି ଚିନ୍ତାଧାନ,
 ଝିହାରା ବିଧି କେଶବ ॥
 ଯଜ୍ଞାଣୀ କନ୍ଦିୟା, ଯମନେ ଡାକିଲା,
 ଅରପତି ଦିଲା ପାନ ।
 ସନ୍ତୋଷନ ବାଣ, (୧) କନ୍ଦିୟା ସନ୍ତାନ,
 ଶିବେର ଭାଞ୍ଜିତ ଧ୍ୟାନ ॥

(୧) ବାନଦେବର ପଦବାଣୀର ମଧ୍ୟେ ଅଧ୍ୟାନ ବାଣ ।

ঈশ্বর আঁজায়, রতিপতি ধায়,
 পুষ্প শরাসন হাতে ।
 সম্মুখে সামন্ত, ধাইল বসন্ত,
 কোকিল ভ্রমর সাতে ॥
 মলয় পবন, বহে ঘন ঘন,
 শীতল সুগন্ধ বন্দ ।
 তকলতাগণ, ফুলে সুশোভন,
 জগতে লাগিল দন্দ ॥
 যত দেবগণ, হৈলা অদর্শন,
 হরের ক্রোধের ভয় ।
 পূর্ব নিয়োজন, নিকট মরণ,
 মদন সম্মুখে রয় ॥
 আকর্ণ পুরিয়া, সন্ধান করিয়া,
 সম্মোহন বাণ লয়ে ।
 ভূমে হাঁটু পাড়ি, দিল বাণ ছাড়ি,
 অনলে পতঙ্গ হয়ে ॥ (১)
 কিবা করে ধ্যান, কিবা করে জ্ঞান,
 যে করে কামের শর ।
 সিঁহরিল অঙ্গ, ধান হৈল ভঙ্গ,
 নয়ন মিলিলা হর ॥
 কামশরে ত্রাস্ত, নারী লাগি বাস্ত,
 নেহালেন চারি পাশে ।

১) পতঙ্গ সদৃশ মদন, অমল রূপ-রত্নের আঁচ বাণ নিক্ষেপ করিল ।

২) পতিত হইবামাত্র ভাষ্যভূত হইবেন তাহা জানেন না ।

সম্মুখে মদন, হাতে শরাঙ্গন,
 মুচকি মুচকি হাসে ॥
 দেখি পুষ্পশরে, ক্রোধ হৈল হরে,
 অটল অচল টলে ।
 ললাটে লোচন, হৈতে ছত্ৰাশন,
 ধক্ ধক্ ধক্ জ্বলে ॥
 মদন পলায়, পিছে অগ্নি ধায়,
 ত্রিভুবন পরকাশি ।
 চৌদিকে বেড়িয়া, মদনে পুড়িয়া,
 করিল ভস্মের রাশি ॥
 মরিল মদন, তবু পঞ্চানন,
 মোহিত তাহার বাণে ।
 বিকল হইয়া, নারী তপাসিয়া, (১)
 ফিরেন সকল স্থানে ॥
 কামে মত্ত হর, দেখিয়া অপ্সর,
 বিব্রতী দেবী সকল ।
 বর পলাইয়া, পঞ্চাৎ তাড়িয়া,
 ফিরেন শিব চঞ্চল ॥
 মনে মনে হাসি, ছেনকালে আসি,
 নারদ হৈলা সম্মুখ ।
 নারদে দেখিয়া, মলজ্জ হইয়া,
 হর হৈলা ছোটমুখ ॥

খুড়া খুড়া কয়ে, দণ্ডবৎ হয়ে,
 কহিছে নারদ হাসি ।
 দক্ষগৃহ ছাড়ি, হেমন্তের বাড়ী,
 জনমিলা সতী আসি ॥
 বিবাহ করিয়া, তাঁহারে লইয়া,
 আনন্দে কর বিহার ।
 শূনি শিব কন, ওরে বাছাধন,
 ঘটক হও তাহার ॥
 মুনি বহে দ্রুত, সকলি প্রস্তুত,
 বর হয়ে কবে যাবা ।
 কহেন শঙ্কর, বিলম্ব না কর,
 আজি চল ,র যাবা ॥
 শূনি মুনি কয়, এমন কি হয়,
 সর্ব্ব দেবগণে কহ ।
 প্রায় হয়ে বুড়া, ভুলিয়াই খুড়া,
 দিন হুই স্থির রহ ॥
 শান্ত হৈলা হর, যতেক অমর,
 এলো যথা পশুপতি ।
 কামের মরণ, করিয়া প্রবণ,
 কান্দিয়া আইল রতি ॥
 বৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাজা ইন্দ্র প্রায়,
 অশেষ গুণসাগর ।
 তাঁর অভিমত, সচিলা ভারত,
 কবি রায় গুণাকর ॥

রতির বিলাপ ।

প্রতিশোধে রতি কঁাদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে,
 ভাসে চক্ষুজলের তরঙ্গে ।
 কপালে ককণ মারে, কধির বহিছে ধারে,
 কাম-ভঙ্গ-ভঙ্গ লেপে ভঙ্গে ॥
 আলু খালু কেশ বাস, ঘন ঘন বহে শ্বাস,
 সংসার পুরিল হাহাকার ।
 কোথা গেলা প্রাণনাথ, আমারে করহ সাথ,
 তোমা বিনা সকলি অঁধার ॥
 তুমি কাম আমি রতি, আমি নারী তুমি পতি,
 দুই অঙ্গ একই পরাগ ।
 প্রথমে যে প্রীতি ছিল, শেষে তাহা না রহিল,
 পিরীতির এ নহে বিধান ॥
 যথা যথা যেতে প্রভু, মোরে না ছাড়িতে কভু,
 এবে কেন আগে ছাড়ি গেলা ।
 মিছে প্রেম বাড়াইয়া, ভাল গেলা ছাড়াইয়া,
 এখন বুঝিছ মিছা খেলা ॥
 না দেখিব সে বদন, না ছেরিব সে নয়ন,
 না শুনিব সে মধুরবাণী ।
 আগে মরিবেন স্বামী, পশ্চাতে মরিব আমি,
 এত দিন ইহা নাছি জানি ॥
 আহা আহা হরি হরি, উহু উহু মরি মরি,
 হার হার গৌসাই গৌসাই ।

হৃদয়েতে দিতে স্থান, করিতে কতেক মান,
 এখন দেখিতে আর নাই ॥
 শিব শিব শিবনাম, সবে বলে শিবধাম, (১)
 বামদেব (২) আমার কপালে ।
 যার দুফে গুত্বা হরে, তার দুফে প্রভু মরে,
 এমন না দেখি কোন কালে ॥
 শিবের কপালে রয়ে, প্রভুরে আছতি লয়ে,
 না জানি বাড়িল কিবা গুণ ।
 একের কপালে রয়ে- আরের কপাল দহে,
 আশুনের কপালে আশুন ॥
 অনলে শরীর ঢালি, তথাপি রহিল গালি,
 মদন মরিলে মৈল রতি ।
 এ হুখে হইতে পার, উপায় না দেখি আর,
 নরিতে হ নাহি অবাহতি ॥
 আর নিদাকণ প্রাণ, কোন পথে পতি যান,
 আগে যার পথ দেখাইয়া ।
 চরণরাজীবরণে, (৩) মনঃশিলা পাছে বাজে,
 হৃদে ধরি লহরে বাঁহিয়া ॥
 অরে রে মলয়বাত, তোরে হোক বজ্রাঘাত,
 মরে যারে ভরসা কোকিল ।
 বসন্ত অম্পায়ু হও, বন্ধু হৈয়া বন্ধু নও,
 প্রভু বধি সবে পলাইলা ॥

১) শুভকর, মঙ্গলানয় । (২) মহাদেব, দেবতা প্রতিকূল ।

৩) পদ্য-শেষে, উত্তম পদ্যকূল ।

কোথা গেল হররাজ, মোর মুণ্ডে হানি বাজ,
 দিচ্ছ কৈলা আপনার কয় ।
 অগ্নিকুণ্ড দেহ জ্বলি, আমি তাহে দেহ ঢালি,
 অন্তকালে বর এই ধর্ম ॥
 বিরহ সম্রাপ যত, অনলে কি তাপ তত,
 কত তাপ তপনের তাপে ।
 ভারত বুঝায়ে কয়, কাঁদিলে কি আর হয়,
 এই ফল বিরহির শাপে ॥

রতির প্রতি দৈববাণী ।

অগ্নিকুণ্ড জ্বলি রতি দতী হৈতে চায় ।
 হইল আকাশবাণী শুনিলারে পায় ॥
 শুন রতি তত্ত্ব ভাগ না কর এখন ।
 শুনহ উপায় কহি পাইবে মদন ॥
 দাপারে হবেন হরি কৃষ্ণ অবতার ।
 কংকণ বধি করিবন দ্বারিকা বিহার ॥
 কহি গীত্রে হইবেন বিবাহ করিয়া ।
 তাঁর গর্ভে এই কাম জনমিবে গিয়া ॥
 শম্বর (১) দানব বড় হইবে দুর্জয়ন ।
 মদনের হাতে তার যত্ন নিয়োজন ॥
 দাসী হয়ে তুমি গিয়া থাক তার ধামে ।
 লুকাইয়া এইরূপ মায়াবতী নামে ॥

(১) শম্বর দানবকে বধ করাতে মদনের নাম শম্বরানি হই
 যাচ্ছে

কহিবেন শশ্বরে নারদ তপোধন ।
 জন্মিল তোমার শত্রু কৃষ্ণেয় নন্দন ॥
 শুনিল শশ্বর বড় মনে পাবে ভয় ।
 নায়া করি দারকায় যাবে ছরাশয় ॥
 মোহিনী বিদ্যায় সবে মোহিত করিবে ।
 হরিয়া লইয়া কামে সমুদ্রে ফেলিবে ॥
 মৎস্যে গিলিবেক তারে আহ্নার বলিয়া ।
 না মরিবে কাম ভবিতবোর লাগিয়া ॥
 সেই মৎস্য জালিয়া হরিয়া লবে জালে ।
 ভেট লয়ে দিবেক শশ্বর মহীপালে ॥
 কুটিবারে সেই মৎস্য দিবেক তোমারে ।
 তাহাতে পাইবে তুমি স্বর্গের কুমারে ॥
 পুত্রবৎ পালিবা আপন প্রাণনাথ ।
 মা বলে যদ্যপি তবে কর্ণে দিবে হাত ॥
 শেষে তারে সম্বোধন আদি পঞ্চবাণ ।
 লিখাইয়া পরিচয় দিয়া দিও জ্ঞান ॥
 শশ্বরে বধিয়া কাম দারকায় যাবে ।
 কহিমু উপায় এইরূপে পতি পাবে ॥
 শুনি রতি সাত পাঁচ ভাবনা করিয়া ।
 নিবায় অনলকুণ্ডে বোদন ত্যজিয়া ॥
 কামের উদ্দেশে চলে শশ্বরের দেশ ।
 বেশ ভূষা রূপ ছাড়ি ধরি দাসীবেশ ॥
 শিবের বিবাহ সবে শুন ইতঃপর ।
 রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

শিবের দক্ষালায়ে যাত্রা ।

শিবের বিবাহ, পরম উৎসাহ,
সবে হৈল যত্নবান ।

পরম সন্তোষে, চুস্তভি (১) নির্দোষে, (২)
ইন্দ্র হৈলা আশ্রয়ান ॥

নিজগণ লয়ে, বরযাত্রী হয়ে,
চলিল যত অমর ।

অপ্সরা নাটিকে, কিন্নর গাইছে,
পুলকিত মহেশ্বর ॥

ত্রিকা পুরোহিত, চলিল দ্বন্দ্বিত,
বরকর্তা নারায়ণ ।

ইন্দ্রের শাশনে, মকত ভূবনে,
চলে যত রাজগণ ॥

কুবের ভাণ্ডারী, বক্ষগণ ভারী,
নানা আরোজ্জন সাজি ।

বায়ু করি বল, আপনি অনল,
হইলা আতশবাজি ॥

নারদ বসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
সাজাইতে গেলা বর ।

বসিছিল হর, উঠিল সত্বর,
নারদ কহে তৎপর ॥

(১) ভেরী, নাগরা, ঢাক । (২) শব্দভ্রাত, কোলাহল স্থানি ।

শিবের বরবেশে হিমালয়ে গমন ।

৬৫

জটাজুটে চূড়া, সাপে বান্ধ খুড়া,
মুকুটে কি দিবে শোভা ।

কি কাজ মুকুয়, হাড়ের মালায়,
কহার মা হবে লোভা ॥

কস্তুরী কেশরে, চন্দনে কি করে,
হন করে মাখ পাই ।

কি করে মণিতে, যে শোভা ফণিতে,
হেন বর কোথা পাই ॥

কুলমালা দত্ত, শোভা দিবে কত,
যে শোভা মুণ্ডের মাল ।

কাপড়ে কি শোভা, জগমনোলোভা,
যে শোভা বাঘের ছালে ॥

রথ হস্তী আর, কি কাজ তোমার,
যে বুড়া বলদ আছে ।

তোমার যে গুণ, কব কটি গুণ,
আমি মেনকার কাছে ॥

অধিক করিয়া, সিন্ধি মিশাইয়া,
ধুতুরা খাইতে হবে ।

যাবৎ বিবাহ, না হবে নির্বাহ,
উপবাস তবে সবে ॥

এ রূপ করিয়া, বর সাজাইয়া,
হর লয়ে মুনি যায় ।

প্রেত ভূতগণ, ধায় অগণন,
আন্ধার কৈল খুলায় ॥

যুগ যুগ কাপ, হুগ হুগ দাপ,
 লক্ষ লক্ষ দিয়া চলে ।
 মহা ধুমধাম, হাঁকে হুম হাম,
 জয় মহাদেব বলে ॥
 সহজে সবার, বিকট আকার,
 সহিতে না পারে আল ।
 খাবায় খাবায়, মসাল নিবায়,
 আন্ধারে শোভিল ভাল ॥
 কর তালি দিয়া, বেড়ায় নাচিয়া,
 হাসে হিহি হিহি হিহি ।
 নম্র কড়মড়ি, করে জড়াজড়ি,
 লক লক লক জিহি ॥
 করেচড়ামড়ি, ধায় রড়ারড়ি, (১)
 কিল কিলি গগুগোল ।
 কে করে আছাড়ে, কে করে পাছাড়ে,
 কে মানে কাছার বোল ॥
 তক উপাড়িয়া, গিরি উধাড়িয়া,
 কৈল প্রলয়ের ঝড় ।
 ধরযাত্রগণ, লইয়া জীবন,
 পলাইল দিয়া রড় ॥
 ইজাদি পলায়, অথ কেবা তায়,
 দেখিয়া আনন্দ করে ।

(১) দৌড়াদৌড়ি, ক্রত গমন ।

শিব বিবাহ ।

৩৭

আগে ভাগে হরি^১ বিধি সঙ্গে করি,
গেলা হেমস্তের ঘরে ॥

হিম গিরিরাজ, করিয়া সমাজ,
বসি পুরোহিত সাত ।

বলদে চড়িয়া, শিঙ্গা বাজাইয়া,
এলো বর ভূতনাথ ॥

যত কথায়াত্র দেখিয়া স্পৃহাঃ
বলে এ কেমন বর ।

বরযাত্রাগণে, দেখে তরু ননে,
না সরে কার উত্তর ॥

কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাজা ইন্দ্র প্রায়,
অশেষ গুণসাগর ।

তঁার, অভিধত, রচিত ভারত,
কবি রায় গুণাকর ॥

শিব বিবাহ ।

জয় জয় হর রজিয়া ।

করবিলসিত(১) নিশিত(২) পরশু(৩) অভয় বর কুরঙ্গিয়া ।

লক্ লক্ ফণি জটা বিরাজ, তক্ তক্ তক্ রজনীরাজ, (৪)

ধক্ ধক্ ধক্ দহন (৫) সাজ, বিমল চপল গঙ্গিয়া ।

টুলু টুলু টুলু নয়ন লোল, হুলু হুলু হুলু যোমিনী বোল,

কুলু কুলু কুলু ডাকিনী রোল, প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়া ॥

(১) হস্তে শোভিত । (২) শাণিত । (৩) অস্ত্রবিশেষ, কুঠার ।
(৪) চক্র । (৫) অগ্নি ।



ভবম্ ভবম্ ববম্ ভাল, ঘনবাহুঃ শিখা উমক গাল,
কস্ম তালে তাল দেয় বেতাল, ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গ ভঙ্গিয়া
সুরগণ কহে জয় মহেশ, পূলাক পূরিল সকল দেশ
ভারত যাচত ভকতিলেশ, সরস অবশ অঙ্গিয়া ॥ প্র ॥

সভা মাঝে হিমালয় পৃষ্ঠমুখ হয়ে ।
বসিয়াছে দান শঙ্কা বসুন্ধরে লয়ে ॥
উত্তরাস্ত্রে রাখিয়াছে বরের আসন ।
পরস্পর শাস্ত্র কথা কহে দীর্ঘগণ ॥
হেনকালে বর আসি টাইল অধিষ্ঠান ।
সম্মুখে উঠিয়া সবে কৈলা অভ্যর্থন ॥
বর দেখি হিমালয় হৈলা হতবুদ্ধি ।
ভূতগণে দেখিয়া উড়িল ভূতশুদ্ধি ॥
কহিতে না পারে দক্ষ-যজ্ঞ ভাবি মনে ।
ভুলিয়া বসিল গিরি বরের আসনে ॥
ভবানীর ভাবে ভব ঢলিয়া ঢলিয়া ।
গিরির আসনে গিয়া বসিল ভুলিয়া ॥
বিধি তাহে বিধি দিলা এ এক নিয়ম ।
তদবধি বিবাহেতে হৈল ব্যতিক্রম ॥
কুশহস্ত হিমালয় বিধির বিহিত ।
হেনকালে জিজ্ঞাসা করিল পুরোহিত ॥
কে পিতা কে পিতামহ কে প্রপিতামহ ।
কিবা গোত্র কয় বা প্রবর বর কহ ॥
হেঁটমুখে পঞ্চানন ভাবিতে লাগিল ।
বিষয় বুঝিয়া বিধি বিশেষ কহিল ॥

অন্নদামঙ্গল ।

অন্নহরবর বর পিতা পুরহর ।
 পিতামহ সংহর প্রপিতামহ হর ॥
 শিবগোত্র শত্রু সর্ব শত্রু প্রবর ।
 স্ত্রিয়া বিধিরে চাহি হামিলেন হর ॥
 ওড়পে গিরিশে গিরি গৌরী দান দিলা ।
 ক্রী-আচার করিবারে মেনকা আইলা ॥
 কেশব নৌতু চী বড় কৌতুক দেখিতে ।
 নন্দামেরে কহিলা কন্দল লাগাইতে ॥
 গলাড়ে কহিলা তুমি ভয় দেখাইয়া ।
 শিব কটিবন্ধ সাপ দেহ খেদাইয়া ॥
 এয়োগণ সঙ্গে করি প্রদীপ ধরিয়া ।
 লইয়া নিহনী (১) ডালা ছলাগুলি দিয়া ।
 বরের সম্মুখে মাত্র মেনকা আইলা ।
 পালাবার পথে গিয়া হরি দাঁড়াইলা ॥
 গকড় কঙ্কার, দিয়া উত্তরিল গিয়া ।
 বাণা গুঁজে যত সাপ যায় পলাইয়া ॥
 বাঘহাল ধনিয়া উলঙ্গ হৈলা হর
 এয়োগণ বলে ওমা এ কেশব বর ॥
 মেনকা দেখিয়া চেয়ে জামাই লেঙ্গটা ।
 নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা ॥
 নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই ।
 মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই (২) ॥

(১) বিবাহ-কালীন স্ত্রী-আচারের অঙ্গ বিশেষ ।

(২) প্রবেশ করি ।

কন্দল ও শিবনিন্দা ।

দেখিয়া সকল লোক মমাল নিবায় ।
শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায় ॥
লাজে মরে এয়োগণ কি হৈল আপদ ।
মেনকার কাঁছে গিয়া কহিছে নারদ ॥
শুন এয়ো এয়োগণ ব্যস্ত কেন হও ।
কেমন জামাই পেলে বুঝে শুজে লও ॥
মেনকা নারদ বাক্যে দুনা মনোভুঞ্জে ।
পলাইতে গোবিন্দে পড়িল সমুখে ॥
দশনে রমন্য কাটি গুড়ি গুড়ি যায় ।
আই আই কি লাজ কি লাজ হয় হয় ॥
ঘরে গিয়া মহাক্রোধে তাজি লাগ ভয় ।
হাত লাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছাড়ি কর ॥
অর বুড়া আঁটকুড়া নারদা অপ্পেয়ে ।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে ॥
বুড়া হয়ে পাগল হয়েছ গিরিরাজ ।
নারদার কথায় করিল হেন কাজ ॥
ভারত কহিছে তার কি আছে আটক ।
কন্দলের অভাব কি নারদ ঘটক ॥

কন্দল ও শিবনিন্দা ।

আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো ।
বিয়ার বেলা এয়ের মাঝে হৈল দিগন্তর লো ॥
উমার কেশ চামর ছটা, তামার শলা বুড়ার জটা,
তায় বেড়িয়া ফোঁফায় ফণী, দেখে আসে স্বপ্ন লো ।

জগদামঙ্গল ।

উমার মুখ টাঁদের চূড়া, বুড়ার দাড়ী শণের লুড়া,
ছারকপালে হাই কপালে, দেখে পায় ডর লো ॥
উমার গলে মণির হার, বুড়ার গলে হাড়ের ভার,
কেমন করে ও মা উমা করিবে বুড়ার ঘর লো ।
আমার উনা ঘেয়ের চূড়া, ভাজড় পাগল ওই না বুড়া,
ভারত কহে পাগল নহে ঐ ভুবনেশ্বর লো ॥ ৫ ॥

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে ।
নখে নখ বাজারে নারদ মুনি হাসে ॥
কন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকী ।
আঁকশলী(১) পোয়া(২) মোনা(৩) গড়ে মেকামেকী
পাখা নাহি তবু ঢেঁকী উড়িয়া বেড়ায় ।
কোণের বহুড়ী লয়ে কন্দলে জড়ায় ॥
সেই ঢেঁকী চড়ে মুনি কান্ধে বীণাষন্ত্র ।
দাড়ী লড়ে ঘন পড়ে কন্দলের মন্ত্র ॥
“জাগরে কন্দল তোরে ডাকে সদাশিব ।
মেয়ে গুলা মাখা কোড়ে তোরে রক্ত দিব ॥
বেণী-ঝোড়ে (৪) বুটি বান্ধি কি কর বসিয়া ।
এয়ো সূয়া এক ঠাই দেখরে আসিয়া ॥

(১) ঢোকর মধ্য ভেদ করিয়া যে কাঠ উভয়পাখি পোয়ার
পরে হিত হয় ।

(২) ঢেঁকীর দুই পার্শ্বে ডাড়িকাঠের আকৃতি কাঠখণ্ড ।

(৩) ঢেঁকীর মুসলির অগ্রভাগের লৌহখণ্ড ।

(৪) কোপ, ক্ষুদ্র গাছের কাণ্ড ।

স্বকলে বাতাস লয়ে জলের ঘুরলে ।
সেহাকুল কাঁটা হাতে কাট এসো চলে ॥ নাঃ
এক চাই এত মেয়ে দেখা নাহি যার ।
দোহাই চণ্ডার তোরে আয় আয় আয় ॥*

নারদের মন্ত্র তন্ত্র না হয় নফল ।
পরম্পর এয়োগনে বাজিল কন্দল ॥
এ বলে উহারে সই শুটা বড় ঠেটা
আর জন বলে সই এই বটে সেটা ॥
সেই মাত্র বুড়াবর হইল লেঙ্গটা ।
আই মা লো চেয়ে রৈল ফেলিয়া ঘোমটা ॥
সে বলে লো বটে বটে আমি বড় ঠেটা ।
গোবিন্দে সুন্দর দেখি চেয়ে রৈল কেটা ॥
তার সই বলে থাক জানিলো উহারে ।
পাথিকেরে ভুলাইয়া আনে আঁখি ঠারে ॥
ইহার হইয়া কহে উহার মকর ।
গোবিন্দেরে দেখিয়াছে এ বড় পামর ॥
চারি মুখা রাজাটা বরের ভাই হেন ।
তার-দিকে তার দিদী চেয়ে রৈল কেন ॥
সে বলে নাফানী আসো না জান আপনা ॥
টান্দে দেখি দেখিয়াছি তার সতীপনা ॥
এই রূপে কোন্দলে লাগিল কুটাবুটি ।
ডাকাডাকি গালাগালি মাথা কুটাকুটি ॥
দাঁড়াইয়া পিড়ার হাসেন পশুপতি ।
হেঁটমুখে হুহু মন্দ হাসেন পার্শ্বভী ॥

হর হর বসিয়া ডাকিয়া ভূত বত ।
 হরিষ বিবাদে হিমালয় জ্ঞান হত ॥
 ভূত ভয়ে এয়োগণ নীরব রহিছে ।
 ডু-করিয়া ফু-করিয়া মেনকা বহিছে ॥
 আহা মরি ও মা উমা সোনার গুহন ।
 বুড়ারে কে বলে বর কেবল বাতুল ॥
 পায়ে পাড়ে আমার উমার কেশপাশ ।
 বুড়ার বিকট জটা পরশে আকাশ ॥
 আমার উমার দন্ত নুকুতা গঞ্জন ।
 বায়ে লড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন ॥
 উমার বদনচাঁদে পরকাশে রাকা (১) ।
 বুড়ার বিকট মুখে দাড়ি গোঁপ পাকা ॥
 কি শোভা উমার গায়ে সুগন্ধি চন্দন ।
 ছাই মাখে অঙ্গে বুড়া একি অলক্ষণ ॥
 উমার গলায় জাতী মালতীর মালা ।
 বুড়ার গলায় হাড়মালা ওকি জ্বালা ॥
 বিচিত্র বসন উমা পরে কত বন্ধে ।
 বাঘছালাপরে বুড়া জাঁত উঠে গন্ধে ॥
 উমার রতন কাঞ্চী (২) ভরষা ঝঞ্ঝরে ।
 বুড়ার কোমরবন্ধ ফণী ফৌস ধরে ॥
 নিহনি করিতে গেহু লয়ে তৈল কুড় ।
 সাপে খেয়েছিল প্রায় বাঁচালে গকড় ॥

 (১) পূর্ণিমার চন্দ্র ।

(২) চন্দ্রহার, গোট ।

আই মা এ লাজ কি রাখিতে ঠাই আছে ।
 কেমনে উলঙ্গ হৈল শাশুড়ীর কাছে ॥
 আলো নিবাইলু মবে দাকণ লজ্জায় ।
 কপালে আগুণ তার আলো করে তায় ॥
 আহা মর বাছা উমা কি তপ করিলে ।
 ম'পুড়ের ভুতুড়ের কপালে পড়িলে ॥
 বরষাত্র প্রেত ভূত দাঁড়াইয়া মূতে ।
 ভাঙ্গা বলে এয়োগণে না পাইল ভূতে ॥
 বহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ।
 দক্ষবজ্র মনে করি নিন্দিহ শঙ্কর ॥

শিবের মোহন বেশ ।

আমার শঙ্কর ককণ কর গো ।
 নিন্দা কর না ত্রিভুবনে মহেশ্বর ॥
 কালকূট পিরা, বিশ্ব বাঁচাইয়া,
 মৃত্যুঞ্জয় হৈলা হর ।
 কপালে অনল, শিরে গদ্যাজল,
 অনলে জলে সোসর (১) ॥
 ভালে সুধাকর, গলে বিষধর,
 সুধা বিষে বরাবর (২) ।
 ভারত কহিছে, মোরে না সইছে,
 এ শিবে নিন্দে পামর ॥ ৩ ॥

শিবনিলা করিয়া মেনকা যত কহে ।
 মনে রে হইল মনে উমারে না গহে ॥
 যে দুঃখে মনের ঘরে ত্যজিলাম কায় ।
 এখানে মেনকা বুঝি ফেলে সে ই দায় ॥
 হয় লয়ে নরলীলা করিবারে চাই ।
 তাহে হয় শিবনিলা এ বড় বালাই ॥
 কি জানি শিবের মনে পাছে হয় ক্রোধ ।
 রূপা করি মেনকারে উমা দিলা বোধ ॥
 মেনকার হৈল জ্ঞান দেবীর দয়ায় ।
 মনোহর বর করে দেপিবারে পায় ॥
 ভটাজুট মুকুট দেখিলা ফণিমণি ।
 বাঘছালা দিব্য বস্ত্র দিব্য ঠৈপতা ফণি ॥
 ছাট দিব্য চন্দন বদন কোটি টাঁদ ।
 মুগ্ধ হৈল মর্কটজন দেখিয়া সুছাদ ॥
 হরগুণ বরগুণ হৈল এক ঠাই ।
 মেনকা আনন্দে ঘরে লইল জামাই ॥
 এই রূপে হরগৌরী বিবাহ হইল ।
 হিমালয় মেনকার আনন্দ বাড়িল ॥
 কুতূহলে ললাল্লি করে ঐয়োগণ ।
 ঋষিগণ বেদগানে পূরিল ভুবন ॥
 কিন্নর করয়ে গান নাচয়ে অঙ্গর ।
 অশেষ কোতুক করে যত বিদ্যাধর ॥
 উমা লয়ে উমাপতি গেলে নৈঃশয় ।
 বিধি বিধু আদি সবে গেলা নিজ বাস ॥

নিভা সখী আসি জয় বিজয়া মিলিল ।
 তাকিনী যোগিনী আদি যে যেখানে ছিল ॥
 আজা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ইশ্বর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

মিক্সিদোটন ।

বড় আনন্দ উদয় ।
 বহু দিনে তগবতী আইলা আনয় ॥
 শঙ্খ ঘণ্টারব, মহামায়াসব,
 ত্রিকুবনে জয় জয় ।
 নাচিছে নাটক, গাইছে গায়ক,
 রাগ তাল মান লয় ॥
 যত চরাচর, হরিস অন্তর,
 পরম আনন্দময় ।
 রায় গুণাকর, কহে পুটকর, (১)
 ঘোরে যেন দয়া হয় ॥ ধ্রু ॥
 উমা পেয়ে মহেশের বাড়িল আনন্দ ।
 নন্দীরে কহেন কথা হাসি মৃদুমন্দ ॥
 শুন শুন গুরে নন্দী তুমি বড় ভক্ত ।
 মিক্সি ঘুটে দিতে ঘোরে তুমি বড় শক্ত ॥
 এত বেলা হৈল দেখ মিক্সি নাহি খাই ।
 বুজিহারা হইয়াছি শুদ্ধি (২) নাহি পাই ॥

(১) ঘোড়কর, ঘোড়হাত । (২) স্বচ্ছন্দ ।

ফাফর (১) হইল দেখ মুখে উড়ে কেকো (২)।
 ভেভাচকা (৩) লাগিল ভুলিয়া হৈল ভেকো।
 নূতন ঘোটনা কুঁড়া দিয়াছে বিশাই (৫)।
 আজি বড় শুভদিন বার কর তাই ॥
 এমন আনন্দ মোর কবে হবে আর।
 সতী নিবসতি এল গেল অন্ধকার ॥
 যদবধি এই সতী দক্ষযজ্ঞে গিয়া।
 ছাড়ি গিয়াছিল মোরে শরীর ডাড়িয়া ॥
 তদবধি গৃহশূন্য সিদ্ধি নাছি জানি।
 আজি হৈল ইকুসিদ্ধি সিদ্ধি দেহ আনি ॥
 অণ্ড করি সিদ্ধি লহ মোন লক্ষ বার।
 ধুতুরার ফল তাহে বত দিতে পার ॥
 মহরী মরীচ লক্ষ প্রভৃতি মসলা।
 অধিক করিয়া দিয়া করহ রসলা ॥
 দুধ দিয়া ঘন করি ঘুরাও ঘোটনা।
 দুধ কুহুস্তায় (৬) আজি হয়েছে বাসনা ॥
 ভৃঙ্গী মহাকাল ভুত ভৈরবাদি যত।
 সকলে প্রসাদ পাবে ঘোট তারি মত ॥
 শনি নন্দী মহানন্দে বন্দি পঞ্চাননে।
 নূতন ঘোটনা কুঁড়া আনিব যতনে ॥

বাহিয়া সিদ্ধির রাশি উড়াইয়া ঝুঁড়া ;
 ঘুইয়া গঙ্গার জলে পূর্ণ কৈল কুঁড়া ॥
 ভুই হাতে ঘোটনা ভূপায়ে কুঁড়া ধরি ।
 ত্রিপুরমর্দন (১) নাম মনে মনে করি ॥
 তাকে পাকে ঘোটনায় আরঙিল পাক ।
 ঘঘর ঘুরান ঘোর ঘন ঘন ডাক ।
 রাশি রাশি তাল তাল পর্বত প্রমাণ ।
 গঙ্গাজলে ঘুলি কৈল সমুদ্র সমান ॥
 সিদ্ধি ঘোটো হৈল হর হাসেন হরিষে ।
 বস্ত্র বিনা ব্যস্ত হৈলা ছাকিবেক কিসে ॥
 হৈমবতী হাসিছেন বদনে অঞ্চল ।
 ভারত কহিছে আর ছাকিয়া কি ফল ॥

সিদ্ধিভঙ্গণ ।

মহাদেবের আঁখি ঢুল ঢুল ।
 সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধি শুদ্ধি হৈল শুল ॥
 নয়নে ধরিল রঙ্গ, অলসে অবশ অঙ্গ,
 লটপট জটা জুটে, গঙ্গা ছল খুল ।
 খসিল বাঘের ছাল, আলু খালু হাড়মাল,
 ভুলিল ডমক শিঙ্গা পিনাক ত্রিশূল ॥
 হাসি হাসি উত্তরোল, (২) আধ আধ আধ বোল,
 নন্দ নন্দ নন্দ আ আ আনন্দ নকুল (৩)

(১) ত্রিপুরাসুরের বধকর্তা, মহাদেব । (২) উচ্চ শব্দ ।

(৩) মুখরোচনার্থ খাদ্যব্যব বিশেষ, চাট ।

ভারতের অভ্যন্তরে, ভাঙে কি ভুলাবে ভাবে,
ভবানী ভাবেন ভব ভাবভরা কুল ॥ ৫০ ॥

সিদ্ধি দুটি আনি নন্দী অন্তরে দাঁড়ায় ।

বেতাল ভৈরবগণ নাচিয়া বেড়ায় ॥

সমুখে খুইয়া সিদ্ধি মুদিয়া নয়ন ।

বিজয়ার বীজমত্ জপি পঞ্চানন ॥

অঙ্গুর অগ্রভাগে অগ্রভাগ লয়ে ।

ভবানীর নামে দিলা একভাব লয়ে ॥

হেঁরাইয়া চক্ষে মত্ পড়িয়া বিশেষ ।

একই নিশ্বাসে পিয়া করিল নিঃশেষ ॥

হৃদয় ছাড়িয়া বসে মগন হইয়া ।

আকুল হইলা বড় নকুল লাগিয়া ॥

নকুল করিষ কি রে কহেন নন্দিরে ।

ভূদী কহে মহাপ্রভু কি আছে মন্দিরে ॥

তাল বলে আজি ঘরে মাতা উপস্থিত ।

মেনকা মেলানী তার দিয়াছে কিঞ্চিৎ ॥

হাসিয়া কহেন ছর ভালা মোর ভাই ।

বড় কথা মনে কৈলি আন দেখি তাই ॥

অসম্ভব মেলানী তার নকুলে উড়িল ।

সহচরগণ সবে ভাবিতে লাগিল ॥

শঙ্কর কহেন নন্দি সবারে ডাকাও ।

সকলে সিদ্ধির শেষ পরমাদ পাও ॥

সকলে বাঁটিয়া লও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ।

লাবধান কেহ যেন না হয় বঞ্চিত ॥

আজ্ঞামত পূর্ণ করি সকলে পাইলা ।
 নকুলের শেষ নাহি ভাবিতে লাগিলা ॥
 ভবানীর কাছে গিয়া নন্দী দেয় লাজ ।
 গুণগা মাতা তোমার মাগের দেখে কাজ ॥
 এমন মেলানী ভার দিন আই-বুড়ী ।
 জামাইর সিদ্ধির নকুলে গেল উড়ি ॥
 আমরা নকুল করি এমন কি আছে ।
 তুমি আজ্ঞা দিলে যাই মেনকার কাছে ॥
 হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা সব ।
 তোমা সবার কার কেবা সাহ উপদ্রব ॥
 আই বলি যাহ যদি গোর মরি ঠাই ।
 যে বুঝি তাহার চালে খড় রবে নাই ॥
 তোমরা আমার মাগে কি দোষ পাইলে ।
 কুরাইবে নাহি দ্রব্য বৎসর খাইলে ॥
 কে বলে মেলানী ভারে নাহি আয়োজন ।
 আন-রে মেলানী ভার দেখিব কেমন ॥
 মায়া কৈলা মহামায়া মাগের কারণ ।
 পূরিল মেলানী ভার পূর্বের যেমন ॥
 দেখিয়া মানন্দ ভূত ভৈরব সকলে ।
 খাইতে লাগিল সবে মহাকুতূহলে ॥
 জয় জয় হরগৌরী বলিয়া বলিয়া ।
 নাচিয়া বেড়ায় সবে করতালি দিয়া ॥
 অজ্ঞ দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরনী দেখর ।
 রচিল ভারত-প্রসঙ্গ রাম ঙ্গাকর ॥

হরগৌরীর কথোপকথন !

আশারে ছাড়িও না। ভবানি
 সুখীলা হইয়া, শিলায় জখিয়া,
 শিলাময় হিয়া হইও না ॥
 এবার পাখারে, ফেলিয়া আমারে,
 দোষ বায়ে বায়ে লইও না ॥
 শিশুগণ মিলা, যেন খেলা দিলা,
 তেমন এখানে খেলিও না।
 তব মায়া ছান্দে, বিশ্ব পড়ি কান্দে,
 ভারতে এ ফেরে ফেলিও না ॥ ৫১

অনন্দ সাগরে হর মগন হইলা।
 বিনয়ে দেবীর প্রতি কহিতে লাগিলা ॥
 তুমি মূল প্রকৃতি সকল বিশ্বনার।
 রূপা করি আমারে করিলে অঙ্গীকার ॥
 দক্ষ যজ্ঞে আমার নিন্দায় দেহ ছাড়ি।
 এত দিন ছিল গিয়া হেমন্তের বাড়ী ॥
 ভাগ্যে সে তোমার দেখা পাই অরিবার।
 সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর ॥
 হাসিয়া কহেন দেবী তোমা ছাড়া নই।
 শকর কহেন তবে এস এক হই ॥
 অর্ক জলে তোমার আমার অর্ক অঙ্গে।
 হরগৌরী এক তম্বু হয়ে থাকি রঙ্গে ॥

হাসিয়া কহেন দেবী এমন কি হয়।
 গোহাগে এমন কথা পুঙ্খবেরা কয় ॥
 নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন।
 পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন ॥
 পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাধ করে।
 তার সাক্ষী মৃত-পতি-সঙ্গে পুড়ে মরে ॥
 পুঙ্খবেরা দেখ যদি নারী মরি যায়।
 অশ্রু নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তার ॥
 নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
 কুচনীর (১) বাড়ী তবে কেমনে যাইবা ॥
 শুনিয়া কহেন শিব পাইয়া সরম।
 তোমার সহিত নহে এমন মরম ॥
 তোমার শরীর আমি মাথায় করিয়া।
 দেখিয়াছি কিরিয়াছি পৃথিবী ঘুরিয়া ॥
 চক্র করি চক্রপাণি চত্রেতে কাটিয়া।
 মোর মাথা টেহতে তোমা দিলা ছাড়াইয়া ॥
 অঙ্গ প্রতি অঙ্গ তব পড়িল যেখানে।
 তৈরব হইয়া আমি রয়েছি সেখানে ॥
 তবে মোরে হেন কথা কহ কি লাগিয়া।
 আরবার যাবে বুঝি আমারে ছাড়িয়া ॥
 শুনিয়া কহেন দেবী মহাস্ত বদনে।
 সমভাবে দৌড়ে এক হইবো কেমনে ॥

পাঁচমুখ তোমার আমার এক মুখ ।
 সমভাবে অর্দ্ধভাগে তুমি পাবে দুঃখ ॥
 দশহাত তোমার আমার দুটি হাত ।
 সমভাগে অর্দ্ধভাগে হইবে উৎপাত ॥
 শত্রুর কহেন শুন পূর্ব সমাচার ।
 এক মুখ দুই হাত আছিল আমার ॥
 উর্দ্ধমুখে আগমে তোমার গুণ গাই ।
 দুই ভুজ উর্দ্ধ করি তোমারে ধেয়াই ॥
 চার বেদে তব গুণ গান করিবারে ।
 চারি মুখ দিলা তুমি অদিক আমারে ॥
 চারি তাল পরিত তনিক আট হাত ।
 দিয়াছ আপনি পূর্বে নিন্দহ পাশ্চাত্য ॥
 এত বলি এক মুখ দ্বিভুজ হইলা ।
 সাক্ষী করি এক মুখ কদ্রাক্ষে রাখিলা ॥
 হাসিয়া কহেন দেবী হইলা সমান ।
 হরগৌরী এক হই চৈত্রে নাহি আন ॥
 দুই জনে সহস্র বসনে রসরঞ্জে ।
 হরগৌরী এক হৈলা দুই অর্দ্ধ অঙ্গে ॥
 এই রূপে হরগৌরী করেন বিহার ।
 গজানন ষড়ানন হইল কুনার ॥
 আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরনী ঈশ্বর ।
 রূঢ়ল ভারতেশ্বর রায় গুণাকর ॥

হরগৌরীকপ ।

কি এ নিকপম, শোভা মনোরম,
হরগৌরী এক শরীরে ।

শ্বেত পতী কায়, রাজা দুটি পায়,
নিহনি লইয়া মরি রে ॥ ৫ ॥

আধ বাঘ ছাল ভাল বিরাজে, আধ পাটাম্বর সুন্দর সাজে,
আধ মণিময় কিঙ্কণী বাজে, আধ ফণি ফণা ধরি রে ।
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা, আধ মণিময় হার উজালা,
আধ গলে শোভে গয়ল কালা, আধই সুখা মাধুরী রে ॥
একহাতে শোভে ফণি ভুবন, একহাতে শোভে মণিকল্পন,
আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ, আধই তামূল পুরি রে ।
ভাজে ঢুলু ঢুলু এক লোচন, কজ্জল উজ্জ্বল এক নয়ন,
আধ ভালে হরিতাল সুশোভন, আধই সিন্দূর পরি রে ।
কপাল লোচন আধই আধে, মিলন হইল বড়ই সাধে,
দুই ভাগ অগ্নি এক অবাদে, হইল প্রণয় করি রে ॥
দৌহার আধই আধাশী, শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি,
আধ জটাজুট গজা সরসী, আধই চাক কবরী রে ॥
এককাণে শোভে ফণিমণ্ডল, এককাণে শোভে মণিকুণ্ডল,
আধ অঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল, আধই গন্ধ কন্তুরী রে ।
ভারত কবি গুণাকর রায়, বৃষ্ণচন্দ্র প্রেম ভকতি চায়,
হরগৌরী বিয়া হইল সায়, সবে বল হরি হরি রে ॥
হীতি শদিবারের রাত্রি পালা ।

কৈলাস বর্ণনা ।

কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর,
 কোটি শশী পদকশি ।
 গন্ধর্ব্ব কিম্বর, যক্ষ বিজ্ঞানর,
 অঙ্গরগণের বাস ॥
 রক্তনী বাসর, মাস সংবৎসর,
 দুই পক্ষ সাত বার ।
 তত্ত্ব মন্ত্র বেদ, কিছু নাহি ভেদ,
 অথ দুঃখ একাকার ॥
 তরু নানা জাতি, লতা নানা ভাতি,
 ফলে ফুলে বিকসিত ।
 বিবিধ বিহঙ্গ, বিবিধ ভূজঙ্গ,
 নানা পশু অশোভিত ॥
 অতি উচ্চতরে, শিখরে শিখরে,
 সিংহ সিংহনাদ করে ।
 কোকিল হুকারে ভ্রমর অকারে,
 মুনির মানস করে ॥
 মৃগ পালে পাল, শার্দূল রাখাল,
 কেশরী হস্তি রাখাল ।
 মমূর ভূজঙ্গে, ক্রীড়া করে রঙ্গে,
 ইন্দ্রে পোষে বিড়াল ॥
 সবে পিয়ে অধা, নাহি তৃষ্ণা কুধা,
 কেহ না হিংসাব কারে ।



যে যার ভক্ষক, সে তার রক্ষক,
 সার অনার সংসারে ॥
 সম ধর্ম্যধর্ম্য, সম কর্ম্মাকর্ম্ম,
 শত্রু মিত্র সমতুল ।
 জরা হত্যা নাই, অপরূপ ঠাঁই,
 কেবল অথের মূল ॥
 চৌদিকে ছুস্তর, (১) সুধার সাগর,
 কপ্তক সারি সারি ।
 মনি বেদীপরে, চিন্তামনি ঘরে,
 বসি গৌরী ত্রিপুরারি ॥
 শিব শক্তিমেলা, নানা রসে খেলা,
 দিগম্বরী দিগম্বর ।
 বিহার যে সব, সে সব কি কব,
 বিধি বিষ্ণু অগোচর ॥
 নন্দী দ্বারপাল, ঠৈরব বেতাল,
 কার্তিকেয় গণপতি ।
 ভূত প্রেত যক্ষ, ব্রহ্মদৈত্য রক্ষ,
 গণিতে কার শক্তি ॥
 এক দিন হর, সুধার কাভর,
 গৌরীরে কছিল হাসি ।
 ভারত ব্রাহ্মণ, করে নিবেদন,
 দয়া কর কাশীবাসী ॥

হরগৌরীর বিবাদ সূচনা ।

বিধি মোরে লাগিল রে বাদে ।
 বিধি যার বিবাদী কি সাদ তার সাদে ॥
 এ বড় বিষম ধন্ধ, বত করি ছন্দ(১) বদ,
 ভাল ভাবি হয় মন্দ, পাড়িল প্রমাদ ॥
 ধর্ম্মে জানি সুখ হয়, তবু মন নাহি লয়,
 অধর্ম্মে বিবিধ ভয়, তবু তাই সাধে ॥
 মিছা দারা স্তুত লয়ে, মিছা স্তুখে স্তুখী হয়ে,
 যে রাহে আপনা কয়ে, সে মজে বিবাদে ।
 সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের, আর সব মিছা ফের,
 ভারত পেয়েছে টের, গুরুর প্রসাদে ॥কৃ॥
 শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি ।
 ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি ॥
 নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই ।
 সাধ করে এক দিন পেট ভরে খাই ॥
 সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে ।
 সরম ভরম গেল উদরের লেগে ॥
 ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটলাম কাল ।
 তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘছাল ॥
 আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ ।
 কপালে আগুন মোর না ঘুটিল দুঃখ ॥

নীচলোকে উচ্চ ভাবে সহিতে না পারি ।
 ভিক্ষা মাগি নাথ হৈল শঙ্কর ভিক্ষরি ॥
 বিধাতার লিখন কাহার সাধা খণ্ডি ।
 গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী (১) ॥
 সর্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায় ।
 রূপ কথা কাহিতে বিরস হয়ে যায় ॥
 কিবা শুভক্ষণে হৈল অলক্ষণ ঘর ।
 খাঙিতে না পারু কভু পূরিয়া উদর ॥
 আর আর গৃহিণী গৃহিণী আছে যারা ।
 কত মতে স্বামির সেবন করে তারা ॥
 অনির্বাসে নির্বাস করয়ে কত দায় ।
 আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায় ॥
 পরস্পরা পরস্পর শুনি এই সূত্র ।
 স্ত্রী ভাগ্যেতে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র ॥
 এই রূপে দুই জনে বাড়িছে বাকুল ।
 ভারতে বিদিত ভাল দুঃখের কন্দল ॥

হরগৌরীর কন্দল ।

কেবা এমন ঘরে থাকিবে । জয়া ।
 এ দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে ॥
 আপনি খানেন ছাই, আমায়ে কহেন তই,
 কেবা সে ঝালাই ছাই মাখিবে ॥

দাখাল (১) ছাবাল দুটি, অন্ন চাহে ভূমে লুটি,
 কথ র ভুগিয়ে কেবা রাখিবে ॥
 বিবপানে নাহি ভয়, কথা কৈতে ভয় হয়,
 উচিত কহিলে দ্বন্দ্ব বাড়িবে ।
 না বাপ পাষণ হিরা, হেন ঘরে দিল বিয়া,
 তারত এ হুঃশেষ ঘর ছাড়িবে ॥ ক্র ॥
 শিবর হইল ক্রোধ শিবের বচনে ।
 ধক্ ধক্ জ্বলে অগ্নি ললাট লোচনে ॥
 শুনিলে বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল ।
 আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল ॥
 হার হার কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী (২) ।
 চণ্ডের (৩) কপালে পড়ে নাম টৈল চণ্ডী ॥
 গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোদিক ।
 বয়সে না দেখি গাহ পাথর বল্মীক (৪) ॥
 সম্পদের গীমা নাই বুড়াগক পুঁজি ।
 রসনা কেবল কথা সিদ্ধকের কুঁজি ॥
 কড়া পাড়িরাছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া ।
 কেন সব কটু কথা কিসর লাগিয়া ॥
 আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন ।
 উঁহার কপালে সবে হয়েছে নন্দন ॥
 কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয় ।
 কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয় ॥

(১) দাখাল, দুরঃশেষ । (২) পামর, নীচ ।
 (৩) অত্যন্ত কোপন, রাগী । (৪) উয়ের চিপী ।

জলক্ষণা স্নানক্ষণা যে হই সে হই ।
 মোর আসিবার পূর্বকালী ধন কই ॥
 গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে ।
 গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে ॥
 বুড়াথক লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়া ।
 ঝুলি কাঁথা বাঘহাল সাপ সিঁদ্ধি লাড়া ॥
 তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন ।
 তবে মোরে জলক্ষণা কন কি কারণ ॥
 উইর ভাগোর বলে হইয়াছে বেটা ।
 কারে কব এ কোঁক বুঝিবেক কেটা ॥
 বড় পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান ।
 সবে গুণ সিঁদ্ধি খেতে বাপের সমান ॥
 ভিক্ষা মাগি খুদকণা যে পান ঠাকুর ।
 তাহার ইন্দ্রের করে কাটুর কুটুর ॥
 ছোটপুত্র কার্তিকেয় ছয়মুখে খায় ।
 উপায়ের সৌমানাই ময়ূর উড়ায় (১) ॥
 উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন ।
 সবে ঘরে আমি রাজ এই অলক্ষণ ॥
 করেছে হইল কড়া সিঁদ্ধি বেটে বেটে ।
 তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল কেটে ॥
 শাঁখা শাড়ী সিন্দূর চন্দন পান গুয়া ।
 নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাতুরা (২) ॥

(১) [ব্যঙ্গোক্তি] ময়ূরের উপর চড়িয়া বেড়ায় ।

(২) তদ্ভুত, অপূর্ণ ।

ভারত কহিছে মাগো কত বল আর।

শিবের যে তিরস্কার সেই পুরস্কার।

শিবের ভিক্ষা যাত্রায় উদ্যোগ।

ভবানীর কটু ভাষে, লজ্জা হৈল কৃষ্ণিবাসে, (১)

ক্ষুধানলে কলেবর দহে।

বেলা হৈল অতিরিক্ত, পিত্তে হৈল গলা তিক্ত,

রুদ্ধলোকে ক্ষুধা নাহি সহে।

হেটুমুখে পঞ্চানন, নন্দিরে ডাকিরা কন,

রুষ আন যাইব ভিক্ষায়।

আন শিঙ্গা হাড়মাল, ডমক বাঘের ছাল,

বিভূতি লেপিয়া দেহ গায় ॥

আন রে ত্রিশূল ঝুলি, প্রমথ (২) সকল গুলি,

মত গুলি ধুতুরার ফল।

খলি তরা সিদ্ধি ঝুঁড়া, লহরে ঘোটনা কুঁড়া,

জটায়ু আছরে গদ্যাজল ॥

যর উজাড়িয়া বাধ, ভিক্ষায় যে পাই খাব,

অদ্যাগাধি ছাড়ি নৈলাস।

নারী বারি স্বতন্ত্রা, সে জন জীয়েন্তে মরা,

তাহানে উচিত বনবাস ॥

স্বককালে আপনার, নাহি জানি রোজগার,

চাস বাস বাণিজ্য বাপার।

(১) মহাদেব। (২) শিবের পাণ্ডিত্য।

সকলে নিগুণ কয়, ভুলারে সর্বস্ব লয়,
 নানমাত্র রহিয়াছে সার।
 যত আনি তত নাই, না স্ফুটিল খাই খাই,
 কিবা স্ফুট এ ঘরে থাকিয়া ।
 এত বলি দিগম্বর, আরোহিয়া ব্রহ্মোপরি,
 চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া ।
 শিবের দেখিয়া গতি, শিবা কন ক্রোধমতি,
 কি করিব একা ঘরে রয়ে ।
 স্রুখা কেন দুঃখ পাই, বাণের মন্দিরেবাই
 গণপতি কার্ত্তিকের লয়ে ॥
 যে ঘরে গৃহস্থ হেন, সে ঘরে গৃহিনী কেন,
 নাহি ঘরে সদা খাই খাই ।
 কি করে গৃহিনীপনে, খন খন ঝন ঝনে,
 আসে লক্ষ্মী বাস বাক্রে নাই ॥
 বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্ধেক চাল,
 রাজসবা কত খচমচ (১) ।
 গৃহস্থ আছে যত, সকলের এই মত,
 ভিক্ষা মাগা নৈব চ নৈব চ (২) ॥
 ছইয়া বিরসমন, লয়ে গৃহ গজানন,
 ছিমালয়ে চলিল অভয়া ।
 ভদ্রিত বিনয়ে কয়, এমন উচিত নয়,
 নিষেধ বদ্রিয়া কহে জয়া ॥

(১) বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্কঃ চ বিকর্মণি । তদর্কঃ রাজ
 সেবারঃ স্তিমায়ঃ নৈব চ নৈব চ ॥ (২) নিশ্চয় না, কদাচ না।

জন্মার উপদেশ ।

কহে সখী জন্মা, শুন গো অভয়া,
 এক কর ঠাকুরালি (১) ।
 ক্রোধে করি ভর, যাবে বাপ ঘর,
 খেয়াতি হবে কাঙ্গালি ॥
 মিহা ক্রোধ করি, আপনা পাসরি,
 কি কর ছাবাল খেলা ।
 সুখ মোক্ষ ধাম, অন্নপূর্ণা নাম,
 সংসার সাগরে ভেলা ॥
 অন্নপূর্ণা হয়ে, অন্ন দেহ করে,
 দাঁড়াবে কাহার কাছে ।
 দেখিয়া কাঙ্গালি, সবে দিবে গালি,
 রহিতে না দিবে নাছে (২) ॥
 জননীরা আপে, যাবে পিতৃবাসে,
 ভাজে দিবে সদা তাড়া ।
 বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সন্তাষে, (৩)
 যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া ॥
 যা বলি তা কর, নিজ যুক্তি ধর,
 বস অন্নপূর্ণা হয়ে ।
 কৈলাস শিখর, অন্ন পূর্ণ কর,
 জগতের অন্ন লয়ে ॥

(১) কর্তৃত্ব, আন্যতঃ । (২) শিড়কী । (৩) বিদ্যাভ্যাসের স্থাপন
 দ্বারা বিদ্যার অনুন্নয় বিষয়ে এই বাক্যের পুনরাবৃত্তি পাইবেন ।

তিন ভূমণ্ডলে, যে স্থলে যে স্থলে,
 যত যত অন্ন আছে ।
 কটাক্ষ করিয়া, আনিহ হরিয়া,
 রাখ আপনার কাছে ॥
 কমল আসন, আদি দেবগণ,
 কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ ।
 কমলা প্রভৃতি, যতেক প্রকৃতি,
 এই স্থানে দেহ ভক্ষ্য ॥
 কিরি ঘরে ঘর, হইয়া কাঁকর,
 কোথায় না পোয়ে অন্ন ।
 আপনি শঙ্কর, তাঁমিবেন ঘর,
 হইয়া অতি বিঘর্ণ ॥
 অন্ন দিয়া তাঁরে, সকল সংসারে,
 আপনা প্রকাশ কর ।
 প্রকাশিয়া তত্ত্বে, অন্নপূর্ণা মত্ত্বে,
 লোকের যজ্ঞগা হর ॥
 তিন ভূমণ্ডলে, পূজিবে সকলে,
 চৈত্র শুক্লঅষ্টমীতে ।
 দ্বিতীয়া অম্বিত, (১) অষ্টাহ সঙ্গীত,
 বিসর্জন নবমীতে ॥
 পূজিবে যে জনে, তাহার ভবনে,
 হইবে লক্ষ্মী অচলা ।

অন্নপূর্ণা মূর্তিধারণ ।

৯৭

আর যত আছে, সব হবে পাছে,
কহিবে অষ্টমঙ্গলা ॥
কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ, দেবী পুত্র রূপ,
তন্নপূর্ণা ব্রতদাস ।
ভারত ব্রাহ্মণ, কহে সুবচন,
তন্নদা পূরাও আশ ॥

অন্নপূর্ণা মূর্তিধারণ ।

অন্নপূর্ণা জয় জয় । দূর কর ভবভয় ॥
তুমি সর্বময়, তোমা হৈতে হয়,
সৃজন পালন লয় ।
কত মায়া কর, কত কায়া ধর,
বেদের গোচর নয় ॥
বিধি হরি হর, আদি চরাচর,
কটাক্ষেতে কত হয় ।
ছাড় ছায়া মায়া, দেহ পদছায়া,
ভারত বিনয়ে কর ॥ ৬ ॥

জগার বচনে দেবী মানিয়া প্রবেশ ।
বসিলেন হস্তযুগী দূর গেল ক্রোধ ॥
বিশাই বিশাই বলি করিলা স্মরণ ।
গোড়হাতে বিশ্বকর্মা দিলা দরশন ॥
শুনরে বিশাই বাছা লহ মোর পান ।
পানপাত্র হাতা দেহ করিয়া নির্মাণ ॥

মর্ম্ম বুঝি বিশ্বকর্মা আজ্ঞা পাবা মাত্র ।
 রতননির্ম্মিত দিল হাতা পানপাত্র ॥
 রতন মুকুট দিল নানা অলঙ্কার ।
 অমূল্য কাঁচুলী শাড়ী উড়নী যে আর ॥
 বসিবারে মণিময় দিল্য বোজনদ (১) ।
 আশিস করিলা মাতা হও নিরাপদ ॥
 মায়া কৈল্য মহামায়া কহিতে কে পারে ।
 হরিল্য যতেক অন্ন আছিল সংসারে ॥
 কোটি কোটি রূপ কোটি কোটি নারায়ণ ।
 কোটি কোটি রূপ কোটি কোটি পদ্মাসন ॥
 কোটি কোটি রূপ কোটি কোটি মৃত্যুঞ্জয় ।
 কোটি কোটি রূপ কোটি কোটি হরি হয় ॥
 দেব দেবী ভুজঙ্গ বিঘ্নর আদি যত ।
 সৃষ্টি কৈল্য কোটি কোটি কোটি শত ॥
 কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড হইল এক ঠাই ।
 কেমন হইল মেনে মনে আসে নাই ॥
 অন্নের পর্ব্বত পরমান্ন সরোবর ।
 যত যধু ভৃগু দধি সাগর সাগর ॥
 কে রান্ধে কে বাড়ে কেবা দেয় কেবা খায় ।
 কোলাহল গুণ্ণগোল বহা নাহি যায় ॥
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কলরব এক ঠাই ।
 জয় জয় অন্নপূর্ণা বিনা শক নাই ॥

ভিক্ষা দিলে কৃষ্ণচন্দ্র ধরনী ঈশ্বর ।
রচিল ভারতচন্দ্র দ্বায় গুণা সর ॥

শিবের ভিক্ষা যাত্রা ।

ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া ।
ত্রিলোক ভ্রমেণ সন্ন চাহিয়া চাহিয়া ॥
যেখানে গোথানে হর অন্ন হেতু যান ।
হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান ॥
ববন্ ববন্ বন্ ঘন বাজে গাল ।
ভভন্ ভভন্ তন্ শিঙ্গা বাজে ভাল ॥
ডিম ডিম ডিম ডিম ডমক বাজিছে ।
তাম্রিয়া তাম্রিয়া মিয়া পিশাচ নাচিছে ।
দূরে হৈতে শুনা যায় মহেশ্বরের শিঙ্গা ।
শিব এল বলে ধায় যত রক্তচিঙ্গা (১) ॥
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল ।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল ॥
কেহ বলে ভাল করি শিঙ্গাটি বাজাও ।
কেহ বলে ডমক বাজায়ে গীত গাও ॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া ।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া ॥

কেহ জানি দেয় তুপুরার কুল ফল ।
 কেহ দেয় ভাজ পোস্ত আফিঃ গরল ॥
 তার আশ দিন তাহে হাসেন গোসাঁই ।
 ৩ দিন ওদন (১) বিনা ভাল লাগে নাই ॥
 চেতন চেতরে চেত ডাকে চিদানন্দ ।
 চেতনা বাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ ॥
 যে জন চেতনা মুখী সেই সদা সুখী ।
 যে জন অচেত চিত্ত সেই সদা দুঃখী ॥
 এত বলি ভন্ন দেহ কহিলেন শিব ।
 মাঝে বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব ॥
 কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল ।
 ভন্ন বিনা সবে আজি হয়ছি আকূল ॥
 ক'ন্দেছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া ।
 কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া ॥
 আজি মেনে ফিরি মাগ শঙ্কর ভিক্ষারি ।
 কালি আস অন্ন দিব তাজিত না পারি ॥
 এই রূপে শঙ্কর কিরিয়া ঘরে ঘর ।
 অন্ন না পাইয়া হৈলা বড়ই কাতর ॥
 ক্রমে ক্রমে ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ ।
 বৈকুণ্ঠে গোলন মথ্য বক্ষ্মী নারায়ণ ॥
 আস লক্ষ্মী অন্ন দেহ ডাকেন শঙ্কর ।
 ভারত কহিছে লক্ষ্মী হৈলা কাঁকর ॥

শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ ।

কহে লক্ষ্মী শুন গৌরীপতি ।

কহিতে না বাক্য সরে, অন্ন নাহি মোর ঘরে,

আজি বড় দৈবের দুর্গতি ॥

আমি লক্ষ্মী সঙ্গি চাই, মোর ঘরে অন্ন নাই,

ইহাত প্রত্যক কেবা করে ।

শুনিয়া শঙ্কর কন, ফিরিলাম ত্রিভুবন,

এই কথা সকলের ঘরে ॥

ধূমান হইল ঝুঁড়া, না মিলিল খুদ কুঁড়া,

ফিরিত্ত সবল পাড়া পাড়া ।

হাভাতে(১) যদ্যপি চার, সাগর শুকায়ে যায়,

দেহে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া ।

লক্ষ্মী বলে অন্ন নাই, আর যাব কার ঠাই,

ভুবনে ভাবিয়া নাহি পাই ।

গলে সাপ বাকি চাই, তবু অন্ন নাহি পাই,

কপালে দিলেক বিবি ছাই ॥

কত সাপ আছে গায়, হাভাতেরে নাহি খায়,

গলে বিষ সেহ নাহি বধে ।

কপালে অনল জ্বলে, সেহ না পোড়ায় বলে,

না জানি মরিব কি ঔষধে ॥

ঘরে অন্ন নাহি যার, মরণ মঙ্গল তার,

তার কেন বিলাসের(২) সাধ ।

খার নারী স্ত্রী স্ত্রী, সদা অন্নকষ্টযুক্ত,
 সর্বদা তাহার অবসাদ(১) ॥
 দেখিয়া শিবের শৈব, লক্ষ্মী কয়ে দিলা ভেদ,
 কেন শিব করহ বিবাদ ।
 অন্নপূর্ণা খার ঘরে, সে কান্দে অন্নের তরে,
 এ বাড়ি মাঝার পরমাদ(২) ।
 গৌরী অন্নপূর্ণা হয়ে, জগতের অন্ন লয়ে,
 কৈলাসে পাতিয়াছেন খেলা ।
 যতেক ব্রহ্মাণ্ড আছে, সকলি তাঁহার কাছে,
 তাঁরে কেন করিয়াছ হেলা ॥
 আমার মুকতি ধর, কৈলাস গমন কর,
 আমি আদি সকলি সেখানে ।
 তোমারে কবার তরে, আমি আছিলাম ঘরে,
 এই আমি যাই সেইখানে ॥
 এত বলি হরিপ্রিয়া, কৈলাসে রহিলা গিয়া,
 শিব গেল ভাবিয়া চিন্তিয়া ।
 দেখি অন্নদার ক্রীড়া, শিবের হঠল ক্রীড়া, (৩)
 তত্ত্ব কিছু না পান ভাবিয়া ॥
 কত কোটি হরি হর, পদ্মাসন পূরন্দর,
 কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মিলিত ।
 স্ত্রী নানা রস খায়, স্ত্রী পড়ে নাচে গায়,
 দেখি শিব হইলা মোহিত ॥

দেখি বেটিং হারে. জ্বাণু জ্বাণু (১) হৈলা ডরে
 তন্নপূর্ণা অন্তরে জানিয়া ।
 ভারতের উপরোধে, বিসর্জন দিয়া ক্রোধে,
 অন্ন দিল নিকটে আনিয়া ॥

শিবে অন্নদান ।

অন্নপূর্ণা দিলা শিবের অন্ন ।
 অন্ন খান শিব সুখদাম্পন্ন ॥
 কারণ অমৃত পূরিত করি ।
 রত্ন পানপাত্র দিলা ঈশ্বরী ॥
 সন্নত পলান্নে(২) পুরিয়া হাতা ।
 পরশেন করে হরিষে মাতা ॥
 পঞ্চমুখে শিব থাকেন কত ।
 পূরেন উদর মাধের মত ॥
 পারস পয়োধি সপসপিয়া ।
 পিষ্টক পর্ত্ত কচমচিয়া ॥
 চুকু চুকু চুকু চুষা চুষিয়া ।
 কচর মচর চৰ্ব্বা চিবিয়া ॥
 লিহ লিহ জিহে লেহ লেহিয়া ।
 চুষুকে চক চক পের পিয়া ॥
 জয় জয় অন্ন পূর্ণা বলিয়া ।
 নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া ॥

(১) প্রথম অর্থ মহাদেব, দ্বিতীয়ার্থ অচল, স্থির, খুঁটি ।

(২) মাংসপক্ক অন্ন, পোলাও ।

शिवदेव २ अक्षरान् ।



হরিশে অবশ অলস অঙ্গে ।
 নাচেন শঙ্কর রক্ত তরঙ্গে ॥
 লট পট জটা লপটে(১) পায়
 ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায় ।
 গর গর গর গরজে কণী ।
 দণ দপ দপ দীপয়ে মণি ॥
 ধক্ ধক্ ধক্ তাল অনল ।
 তর তর তর চান্দমণ্ডল ॥
 গর সর সরে বাঘের ছাল ।
 দলমল দোলে মুণ্ডের মাল ॥
 তাধিয়া তাধিয়া বাজয়ে তাল ।
 তাতা থেই থেই বলে বেতাল ॥
 বংম্ বংম্ বাজয়ে গাল ।
 ডিম্ ডিম্ বাজে ডমক ভাল ॥
 ভভম্ ভভম্ বাজয়ে শিঙ্গা ।
 হৃদঙ্গ বাজয়ে তাধিঙ্গা ধিঙ্গা ॥
 পঞ্চমুখ গেয়ে পঞ্চম তাল ।
 নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে ॥
 নাটক দেখিয়া শিব টাকুর ।
 হাসেন অন্নদা হুহু মধুর ॥
 অন্নদা অন্ন দেহ এই যাচে ।
 ভারত ভুলিল ভবের নাচে ॥

অন্নপূর্ণা মাহাত্ম্য ।

জয় জগদীশ্বর জয় জগদম্বা ।
 ভব ভবরাগী ভব অবলম্ব্যে ॥
 শির শিবকায়া, হর হরজায়া,
 পরিহর মায়া, অব(১) অবলম্ব্যে ।
 যদি কর মমতা(২), হত হয় মমতা (৩),
 দিবি(৪) ভূবি(৫) মমতা, ওহ তেরম্ব্যে ॥
 তব জন সেবা, স্মরণতি কেবা,
 যম দেই সেবা, শির পরিলম্ব্যে ।
 ভবজলতরণে, রাখি চরণে,
 ভারত স্মরণে, করি কাদম্ব্যে ॥ঐ॥

এই রূপে অন্নপূর্ণা আপনা প্রকাশি ।
 হরিল্য যতেক মায়া মহামায়া হাসি ॥
 বসিলা গিরিশ গৌরী কৌতুক অশেষ ।
 সম্মুখে করেন ক্রীড়া কার্ত্তিক গণেশ ॥
 হৃদগে বিজয়া জয়া নন্দী দ্বারপাল ।
 ডাকিনী যোগিনী ভূত ভৈরব বেতাল ॥
 অন্নপূর্ণা মহিমা দেখিয়া মহেশ্বর ।
 প্রকাশ করিলা তন্ত্র মন্ত্র বহুতর ॥

(১), (সংস্কৃত) রক্ষাকর । (২) স্নেহ, অনুরাগ । (৩) হত্যা ।
 (৪), স্বর্গ, আকাশ । (৫) পৃথিবী ।

উপাসনা পূজা ধ্যান কবচ সাধন ।
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিয়োজন ॥
 বিস্তর অন্নদাক্ষেপ অক্ষেপ কব কত ।
 ক্রিষ্ণে কাহ্নু নিজ বুদ্ধি শুদ্ধি মত ॥
 যে জন করয়ে অন্নপূর্ণা উপাসনা ।
 বিধি হরি হর তার করয়ে মাননা ॥
 ইহলোকে নানা ভোগ কর সেই জন ।
 পরলোকে মোক্ষ পায় শিবের লিখন ॥
 অন্নপূর্ণা মহামায়া মহাবিদ্যা মায়া ।
 যার বরে স্বর্গে লক্ষ্মী ইন্দ্র দেবরাজ ॥
 ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব যার করি উপাসনা ।
 বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব যার করিয়া মাননা ॥
 শিবের শিবত্ব যার উপাসনা ফলে ।
 নিগম(১) আগম(২) যার আদ্যাশক্তি বলে ॥
 দয়া কর দয়াময়ী দানবদমনী ।
 দক্ষশূতা দাক্ষায়ণী দারিদ্রাদলনী ॥
 হৈমবতী হরপ্রিয়া হেরম্ব জননী ।
 হেম হীরা হারময়ী হিরণ্য বরণী ॥
 হইলা নন্দের সূতা হরি সহায়িনী ।
 হেরি হাহাকার হর হরিণ হেরিণী ॥
 কাম রিপু কামিনী কামদা কামেশ্বরী ।
 ককণা কটাক্ষ কর কিছু কৃপা করি ॥

রাজার আনন্দ কর রাজ্যের কুশল ।
 যে শুনে এ গাঁত তার করহ মঙ্গল ॥
 গারনে বাসনে মা গো মাগি এই বর
 ভয়ে পূর্ণ কর ঘর গলে দেহ স্বর ॥
 শ্রুতিতে মঙ্গল তব যার ভক্তি হয় ।
 ধন পুত্র লক্ষ্মী তার স্থির যেন বর ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র আদেশে তারতচন্দ্র গায় ।
 হরি হরি বল সবে পালা হৈল সার ॥
 ইতি যবিবারের দিবাপালা ।

শিবের কাশীবিষয়ক চিন্তা ।

পুণ্যভূমি বারানসী, বেষ্টিত বকনা(১)অসি(২),
 যাছে গঙ্গা অসিয়া মিলিত ।
 আনন্দ কানন নাম, কেবল নৈবল্য ধাম,
 শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিত ॥
 বাপি(৩)যাছে জ্ঞানবাপী, নামে মোক্ষ পায় পাপী,
 মহিমা কহিতে কেবা পারে ॥
 মণিকর্কী(৪) পুস্করিণী, মোক্ষপদ বিধায়িনী,
 সার বস্তু অসার সংসারে ॥

(১) নদীবিশেষ । (২) নদীনিশেষ । (৩) দিঘীকা, বৃহৎজনাশী
 (৪) কাশীস্থ ভীর্থ ও গঙ্গার ঘাটবিশেষ ।

দশাঙ্খমেধের (১) ঘাট, চৌৰ্ঘটি যোগিনী পাট, (২)
 নানা স্থানে নানা মহা স্থান ।
 তীর্থ তিন কোটি সাড়ে, এক কণ নাহি ছাড়ে,
 সকল দেবের অধিষ্ঠান ॥
 মহেশের তাজধানী, দুর্গা যাছে মহারানী,
 যাছে কালভৈরব প্রহরী ।
 শমনের অধিকার, না হয় স্বরণে যার,
 ভবমিদ্ধু তরিবার তরি ॥
 যাছে জীব তাজ্জি জীব, সেইকণে হয় শিব,
 পুনঃ নহে জঠর যাতনা ।
 দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, দহুজ মহুজ রক্ষঃ,
 সবে যার করয়ে মাননা ॥
 শিবলিঙ্গ সংখ্যাতীত, যাছে সদা অধিষ্ঠিত,
 তাহাতে প্রধান বিদ্যেশ্বর ।
 যত যত বাশাধার, প্রকাশি আপন নাম,
 শিবলিঙ্গ স্থাপিলা বিস্তর ॥
 দেবতা কিন্নর নর, সিদ্ধ সাধা বিদ্যাধর,
 তপস্বী করয়ে মোক্ষ আশে ।
 দেখিয়া কাশীর শোভা, মহেশের মনোলোভা,
 বিহরেন ছাড়িয়া কৈলাসে ॥
 সর্ব্ব সুখময় ঠাই, সবে মাত্র অন্ন নাই,
 দেখিয়া ভাবেন সদাশিব ।

(১) দশবার অঙ্খমেধ যজ্ঞ করিয়া যে ঘাট প্রাপ্ত হইয়াছে ।

(২) চৌৰ্ঘটি যোগিনীর প্রতিমূর্ত্তির স্থান ।

অনেকের হৈল বাস, সকলের অন্ন আশ,
 কি প্রকারে অন্ন যোগাইব ॥
 আপন আহার বিষ, ধ্যানে যন্ন অহর্নিশ,
 অন্ন সনে নাহি দরশন ।
 এখানে বসিবে যারা, অন্নজীবী হবে তারা,
 অন্ন বিনা না হবে জীবন ॥
 এত ভাবি ত্রিলোচন, সমাধিতে(১) দিয়া মন,
 বসিলেন চিন্তাবৃত্ত হয়ে ।
 অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠানে, অন্নে পূর্ণ কর স্থানে,
 ভারত দিলেন সৃষ্টি করে ॥

বিশ্বকর্মার প্রতি পুণীনির্মাণের অনুমতি ।

ভব ভাবি চিতে, পুরী নির্মাইতে,
 বিশ্বকর্মে কৈলা ধ্যান ।
 বিশ্বকর্মা আসি, প্রবেশিলা কালী,
 যোডহাতে আবধান ॥
 বিশ্বকর্মে হর, কহিলা বিস্তর,
 শুনরে বাড়া বিশাই ।
 অন্নপূর্ণা আসি, বসিবেন কাশী,
 দেউল(২) দেখ বানাই ॥
 বিশ্বকর্মা শুনি, নিজ পুণ্য গুণি,
 দেউল কৈলা নির্মাণ ।

বিশ্বকর্মার প্রতি পুরীনির্মাণের অনুমতি । ১১১

অন্নদা মুরতি, নিরুপম অতি,
নিরমার সাবধান ॥
রতন দেউল, ভুবনে অতুল,
কে.টি রবি পরকাশ ।
বিবিধ বন্ধান, অপূৰ্ণ নির্মাণ,
দেখি সুখী কৃতিবাস ॥
দেউল ভিতরে, মণিবেদীপরে,
চিত্তামণির প্রতিমা ।
চতুর্ভুজ প্রদা, গড়িল অন্নদা,
অনন্ত নাম মহিমা ॥
মণিময় চ্ছদ.(১) গ. ৫ কোকনদ,
অকণ কিরণ শোভা ।
ভুবন মণ্ডল, করয়ে উজ্জ্বল,
মহেশের মনোলোভা ॥
তাহার উপরি, পদ্মাসন করি,
অন্নদা মুরতি গড়ে ।
পদতল রঙ্গে, দেখি অক্ট. অঙ্গে,
অকণ চরণে পড়ে ॥
অতি নিরমল, চরণ যুগল,
সুশোভিত নথ ছাঁদে ।
দিনে দিনে ক্ষীণ, কলঙ্কে মলিন,
কত শোভা হবে চাঁদে ॥

মণি করিকর, উক মনোহর,
 নিতম্বে রত্নকিঙ্কিনী ।
 ত্রিভলীর ভঞ্জে, অনাজর, অঞ্জে,
 বাকি রাখে মাজা ফাঁগি ॥
 সুখ সরোবর, নাভি মনোহর,
 মদন সফরী(১) গাম ।
 কামের কুন্তল, অতি সুকোমল,
 রোমাবলী অভিরাম ॥
 স্বয়ম্ভু শঙ্কর, উচ্চ কুচবর,
 সুধামিস্ত্রু বিশ্বরাজে (২) ।
 রতন কমল, মৃণাল কোমল,
 সুবলিত ভুজ সাঞ্জে ॥
 কর্ণগ অমৃত, পলান্ন সহ্যত,
 পানপাত্র হাতা শোভে ।
 সম্মুখে শঙ্কর, নাচেন সুন্দর,
 অন্ন খেয়ে অন্নলোভে ॥
 কোটি সুধাকর, বদন সুন্দর,
 রতন মুকুট শিরে ।
 অর্দ্ধশশী ভালে, কেশ মল্লীমালে,(৩)
 অলি মধু লোভে ফিরে ॥
 অন্নদা মুরতি, দেখি পশুপতি,
 বিশাইছের দিলা বর ।

(১) প্রোজী মৎস্য, পুঁটিমাছ । (২) চন্দ্র ।

(৩) মল্লিকা পুষ্পবৃক্ষ, বেলফুলের গাছ ।

বৃষ্ণচন্দ্র মত, রচিলা ভারত,
কবিরায় গুণাকর ॥

অন্নপূর্ণা পুরী নির্মাণ ।

দেউলের শোভা দেখি বিশাই মোহিলা ।
চৌদিকে প্রাচীর দিয়া পুরী নির্মায়েলা ॥
সম্মুখে করিলা সরোবর মনোহর ।
মাণিকে বান্ধিলা ঘাটে দেখিতে সুন্দর ॥
সূর্যকান্ত চন্দ্রকান্ত আদি মণিগণ ।
দিয়া কৈলা চারি পাড় অতি সুশোভন ॥
তুলিলা পাতাল গজা ভোগবতী জল ।
সুশীতল সুবাসিত গভীর নির্মল ॥
গড়িলা স্ফটিক দিয়া রাজহংসগণ ।
এবালে গড়িলা ঠোঁট সুবদন(১) চরণ ॥
সূর্যকান্তমণি দিয়া গড়িলা কমল ।
চন্দ্রকান্তমণি দিয়া গড়িলা উৎপল ২) ॥
নীলমণি দিয়া গড়ে মধুকর পাতি ।
নানা পক্ষি জলচর গড়ে নানা ভাঁতি ॥
ভাঙ্কর ডাঙ্করী গড়ে ধঞ্জনী ধঞ্জন ।
সারস। সারসী গড়ে বক বকীগণ ॥
তিত্তিরী তিত্তিরী পানীকাক পানীকাকী ।
কুরলী কুরল চক্রবাক চক্রবাকী ॥

১. ভুবন, তিঁতুল । (২) নীলকমল, রক্তপদ্ম ।

কান্দাছোঁচা দলপিপী কামি কোড়া কহ ।
 পানিতর বেণেবউ গড়ে মৎসারঙ্গ ॥
 হাজর কুন্তীর গড়ে শুশুক মকর ।
 নানা ভাত মৎস্য গড়ে নানা জলচর ।
 চাতল ভেকুট কই কাতলা মৃগাল ।
 বানি লাটা গড়ুই উলকা শোল শাল ॥
 পাকাল খরুরা চেলা তেচকা এলেকা ।
 গুতিরা ভাঙ্গন রাগি ভোল ভোলচেকা ॥
 নাথুর গাগর আড়ি বাটা বাচা কই ।
 কালবহু বাঁশপাতা শঙ্কর ফলই ।
 শিঙ্গী ময়া পাবনা বোয়ালি ডানিকোণা ।
 চিঙ্গড়ী চেকরা পুঁটি চান্দা গুঁড়া সোণা ॥
 গাঙ্গদাড়া ভেদা চেক কুড়িশা খালিশা ।
 খরশুলা তপসিয়া পাঙ্গাম ইলিশা ॥
 চারি পাড়ে বিশ্বকর্মা নির্যায় উদ্যান ।
 চারি পাড়ে বৃক্ষ গড়ে সূক্ষর বন্ধান ॥
 অশোক কিংশুক টাঁপা পুনাগ কেশর ।
 করবীর গন্ধরাজ বকুল টগর ॥
 শেহুলী পীয়লী দোনা পাকল রঙ্গন ।
 জালতী মাধবীলতা মল্লিকা কাঞ্চন ॥
 জবা জুতী জাতী চন্দ্রমল্লিকা মোহন ।
 চন্দ্রমণি সূর্যমণি অতি সুশোভন ॥
 কনক চম্পক ভূমিচম্পক কেতকী ।
 চন্দ্রমুখী সূর্যমুখী অতসী ধাতকী ॥

কদম্ব বাঁকন বক কৃষ্ণকলি কুন্দ ।
 গারিজাত মধুমল্লী ঝাঁজি মুচকুন্দ ॥
 জাম জাম নারিকেল জামীর কাঁটাল ।
 খজুর ওবাক শাল পিরাল তমাল ॥
 হিজাল তেঁতুল তাল বিল আমলকী ।
 পাণ্ডুড় অশ্বথ বট বাল্য হরীতকী ॥
 ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষ ফুল ফলধর ।
 তার শোভা হেহ গড়ে বিহঙ্গ বিস্তর ॥
 ময়না শালিক টিয়া তোতা কাকভূয়া ।
 চাতক চকোর মূরী তুরী রাজাচূরা ॥
 ময়ূর ময়ূরী শারী শকু আদি খগ ।
 কোকিল কোকিলা আদি রগাল বিহগ ॥
 গোকরা বহরী বাগা বাজ তুরমুতী ।
 কাহা কুহী লগড় বাগড় জোড়ী সুতি ॥
 শকুনী গৃধিনী ছাড়গিলা মেটেচিল ।
 শঙ্খচিল নীলকণ্ঠে শ্বেত রক্ত নীল ॥
 চৈটী ভেটী ভাটী হরিণাল গুড়গুড় ।
 নানাজাতি কাক পেঁচা বাবুই বাতড় ॥
 বাকচা হারীত পারাবত পাকরাল ।
 ছাতারিয়া করকটে ফিঙ্গা দহিয়াল ॥
 চড়ই মনিয়া পাবভূয়া টুনটুনি ।
 বুলবুলি জল আদি পক্ষী নানা গুণি ॥
 বউ-কথা-কহ আর দেশের কি হবে ।
 বন শোভা যে সব পক্ষীর কলরবে ॥

ভীমকল ডাশ মশা বোলতা প্রভৃতি ।
 গড়িয়া গড়িছে পশু বিবিধ আকৃতি ॥
 সরভ কেশরী বাঘ বানর গণ্ডার ।
 ঘোড়া উঠ মহিষ হরিণ কালসার ॥
 বানর ভালুক গরু ছাগল শশাক ।
 বরাহ কুক্কর ভেড়া খটাস সজাক ॥
 ঢোলকান খেকি খেকশোয়ালী ঘোড়াক ।
 বারশিঙ্গা বাণ্টাদি কপ্তরী তুলাক ।
 গাধা গোধা হাপা হাউ চমরি শৃগাল ।
 ছোড়ার নকুল গোঁলা গবয় বিড়াল ॥
 কাকলাস খেড়ে মুষা ছুঁটা তানাই ।
 সৃষ্টি হেতু ঘোড়া গোড়া গড়িল বিশাই ॥
 বনমাতৃবাদি গড়ি মনে বাড়ে রঙ্গ ।
 নানামতে নানাজাতি গড়িছে ভুজঙ্গ ॥
 কেউটে খরিশ কালী গোখুরা ময়াল ।
 বোড়া চিতি শঙ্খচূড় হুঁচে ব্রহ্মজাল ॥
 শাখিনী চামরকোষা স্ততার সঞ্চার ।
 খড়ীচোচ অজগর বিবের ভাণ্ডার ।
 তরুণ উদয়কাল জঁড়াশ কানোড়া ।
 লাউতগা কাউশর কুয়ে বেতছাড়া ।
 ছাতারে শীঘ্র চাঁদা নানাজাতি বোড়া ।
 চেমনা মেটিলী পুঁয়ে হেলে চিতিবোড়া ।
 বিছ বিছু পিপীড়া প্রভৃতি বিষধর ।
 সৃষ্টি হেতু ঘোড়ে ঘোড়ে গড়িল বিস্তর ॥

সরোবর বনশোভা দেখি স্থখী শিব ।
জীবহাস মন্ত্ৰেতে সবার দিল জীব ॥
আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরনী ঈশ্বর ।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

দেবগণ নিমন্ত্ৰণ ।

চল কাশী যাবে সব যাব ।
অন্নদা পূজিবে শিব দেখিবারে পাব ॥
মণিকর্ণিকার জলে, স্নান করি কুতূহলে,
অন্নদামঙ্গল ছলে, হরগুণ গাব ।
পাপ তাপ হবে ছন্ন. নানারস সুসম্পন্ন,
অন্নদা দিবেন অন্ন, মহাসুখে খাব ॥
শিব শিব শিব কয়ে, জ্ঞানবাপী কুল রয়ে,
সুখে রব শিব হয়ে, কোথায় না খাব ।
শিবের ককণা হবে, দেখিব ভবানী ভবে,
ভারত কহিছে তরে, হরিভক্তি চাব ॥ ৫ ॥

শিবের আনন্দ অন্নপূর্ণা আরাধনে ।
নিমন্ত্ৰণ করিলা সকল দেবগণে ॥
হংসপুষ্ঠে আইলা সগণ প্রজাপতি ।
গণসহ বিষ্ণু সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
গণসহ গণেশ আইলা গজানন ।
দেবসেনা সঙ্গে লয়ে দেব ষড়ানন ॥
দেবগণ সঙ্গে লয়ে ইন্দ্র দেবরাজ ।
ইন্দ্রাণী আইলা সঙ্গে দেবীর সমাজ ॥

নিজগণ সাজ্জ করি অনল আইলা ।
 পরিবার সঙ্গে বস আসিয়া মিলিলা ॥
 নৈঋত আইলা সঙ্গে লয়ে নিজগণ ।
 বার্তা পেয়ে বকণ আইল ততক্ষণ ॥
 সগণ পবনবেগে আইলা পবন ।
 কুবের আইলা সঙ্গে লয়ে নিজগণ ॥
 শিবের বিশেষ মূর্তি তাইলা ঈশান ।
 মূর্তি ভেদে প্রজাপতি আইলা বেগবান ॥
 আইলা ভূজঙ্গপতি থাকিয়া পাতালে ।
 আদর করিলা শিব দেখি দিকপালে ॥
 দ্বাদশ মুরতি সহ আইলা ভাস্কর ।
 যোলকলা সহিত আইলা শশধর ॥
 আপন মঙ্গল হেতু মঙ্গল আইলা ।
 বিবুধ সহিত বৃধ আসিয়া মিলিলা ॥
 দেবগণ গুরু আইলা গুরু ভট্টাচার্য্য ।
 দৈত্যগুরু মহাকরি আইলা শুক্রাচার্য্য ।
 মন্দগতি মহাবেগে আইলা শনৈশচর ।
 আইলা রাজ্জ কেতু অর্দ্ধ অর্দ্ধ করেবর ॥
 সিদ্ধ সাধ্য পিতৃ বিশ্বদেব বিদ্যাধর ।
 অশ্বর গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস কিন্নর ॥
 দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রাজঋষিগণ ।
 এক একে সবে শিবে দিলা দরশন ॥
 চারি ভাই সনক সনন্দ সনাতন ।
 সনৎকুমার দেখা দিলা ততক্ষণ ॥

বশিষ্ঠ প্রাচৈতা ভৃগু পুনস্তা পুলহ ।
 নারদ অঙ্গিরা অত্রি দক্ষ ক্রতু মহ ॥
 আইলেন পিতা পুত্র পরাশর ব্যাস ।
 শকদেব আইলা যাহে পুরাণ প্রকাশ ॥
 যম আপস্তম্ব শঙ্খ লিখত গৌতম ।
 ত্রুক্ষস। জৈমিনি গর্গ কপিল কর্দ্দম ॥
 কাত্যায়ন যজ্ঞবল্ক্য অসিত দেবল ।
 জামদগ্ন্য ভরদ্বাজ ধৈর্য্যানে অটল ॥
 দধীচি অগস্ত্য কর্ণ সীতরি লোমশ ।
 বিশ্ব মিহ্র ঋষাশৃঙ্গ বায়ীকি তাপস ॥
 ভার্গব চাবন ঔর্য্য মনু শাতাতপ ।
 উত্তর ভরত ধৌমা কশাপ কাশাপ ॥
 নৈমিষারণোর ঋষি শৌনকাঙ্গিগণ ।
 বালকিলাগণ আইল না হয় গণন ॥
 জরাজন্য নমঃ শব্দ শঙ্খ ঘণ্টা রব ।
 বেদগান স্তুতিপাঠ মহামহোৎসব ॥
 অন্নপূর্ণা পুরী আর মুরতি দেখিয়া ।
 পরস্পর সকলে কহেন বাথানিয়া ॥
 তোমার রূপায় কথা শঙ্কর কি কব ।
 হোমাইহেতে অন্নপূর্ণা দেখি সুখী হব ॥
 ব্রহ্মময়ী অন্নপূর্ণা ধ্যানে অগোচর ।
 পরমেশী পরম পুরুষ পরাৎপর ॥
 এত দিন মীর মুক্তি না দেখি নয়নে ।
 এত দিন মীর নাম না শুনি শ্রবণে ॥

নিগমে আগমে গূঢ় বাঁজার ভঞ্জন ।
 প্রস্তুত র্থ নাম মোক্ষ ফলে নিয়োজন ॥
 ইহলোকে ভোগ পরলোকে মোক্ষ হয় ।
 কেবল কৈবল্য রূপ সর্বশাস্ত্র কয় ॥
 হেন মূর্তি প্রকাশ করিলে তুমি শিব ।
 তোমার মহিমা সীমা কেমনে কহিব ॥
 ডব-দুঃখ-সাগরে সকলে কৈলে পার ।
 বিশ্বনাথ বিনা কারে লাগে বিশ্বভার ॥
 তন্ত্রে অন্নপূর্ণা মন্ত্র তুমি প্রকাশিলা ।
 মুরতি প্রকাশি তাহা পূরণ করিলা ॥
 মুক্তি দেখি পরস্পর কহেন সকলে ।
 নির্মাণ সদৃশ ফল হয় ভাগ্যবান ॥
 শঙ্কর কহেন সবে কহিলা উত্তম ।
 এখন আমার মনে নাহি সূচ ভ্রম ॥
 যদি মোর ভাগ্যে অন্নপূর্ণা দয়া করে ।
 তবেত সার্থক নহে চেষ্টায় কি করে ॥
 করিয়াছি পুরী বটে হয়েছে প্রতিমা ।
 তাঁর অধিষ্ঠান হয় তবেত মহিমা ॥
 এত বলি মহাদেব আর স্তলা তপ ।
 কৈলা পুরশ্চারণ কতেক কত জপ ॥
 তপস্রায় মহাযোগী বসিলা শঙ্কর ।
 দ্রুচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

শিবের পঞ্চতপ ।

তপস্বী হইলা হর অনন্য ভাবিয়া ।
 লোভ মোহ কাম ক্রোধ আদি ত্যাগিয়া ।
 জটা ভস্ম হাড়মালা শোভা হৈল বড় ।
 ত্রাকরূপ তন্নগ্না ধ্যানে হৈলা দড় ॥
 বিছাইয়া সুগছাল বদ্বিলা আসনে ।
 করে লয়ে জপমালা মুদ্রিত নয়নে ॥
 দিগহর বিভূতি ভূষিত কলেবর ।
 গলে যোগপট্ট উপবীত বিবহর ॥
 বৈশাখে দাকণ রৌদ্রে তপস্বী হুসর ।
 চৌদিগে জ্বালিয়া অগ্নি উপরে ভাস্কর ॥
 দ্বৈতমাসে এইরূপে পঞ্চতপ করি ।
 তন্নপূর্ণা ধ্যানে যায় দিবস শরীরী ॥
 আষাঢ় বরিষে মেঘ শিলা বজ্রাঘাত ।
 একাসনে বসিয়া রজনী দিনপাত ॥
 শ্রাবণে দাকণ বৃষ্টি রজনী বাসর ।
 একাসনে অনশনে ধ্যান নিরন্তর ॥
 ভাদ্রমাসে আটদিকে পরিপূর্ণ বান ।
 রজনী দিবস বসি একাসনে ধ্যান ॥
 আশ্বিনে অশেষ কষ্টে করেন কঠোর ।
 ছাড়িয়া আহাৰ নিদ্রা তপ অভিযোর ॥
 কার্তিকে কঠোর বড় কহিবারে দায় ।
 অনশনে রজনী দিবস কত যায় ॥

অতিশয় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার(১) ।
 উগ্র তপ করে উগ্র কহিতে অপার ॥
 পৌঃমাসে দাক্ষিণ হিমাবী(২) পরকাশ ।
 রাত্রি দিন জলে বসি নিত্য উপবাস ॥
 বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির ।
 রাত্রি দিন জলে বসি কম্পিত শরীর ॥
 ফাল্গুনে দাক্ষিণ তপ করেন শঙ্কর ।
 উদয়াস্ত অস্তাদয় করিল বিস্তর ।
 চৈত্রের বিচিত্র তপ কহিবেক কেবা ।
 উল্লপাদ অধোমুখে অনালর সেবা ॥
 ভাবিয়া ভাবিয়া অনুভব করি ভব ।
 পঞ্চমুখে বিবিধ বিধান কৈলা স্তব ॥
 তন্নপূর্ণা অন্নদাত্তী অবতীর্ণ হন ।
 কাশী ত প্রকাশ হয়ে বিশ্বপৃষ্ঠা লগ্ন ॥
 আনন্দ কানন কাশী করিয়াছি স্থান ।
 তব অধিষ্ঠান দিনা কেবল শ্মশান ॥
 তুমি মূল প্রকৃতি সকল বিশ্বমূল ।
 সেই ধন্য তুমি যারে হও অমূল ॥
 তুমি সকলের সার আসার সকল ।
 যেখানে তোমার দয়া সেখানে মঙ্গল ॥
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ তোমার ভজনে ।
 সেই ধন্য তুমি দয়া কর সেই জনে ॥

(১) ঘন শিশির, বরফ । (২) হিম সমুহ, তুষার ।

চতুঃ রজঃ তঃমাগুণে প্রবেশিয়া ভূমি ।
 সৃষ্টি বৈলা সুরলোক রসাতল ভূমি ॥
 বিধি বিষ্ণু আমি আদি নানামূর্তি ধর ।
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় নিত্য কর ॥
 আনন্দ কানন কাশী আনন্দ করিয়া ।
 বিহার করহ মোরে সদয়া হইয়া ॥
 এই রূপ তপস্তায় গেল কতকাল ।
 শরীরে জাম্বল শাল পিয়াল তমাল ॥
 চক্ষু মাংস আদি গেল অস্থি মাত্র শৈল ।
 তথাপি না হয় অন্নদার দয়া লেশ ॥
 এইরূপ তপ করে যত সহচর ।
 রচিত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ব্রহ্ম দির তপ ।

শিবের দেখিয়া তপ, করিতে অন্নদা জপ,
 ব্রহ্মা হইলেন ব্রহ্মচারী ।
 একাসনে অনশনে, অন্নদার ধ্যান মনে,
 অক্ষসূত্র কমণ্ডলু ধারী ॥
 গদা চক্র তেয়াগিয়া, পাঞ্চজন্ম বাজাইয়া,
 অন্নদা উদ্দেশে পদ্ম দিয়া ।
 অনশনে যোগ ধরি, তপস্তা করেন হরি,
 রমা বাণী সংহতি করিয়া ॥
 সুখ মুগু হানি বাজ, তপ করে দেবরাজ,
 সহস্রলোচনে জল ধরে ।

সঙ্গে লয়ে দেবীগণে, অন্নদা ভাবিয়া মনে,
 ইস্রাণী দাকণ তপ করে ॥
 উর্দ্ধে দুই পদ ধরি, হেটে অগ্নি দৌণ্ড করি,
 অগ্নি কর অগ্নিসবা তপ ।
 একাসনে অনশনে, অন্নদা ধ্যান মনে,
 সম শীত বরিষা আতপ ॥
 ছাড়ি নিজ অধিকার, সঙ্গে লয়ে পরিবার,
 শমন দাকণ তপ করে ।
 দাকণ তপের ক্লেশ, অস্থি হৈল অবশেষ,
 বল্লীক জন্মিল কলেবরে ।
 নৈঋত রাক্ষস রীত, কঠোর তপেতে প্রীত,
 নিজমুণ্ড দেয় বলিদান ।
 পুনর্কীর মাথা হয়, নিজ রক্ত মাংস ময়,
 বলি দিয়া করয়ে ধ্যান ॥
 বকণ আপন পাশ, গলায় বান্ধিয়া ফাঁস,
 প্রাণ বলিদান দিতে মন ।
 অন্নদার অন্নগ্রহে, পরাণ বিয়োগ নহে,
 অস্থি মধ্যে অন্ত্যাত্ম জীবন ॥
 পবন আহার করি, নিয়মে পরাণ ধরি,
 পবন করয়ে ঘোর তপ ।
 উনপঞ্চাশত ভাগে, এক ভাবে অন্নরাগে,
 দিবা নিশি অন্নপূর্ণা জপ ॥
 কুবের ছাড়িয়া ভোগ, আশ্রয় করিয়া যোগ,
 অহর্নিশ একাসনে ধ্যান ।

দাক্ষিণ তপের ক্রেশ, অস্থি চক্ষু অবশেষ,
 সমাধি ধরিয়া আছে জ্ঞান ॥
 শিবের বিশেষ কায়, ঈশানের তপশ্রায়,
 ত্রিলোক হইল টলমল ।
 কপালে অনল জ্বালি, শিরোমুখ যত ঢালি,
 ধ্যান ধারণায় অচঞ্চল ॥
 প্রজাপতি রূপ ভেদে উচ্চারিয়া চারিবেদ,
 উর্দ্ধপতি উর্দ্ধমুখে জপে ।
 দিগ্বিদিক ভেদ নাই, টলমল সর্বদাই,
 যোর অঙ্গকার যোর তপে ॥
 সহস্র মুখের স্তবে, নিজগগন কলরবে,
 তপশ্রা করয়ে নাগরাজ ।
 গ্রহ তারা রাশিগণ, ব্রহ্মঋষি যত জন,
 বিদ্যাধর কিন্নর সংজ্ঞ ॥
 যত দেব ঋষিগণ, সিদ্ধি সাধ্য পুণ্যজন,
 রাজঋষি মহর্ষি সকল ।
 একাননে অনশনে, তপশ্রা অনন্ত মনে,
 দেহে তরু জন্মিল সকল ॥
 সকলের তপশ্রায়, দয়া হৈল অন্নদায়,
 অবতীর্ণ হইলা কাশীতে ।
 সকলেরে দিতে বর, প্রতিমায় কৈলা ভর,
 সুখাদুকে হাসিতে হাসিতে ।
 সকলে চেতন পেরে, চৌদিকে দেখেন চেয়ে,
 অহঙ্কম্পা হৈল অহুতব ।

দূরে গেল হাহাকার, জয়শক নমস্কার,
ভুবন ভরিল কলরব ॥
চারি সমাজের পতি, কৃষ্ণ চন্দ্র মহামতি,
দ্বিজরাজ কেশরী রাঢ়ায় ।
ভাঁর সভাসদবর, বহে রায় গুণাকর,
অন্নপূর্ণা পদহারা দির ॥

অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান ।

কলকোকিল অণিকুল বকুলকুলে ।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে ॥
কমল পরিমল, (১) লয়ে শীতল জল,
পবনে চল চল, উছলে কুলে ।
বসন্ত রাঙা আনি, ছয় রাগিনী রাণী,
করিল রাজসানী, অশোকমূল ॥
কুসুমে পুনঃ পুনঃ, ভ্রমর গুন গুন,
মদন দিল গুন, ধলুক ছলে ।
যতেক উপবন, কুসুমে অশোভন,
মধুমুদিত মনঃ, ভারত ভুলে ॥ ৬ ॥
মধুমাগ প্রফুল্ল কুসুম উপবন ।
অগন্ধি মধুর মন্দ মলয় পবন ॥
কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল জ্ব্বারে ।
গুন গুন গুন গুন ভ্রমর ঝঞ্ঝারে ॥

(১) চন্দ্রনাভি চূর্ণ, মদন জন্য মনোহর গন্ধ ।

স্ত্রীশোভিত তরলতা নবদল পাতে ।
 তর তর থর থর ঝর ঝর বাতে ॥
 অলি পেয়ে মকরন্দ কমলিনী কোলে ।
 স্নেহে দোলে মন্দবায়ে জলের হিলোলে ॥
 ঘরে ঘরে নানা ছন্দে বসন্তের গান ।
 সাদা ছর রাগিণী বসন্ত মুক্তিমান ॥
 শুকতক শুকলতা রসেতে মুঞ্জরে ।
 মঞ্জরীতে মুকুল আকুল মনঃ করে ॥
 তরুণ প্রকৃষ্ণ কুম্ব হলে হাসে ।
 তাহে শোভে মধুকর মধুকরী পাশে ॥
 ধন্য ঋতু বসন্ত স্নেহ চৈত্র মাস ।
 ধন্য শরৎকাল বাহে জগত উল্লাস ॥
 তাহাতে অষ্টমী ধন্য ধন্য নাম জয়ঃ ।
 অক্লান্ত তালে শোভে মাঙ্গাৎ অভয়া ॥
 অবতীর্ণা অন্নপূর্ণা হইলা কাশীতে ।
 প্রতিমায় তর করি লাগিলা হাসিতে ॥
 মণিবেদী পরেচিস্তামণির প্রতিমা ।
 বিশ্বকর্মা স্নানিত অপার মহিমা ॥
 চন্দ্র সূর্য্য অনল জিনিয়া প্রভা যার ।
 দেবী অধিষ্ঠানে হৈল কোটি গুণ তার ॥
 প্রতিমা প্রভাবে যত দেবঋষিগণ ।
 ভূতলে পড়িলা সবে হয়ে অচেতন ॥
 দৃষ্টিস্বাধা বুদ্ধিতে সকলে জ্ঞান দিয়া ।
 কহিতে লাগিলা দেবী দৈবদ হাণিয়া ॥

শুন শুন যত দেবঋষি আদিগণ ।
 এতক কঠোর তপ কৈলা কি কারণ ॥
 কাম্পমান কলেবর করি যোড়কর ।
 সম্মুখে রহিলা সবে ভয়ে নিবস্তুর ॥
 করুণা আকর মাতা দয়া হৈল চিত্তে ।
 কহিতে লাগিলা দেবী হাসিতে হাসিতে ॥
 চির দিন তপস্শায় পাইয়াছি দুঃখ ।
 অনশনে সকলের শুকায়েছে মুখ ॥
 এস এস বাছা সব সুখে অন্ন খাও ॥
 শেষে মনোনিীত বর দিব যাছা চাও ।
 তে বনি অন্নদা সকল দেন তন্ন ।
 অন্ন খান সবে সুখে আনন্দ সম্পন্ন ॥
 বাম করে পানপাত্র রত্ন বিনির্মিত ।
 কারণ অমৃত পরিপূর্ণ অতুলিত ॥
 মদ্রত পলাশ পরিপূর্ণ রত্নহাতা ।
 ভানিবরে ধরি তন্ন পরশেন মাতা ॥
 কোথায় রন্ধন কেহ দেখিতে না পান ।
 পরশেন কখন না হয় অনুমান ॥
 সকল ভোজনকাল দেখেন এমনি ।
 আমারে দিচ্ছেন অন্ন অন্নদা জননী ॥
 পিষ্টক পাক্ত পদমান্ন সরোবর ।
 স্নাত মধু তৃষ্ণ আদি সাগর সাগর ॥
 চক্ষু দৃষ্য লেহ্য পেষ্য আদি নানারস ।
 সবলে ভোজন করি আনন্দে অবশ ॥

ক্রর জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া বলিয়া ।
 মনলে করেন স্তুতি নাচিয়া গাইয়া ॥
 আনন্দমাগরে সবে মগন হইয়া ।
 জনতি করিয়া কন মিনতি করিয়া ॥
 অন্ন পূর্ণ কর বিশ্ব বিশেষতঃ কাশী ;
 করিব তোমার পূজা এই অভিলাষি ॥
 পূজিতে তোমার পদ কাহার শক্তি ;
 পাব পূজা করি যদি দেহ অন্নমতি ॥
 তোমার মানগ্রী দিয়া পূজিব তোমারে ;
 শোভে ভক্তে বর পাব তরিব সংসারে ॥
 অন্নীকার নৈল! দেবী সহস্র অন্তর ।
 হইল ভারতচন্দ্র দায় গুণাকর ॥

শিবের অন্নদাপূজা ।

আনন্দে ত্রিনয়ন, সহিত দেবগণ,
 পূজন নানা আয়োজনে ।
 স্বধাতু ষোড়শ মাস, অষ্টমী সুপ্রকাশ,
 বিশদপক্ষ(১) শুভক্ষণে ॥
 বিবিকি পুরাহিত, বিধান সুবিদিত,
 পূজক আপনি মহেশ ।
 আপনি চক্রপাণি, গোপান জবা আপনি,
 নৈবেদ্য অশেষ বিশেষ ॥

সূর্যাদি নবগ্রহ, আপন গণ সহ,
 ইন্দ্রাদি দিকপাল দশ ।
 বিহঙ্গগণ গায়, অঙ্গর নাচে তার,
 গন্ধর্ব্ব করে নানারস ॥
 নারদ আদি যত, দেবঋষি শত শত,
 চৌদিকে করে বেদগান ।
 বিবিধ উপচার, অশেষ উপহার,
 অনেক বিধ বলিদান ॥
 অন্নদা জয় জয়, সকল দেবে কয়,
 ভুবনভরি কোলাহল ।
 তানন্দে শূলপাণি, করিয়া যোড়পাণি,
 পূজয়ে চরণকমল ॥
 দেউল বেদীপার, প্রতিমা মনোহর,
 তাহাতে অধিষ্ঠিত মাতা ।
 সর্ব্বতোভদ্র নাম, মণ্ডল ত্রিধাম,
 লিখিল আপনি বিধাতা ॥
 সম্মুখে হেমঘট, আঙ্গাদি চাকপট,
 পড়িয়া স্ততি(১) স্বচ্ছি(২) বিধি ।
 সঙ্কল্প সমাচরি, গন্ধাধিবাস করি,
 বিধান বিজ্ঞ ভাল বিধি ॥
 পুজিয়া গজানন, ভাস্কর ত্রিলোচন-
 কেশব কৌষিকী চরণ ।

(১) মঙ্গল কৈর্য ।

(২) সম্মুখি, ধ্য. ল স্ততি ।

পূজিয়া নবগ্রহ, দিকপাল দশ সহ,
 বিবিধ ভাবরূপ গণ ॥
 ভরণ সরসিজ, পূজিয়া মল্লবীজ,
 নৈবেদ্য দিয়া নানামত ।
 মহিষ মেঘ ছাগ, প্রভৃতি বলি ভোগ,
 বিবিধ উপচার যত ॥
 সমাধি হোমক্রিয়া, অন্নাদি নিবেদিত,
 মঙ্গল ইতিহাস গানে ।
 বাজারে বাদ্যগণ, করিয়া জাগরণ,
 দক্ষিণা বিবিধ বিধান ॥
 পূজার সমাধান, প্রণাম সাবধানে,
 সকলে পাইলেন বর ।
 অন্নদা পদতলে, বিনয় করি বলে,
 ভারত রায় গুণাকর ॥

অন্নদার বরদান ।

ভবানী বাণী বল একবার ।
 ভবানী ভবানী, স্তমধুর বাণী,
 ভবানী ভবের সার ॥ ক্র ॥
 দেবগণে দিয়া দেবী মনোনিীত বর ।
 শিবেরে কহেন শিবা শুনহ শঙ্কর ॥
 এই বারাগঙ্গী পুরী করিয়াছ তুমি ।
 ইহার পরশ পুণ্যে ধন্য হৈল তুমি ॥

অনঙ্গমঙ্গল ।

তব যে প্রতিমা মোর করিলা পকাকশ ।
 সেই স্থান সর্বদা আমার হৈল বাস ॥
 কলিকালে এ পুরী হইবে অশনি ।
 মোর অবলোকন রহিব সর্বক্ষণ ॥
 এক দেহ মাস হৈল মোর ব্রত মাস ।
 শূরপক্ষ মোর পক্ষ তুমি ব্রহ্মদাস ॥
 এই তিনি অষ্টমী আমার ব্রততিথি ।
 পন্য নে এ দিনে মোরে যে করে অর্তিপা
 অটাই মঙ্গল সেই শুনে ইতিহাস ।
 তাহার নিবাসে সদা আমার নিবাস ॥
 এক মনে মোর গীত যে করে মাননা ॥
 তুমি পূর্ণ করি তার মনের কামনা ।
 চৈত্র মাসে শূরপক্ষে তষ্টমী পাইয়া ॥
 গাইবে সজ্জিত মোর সঙ্কল্প করিয়া ।
 দ্বিতীয়র দেখি নব শশীর উদয় ।
 আরম্ভ করিবে গীত দিয়া জয় জয় ॥
 অষ্টমীর রজনীতে গেয়ে জাগরণ ।
 নবমীতে অষ্টমঙ্গলার সমাপন ॥
 অচলা প্রতিমা মোর ঘরে যে রাখিবে ।
 ধন পুত্র লক্ষ্মী তার অচলা হইবে ॥
 শাকুমণী মোর বারী(১) প্রতিষ্ঠা করিয়া ।
 সেই জন রাখে ঘরে প্রত্যহ পূজিয়া ॥

তার ঘরে সদা হয় আমার বিশ্রাম ।
 করতলে তার ধন্য অর্থ মোক্ষ কাম ॥
 কামনা করিয়া কেহ আমার মদল ।
 যাওয়ায় যদ্যপি শুন তার ক্রম ফল ।
 আরম্ভিয়া শুক্রবার বিধি বাবস্থায় ।
 সমাপ্তিবে শুক্রবারে অষ্টমঙ্গলার ॥
 খালা কিয়া জাগরণ যে করে কামনা : :
 তাইবে যে দিন ইচ্ছা পূরিবে বাসনা : ॥
 সেই জন উপাসনা করিবে আমার ।
 অর্থ অর্থ কাম মোক্ষ করতলে তার ॥
 বর পোয়ে মহানন্দ হইল। মহেশ ।
 করিলা বিস্তর স্তুতি অশেষ বিশেষ ॥
 বৈদ্য হইয়া মত দেব স্বয়ংগণ ॥
 আপন আপন স্থানে করিলা গমন ॥
 নিজ নিজ ঘরে সবে মহাকুতূহলে ।
 করিলা-অন্নদা পূজা অটাই মঙ্গলে ॥
 অগ্নে পূর্ণ হইল ভুবন চতুর্দশ ।
 সকলে করয়ে ভোগ নানা মত রস ॥
 কৃপা কর কৃপাময়ি কাতর কিঙ্করে ।
 ককণা সাগর বিনা কেবা কৃপা বরে ॥
 মহামায়ী মহেশমহিলা মহোদরী ।
 মহিমমর্দিনী মোহকৃপা মহেশ্বরী ॥
 নন্দনন্দনের প্রতি হইয়া সহায় ।
 মন্দের নন্দিনী হয়ে গেলা মথুরায় ॥

কক্সত্রৈ হৈল কুরু পাণ্ডবর রণ ।
 নাহে অবতরি হরি ভারিবারণ ॥
 কপাল বলি ভোমারে অর্জুন কৈল স্তব ।
 যে কলে সারথি তাঁর হইল কেশব ॥
 দড় রক্তঃ তমঃ (১) তিন গুণের জননী ।
 যপার সংসার পারে তুমি নারায়ণী ॥
 নাহার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল ।
 যে শূনে মঙ্গল তার করহ মঙ্গল ॥
 রম্যচন্দ্র আচ্ছাদিত রতন গায় ।
 করি করি বল সবে পাল্য হৈল সাধ ।
 ইতি রবিবারের রাত্রি পাল্য ।

বাস বর্ণন ।

বাস নারায়ণ অংশ, কৃষ্ণগণ অবতঃস
 যাচা হৈতে আচার পুরাণ ।
 ভারত পঞ্চম বেদনাথ মত পরিচ্ছেদঃ (২)
 বেদভাগ বেদান্ত বাখান ॥
 সদ্‌ বেদ পরায়ণ, প্রকাশিলা নারায়ণ,
 শিষ্যগণ ঐক্যব সংহতি ।
 পিতা ঐর পরাশর, শুকদেব বংশধর,
 জননী সাঁহার সত্যবতী ॥
 দাঁড়াইলে জটাভার, চরণ লুটার তাঁর,
 কক্ষ লোমে আচ্ছাদয়ে হাঁড়ি ।

(১) তিন গুণ বিশেষ । (২) আকরণ ।

পাকা গোঁপ পাকা দাড়ি, পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি,
 চলেন কতক আঁটি বাঁটি ।
 নপালে চড়ক ফোঁটা, গলে উপবীত মোটা,
 বাহুমূলে শঙ্খ চক্র রেখা ।
 সর্দাঙ্গে শোভিত ছায়া, কলি গৃগ বাহুধায়া,
 সারি সারি হরিনাম লেখা ॥
 হুমায়ীর কণ্ঠীগলে, লক্ষ্মীমালা ১) করতলে,
 হাতে কাণে ধরে ধরে মালা ।
 কোশা কুশী কুশামন, ককতলে সুশোভন,
 তাহে কৃষ্ণদার গুগুলা ॥
 দটি তটে ডোর ধরি, তাহাতে কোঁপীন পরি,
 বহির্কাসে বরি আদ্ভাদন ।
 কমণ্ডলু কুম্বীক (২), করঙ্গ পীবারে (৩) জল,
 হাতে আশা হিঙ্গুল বরণ ॥
 এই বেশ শিষাগণ, সাজ ফিরে অনুক্ষণ,
 পাঁজি পুথি বোঝা বোঝা লয়ে ।
 নিগম আগম মত, পুরাণ সংহিতা মত,
 তর্কাতর্ক নানামত কয়ে ॥
 কে কোথা কি করে দান, কে কোথা কি করে ধ্যান,
 পূজা করে কেবা কিবা দিয়া ।
 কে কোথা কি মন্ত্র লয়, কোথা কোন যজ্ঞ হয়,
 আগে ভাগে উত্তরেন গিয়া ॥

জগতের হিতে মন, উর্দ্ধবাত হায় কন,
 ধর্ম্যে মতি হউক সবার ।
 ধন নাহি স্থির রয়, সদা আপনার নয়,
 সেই ধর্ম্য পরলোকে সার ॥
 এই রূপে শিষ্য সজে, সর্বদা ফিরন রাজে,
 চিরজীবী নরাকার লীলা ।
 এক দিন দৈববশে, শিষ্যসহ শাস্ত্র বসে,
 নৈমিষ কাননে উত্তরিল ॥
 শৌনকাদি ঋষিগণ, পূজা করে ত্রিলোচন,
 গালবাছে বিলুপত্র দিয়া ।
 গলায় কদ্রাক্ষ মাল, তুর্দ্ধিচন্দ্র শোভে ভাল,
 বলেবরে বিভূতি মাখিয়া ॥
 শিব ভর্গ(১) ত্রিলোচন, ব্রহ্মদ্রু পঞ্চানন,
 চন্দ্রচূড় গিরিশ শঙ্কর ।
 ভব সর্ব বোমকেশ, বিশ্বনাথ প্রমথেশ,
 দেব দেব ভীম গজাধর ॥
 ঈশ্বর ইশান ঈশ, কাশীশ্বর পার্বতীশ,
 মহাদেব উগ্র শূলধর ।
 বিকপাক্ষ দিগম্বর, ত্র্যম্বক গিরিশ হর,
 কজ পুরহর স্মরহর ॥
 এই রূপে ঋষি বত, শিবের সেবায় রত,
 দেখি বাস নিষেধিয়া কন ।

হরিত পুরাণে কয়, বাসের কি ভ্রান্তি হয়,
নুঝা যাবে ভ্রান্তি সে কেমন ॥

শিবপূজা নিষেধ

কি কর নর হরি ভজ রে ।
হাড়িয়া হরির নাম কেন মজ রে ॥
ভরিবারে পরিণাম, হর জপে হরিনাম,
হরি ভজি পূর্ণকাম, কমলজ রে ।
ভব ঘোর পারাবার, হরিনাম তরি তার,
হরিনাম কয়ে পার, হৈল গজ রে ॥
ধর্ম অর্থ মোক্ষ নাম, এ চারি বর্গের ধাম,
বেদে বলে হরিনাম, সুখে ভজ রে ।
শুক বাক্য শিরে ধরি, রহিয়াছি সার করি,
ভারতের ভূষা হরি, পদরজ রে ॥ ১ ॥

বেদব্যাস কহেন শুনহ ঋষিগণ ।
কি ফলে বিফল কর শিবের সেবন ॥
সর্ব শাস্ত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত কৈলু এই ।
ভক্ত নীর সে জন যে জন মোক্ষ দেই ॥
অন্তর ভজনে হয় ধর্ম অর্থ কাম ।
মোক্ষ ফল কেবল কৈবল্য (১) হরিনাম ॥
অন্ত অস্ত্র বল পাবে ভজ অস্ত্র জনে ।
মোক্ষ পদ পাবে যদি ভজ নারায়ণে ॥

নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার ।
 সত্ত্ব রজঃ তমো গুণ প্রকৃতি তাঁহার ॥
 রজোগুণে বিধি তাহে লোভের উদয় ।
 তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কার ময় ॥
 সত্ত্বগুণে নারায়ণ কেবল চিন্ময় ।
 মুক্তি করি দেখে বিষ্ণু বিনা মুক্তি নয় ॥
 তমোগুণে অধাগতি অজ্ঞানের পাকৈ ।
 মধ্যগতি রজোগুণে লোভে বান্ধা থাকৈ ॥
 সত্ত্বগুণে তত্ত্ব জ্ঞান করতলে মুক্তি ।
 অতএব হরি ভজ এই সার মুক্তি ॥
 সত্য সত্য এই সত্য আরো সত্য করি ।
 সৰ্বশাস্ত্রে বেদ মুখ্য সৰ্বদেবে হরি ॥
 বেদে রামায়ণে তার সহিত পুরাণে ।
 আদি অন্তে মধো হরি সকলে রাখানে ॥
 এত শুনি শৌনকাদি লাগিলা কহিতে ।
 কি কহিলা বাসুদেব না পারি সহিতে ॥
 ইথে বুঝি ব্রহ্মরূপ তমঃ বিনা নয় ।
 নয়ন মুদিয়া দেখে বিশ্ব তমোময় ॥
 তমোগুণে অহঙ্কার দোষ কিবা দিবে ।
 অহঙ্কার নহিল কি ভেদ লক্ষ্য জীবৈ ॥
 সত্ত্ব রজঃ প্রভাব ক্ষণেক বিনা নয় ।
 তমর প্রভাব দেখে চিরকাল নয় ॥
 রজোগুণে সৃষ্টি তাহে কেবল উদ্ভব ।
 সত্ত্ব গুণে পালন বিবিধ উপজব ॥

তমোগুণে প্রলয় কৈবল্য পরিণাম ।
 বুদ্ধহ লক্ষণে আর মোক্ষ কার নাম ॥
 রজোগুণে কোমল যৌবন সত্ত্বগুণে ।
 তমোগুণে জরা দেখ গুরু কোটি গুণ ॥
 রজোগুণে বিধি তার নাভিতটে স্থান ।
 সত্ত্বগুণে বিষ্ণুর হৃদয়ে অধিষ্ঠান ॥
 তমোগুণে শিব তার ললাটে আলয় ।
 ভাবি দেখ তমোগুণ কত উচ্চ হয় ॥
 তুমি ব্যাস রচিয়াছ আঠার পুরাণ ।
 তথাপি এমন কহ এ বড় অজ্ঞান ॥
 সকলে প্রভায় করি তোমার কথায় ।
 তোমার এমন কথা এত বড় দায় ॥
 এই কথা কহ যদি কাশী মাঝে গিয়া ।
 তবে সবে হরি ভজি হরেকরে ছাড়িয়া ॥
 এত বলি শৌনকাদি নিজগণ লয়ে ।
 বারানসী চলিল শিবের নাম কয়ে ॥
 আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

শিবনামাবলী ।

জয় শিবেশ শঙ্কর, বৃবদ্রজেশ্বর,
 যুগাক্রমেশ্বর, দিগম্বর ।
 জয় শশান নাটক, বিবাণ(১) বাদক,
 তুতশিঙালক, মহন্তর ॥

অন্নদামঙ্গল ।

জয় সুরারি নাশন, বৃষেশ বাহন,
 ভূজঙ্গ ভূষণ, জটধর ।
 জয় ত্রিলোক কারক, ত্রিলোক পালক,
 ত্রিলোক নাশক, মহেশ্বর ॥
 জয় রবীন্দ্র পাবক, ত্রিনেত্র ধারক,
 খলান্ধকাস্তক, ইতম্বর ।
 জয় কুতান কেশব, কুবের বাসব,
 ভবাজ ঠৈরব, পরাংপর ॥
 জয় বিমাত্ত কঠক, কুতান্ত বধক,
 ত্রিশূলধারক, হতাস্বর ।
 জয় পিনাক পণ্ডিত, পিণ্ডিত মণ্ডিত,
 বিভূতি ভূষিত, কলেশ্বর ॥
 জয় কপাল ধারক, কপাল মালক,
 চিত্তাভিসারক, শুভঙ্গর ।
 জয় শিবা মনোহর, সতী সদাশ্বর,
 গিরীশ শঙ্কর, কুতঙ্গর ॥
 জয় কুটারমণ্ডিত, করঙ্গ রঙ্গিত,
 বরা ভয়াসিত, চতুস্বর ।
 জয় সরোকহাঙ্গিত, বিধি প্রতিষ্ঠিত,
 পুরন্দরার্চিত, পুৰন্দর ॥
 জয় হিমালয়ালয়, মহামহোদয়,
 বিলোকনোদয়, চরাচর ।
 জয় পুনীহ(১) ভারত, মহীশ ভারত,
 উমেশ পৰ্বত, সূতাবর ॥

ঋষিগণের কাশীযাত্রা ।

এইরূপ শৌনকাদি বহু শৈবগণ ।
 শিব গুণ গান করি করিলা গমন ॥
 হাতে কাণে কণ্ঠে শিরে বজ্রাঙ্কের মালা ।
 বেহুতি ভূমিত অঙ্গ পরি বাঘছালা ॥
 বহুচন্দনের অর্ধচন্দ্র কোঁটা ভালে ।
 ববম্ ববম্ বম্ ঘনরব গালে ॥
 কোশা কুশী কুশাসন শোভে কক্ষতলে ।
 কমণ্ডলু করঙ্গ পূরিত গঙ্গাজলে ॥
 অতিদীর্ঘ কঙ্কালোম পাড়ে উকণ্ডর ।
 নাভি ঢাকে দাড়ী গোঁফে বিশদ(ঃ) পামর ॥
 করেতে ত্রিশূল শোভে চরণে খড়্গম ।
 চন্দ্রে মাহেশ্বরী সেনা ভয়ে কাঁপে বম ॥
 বাসাসদব চলিলা বৈষ্ণবগণ লয় ।
 উন্নতভাজ উচ্চৈঃস্বর হরি গুণ কয় ॥
 এক বারে হরি হরি হর হর রব ।
 ভাবতে তাঁঁথির ধারা মানি মহোৎসব ॥
 বৈষ্ণব শৈবের দ্বন্দ্ব হরি হর হয়ে ।
 দেবগণ গগনে শুনেন গুপ্ত হয়ে ॥
 অভেদে হইল ভেদ এ বড় বিরোধ ।
 কি জানি কাহারে আজি কার হয় ক্রোধ ॥

ভারত কহিছে ব্যাদ চলিলা কাশীতে ।

ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত এই ভ্রান্তি সূচাইতে ॥

হরিনামাবলি ।

জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংস দানব ষাটন ।

জয় পদ্মলোচন, নন্দনন্দন, কুঞ্জকানন, রঞ্জন ।

জয় কেশীমর্দন, কৈটভান্দন, গোপিকাগণ, মোহন ।

জয় গোপবালক, বৎসপালক, পৃথনা বক, নাশন ॥

জয় গোপবল্লভ, ভক্ত মল্লভ, দেব ভুল্লভ, বন্দন ।

জয় বেণুবাদক, কুঞ্জনাটক, পদ্মনন্দক, (১) মণ্ডন ॥

জয় শালুকালিয়, রাধিকাশ্রিয়, নিত্য নিক্রিয়, মোহন

জয় সত্য চিহ্নিয়, গোকুলালয়, দ্রৌপদী ভয়, ভঞ্জন ॥

জয় দৈবকীমুখ, মাধবাচুত, শঙ্কর স্তুত, বামন ।

জয় সর্বার্তোজয়, মজ্জনোদয়, ভারতাস্রয়, জীবন ॥

হরিসংকীর্তন ।

এইরূপে বাস গিয়া, বারানসী প্রবেশিয়া,

অদি কেশবের প্রণমিয়া ।

সাহতি বৈষ্ণবগণ, হরিনাম সঙ্কীর্তন,

নানারসে নাচিয়া গাইয়া ॥

কীর্তনীয়াগণ সঙ্গে, গান করে নানা রঞ্জে.

বালা গোষ্ঠ দান বেশ রাস ।

পূৰ্ব্ব রঙ্গ রসোদ্যায়, মাথুর বিরহ আর,
 হরিভক্তি যাহাতে প্রকাশ ॥
 বাজে খোল করতাল, কেহ বলে ভাল ভাল,
 কেহ কান্দে ভাবে গদগদ ।
 বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে, বেদ পুরাণাদি ভন্ত্রে,
 নানামতে গান বিষ্ণুপদ ॥
 কীৰ্ত্তনে ঢালিয়া দেহ, গড়াগড়ি দেয় কেহ,
 কেহ তারে ধরে দেয় কোল ।
 উদ্ধ ভুজ্জে উদ্ধ পদে, কেহ নাচে প্রেমমদে,
 কেহ বলে হরি হরি বোল ॥
 গোপকুলে অবতরি.যে যে ক্রীড়া কৈলা হরি,
 আদি অন্ত মধ্যে সে সকল ॥
 এক মনে ব্যাস কন, শুনেন ভবত গণ,
 আনন্দে লোচনে ঝরে জল ॥
 গোলোকেতে গোপীনাথ, রাধা আদি গোপী মাভ,
 শ্রীদামাদি সহচরগণ ।
 নন্দ যশোদাদি যত, সবে নিত্য অঙ্গুণ্ড,
 কপিলাদি যতেক গোদন ॥
 জ্ঞানমুদ্রের মাঝে, চিস্তামণি বেদী মাজে,
 কল্পতরু কদম্বকানন ।
 নানাপুষ্প বিকসিত, নানা পক্ষী সুশোভিত,
 সদানন্দময় বৃন্দাবন ॥
 কাম সদা মুৰ্ত্তমান, ছরষতু অধিষ্ঠান,
 রাগিণী ছত্রিশ আর যত ।

ব্রজাঙ্গনাগণ সঙ্গে, সদা রাসরস রঙ্গে,
 নৃত্য গীত বাদ্য নানামত ॥
 গেলোক সম্পদ লয়ে, ভকত মদন হরে,
 অবতীর্ণ হৈলা ভূমণ্ডলে ।
 কংস জাদি দুষ্কৰ্ণণ, করিবারে নিপাতন,
 দৈবকী জঠরে জন্মহলে ॥
 বহুদেব কংস ভয়, নন্দের মন্দির নয়,
 খ্যাত হৈলা নন্দের নন্দন ।
 পুতন্য বধিতে চলে, বিষস্তন পান ছলে,
 কৃষ্ণ তার বধিলা জীবন ॥
 শকট ভাঙ্গিয়া রছি, যমল অজ্ঞান ভজি,
 তণাবর্তে নিধন করিলা ।
 মৃত্তিকা ভক্ষণ ছলে, যশোদারে কুতুহলে,
 বিশ্বকপ মুখে দেখাইলা ॥
 ননীচুরি কৈলা হরি, যশোদা আনিল ধরি,
 উদুখলে করিলা বন্ধন ।
 গোচারণে বনে গিয়া, বকাসুরে বিনাশিয়া,
 অঘ অরিষ্ঠের বিনাশন ॥
 বধ কৈলা বৎসাসুর, কেশিরে করিলা দূর,
 বলহাতে প্রলম্ব বধিলা ।
 ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ করি, গোবর্দ্ধন গিরি ধরি,
 রুষ্টিজলে গোকুল রাখিলা ॥
 ভজ পোড়ে দাবানলে, পান করিলেন ছলে,
 করিলেন কালীয়দমন ।

সহচর পাঠাইয়া, যাজ্ঞিকান্ন আনাইয়া,
 করিলেন কাননে ভোজ্যম ॥
 বিধাতা মন্ত্রণা করি, শিশু বৎসগণ হরি,
 রাখিলেন পৰ্ব্বত গুহায় ।
 নিজ দেহ হৈতে হরি, শিশু বৎসগণ করি,
 বিধাতারে মোহিলা মায়ায় ॥
 গোপের কুমারী যত, করে কাত্যায়নী ত্রত,
 হরি লৈলা বসন হরিয়া ।
 কাঠিকী পূৰ্ণিমা পেয়ে, মধুর মুরলী গেয়ে,
 রাস ক্রীড়া গোপিনী লইয়া ॥
 করিতে আপন ধ্বংস, অক্ষুরে পাঠারে কংস,
 হরি লয়ে গেল মথুরায় ।
 গোপা বধি বস্ত্র পরি, কুজারে স্তম্ভরী করি,
 অশোভিত মালির মালায় ॥
 দ্বারে হস্তী বিনাশিয়া, চাহুরাদি নিপাতিয়া,
 কংসাসুরে করিলা নিধন ।
 বহুদেব দৈবকীরে, নতি কৈলা নতশিরে,
 দূর করি নিগঢ় বন্ধন ॥
 উগ্রসেনে রাজ্য দিয়া, পড়িলা অবন্তী গিয়া,
 দ্বারকা বিহার নানামতে ।
 অপার এ পারাবার, কতেক কহিব তার,
 বিখ্যাত ভারত ভাগবতে ॥

বাসের শিবনিন্দা ।

হরি হরে করে ভেদ ।

নর বুঝ না রে অভেদ কহে চারি বেদ ।

অভেদ ভাবে যেই, পরম জানী সেই

তারে না লাগে পাপ ক্ষেদ ।

যে দেখে হরি হরে, অভেদ রূপে চহে,

সে দেখে নাহি তাপ ক্ষেদ ॥

একই কলেবর, হইয়া হরি হর

ব্রহ্মিতে প্রেম গরিচ্ছেদ ।

যে জানে দুই রূপে, সে মজে মোহরূপে

ভারতে নাহি এই খেদ ॥ প্রা ॥

এইরূপে বেদবাস কয়ে হরি গুণ ।

উল্ল ভুজে কহেন সকল লোক শ্রম ॥

সত্য সত্য এই সত্য কাঁহ সত্য পরি

গর্ভ শাস্ত্রে বেদ সার সর্ম্ম দেবে হরি ॥

হর আদি আর যত ভোগের গোসাঞি

গোকুদাতা হরি বিনা আর কেহ নাঞি ।

এই বাক্যে বাস যদি নিম্বিল শঙ্করে :

শিবের হইল ক্রোধ নন্দী আশ্রয়ে ।

ক্রোধ দুষ্টি নন্দী যেই বাসেরে চাওন

ভুজতুল্য কঠরোধ বাসের হইল ॥

চিত্রের পুতুলী প্রাঘ রহিলেন বাস ;

শৈবগণে কত নত করে উপহাস ॥

বাসের শিবনিন্দা ।

চারি দিগে শিষ্যগণ কান্দিয়া বেড়ায় ।
কোন মতে উদ্ধারের উপায় না পায় ॥
গোবিন্দ জানিলা বাস পড়িল সম্মুখে ।
শিবের আজ্ঞাতে আইলা বাসের নিকটে ।
বিস্তর ভৎসিয়া বিজ্ঞ বাসের কহিল ।
আমার বন্দনা করি শিবেরে নিন্দিল ॥
যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব ।
শিবের করিলে নিন্দা কি আর বলিব ॥
শিবের প্রভাব বলে আমি চক্রধারি ।
শিবের প্রভাব হৈতে লক্ষ্মী মোর নারি ।
শিবের যে নিন্দা করে আমি তারে কষ্ট ।
শিবের যে পূজা করে আমি তারে তুষ্ট ॥
যেই পূজা বিনা শিবপূজা নাহি হয় ।
শিবপূজা না করিলে মোর পূজা নর ॥
যে কৈলা সে কৈলা ইত্যঃপর মান শিবে ।
শিবস্তব কর তবে উদ্ধার পাইবে ॥
শুনিয়া ইন্দ্রিতে বাস কহিলা বিজ্ঞরে ।
কেমনে করিব স্তুতি বাক্য নাহি ক্ষুরে ॥
গোবিন্দ বাসের কণ্ঠে অঙ্গুলী ছুঁইয়া ।
বৈকুণ্ঠে গেলেন কণ্ঠরোধ মুচাইয়া ॥
লক্ষ্যের বিস্তর স্তুতি করিলেন বাস ।
কতক কহিব কাশীধণ্ডেতে প্রকাশ ॥
প্রত্যক্ষ হইয়া নন্দী বাসে দিলা বর ।
যে স্তব করিলা ইথে বড় তুষ্ট হর ॥

ଏହି ସ୍ତବ ସେ ଜନ ପଢ଼ିବେ ଏକ ମନେ ।
 ମନ ଅର୍ଥ କାମ ଯୋଗ ହବେ ସେହି ଜନେ ॥
 ଏତ ଶୁନି ବାସଦେବ ପରମ ଉଦାମ ।
 ତଦବଧି ଶିବ ଭକ୍ତ ହଇଲେନ ବାସ ॥
 ଗୁହ୍ୟା ଫେଲିଲା ହରିମନ୍ଦିର ତିଳକେ ।
 ତର୍କିଷ୍ଠ ଫୋଟା କୈଳା କପାଳ ଫଳକେ ॥
 ହିଂଡିଆ ଦୁଲସୀ କଞ୍ଚି ଲଘିମାଳା ସଜ ।
 ପରିଳା କଦ୍ରାଞ୍ଜ ମାଳା ଶୈବ ଅନୁଗତ ॥
 ଫେଲିଆ ଦୁଲସୀ ପତ୍ର ବିଲୁପତ୍ର ଲାଗେ ।
 ଛାଡ଼ିଆ ହରିର ଗୁଣ ହର ଗୁଣ କରେ ॥
 ବାସ କୈଳା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ହୋକ ପରିଣାମ ।
 ଯଦାବଧି ଆରି ନା ଲଭିବ ହରିନାମ ॥
 ଏହି ବସେ ବାସଦେବ କାଶୀରେ ରହିଲ ।
 ଅଗ୍ରଦାମଞ୍ଜଳ ଦ୍ଵିଜ ଭାବେ ରଚିଲା ॥

ବାସେର ଭିକ୍ଷା ବାରଣ ।

ହର ଶଶାଞ୍ଜଶେଖର ଦୟା କର ।
 ବିଭୂତି ତୃଷିତ କଲେବର ॥
 ତରଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜିତ, ଭୁଞ୍ଜଞ୍ଜ ମଞ୍ଜିତ,
 କର୍ପୁର୍ଦ୍ଧ(୧) ମର୍ଦ୍ଦିତ, ଜଟାଧର ।
 ଗଣେଶ ଶୈଶବ, ବିଭୂତି ବୈଭବ,
 ଭବେଶ ଶୈବ, ଦିଗନ୍ଧର ॥

ভুজঙ্গ কুণ্ডল, পিশাচমণ্ডল,

মহাধুতুহল, মহেশ্বর ।

রজঃ প্রভাসিত, পদাম্বুজাসিত,

সুদীন ভারত শুভঙ্কর ॥ প্রণ

এই রূপে বেদবাস রহিল কাশীতে ।

নন্দিরে কহেন শিব হাসিতে হাসিতে ॥

দেখ দেখ অহে নন্দি ব্যাসের দুইদেব ।

ছিল গোড়া বৈষ্ণব হইল গোড়া শৈব ॥

যবে ছিল বিষ্ণুভক্ত মোরে না মানিল ।

যদি হৈল মোর ভক্ত বিষ্ণুরে ছাড়িল ॥

কি দোষে মুছিল হরিমন্দির ফোঁটার ।

কি দোষে ফেলিল ছিঁড়ি তুলসী মালায় ॥

হের দেখ তুলসী পাত্রের গড়াগড়ি ।

বিলুপ্ত লইয়া দেখহ রড়ারড়ি ॥

হের দেখ টানিয়া ফেলিল শালগ্রাম ।

রাগে মত্ত হইয়া ছাড়িল হরিনাম ॥

মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি ।

আমিত তাহার পূজা গ্রহণ না করি ॥

হরিভক্তি হয়ে যেবা না মানে আমারে ।

কদাচ কমলাকান্ত না চাহেন তারে ॥

হরি হর দুই মোরা অভেদ শরীর ।

অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ॥

কদ্রাক তুলসী মালা যেই ধরে গলে ।

তার গলে হরি হয়ে থাকি গলে গলে ॥

ভেদেদ বুজনে যোরা ভেদ করে বাস ।
 উচিত না হয় যে কাশীতে করে বাস ॥
 চঞ্চল ব্যাসের মন শেষে যাবে জানা ।
 কাশীতে ব্যাসের ভিক্ষা শিব কৈলা মানা ।
 গান পূজা সমর্পিয়া ব্যাস ঋষিঘর ।
 ভিক্ষা ছেড় গেল। এক গৃহস্থের ঘর ॥
 ব্যাস ভিক্ষা দিতে গৃহী হইল উদাত ।
 কিঞ্চিৎ না পায় দ্রব্য হৈল বুদ্ধিহত ।
 ভিক্ষার বিলম্ব দেখি ব্যাস তপোধন ।
 গৃহস্থেরে গালি দিয়া করিল। গমন ॥
 বালক কুক্কুর লয়ে করে তাড়াতাড়ি ।
 ব্যাসদেব গেল। অন্ন গৃহস্থের বাড়ী ॥
 ব্যাসেরে দেখিয়া গৃহী করিয়া বতন ।
 ভিক্ষা দিতে ঘর হৈতে আনে আয়োজন ।
 শিবের মন্দির কেহ দেখিতে না পায় ।
 হাত হৈতে হরিয়া তৈরব লয়ে যায় ॥
 রিক্ত হস্ত গৃহস্থ দাঁড়ায় বুদ্ধিহত ।
 মর্দ না বুঝিয়া ব্যাস কটুকন কত ॥
 এই রূপে ব্যাসদেব যান যার বাড়ী ।
 ভিক্ষা নাহি পান আর লাভ তাড়াতাড়ি ॥
 সবে বলে ব্যাস তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া ।
 অন্ন উড়ি যায় তুমি যাহ যেই পাড়া ॥
 কেহ বলে যাও মেনে মুখ না দেখাও ।
 কেহ বলে আপনার নামটি লুকাও ॥

সেইরূপে গৃহস্থের সাজ গাওগাল ।
 কুপায় বাকুল বাস হৈলা উতরোল ॥
 পাড়া পাড়া ঘর ঘরে কিরিয়া কিরিয়া ।
 শিমাগল ঠাই ঠাই পড়িছে দুরিয়া ॥
 আশ্রমে নিশাস ছাড়ি চলিলেন বাস ।
 শিষ্যসহ সে দিন করিলা উপবাস ॥
 পাবদিন ভিক্ষা হেতু শিষ্য পাঠাইয়া ।
 ভিক্ষা না পাইয়া তবে কিরিয়া আইলা ॥
 বহুক্রোধে বাসদেব অজ্ঞান হইলা ।
 কাশীধেও বিখ্যাত কাশীতে শাপ দিল ॥
 কাল দিল। বয়সহু ধরনী দেখর ।
 চিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

কাশীতে শাপ ।

আমারে শফর দয়া কর হে ।
 শরণ লয়েছি শুনি দয়া কর হে ॥
 তুমি দিন দয়াময়, আমি দিন অতিশয়,
 তবে কেন দয়া নয়, দেখিয়া কাতর হে ।
 তব পদ আগুতোষ, পদে পদে মোর দোষ,
 জানি কেন কর রোষ, পামর উপর হে ॥
 পিশাচে তোমার প্রীতি, মোর পিশাচের রীতি,
 তবে কেন মোর নীতি, দেখে ভাব পর হে ।
 ভারত কাতর হয়ে, ডাকে শিব শিব করে,
 ভবনদী পারে লয়ে, দূর কর ডর হে ॥ প্র ॥

ধন বিদ্যা মোক্ষ অহঙ্কারে কাশীবাসী ।
 আমারে না দিল ভিক্ষা আমি উপবাসী ॥
 তবে আমি বেদবাস এই দিছু শাপ ।
 কাশীবাসি লোকের অক্ষয় হবে পাপ ॥
 তদ্বৎ যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী ।
 নাশিতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশি ॥
 ক্রমে তিন পুরুষের বিদ্যা না হইবে ।
 ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহিবে ॥
 ক্রমে তিন পুরুষের মোক্ষ না হইবে ।
 যদি বেদ সত্য তবে অগ্রথা নহিবে ॥
 শাপ দিয়া পুনরপি চলিলা ভিক্ষায় ।
 ভিক্ষা না পাইয়া বড় চৈকিলেন দায় ।
 ঘরে ঘরে কিরি কিরি ভিক্ষা না পাইয়া ।
 আশ্রমে চলিলা ভিক্ষা পাত্র ফেলাইয়া ॥
 হেনকালে অন্নপূর্ণা দেখিতে পাইলা ।
 বাসদেবে অন্ন দিতে আপনি চলিলা ॥
 জগৎজননী মাতা সবারে সমান ।
 শক্তিরূপে সকল শরীরে অধিষ্ঠান ॥
 আকাশ পবন জল অনল অবনী ।
 সকলে সমান যেন অন্নদা তেমনি ॥
 সকলে সমান যেন চন্দ্র সূর্য্য তারা ।
 তেমনি সকলে সমা অন্নপূর্ণা সারা ॥
 মেঘ করে যেমন সকলে জলদান ।
 তেমনি অন্নদা দেবী সকলে সমান ॥

তরু যেন ফল ধরে সবার লাগিয়া ।
 তমনি সকলে অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়া ।
 হবি হর প্রভৃতির শত্রু মিত্র আছে ।
 শত্রু মিত্র এক ভাব অন্নদার কাছ ॥
 চলিলেন অন্নপূর্ণা ব্যাসে করি দয়া ।
 আগে আগে যায় জয়া পশ্চাতে বিজয়া ।
 হেনকালে পথে আসি কহেন মহেশ ।
 কোথায় চলেছ থুয়ে কঠিক গণেশ ॥
 ক্রোধ ভরে কন দেবী পিছু কেন থাক ।
 ব্যাসে অন্ন দিয়া আসি ঘরে বসি থাক ॥
 একে বুড়া তাহে ভাদ্রী ধৃতুরায় ভোল ।
 ভস্ম অপরাধে কর মহা গণ্ডগোল ॥
 তিন দিন ব্যাসেরে দিয়াছ উপবাস ।
 ব্রহ্মহত্যা হইবে তাহাতে নাহি ভ্রাস ॥
 একবার ক্রোধেতে ব্রহ্মার মাথা চ্যে ।
 অদ্যপি সে শাপে ফির মুণ্ড রী হয়ে ॥
 কি ছেতু করিলে মানা ব্যাসে অন্ন দিতে ।
 সে দিস কাশীতে শাপ কে পারে খণ্ডিতে ॥
 এখন যদিপি ব্যাস অন্ন নাহি পায় ।
 আরবার দিবে শাপ পেটের জ্বালায় ॥
 আমি অন্নপূর্ণা আছি কাশীতে বসিয়া ।
 আমার দুর্নাম হবে না দেখ ভাবিয়া ॥
 এত বলি অন্নপূর্ণা ক্রোধে ভরে যান ।
 সঙ্গে সঙ্গে যান শিব ভয়ে কম্পমান ॥

মভয় দেখিয়া তীমে হাসেন অভয়া ।
 বুড় টির ঠাট হেদে দেখ লো বিজয়া ।
 ভারত কহিছে ইথে সাক্ষী কেন মান ;
 তোমার ঘরের ঠাট তোমরা সে জান ॥

অন্নদার মোহিনী রূপ (১) ।

এ কি রূপ অপরূপ ভঙ্গিমা ।
 চরণে অক্ষণ রঙ্গিমা ॥
 হইতে মোসর, শব্দ হৈলা হর,
 দেখি পয়োধর, ভুঙ্গিমা (২) ।
 থাকিকে অধরে, স্থা মাধ করে,
 সুধাকরে ধরে, কলিমা ॥
 কুলধনু তরু, লাজে ভেজে ধনু,
 দেখে ভুকধনু, বক্রিমা ।
 রূপ হনু ভবে, মোহ হয় ভবে,
 ভারত কি কবে, মহিমা ॥ প্র॥

মায়া করি জয়া বিজয়ারে লুকাইয়া ।
 দেখা দিল বাসদেবে মোহিনী হইয়া ॥
 কোটি শশী জিনি মুখ কমলের গন্ধ ।
 ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধুলে ভে অন্ধ ।

(১) অন্নদার মোহিনী রূপ বর্ণন ও বিদ্যার রূপ বর্ণন এই
 এক প্রকার অতএব বিদ্যার রূপ বর্ণনের টিপ্পনী দেখিলে অন্ন
 দার রূপ বর্ণনের ভাবার্থ অনায়াসে বোধ হইবেক ।

(২) ভুঙ্গতা, উন্নত ।

ভুক দেখে ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া ।
 লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইয়া ॥
 উন্নত স্বরসু শব্দে কুচ কদিমূলে ।
 ধরেছে কামের কেশ রোমাবলি ছলে ॥
 অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে ।
 গদ নখে রহিয়াছে দশরূপ হয়ে ॥
 মুকুতা যতনে তনু সিন্দরে মাজিয়া ।
 হার হরে হারিলেন বুক বিক্লাইয়া ॥
 বিননিয়া চিকণিয়া বিনোদ কবরী ।
 পরাতলে ধায় ধরিবারে বিষধরী ॥
 চঞ্চ জিনি যুগ ভালে যুগমদ বিন্দু ।
 যুগ কোলে করিয়া কলঙ্ক হৈল ইন্দু ।
 অকণের রঙ্গ দেয় অপর রঙ্গিমা ।
 চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি হাসোর ভঙ্গিমা ॥
 রতন কাঁচুলী শাড়ী বিজুলী চমকে ।
 মণিময় আভরণ চমকে ঝমকে ॥
 কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে ।
 ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারি পাশে ॥
 কঙ্গণ ঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার ।
 ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার ॥
 চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি ।
 ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী ॥
 নিকপম সে রূপ কি রূপ কব আমি ।
 যে রূপ দেখিয়া কামরিপু হন কামী ॥

এই রূপে অন্নপূর্ণা সদয়া হইয়া ।
 দেখা দিলা বাসদেবে নিকটে আসিয়া ॥
 মায়ায় একখানি পুরী নিখাইয়া ।
 অতি রন্ধ করি হরে তাহাতে রাখিয়া ॥
 তাপনি দাঁড়ারে দ্বারে পরমা সুন্দরী ।
 কহিতে লাগিলা বাসে ভক্তিভাব করি ॥
 শুন বাস গোসাজি আমার নিবেদন ।
 নিন্ত্রণ মোর বার্তী করিবে ভোজন ॥
 রন্ধ মোর গৃহস্থ অতিথি ভক্তিমান ।
 অতিথি সেবন বিনা জল নাহি খান ॥
 তপস্বি তোমাতে দেখি অতিথি ঠাণ্ডুর ।
 ত্বরায় আইস বেলা হইল প্রচুর ॥
 শুনিয়া বাসের মনে আনন্দ হইল ।
 কোথা হৈতে হেন জন কাশীতে আইল ॥
 অন্ন বিনা তিন দিন মোরা উপবাসী ।
 কোথা হৈতে পুণ্যরূপা উত্তরিল আসি ॥
 নিকপম রূপা তুমি নিকপম বয়া ১) ।
 নিকপম গুণাত্মি কনিপম দয়া ॥
 তখনি পাইলু ভিক্ষা কহিলা যখনি ।
 পরিচয় দেহ মোর কে বটে আপনি ॥
 বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিবা ভবের ভবানী ।
 ব্রহ্মার ব্রহ্মণী কিবা ইশ্বরের ইশ্রাণী ॥

দেখিয়াছি এ সকল সে সকলে জানি ।
 ততোধিক প্রভা দেখি তাই অনুমানি ॥
 শুনিয়াছি অন্নপূর্ণা কাশীর ঈশ্বরী ।
 সেই নুসি হবে তুমি হেন মন করি ॥
 প্রতি ঘরে কিরি ভিক্ষা নাই পাই সেই ।
 অন্নপূর্ণা বিনা তারে অন্ন কেবা দেই ॥
 এত শুনি অন্নপূর্ণা সহাস্ত্র হস্তরে ।
 কহিতে লাগিল ব্যাসে মুহু মধুস্বরে ॥
 কোথা অন্নপূর্ণা কোথা তুমি কোথা আমি ।
 শীঘ্র আসি অন্ন খাও দুঃখ পান আমি ॥
 এত বলি ব্যাসদেবে শশিষ্যে লইয়া ॥
 অন্ন দিল অন্নপূর্ণা উদর পূরেয়া ॥
 চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ পেয় আদি রস যত ।
 ভোজন করিল সব্যে বাসনার মত ॥
 ভোজনান্ত আচমন সকলে করিল ।
 হরপ্রিয়া হরীতকী মুগশুদ্ধি দিল ॥
 বসিলেন ব্যাসদেব শিষ্যগণ সঙ্গে ।
 হেনকালে বুদ্ধগৃহী জিজ্ঞাসেন রঙ্গে ॥
 ভারত কহিছে ব্যাস সাবধান হৈও ।
 বুড়া নহে বিশ্বনাথ বুঝে কথা কৈও ॥

শিব ব্যাসে কথোপকথন ।

নগনন্দিনি, সুরবন্দিনি, রিপুনন্দিনি গো ।
 জয়কারিণি, ভয়হারিণি, ভবতারিণি গো ॥

জটাজালিনি, শিরমালিনি, শশীভালিনি।
 সুখশালিনি, করবালিনি গৌ।
 শিবগেহিনি, শিবদেহিনি, শিবরোহিনি
 শিবমোহিনি, শিবসোহিনি গৌ ॥
 গণতোষিনি, ঘনঘোষিনি, হৃদ্যদোষিনি
 শঠরোষিনি, গৃহপোষিনি গৌ।
 বৃদ্ধহানিনি, বধুভাষিনি, গলনাশিনি
 গিরিবানিনি, ভারতাসিনি গৌ। প্রণা
 বুড়াটি কহেন বাস তুনিত পণ্ডিত।
 কিঞ্চিৎ ভিজ্ঞাসা করি কহিবে উচিত।
 তপস্বী কাহারে বল নিবা ধর্ম তার।
 কি কর্ম করিলে পাব পরলোকে পান।
 শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহেন বেদবাস।
 তপস্তার নানা ধর্ম প্রধান সম্বাস ॥
 মর্ক জীবে সমভাব জয়াজয় তুল্য।
 প্রতি নিন্দা মৃত্তিকা মাণিকা তুলা মূল্য।
 ইত্যাদি অনেক মত কহিলেন বাস।
 কতক কহিব কাশীধণ্ডেতে প্রকাশ ॥
 শুনিয়া বুড়াটি কন সক্রোধ হইয়া।
 আপনি ইহার আছ কি ধর্ম লইয়া ॥
 এক বাক্যে বুঝিয়াছি জানেতে যেমন।
 শিব হৈতে মোক্ষ নহে করেছ যখন ॥
 দয়া ধর্ম কমা আদি জপ তপ ক্রিয়া।
 জানাইলা সকলি কাশীতে শাপ দিয়া ॥

কহিতে কহিতে হৈল ক্রোধের উদয় ।
 সেই রূপ হৈলা যাহে করেন প্রলয় ॥
 উর্দ্ধে ছুটে জটা যন ঘটা জর জর ।
 উছলিয়া গঙ্গাজল করে ঝর ঝর ॥
 গর গর গর্জে ফণী জিহ্বা লল লল ।
 অক্লেশী কোটি সূর্য্য অগ্নি ধক্ ধক্ ॥
 হল হল জ্বলিছে গলার হলহল ।
 অট্ট অট্ট হাসে মুণ্ডমালা দলমল ।
 দেখে হৈতে বাহির হইল ভূতগণ ।
 ঈশবের ভীমনাদে কাঁপে ত্রিভুবন ॥
 মহাক্রোধে মহাক্রম ধরিয়া পিনাক ।
 শূল আন শূল আন ধন দেন ডাক ॥
 মারিতে নারেন অনপূর্ণার কারণে ।
 হওঁ সিয়া ব্যাসেরে কন তর্জন গর্জনে ॥
 হরি হর দুই মোরা অভেদ শরীর ।
 অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ॥
 বেদবাস নাম পেয়ে নাহি মান বেদ ।
 কি ধন বুঝিয়া হরি হরে কর ভেদ ॥
 সেই পাপে তোর বাস না হবে কাশীতে ।
 আমি মানা করিলাম তোরে ভিক্ষা দিতে ॥
 মনে ভাবি বুঝিলে জানিতে সেই পাপ
 কেন দোষে আমার কাশীতে দিলি শাপ ॥
 কি দোষ করিল তোর কাশীবাসিগণ ।
 কেন শাপ দিলি তবে বিটল বামন ॥

এ স্থানে বাসের যোগ্য তুমি কতু নও ।
 এইক্ষণে বারানসী হৈতে দূর হও ॥
 আর রে ভৈরবগণ বাসে কর দূর ।
 পুনঃ যেন আসিতে না পায় কাশীপুর ॥
 বাসদেব কদরূপি দেখি মহেশ্বরে ।
 ভয়ে কম্পমান তনু কাঁপে থর থরে ॥
 অন্নপূর্ণা ভগবতী দাঁড়াইরা পাশে ।
 চরণে পরিয়া বাস কহে যত্ন ভাবে ॥
 অন্ন দিয়া অন্নপূর্ণা বাঁচাইলা প্রাণ ।
 বাঁচাও শিবের ক্রোধে নাহি দেখি দ্রাণ ॥
 জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়ি ।
 মার কাছে পুত্র যার বাপে দিলে তাড়ি ॥
 জগতের পিতা শিব তুমি জগন্নাথ ।
 হরি হর বিধাতার তুমি সে বিধাতা ॥
 শিবের হইল তমোগুণের উদয় ।
 যেই তমোগুণাদয়ে করেন প্রলয় ॥
 পশু বুদ্ধি শিশু আমি কিবা জানি মর্য ।
 নুষ্টিতে নারিহু কিবা ধর্ম কি অধর্ম ॥
 পড়িহু পড়াহু যত মিছা সে সকল ।
 সত্য সেই সত্য তব ইচ্ছাই কেবল ॥
 শিব কৈলা অন্ন মান্য তুমি অন্ন দিলে ।
 এ সঙ্কটে কে রাখিবে তুমি না রাখিলে ॥
 শঙ্করের ক্রোধ হৈল না জানি কি ঘটে ।
 শঙ্করী ককণ কর এ ঘোর সঙ্কটে ॥

তোমার কথায় বশ শঙ্কর সর্বদা ।
 কাশী বাস যায় মোর রাখ গৌ অন্নদা ॥
 বাসের বিনয়ে দেবী সদয়া হইলা ।
 শিবেরে করিয়া শান্ত বাসে বর দিলা ॥
 তলতল শিবের সাজা না হয় অকথা ।
 কাশীবাস বাস তুমি না পাবে সর্বথা ॥
 আমার সাজায় চতুর্দশী অকনীতে ।
 নিকটকার স্থানে পাগনে আঁসিতে ॥
 তে বসি হর লবে কৈলা অশ্রুজল ।
 নিখাস ছাড়িয়া বাস কাশী ছাড়ি যান ॥
 ছাড়িয়া যাঁহিতে কাশী মন নাহি যায় ।
 কুকারে রহেন যদি ভৈরব খেদায় ।
 যেতাল ভৈরবগণ করে তাড়াতাড়ি ।
 নিখাসহ বাসদেব গেলা কাশী ছাড়ি ॥
 সাজা দিলা কৃষ্ণ স্ত্র ধরনী ঈশ্বর ।
 রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

বাসের কাশী নির্মাণোদ্যোগ ।

কাশীতে না পেরে বাস, মনোহঃখে বেদব্যাস,
 বসিলেন ছাড়িয়া নিখাস ।
 তুচ্ছ লোক আছে যারা, কাশীতে রহিল তারা,
 আমার না হৈল কাশীবাস ॥
 এ বড় দাক্ষণ শোক, কলঙ্ক ঘৃষিবে লোক,
 বাস হৈলা কাশী হৈতে দূর ।

নাম ডাক ছিল যত, সকল হইল হত
 ভাজড করিল দর্পচূর ॥
 তেজো বধ হয় যার, প্রাণবধ ভাল তারি,
 কোন খানে সমাদর নাই ।
 মার করে উপহাস, ইনি সেই বেদবাস,
 কাশীতে না হৈল যার ঠাই ॥
 যদি করি বিষ পান, তথাপি না যাবে প্রাণ,
 অনলে মলিলে মৃত্যু নাই ।
 দাপে বাধে যদি আর, মরণ না হবে তার
 চিরজীব করিল। গোঁসাই ॥
 ভবিষ্য ছিল যাহা, অক্টে করিল তাহা,
 তি হবে ভাবিলে আর বসি ।
 তবে তামি বেদবাস, এই খানে প্রকাশ,
 করিব দ্বিতীয় বারাগমী ॥
 করিয়াছি যত তপ, করিয়াছি যত জপ,
 সকল করিহু ইথে পণ ।
 নিজ নাম জাগাইব, এই খানে প্রকাশিব,
 কাশীর যে কিছু আরোজন ॥
 কাশীতে মরিল জীব, রাম নাম দিয়া শিব,
 কত কষ্টে যোক্ষ দেন শেষে ।
 এখানে মরিবে যেই, সদানুজ্ঞ হবে সেই,
 না চেকিবে আর কোন ক্রেশে ॥
 অসাধ্য সাধন যত, তপস্শ্রায় হয় কত,
 তপোবলে রাত্রি হয় দিব্য ।

বিধি মঞ্চে বিরোধিয়া, তপস্শ্রাব্য ভর দিয়া,
 বিশ্বামিত্র না করিল কিবা ॥
 ঘেরে খেদাইল শিব, তার সেবা না করিব,
 বর না মাগিব তার মাই ।
 বসুন্ধর দেখেছি গুণ, নন্দী করেছিল ধুম,
 কিঞ্চিৎ যোগা না তার নাই ॥
 বিগাতা সবার বড়, তাহারে করিব দড়,
 বাহা হৈতে সকলের দুষ্টি ।
 তিনি পিতামহ ছন, মন্ডানে বসুধা নন,
 অবশ্য দিবেন কৃপাদৃষ্টি ॥
 তাঁরে তুষি তপস্শ্রাব্য, বর মাগি তাঁর পা,
 সকলে পাইব এথা বসি ।
 গুরী করি মোক্ষ ধাম, জাগাইব নিজ নাম,
 নাম শুব বাস-বারাণসী ॥
 গঙ্গা মহাভীর্থ জানি, গঙ্গার এখানে আন,
 আগতে গঙ্গার কাছে নাই ।
 গঙ্গা সে শিবের পুঞ্জি, মোক্ষ কপাটের কুঞ্জি,
 গঙ্গারে অবশ্য আনি চাই ॥
 গঙ্গা গঙ্গা মোক্ষ ধাম, জানিত কে তার নাম,
 আমা হৈতে তাহার প্রকাশ ।
 আমি যদি ডাকি তারে, অবশ্য আসিতে পারে,
 ইথে কিছু নাহি অশ্বাস ॥
 এত করি অন্তরান, গঙ্গার আনিতে যান,
 বেদবাস মহাবে বান ।

গজার নিকটে গিয়া, ধান কৈলা দাঁড়াই
গজা আসি কৈলা অধিষ্ঠান ॥

দ্রুতচন্দ্র নরপতি, করিলেন অন্তর্দ্বা
বঁচিবারে অন্নদামঙ্গল ।

ভীতত সরস ভ্রমে, পুন মবে এক বৎস
বাসদেব গজার বক্ষল ॥

গজার নিকটে গিয়া সর অভ্যর্থনা ।

বাসে কল গায়ে, চল মোর মাগ
আমি হই পাতিলায়া ।

সার্থী মাগে হাঁই, শিব দিল নাই,
করিব স্তবীর কাশী ॥

ভ্রমাদ্ভুগ শিব, তারে কি বলিব,
মত ভাজ পুতুয়ায় ।

ভাকিনী দিহাবী, সদা কদাচারী
পাপ মাগি গুলি যায় ॥

শশানে বেলায়, হাই হাপে যায়,
গলে মুণ্ড অস্থিমালা ।

বলদ বাহন, মাগে ভূতগণ,
পার বাক্য হুতিলালা ॥

যত অমঙ্গল, সকল মঙ্গল,
ভাষারে বেঁচেয়া ফিরে ।

কেবল আপনি, গতিতপাবনী,
গজা আসি হই শিষ্য ॥

জটায়ু ভাষার, তব অবতার,
তাই সে সকলে মাগে ।

তোমার মহিমা, বেদে নাহি মীমাংসা,
অথ জন কিবা জ্ঞানে ।

মত্ত অমঙ্গল, শিবের সে মাল্য,
মঙ্গল র প্রেমা ।

না না দোষময় লোভা দোষ হয়,
পরশ পরিশি ভেম ॥

যে কারণ নীর, ত্রুষ্ণা শুদ্ধাচার,
যাহাতে ত্রুষ্ণাও এসে ।

বিধি কবি কর, যদি কল্যাণের,
কত হয় কত নাশের ।

সে কারণ নীর, তোমার শরীর,
কুণ্ডল আশ্রয়িনী ।

কৃষ্ণন পালন, না পর কারণ,
তোমা বিনা কো-জন ॥

সেই নিরঞ্জন, নিরঞ্জন জন,
জনাঙ্গন যারে কর ।

ত্রুব রূপে সেও, গঙ্গা তুমি এই,
ইহাতে নাহি সংশয় ॥

তোমা দরশনে, মো-সেইক্ষণে,
না জানি আনন্দের ফল ।

আশ্রয়িত্ত্ব ভয়, সেখানে কি হয়,
সেখানে তোমার জগ ॥

তুমি নারায়ণী, পতিতপাবনী,
 কামনা পূরাও মোর ।
 ধোর সঙ্গে আসি, প্রকাশহ কাণী,
 তারহ সঙ্গট ঘোর ॥
 যে মরে কাশীতে, তারে মোক্ষ দিতে,
 রামনাম দেন শিব ।
 আর কত দায়, ভোগ হয় তার,
 তবে মোক্ষ পায় জীব ॥
 কাশীতে আমার, ক্রপায় তোমার,
 এমনি হইতে চাহে ।
 যে মরে যখনি, নিরুণ তখনি,
 বিচার না রবে তাহে ॥
 ব্যাসের এমন, শুনিয়া বচন,
 গঙ্গার হইল হাসি ।
 ভারত কহিছে, মোরে না সহিছে,
 তুমি কি করিবে কাশী ॥

ব্যাসের প্রতি গঙ্গার উক্তি ।

বহিছে- গঙ্গা শুন হে ব্যাস ।
 কেন করিয়াছ হেন প্রয়াস ॥
 কে তুমি ক' শ' ক্ত আছে তোমার ।
 শিব বিনা কাশী কে করে আর ॥
 কঠে কা' কুট সেই ধরিল ।
 লীলায় অন্ধক সেই বধিল ॥

কটাক্ষ কামেরে নাশিল সেই ।
 কামিনী নইয়া বিহরে সেই ॥
 আমি অন্নপূর্ণা বঁার গৃহিণী ।
 গিরিবর ধনু শেষ শিঞ্জিনী ১) ॥
 কিতিরথ ইন্দ্র সারথি বঁার ।
 চক্রপাণি বাণ শাণিত ধার ॥
 চন্দ্র সূর্য্য রথচক্র আকার ।
 ত্রিপুর এক বাণে মৈল বঁার ॥
 সেই বিশ্বনাথ বিশ্বের সার ।
 ভব নাম ভব করিতে পার ॥
 যাহার জটায় পাইরা ধাম ।
 গঙ্গা গঙ্গা মোর পবিত্র নাম ।
 কারণজল মোরে বলে সেই ।
 কারণজলের কারণ সেই ॥
 না ছিল সৃষ্টির আদি যখন ।
 কাশীপতি কাশী কৈলা তখন ॥
 ধুইলা আপন শূলের আগে ।
 পৃথিবীর দোষ গুণ না লাগে ॥
 করিবেন যবে প্রলয় হর ।
 রাখিবেন কাশী শূল উপর ॥
 তবে যে দেখিছ ভূমিতে কাশী ।
 পদ্মপত্রে যেন জল বিলাসি ॥

জলে গিশি থাকে পদ্মের পাত ।
 জল নাশে নহে তার নিপাত ॥
 তবে যে कहিলা তারক নামে ।
 মোক্ষ দেন শিব কাশীর ধামে ।
 তুমি কি বুঝিবে তাঁর চলনি ।
 আপনার নাম দেন আপনি ॥
 আমার বচন শুন হে ব্যাস ।
 কদাচ না কর হেন প্রয়াস ॥
 শিব নিন্দা কর এ দায় বড় ।
 শিব পদে মন করহ দড় ॥
 শিব নিন্দা তুমি কর কেমনে ।
 দক্ষযজ্ঞ বুঝি না পড়ে মনে ॥
 পুনঃ না कहিও আমার কাছে ।
 যে শুনে তাহার পাতক আছে ॥
 জানেন সকল শঙ্কর স্বামী ।
 এ সব কথাগ্ন না থাকি আমি ॥
 শুনিয়া বাসের হইল রোষ ।
 ভারত कहিছে এ বড় দোষ ॥

ব্যাসকৃত গঙ্গার তিরস্কার।

বাসের হইল, ক্রোধ, তেয়াগিয়া উপরোধ,
 গঙ্গারে কহেন কটুভাষে ।
 কাণের উচিত কর্ম, জানিহু তোমার ধর্ম,
 তুমি মোরে হাস উপহাসে ॥

তোরে অন্তরঙ্গ জানি, করিহু যুগলপাণি,
 উপকারে আসিতে আমার ।
 তাহা হৈল বিপরীত, আর কহ অতৃপ্তি,
 দৈবে করে কি দোষ তোমার ॥
 আমি যারে প্রকাশিহু, আমি যারে বাড়াইহু,
 সেই মোরে তুচ্ছ করি কহে ।
 মাতঙ্গ পড়িলে দরে, (১) পতঙ্গ প্রহার করে,
 এ দুঃখ পরাগে নাহি গহে ॥
 উচিত কহিব যদি, নদী মধ্যে তুমি নদী,
 পুণ্যতীর্থ বলি কে জানিত ।
 পুরাণে বর্ণিহু যেই, পুণ্যতীর্থ বলে তেঁই,
 নৈলে তোমা কে কোথা মানিত ॥
 জঙ্ঘু মুনি করে ধরি, পিলেক গণ্ডুব করি,
 কোথা ছিল তোর গুণগ্রাম ।
 সে দোষ খুইয়া দূরে, জানাইহু তিন পুরে,
 জাহ্নবী বলিয়া তোর নাম ॥
 শান্তনু রাজারে লয়ে, ছিল তার নারী হয়ে,
 তার সাক্ষী ভীষ্ম তোর বেটা ।
 শান্তনুরে করি সারা, হয়েছ শিবের দারা,
 তোর সমা পুণ্যবতী কেটা ॥
 পেয়েছ শিবের জটা, তাহাতে সাপের ঘটা,
 কপালে বহির তাপ লাগে ।

চণ্ডী করে গণ্ডগোল, ভূত ভৈরবের রোল,
 কোন সুখে আছ কোন রাগে ॥
 স্ব ভাবতঃ নীচগতি, সতত চঞ্চল মতি,
 কভু নাহি পতির নিয়ম ।
 যে ভাল ভজিতে পারে, পতি ভাব কর তারে,
 দিকু সঙ্গে সঙ্গতি সঙ্গম ॥
 বেথাধর্ম লয়ে আছ, জাতি কুল নাহি বাত,
 রূপ গুণ যৌবন না চাও ।
 না বলিয়া সেবা দেই, ক্ষীর পান করে সেই,
 পতি কর কোলে মাত্র পাও ।
 আপনার পক্ষজানি, কহিলাম তোরে জানি,
 তুমি তাহে বিপর্যাস কহ ।
 তুমি মোর কি করিবা, তোমার শকতি কিবা,
 বিষ্ণুপাদদক বিনা নহ ॥
 শাপ দিয়া করি ছাই, অথবা গণ্ডুষে খাই,
 ব্রহ্মণেরে তোর অঙ্গ জানি ।
 দিকু তোর পতি যেই ব্রহ্মতেজ জানে সেই,
 অগস্ত্য করিয়াছিল পান ॥
 বাগদেব এই রূপে, মজিয়া কোপের কূপে,
 গঙ্গার করিলা অপমান ।
 ভারত সভয়ে কহে, মোরে যেন দয়া রহে,
 তি নিন্দাস্ত গঙ্গার সমান ॥

গঙ্গাকৃত ব্যাসের ভিরঙ্কার ।

গঙ্গার হইল ক্রোধ ব্যাসের বচনে ।
 ব্যাসেরে ভৎসিয়া কন মহাক্রোধে মনে ॥
 শুন শুন ওহে ব্যাস বিস্তর कहিলা ।
 এই অহঙ্কারে কাণী বাস না পাইলা ॥
 নর হয়ে নারায়ণ হৈতে চায় যেবা ।
 শিব নিন্দা যে করে তাহার গঙ্গা কেবা ॥
 তোর প্রকাশিতা আমি কেমনে कहিলা ।
 বেদমত পুরাণেতে আমারে বর্ণিলি ॥
 যতক প্রসঙ্গ লয়ে করেছে পুরাণ ।
 আমার প্রসঙ্গ আছে তেঁই সে প্রমাণ ॥
 তুমি বুঝিয়াছ আমি শান্তমূর নারী ॥
 সমুদ্রে মিলেছি বলি নারী হৈলু তারি ॥
 সংসারে যতক নারী মোর অংশ তারা ।
 শিব অংশ সংসারে পুরুষ আছে যারা ॥
 প্রকৃতি পুরুষ মোরো তুই কি জানিবি ।
 আর কত দিন পড় তবে সে বুঝিবি ॥
 আমার জাতির দায় কে ধরিবে তোরে ॥
 কোন জাতি তোমার বুঝাও দেখি মোরে ।
 বেদের পঞ্চত্ব দিয়া ভারত পুরাণ ।
 রচিয়াছ আপনি পরম জ্ঞানবান ॥
 তাহে कहিয়াছ আপনার জন্ম কর্ম ।
 ভাবিয়া দেখছ দেখি তাহার কি কর্ম ॥

পরাশর ব্রহ্মঋষি তোম পিতা বেই ।
 অবিগীত(১) ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী জন্য সেই ॥
 নবমুগন্ধা দাসকন্যা ব্রাহ্মণীত নহে ।
 তার গর্ভে জন্ম তোম ব্রাহ্মণ কে কহে ॥
 পরাশর অপসর তোম জন্ম দিয়া ।
 শাস্ত্র তোমার মায়ে পুনঃ কৈল বিয়া ॥
 বৈপিত্র দুভাই তাহে জন্মিল তোমার ।
 একটী বিচিত্রবীৰ্য্য চিত্রাঙ্গদ আর ॥
 অস্থালিকা অস্থিকা বিবাহ কৈলা তার ।
 গৌবনে মরিল দুটী বউ রৈল সারা ॥
 পুত্র হেতু সত্যবতী তোমার জননী ।
 তোমারে দিলেন অজ্ঞা যেমন আপনি ॥
 তুমি রণা-ভাতৃবধু করিয়া গমন ।
 জন্মাইলা প্লতরাষ্ট্র পাণ্ডু দুই জন ॥
 কুন্তী মাদ্রী দুই নারী পাণ্ডু কৈল বিয়া ।
 সম্ভোগে রহিত হৈল শাপের লাগিয়া ॥
 ভেবে মরে কুন্তী মাদ্রী করিব কেমন ।
 তুমি তাহে বিদ্রি দিলা তাপনি যেমন ॥
 ধর্ম বাহু ইন্দ্র আর অশ্বিনীকুমার ।
 উপপতি হৈতে পাঁচ পুত্র হৈল তার ॥
 যুধিষ্ঠির ভীম আর অশ্বর্গন নকুল ।
 সহদেব এই পাণ্ডু পাণ্ডব ততুল ॥

তু'ম তাহে আপনার মত বিধি দিয়া ।
 পাঁচ বরে এক দ্রৌপদারে দিলা বিয়া ॥
 ব্রহ্মশাপ কি দিবি কি তোরে মোর ভয় ।
 ব্রহ্মশাপ সেই দেয় ব্রাহ্মণ যে হয় ॥
 ব্রহ্মশাপ কিবা দিবি কে তোরে ডরায় ।
 ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ মোর নামে যায় ॥
 তুই কি জানিবি ব্রহ্মা তোর পিতামহ ।
 সে জানে মহিমা কিছু তারে গিয়া কহ ॥
 এত বলি ক্রোধে গঙ্গা কৈলা অশ্রদ্ধান ।
 গালি খেয়ে বাসদেব হৈলা হতজ্ঞান ॥
 ভারত কহিছে ব্যান ধীরি ধীরি ধীরি ।
 গিয়াছিল যথা হৈতে তথা গেলা ফিরি ॥
 দীন দয়াময়ী দেবী দয়া কর দীনে ।
 দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ দূর কর দিনে দিনে ॥
 ধর্ম তার ধরা তার ধন তার ধান ।
 ধানে ধরে যে তোমারে সেই সে ধীমান ॥
 নারসিংহী নৃসিংহমালিনী নারায়ণী ।
 নগেন্দ্র নন্দিনী নীলনলিন নয়নী ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায় ।
 হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥
 ইতি সোমবারের দিবা পালা ।

বিশ্বকর্ম্মার নিকট ব্যাসের অভির্থনা ।

আসনে বসিয়া, উন্ননা হইয়া,
ভাবেন ব্যাস গৌসাই ।

এই বড় শোক, হাসিবক লোক,
মোর কাশী হৈল নাই ॥

বিশ্বকর্ম্মা আছে, তারে তানি কাছে,
সে দিবে পুরী গড়িয়া ।

মোক্ষের উপায়, শোষ করা যায়,
ব্রহ্মার বর লইয়া ॥

করি আচমন, বোণ দিয়া মন,
বিশ্বকর্ম্মে কৈলা ধ্যান ।

জানিয়া অন্তরে, বিশাই মত্তরে,
আসি কৈলা অধিষ্ঠান ॥

বিশাই দেখিয়া, সানন্দ হইয়া,
বিনয়ে কহেন ব্যাস ।

তুমি বিশ্বকর্ম্ম, জান বিশ্ব মর্ম্ম,
তোমাতে বিশ্ব প্রকাশ ॥

তুমি বিশ্ব গড়, তুমি বিশ্বে বড়,
তাই বিশ্বকর্ম্মা নাম ।

তোমার মহিমা, কেবা জানে সীমা,
কেবা জানে গুণগ্রাম ॥

বিদাতা হইয়া, বিশ্ব নিরমিয়া,
পালহ হইয়া ছরি ।

শেষে হয়ে হর, তুমি লয় কর,
 তুমি ব্রহ্ম অবতরি ॥
 আমারে কাশীতে, না দিল রহিতে,
 ভূতনাথ কাশীবাসী ।
 সেই অভিমানে, আমি এই খানে,
 করিব দ্বিতীয় কাশী ॥
 টেকিয়াছি দায়, চাহিয়া আমার,
 নির্মাই পুরী সূদার ।
 মোক্ষের নিদান, করিতে বিধান,
 সে ভার আছে আমার ॥
 এ সঙ্কট ঘোরে, তার যদি মোরে,
 তবেত তোমারি হব ।
 ত্রিদেবে ছাড়িয়া, ব্রহ্মপদ দিয়া,
 তোমাতে পুরাণে কব ॥
 বিশাই শুনিয়া, কহিছে হাসিয়া,
 তুমি নাহি পার কিবা ।
 ব্যাস বারাগমী, গড়ি দেখ বসি,
 আমারে ব্রহ্ম করিবা ॥
 যে হয় পক্ষাৎ, দেখিবে সাক্ষাৎ,
 মোরে পুরী ভার লাগে ।
 কাশীর ঈশ্বর, খ্যাত বিশ্বেশ্বর,
 তাঁর পুরী গড়ি আগে ॥
 বিশ্বেশ্বর নাম, সর্ব শুভধাম,
 বিশাই যেই কহিল ।

দৈবে কষ্ট যার, বুদ্ধি নাশে তার,
 ব্যাসের ক্রোধ হইল ॥
 অরে রে বিশাই, তুইত বালাই,
 কে বলে আনিতে তায়।
 এ বড় প্রমাদ, যার সঙ্গে বাদ,
 তাহারে আনিতে চায় ॥
 সভয় অন্তর, নহ শ্বতন্তর,(১)
 ভয়েতে সবারে মান।
 নানা গুণ জানি, যারে তারে মানি,
 বেগার খাটিতে জান ॥
 তপোবল কাশী, দেখ পরকাশি,
 দূর হ রে হরাজার।
 তোর গুণধর, গত কারিকর,
 হইবে দুঃখী বেগার ॥
 বিশাই শুনিয়া, কহিছে হাসিয়া,
 বড় জ্ঞানু তুমি ব্যাস।
 শিবেরে লজ্জিবা, কাশী প্রকাশিবা,
 কেন কর হেন আশ ॥
 নাহি জান তত্ত্ব, নাহি বুঝ সত্ত্ব,
 শিব ব্রহ্ম সনাতন।
 অজ্ঞাত অমর, অনন্ত অজর,
 আদ্য বিভু নিরঞ্জন ॥

কার্য সাধিবারে, এই যে আবারে,
এখনি ব্রহ্ম কহিলে ।
ব্রহ্ম বলিবার, কি দেখে আমার,
কেমনে ব্রহ্ম বলিলে ॥
যাহারে যখন, দেখেছ দুর্জনে,
তাহারে ব্রহ্ম বলহ ।
এই রূপে কত, কয়ে নানা মত,
লিখিলা যত কলহ ॥
বিশাই ধীমান, গেল নিজ স্থান,
ব্যাসের হইল দায় ।
কহিছে ভারত, এ নহে ভারত,
কহিবে কথা যথায় ॥

বাস ও ব্রহ্মার কথোপকথন ।

হর হর শঙ্কর সংহর পাপং ।

জয় করুণাময় নাশয় তাপং ॥

ঈ তরঙ্গিত গাঙ্গ জটাচয় অর্পয়সর্পয় সর্পকলাপং ।

হিষ বিধান(১)রবেণ নিবারয় মমরিপু শমন লুলাপং(২) ।

মক কুশুমোপরি শোভিত কর্ণে কর্ণয় ভক্ত কলাপং ।

গদতি(৩) ভারতচন্দ্র উমাধব দেহিপদং হুরবাপং ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্মার করিলা ধ্যান ব্যাস তপোপাধন ॥

অবিলম্বে প্রজাপতি দিলা দরশন ॥

(১) পশুশৃঙ্গ । (২) মহিষ, কাসর । (৩) কখন, ভাষণ ।

আপন দুর্দশা আর শিবেরে নিন্দিয়া ।
 বিস্তর কহিল। বাস কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
 স্নেহেতে চক্ষুর জল অঞ্চলে মুছিয়া ।
 কহিছেন প্রজাপতি পিরীত করিয়া ॥
 অরে বাছা বাস তুমি বড়ই ছায়াল ।
 শিব সঙ্গে বাদ কর এবড় জঞ্জাল ॥
 কাশীতে রহিতে শিব না দিলে না হবে ।
 তাঁর সঙ্গে বাদে তোমা হৈতে কিবা হবে ।
 শিব নাম জপ কর যেথা সেথা বসি ।
 যেখানে শিবের নাম সেই বারাগমী ॥
 তুমি কি করিবা কাশী লঙ্ঘিয়া উদ্ধারে ।
 কাশীপতি বিনা কাশী কে করিতে পারে ।
 শিব লঙ্ঘি আমি কি হইব বরদাতা ।
 আমি যে বিধাতা শিব আমারো বিধাতা
 আমার আছিল বাছা পাঁচটী বদন ।
 এক মাথা কাটিয়া লইল পঞ্চানন ॥
 কি করিতে তাহে আমি পারিলাম তাঁর ।
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় হয় য়ার ॥
 কিসে অমৃত হই তাঁর নিগ্রহ বা কিসে ।
 বুঝিতে কে পারে য়ার তুল্য সুখা বিষে ॥
 ভালো য়ার সুধাকর গলায় গরল ।
 কপালে অনল য়ার শিরে গজাজল ॥
 সম য়ার সুখা বিষে জুতাশন ডল ।
 অস্ত্রের যে অমঙ্গল তাঁরে সে মঙ্গল ।

বাস ও ব্রজার কথোপকথন ।

ঔর সঙ্গে তোর বাদ আমি ইথে মাই ।
জানেন অনুরযামী শঙ্কর গোসাঞি ॥
এত বলি প্রজ্ঞাপতি গেল নিজ স্থানে ।
বাসের ভাবনা হৈল কি হবে নিদানে ॥
যে হোক সে হোক আরা করিব যতন ।
মন্ত্ৰের সাধন কিম্বা শরীর পাতন ॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী সকলের সার ।
কাশীর ঈশ্বরী যিনি বিশ্বমায়া ষাঁর ॥
দাঁর অধিষ্ঠানে বারাগসীর মহিমা ।
বিধি হরি হর বার নাহি জানে সীমা ॥
শঙ্কর আমার অন্ন মানা করেছিল ।
শবে মা মানিয়া তিনি মোরে অন্ন দিল ॥
তদবধি জানি তিনি সকলের বড় ।
অতএব তাঁর উপাসনা করি দড় ॥
তিনি মোক্ষ দিবেন সকলে এথা বসি ।
তবে সে হইবে মোর বাস বারাগসী ॥
এত ভাবি বাসদেব মন কৈলা স্থির ।
অন্নপূর্ণা ধ্যান ধরি বসিলেন ধীর ॥
বিস্তর কঠর করি করিলেন তপ ।
কত পুরশ্চরণ করিল কত জপ ॥
অজ্ঞা দিল বৃষ্টিচক্রে ধরনী ঈশ্বর ।
রুচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

বাগের উপস্থায় অন্নদার চাক্ষল্য ।

গতানন ঘড়ানন, সঙ্গে করি পঞ্চানন,
 কৈলাসেতে করেন ভোজন ।
 অন্নপূর্ণা ভগবতী, অন্ন দেন হৃষ্টমতি,
 ভোজন করিছে ভূতগণ ॥
 হর মুখ কার্তিকের, গজমুখ গণেশের,
 মহেশ্বর নিজে মুখ পঞ্চা ।
 নত মুখ নত জন, বেতাল ভৈরবগণ,
 ভাদ্র খেয়ে ভোজনে প্রপঞ্চ(১) ॥
 লেগেছে মিছির লাগি, খেতে বড অনুরাগী,
 বার মুখ তিন বাপ পুত ।
 অন্নদার হস্ত দুটি, অন্ন দেন ণ্ডি গুটি,
 থাক নাহি পাতে খুতে খুতে ॥
 অন্নদা বুঝিল মনে, কৌতুক আমার সনে,
 বুঝা যাবে কেবা কত খান ।
 ঢেঁকি চুয়া লেহ পেয়, পাতে পাতে অপ্রমের,
 পয়োনিধি পরীত প্রমাণ ॥
 ধাইবেন কেবা কত, সবে হৈলা বুদ্ধি হত,
 অন্নপূর্ণা কহেন কি চাও ।
 অন্ন বাজ্ঞানর রাশি, কে রাখিব করে বাসি,
 খেতে হবে খাও খাও খাও ॥

(১) বিপর্যয়, বিপরীত ।

এই রূপে অন্নপূর্ণা, খেলে রসে পরিপূর্ণা,
 নারী ভাবে পতি পুত্র লয়ে ।
 বাসের তপের গাহ, অন্নদার লগ্ন পাহ,
 ফলিলেন বিষয়ক্ষ হয়ে ॥
 বাস জপে অনশনে, অন্নদা জানিলা মনে,
 বাসের তপের অল্পবলে ।
 কপালে টনক নড়ে, হাতে হৈতে হাতা পড়ে,
 উছট লাগিয়া পদ টলে ॥
 ছুট্টে বন্ধন ধরে, ভাল কর্ম মন্দ করে,
 অন্নদার উপজিল রোম ।
 অমুগ্রহ গেল নাশ, নিগ্রহে চেকিলা বাস,
 ভাগ্যবশে গুণ হৈল দোষ ॥
 ভাবে বুঝি ক্রোধ ভর, জিজ্ঞাসা করিলা হর,
 কেন দেবি দেখি ভাবান্তর ।
 অন্নদা কহেন হরে, বাস মুনি তপ করে
 অনশন কৈল বহুতর ॥
 তুমি ঠাই নাহি দিলে, কাশী হৈতে খেদাইলে,
 তাহাতে হয়েছে অপমান ।
 করিতে দ্বিতীয় কাশী, হইয়াছে অভিলাষী,
 সেই ছেতু করে মোর ধ্যান ॥
 হাসিয়া কহেন হর, বুঝি তারে দিবে বর,
 মোরে মেনে দয়া না ছাড়িও ।
 আমি বন্ধ তাই কই, জানি নাই তোমা বই,
 এক মুটা অন্ন মেনে দিও ॥

সক্ৰোধে কছেন শিবা, কোড়ুক করহ কিবা,
কি হয় তাহার দেখ বসি ॥

এত বড় তার সাদ, তোমা সনে করি বাদ,
করিবেক ব্যাস বারাগসী ॥

তবে যে কহিবে মোর, তপস্বী করিল ঘোর,
কি দোষে হইব কষ্ট তারে ।

অসময় সুসময়, না বুঝিয়া হুয়াশয়,
বিরক্ত করিল অত্যাচারে ॥

বলিরাজা ভগবানে, ত্রিপাদ ধরণী দানে,
অধোগতি পাইল যেমন ।

তেমনি ব্যাসেরে গিয়া, শাপ দিব বর দিয়া,
শুনিয়া সানন্দ পঞ্চানন ॥

মহামায়া মায়া করি, জরভী(১) শরীর ধরি,
ব্যাসদেব হলিতে চলিল ।

অন্নপূর্ণা পদতাল, ভারত বিনয়ে বলে,
রাজা কৃষ্ণস্বর আজ্ঞা দিল ॥

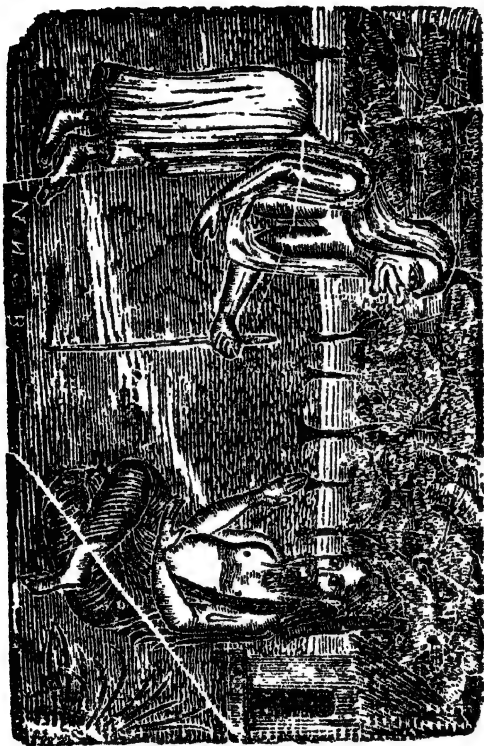
অন্নদার জরভীবেশে ব্যাসে ছলনা ।

কে তোমা চিনিতে পারে । মা গো ।

বেদে সীমা দিতে নারে ॥

কত মায়া কর, কত মায়া ধর, হেরি হরি হর হারে ।

জিতজরামর, হয় সেই নর, তুমি দয়া কর যারে ॥



এ ভবসংসারে, যে ভজে তোমারে, যম নাহি পারে তা
যদি না তারিবে, যদি না চাহিবে, ভারত আকিবে কারে

গায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।

ডান করে ভাঙ্গা নড়ী বাম কন্ধে বুড়ী।

ঝাঁকড় ঝাঁকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।

হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি ॥

ডেঙ্গর উকুন নীকি করে হাঁলি বিলি।

কোটি কোটি কাণকোটায়ির কিলি কিলি ॥

কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে।

চিবুকে মিলিয়া নামা ঢালিল অধরে ॥

সর ঝর ঝরে ডল চক্ষু মুখ নাকে।

শুনিতে না পান কাণে শত শত ডাকে ॥

বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুজ ভার।

অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম্ম সার ॥

শত গাঁটি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান।

বাসের নিকটে গিয়া হৈল অধিষ্ঠান ॥

কেলিয়া রূপড়ী লড়ি আহা উহু করে।

জাহ্ন ধরি বসিল। বিরস-মুখী হয়ে ॥

ভূমে ঠেকে খুধি হুঁ টু কাণ ঢেকে যায়।

কুঁজ ভহর পিঠাড়া ভূমিতে লুটায় ॥

উকুমের কামড়েতে হইয়া আকুল।

চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল ॥

হৃৎস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া।

অরে বাছা বেদবাস কি কর বসিয়া ॥

তিন কাল গিয়া মোর এককাল আছে ।
 পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাহি কাছে ॥
 বাঁচিতে বাসনা নাই মরিবারে চাই ।
 কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই ॥
 কাশীতে মরিলে তাহে পাপ ভোগ আছে ।
 তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে ॥
 এই ভয়ে সেখানে মরিতে সাধ নাই ।
 হুত্ব মাত্র মোক্ষ হয় কোথা ছেন চাই ॥
 তুমি নাকি কাশী করিয়াছ মহাশয় ।
 সত্য করি कह এথা মরিলে কি হয় ॥
 বাস কন এই পুরী কাশী হৈতে বড় ।
 হুত্বমাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড় ॥
 বুদ্ধি যদি থাকে বুড়ি এথা বাস কর ।
 সদ্যমুক্ত হবি যদি এইখানে মর ॥
 ছালতে অন্নদা দেবী কহেন কথিয়া ।
 মরণ টাকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া ॥
 তোর মনে আমি বুড়ী এখনি মরিব ।
 সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব ॥
 উর্দ্ধগবিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত ।
 তন্ন বিনা তন্ন বিনা শুকায়েছে আঁত ॥
 ধায়ুতে পাকিয়া চুল হৈল শগলুড়ি ।
 বাতে করিয়াছে খোঁড়া চলি গুড়ি গুড়ি ॥
 শিরঃশূলে চক্ষু গেল কুঁজা বৈল কুঁজে ।
 কতটা বরষ মোর যদি কেহ বুকে ॥

কাণকোটোরিতে মোর কাণ হৈল কালা ।
 কেটা মোরে বুড়ী বলে এত বড় জ্বালা ॥
 এত বলি ছলে দেবী ক্রোধ ভরে যান ।
 আরবার ব্যাসদেব আরম্ভিল ধ্যান ॥
 জগতে যে কিছু আছে অধীন দেবের ।
 শাস্ত্রে বলে সেই দেব অধীন মন্ত্রের ॥
 ধ্যানের প্রভাবে দেবী চলিতে নারিয়া ।
 পুনশ্চ ব্যাসের কাছে আইলা ফিরিয়া ॥
 বুড়ী দেখি অরে বাছা অনুকূল হও ।
 এথা মৈলে কি হইবে সত্য করি কও ॥
 বুড়া বয়সের ধর্ম অগ্নে হয় রোষ ।
 ক্ষণে ক্ষণে জাতি হয় এই বড় দোষ ॥
 মনে পড়ে না রে বাছা কি কথা कहিলে ।
 পুনঃ কহ কি হইবে এখানে মরিলে ॥
 ব্যাসদেব কন বুড়ী বুঝিতে নারিলে ।
 সদা মোক্ষ হইবেক এখানে মরিলে ॥
 বুড়ী বলে ছায় বিদ্যি করিলেক কালা ।
 কি বল বুঝিতে নারি এত বড় জ্বালা ॥
 পুনশ্চ চলিল দেবী ছলে ক্রোধ করি ।
 ব্যাসদেব পুনশ্চ বসিলা ধ্যান ধরি ॥
 ধ্যানের অধীনা দেবী চলিতে নারিলা ।
 পুনশ্চ ব্যাসের কাছে ফিরিয়া আইলা ॥
 এই রূপে দেবী বার পাঁচ ছয় সাত ।
 ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত ॥

দৈব দোষে ব্যাসদেবে উপজিল ক্রোধ ।
 বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাহি বোধ ॥
 একে বুড়ী আরো কাল চক্ষে নাহি স্নেহে ।
 বারে বারে ধ্যান ভাঙ্গে কহিলে না বুঝে ॥
 ত্রাকিয়া কহিল ক্রোধে কাণের কণ্ডারে ।
 গর্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে ॥
 বুঝিল বুঝিল বল করে ঢাকে কাণ ।
 তথাস্ত্র বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দান ॥
 বুড়ী না দেখিয়া ব্যাস আক্ষর দেখিল ।
 হায় বিধি অন্নপূর্ণা তামিয়া ছিলিল ॥
 নিকটে পাইয়া বিধি চিনিতে নারিল ।
 হায় রে আশনা খেয়ে কি কথা কহিল ॥
 বিধি বিষ্ণু শিব আদি তোমার মায়ায় ।
 দুর্গালের তত্ত্ব মধ্যে সদা আসে যায় ॥
 প্রকৃতি পুরুষ রূপা তুমি সূক্ষ্ম সূত্ব ।
 কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্ব মূল ॥
 বাক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব ।
 শক্তি যোগে শিব সংজ্ঞা শক্তিরূপে শব্দ ॥
 নিজ আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব ।
 তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব ॥
 শরীর করিল ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া ।
 কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া ॥
 ব্যাস বারাগসী হবে ভাবিলাম বসি ।
 বাক্য দোষে হইল গর্দভ বারাগসী ॥

অলঙ্ঘ্য দেবীর বাক্য অশ্রুতা না হয় ।

ভবিতব্যং ভব্যাত্যবাঃ) গুণাকর কর ॥

বাসের প্রতি দৈববাণী ।

ভুলনা রে অরে নর শরর সার কর ।

শমনেরে কেন ডর ॥

দূর হবে পাপ, চূর হবে তাপ, গঙ্গাধরে ধ্যান ধ
শরর শরর, এ তিন অক্ষর, মালা করি গলে পর ।
এ ভব সাগরে, না ভজিয়া হরে, কেন মিথ্যা ডুবি
ভারতের মত, শুনরে ভকত, তব ভজি তব তর ॥

বিরস বদন দেখি ব্যাস তপোদনে ।

কহিলেন অন্নপূর্ণা আকাশ বচনে ॥

শুন শুন ব্যাসদেব কেন ভাব তাপ ।

এ দুঃখ তোমাকে দিল শিবনিম্না পাপ ॥

জান অহঙ্কারে বারাগমী মাঝে গিয়া ।

শিব হৈতে মোক্ষ নহে কহিলা ডাকিয়া ॥

ভুজস্তম্ভ কঠোরোধ হরেছিল বটে ।

শিবে স্তুতি করি পার পাইলা সঙ্গটে ॥

তার পর শৈব হয়ে বিষ্ণুরে ছাড়িলে ।

সেই দোষে কাশী মাঝে ভিক্ষা না পাইলে ॥

এক পাপে দুঃখ পেয়ে তার কৈলা পাপ ।

না বুঝিয়া কাশীবাসিগণে দিলা শাপ ॥

(১) বাহা হুদার তাহাই হয় ।

ত্রয় বিনা শিষ্য সহ উপবাসী ছিলে ।
 আমি গিয়া অন্ন দিহু তেঁই মে বাঁচিলে ॥
 মার উপরোধে তোরে মহেশ ঠাকুর ।
 কৈ না করিয়া কৈলা কাশী হৈতে দূর ॥
 আমি দিহু বর চতুর্দশী অষ্টমীতে ।
 ণিকর্ষিকার স্নানে পাইবে আসিতে ॥
 এই রূপে আমি তোরে বরদান দিয়া ।
 স দিন কড়ের ক্রোধে দিহু বাঁচাইয়া ॥
 ইন্দ্রাপি শিবের সঙ্গে করিয়া বিরোধ ।
 কাশী করিবারে চাহ এ বড় দুর্কোষ ॥
 আমার দ্বিতীয় কিথা দ্বিতীয় শূলির ।
 দি থাকে তবে হবে দ্বিতীয় কাশীর ॥
 তঃপর ভেদ দ্বন্দ্ব ছাড়হ সকল ।
 জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে কি ফল ॥
 হরি হর বিধি তিন আমার শরীর ।
 সন্তেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ॥
 কুমি কি জানিবে তত্ত্ব কি শক্তি তোমার ।
 নিগম অগম আদি কেবা জানে পার ॥
 ভযোগ্য হইয়া তেঁ বাড়াও উৎপাত ।
 খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত ॥
 করিবে দ্বিতীয় কাশী না কর এ আশ ।
 অভিমান দূর করি চল নিজ বাস ॥
 আমার আজ্ঞায় চতুর্দশী অষ্টমীতে ।
 ণিকর্ষিকার স্নানে পাইবে আসিতে ॥

এখানে মরিবে যে সে গর্দভ হইবে ।
 এ হৈল গর্দভ কাশী অন্যথা নহিবে ॥
 শুনিয়া তাকাশবাণী বাস তপোধন ।
 উদ্দেশে প্রণাম করি করিলা গমন ॥
 কৈলাসেতে অন্নপূর্ণা শঙ্কর লইয়া ।
 বিহারে রহিল বড় সানন্দ হইয়া ॥
 জয়া বিজয়া কন সহাস্য বদনে ।
 নরলোকে ঘোর পূজা প্রকাশে কেমনে ॥
 কহিছে বিজয়া জয়া ভবিষ্যৎ বাণী ।
 কুবের তোমার পূজা করিবেক জানি ॥
 বসুন্ধর নামে তার আছে সহোদর ।
 দিবেক পুষ্পের ভার তাহার উপর ॥
 রমণী সন্তোষ তার কাননে হইবে ।
 সেই অপরাধে ভূমি তারে শাপ দিবে ॥
 মনুষ্য হইবে সেই হরিহোড় নামে ।
 ধন বর দিবা ভূমি গিয়া তার ধামে ॥
 তাহা হৈতে হইবেক পূজার সঞ্চার ।
 কুবেরের স্মৃতে শাপ দিবে পুনর্ব্বার ॥
 ব্রাহ্মণ হইবে সেই ভবানন্দ নামে ।
 হরিহোড়ে ছাড়ি ভূমি যাবে তার ধামে ॥
 দিল্লী হইতে রাজ্য দিয়া পূজা লবে তার ।
 তাহা হৈতে হইবেক পূজার প্রচার ॥
 তার বংশে হবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ।
 সঙ্কটে তারিবে ভূমি দেখা দিয়া তায় ॥

বসুন্ধরের অন্নদার শাপ ।

২৯২

তাঁহা হৈতে পূজার প্রচার হবে বড় ।

হাসিয়া কহেন দেবী এই কথা মড় ॥

কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ।

হরিহে ড় প্রসঙ্গ শুনহ ইতঃপর ॥

বসুন্ধরের অন্নদার শাপ ।

কুবেরের অমুচর, নাম তার বসুন্ধর,

বসুন্ধরা নামে তার জায়া ।

দুই জনে হুট মনে, ক্রীড়া করে কুঞ্জবনে,

নানা রস জানে নানা মায়া ॥

ঐক্য শূন্য অকৃত্রিমীতে, অন্নদার পূজা দিতে;

নানা দ্রব্য আনি শীত্ৰগতি ।

কুল আনিবার তর, ডাক দিয়া বসুন্ধরে,

কুবের দিলেন অমুখি ॥

কুবেরের আজ্ঞা পায়, বসুন্ধর বেগে ধায়,

কুঞ্জবনে হৈল উপনীত ।

নানা জাতি তুলে কুল, তাহে মত্ত অলিকুল,

যার গন্ধে মদন মোহিত ॥

দেখিয়া পুষ্পের শোভা, বসুন্ধরা রতিলোভা,

বসুন্ধরে কহিতে লাগিল ।

কুল গুণে কুলবাণ, কুল ধনু দিয়ে টান,

কুলবাণে আমারে বিকিল ॥

আজিজন দিয়া কাস্ত, কামানল কর শাস্ত

যোরে আর বিলম্ব না সহে ।

কোকিল হুকার কাল, জমর ঝঙ্কার শাল,
 মলয় পবনে তুহু দহে ॥
 বসুন্ধর বলে প্রিয়া, আগে আসি ফুল দিরা,
 অন্নপূর্ণা পূজিবে কুবের ।
 পূজা সাঙ্গে তোমা সঙ্গে, বিহার করিব রঞ্জে,
 এ সময়ে নাহি দেও ফের ॥
 অক্টমীরে পর্ক কয়, ইথে রতি দুক্ত নয়,
 অন্নদার ব্রত তিথি তার ।
 আমার বচন ধর, আজি রতি পরিহর,
 পূজা কর অন্নদার পায় ॥
 বসুন্ধরা বলে প্রভু, এমন না শুনি কভু,
 এ কথা শিখিলা কার কাছে ।
 সাপে যারে কামড়ায়, গুণা গিয়ে ঝাড়ে তার
 তাহে কি অক্টমী আদি বাছে ॥
 কাম কাল বিষধর, বিবে আমি জর জর,
 তুমি সে ঔষধ জান তার ।
 অক্টমীরে পর্ক কয়ে, অন্নদার নাম লয়ে,
 আরস্তিলা কত ফের ফার ॥
 অন্নপূর্ণা কি করিবে, অক্টমী কি সুখ দিবে,
 যে সুখ পাইবে রতি সুখে ।
 দেবাসুরে সুখা লাগি, সিন্ধু মধি দুঃখভাগি,
 সে সুখা সযনে পেও মুখে ॥
 এই যে তুলিলা ফুল, কে জানে ইহার মূল,
 রাখা হবে জলে ভাসাইলে ।

দেখ দেখি মহাশয়, সমস্তাগে কি সুখ হয়,
 ভোমার আমার গলে দিলে ॥
 মালা গাঁথি এই কুলে, দিয়া দেখ মোর কুলে,
 মেখে যেন বিদুলী খেলিবে ।
 বিপরীত রতিরদে, পড়িলে ভোমার সঙ্গে,
 তাব দেখি কিবা শোভা দিবে ॥
 এই রূপে বসুন্ধরে, বিক্রিয়া কটাক্ষ করে,
 বসুন্ধরা মোহিত করিল ।
 'ক'বা করে ধ্যানেন্জানে, যে কবে নাথেরবাণে
 বসুন্ধর মদনে মাতিল ॥
 সেই কুলে শয্যা করি, সেই কুলে মালা পরি
 রতি রসে হুজনে রহিল ।
 এতদ্রূপে যক্ষের পাতি, অন্তর পূজায় মতি
 এক মনে ধ্যান আরম্ভিল ॥
 সংজ্ঞাতি বিজয়া জয়া, কুবেরে করিয়া নমস্কা
 অন্তর করিল অধিষ্ঠান ।
 দেখিয়া পুত্রের ব্যাজ, কুবের যক্ষের রাফ,
 সত্য হইল কাম্যমান ॥
 অন্তর অন্তরে জানি, কুবের নিকটে আনি
 দয়ায় অভয় দান দিল ।
 বসুন্ধরা বসুন্ধর, শক্তি আনিবার তরে,
 ডাকিনী যোগিনী পাঠাইল ॥
 ডাকিনী যোগিনীগণ, প্রবেশিয়া কুঞ্জবন,
 বসুন্ধরা বসুন্ধরে, ধরে ।

সেই ফুলমালা সঙ্গে, বুকে বুকে বাকি রাখে,
 আনি দিল অন্নদা গোচরে ॥
 অন্নপূর্ণা ক্রোধান্নে, শাপ দিলা দুই জনে,
 যেমন করিলি দুঃসার ।
 মকত ভবনে যাও, মন্ত্রযা শরীর পাও
 ভারতের এই মুক্তি সার ॥

বসন্তকরের দিনয় ।

কালন্দ বসন্তকর বসন্তকরা ।
 অন্নপূর্ণা মহামায়া, দেহ চরণের ছায়া
 শাপে কৈলা জীয়াহুতে মরা ॥
 অজ্ঞানে করিত দোষ, ক্ষমা কর অভিযোগ
 তুমি দেবী জগত জননী ।
 ভ্রম না করিলে কেন, কেন শাপ দিলে হেন-
 কেন সুখে যাইব পরনী ॥
 অপরাধ অঙ্গা মোর, শাপ দিলা অতি ঘোর,
 মরলোকে কেমনে যাইব ।
 গর্ভ বাস মহাভঞ্জে, উদ্ধপদে হেঁটমুখে
 মল মূত্র ভূষিত থাকিব ॥
 ভুঞ্জিব অশেষ ক্রেশনা পাব জ্ঞানের লেশ
 পর দুঃখে হইব দুঃখিত ।
 মহাপাপ থাকে যার, গর্ভবাস হয় তার-
 নিগম আগমে সুবিদিত ॥

ভঁরবাস পাছে হয়, ব্রজদিরো এই ভয়.

সেই ভরে তোনারে যে ভজে ।

তব ঘোর পারাবারে, তোমা বিনে কেবা তারে,

যে তোমা না ভজে সেই মাজে ॥

অপরাধ হইয়া ছ, আর কত শাস্তি আছে.

কুস্তীপাক রৌরব(১) প্রভৃতি ।

তাহ যেতে মন লয়, নরতে যাওতে ভয়.

বড় দুষ্ক নরের প্রকৃতি ॥

ক্রন্দনেতে দৌহাকার, দয়া হৈল অন্নদার

ক'হিলেন করিয়া সাহুনা ।

চল স্থখে মর্ত্যলোক, না পাইবে রোগ শোক,

না পাইবে গভের যাতনা ॥

হয়ে মোর ব্রতদাস, মোর পূজা পরকাশ.

নরত ভুবনে গিয়া কর ।

লোকে ব্রত পরকাশি, পুনঃ হবে স্বর্গবাসী,

তামি সঙ্গে রব নিরন্তর ॥

শুনি বসুন্ধর কর, ইহা যদি সত্য হয়,

তবে মোর মরতে কি ভয় ।

তব অন্নগ্রহ যথা, কৈলাস কোশল তথা,

চতুর্কর্গ সেই খানে হয় ॥

যদি সংজ যাহ তুমি, তবে আমি যাই তুমি.

এই বর দেহ দাঁড়াইয়া ।

১২২ বিশেষ, যে নরকে গো, স্ত্রী, ভিক্ষু, জন, ব্রহ্মভাষ্যকার, ইত্যাদি, ভীষণ ও ভয়ানক গমন করে তাহাকে রৌরব কহে ।

পাভালতে গিয়া বলি, ছিল যেন দুতুহলী,
 গোবিন্দেরে ছুয়ারি পাইয়া ॥
 এত বলি বসুন্ধর, যোগাসনে করি ভব,
 জাগ্রা সহ শরীর তাজিল ।
 ব্রহ্মপূর্ণা তুচ্ছ হয়ে, চলিলা হুজনে লয়ে,
 দায় গুণাকর বিহুচিৎ ॥

বসুন্ধরের মর্ত্যে কৈ গমন ।

বসুন্ধর বসুন্ধরা অন্নদার শাপে ।
 মমতাপিতে দিরা মন তহু তাজে তাপে ॥
 বসুন্ধর বসুন্ধর বসুন্ধরা চলে ।
 জাগ্রে শাপে অন্নপূর্ণা নান ভুত্বনে ॥
 মর্ত্যভূমি ভূমি এল হিতুদনে মার ।
 বর্ষা হেতু জন্ম লৈতে আয়া দেবতার ॥
 মৃত্যুদীপা নানো মন্থ মন্থ জন্মদীপ ।
 মহাত ভারতবর্ষ মর্ষের প্রদীপ ॥
 প্রভেত মন্থ গোড় বাহে মর্ষের বিধান ।
 মান করি যে দেশে মর্ষের অধিষ্ঠান ॥
 বাঙ্গালার মন্থ পরগণা বাগুয়ান ।
 তাহে বড়গাছি গ্রাম গ্রামের প্রদান ॥
 পশ্চিমে আপনি গঙ্গা পূর্বেতে গাঙ্গিনী ।
 সেই গ্রামে উত্তরিল অন্নদা তারিণী ॥
 জন্মারে কহিলা দেবী হাসিয়া হাসিয়া ।
 ঐ গ্রামে কে বড় হুংখি দেখহ ভাবিয়া ॥

তার ঘরে জন্মিবে তামার বসুন্ধর ।
 বড় সুখী করিব পশ্চাতে দিয়া বর ॥
 হেনকালে এক রামা স্নান করি যায় ।
 তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে যায় ॥
 লতা বাঁধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন ।
 ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন ॥
 অন্ন বিনা কলেবরে অস্থি চর্ম মার ।
 গোঁয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার ॥
 আস্তের চিহ্ন হাতে লোহা এক গাছি ।
 পান বিনা পদ্মিনীর মুখে উড় মাছি ॥
 তারে দেখি অন্নদার উপজিল দয়া ।
 হের আস বলি তারে ডাক দিল জয়া ॥
 অভিমানে সেই রামা কারেছ না চার ।
 মনুষ্য দেখিলে পথে বনে বনে যায় ॥
 নিকটে বিজয়া গিয়া কহিল তাহারে ।
 হের এই চাকুরাণী ডাকেন তোমার ॥
 শুনিয়া কহিছে রামা করিয়া ক্রন্দন ।
 কে ডাকিবে অভাগীরে কে আছে এমন ॥
 পদ্মগন্ধ যার গায় সে হয় পদ্মিনী ।
 পদ্মপাত পরি আমি হয়েছি পদ্মিনী ॥
 ঘুঁঠে কুড়াইয়া স্বামী বেচেন বাসারে ।
 যে পান খাইতে তাহা না আঁটে তাঁহারে ।
 মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড় ।
 কত কষ্টে মিলে এটে নাহি মিলে খোড় ॥

বাহ্যভরে কারস্থ বলিয়া গালি আছে ।
 বসিতে না পান ভাল কারস্থের কাছে ॥
 এমন দুঃখিনী আমি আমারে কে ডাকে ।
 স্তম্ভী লোক আমার বাতাসে নাহি থাকে
 যে বল সে বল আমি যাব নাহি কাছে ।
 অ ভাগীর কাছে বল কিবা কার্য আছে ॥
 বড়ই দুঃখিনী এই অন্নদা জানিলা ।
 কাছে গিয়া আপনি নাচিয়া বর দিলা ॥
 আমার আশীষে তুমি পুত্রবতী হবে ।
 দেই পুত্র হৈতে তুমি বড় সুখ হবে ॥
 ধন ধানো পরিপূর্ণ হইবেক ঘর ।
 কুলীন বায়স্থ সব দিবে কন্যা বর ॥
 অন্নপূর্ণা ভবানীরে তুমিও পূজায় ।
 হইবেক নাম ডাক রাজায় প্রজায় ॥
 মায়াময়ী(১) শ্রীফলের ফল দিলা হাতে ।
 বীজরূপে বস্কর রাখিলা তাহাতে ॥
 কাণে কাণে কহিলেন মনে রাগিবে ।
 ক্ষতস্থান দিনে ইহা বাটিয়া খাইবে ॥

(১) ভগ্ন রূপ পাঠ । “মায়াময়ী শ্রীফলের ফল দিলা হাতে
 বীজরূপে বস্কর আয়োজিলা হাতে ॥” পরন্তু রাধামোহন
 লিখেন “শ্রীফলের ফল দিলা ভাসা মত নয় । এই রূপ বস্কর
 ভটিয়া দিলে হয় । মায়াময়ী শ্রীফল দিলেন তার হাতে
 ইত্যাদি ॥”

৩৭ তক বলিয়া দেবী কৈল। অন্তর্ধান ।
 দেখিত না পেয়ে রামা হৈল হতজ্ঞান ॥
 ক্ষণেকে সম্বিত (১) পেয়ে লাগিল। কাঁদিতে ।
 হায়রে দাক্ষণ বধি না রিখু চিনিতে ॥
 পোয়ে হিন্দু মাণিক আঁচলে না বাকিভ ।
 নিকটে পাইয়া নিম্ন হেলে হারাইল ॥
 কেমন দেবতা মেনে দেখা দিয়া ছিল ।
 অ ভাগ্যি ভাগ্য দোষে পুনঃ লুকাইল ॥
 হরিষ বিষাদে রামা গেল। নিজালয় ।
 দেবীর দয়ার ঋতু সেই দিনে হয় ॥
 স্নান দিনে সেই কল বাটিকা খাইল ।
 পতি সঙ্গ রতি রাজ গতি লী হইল ।
 শুভক্ষণে বসুন্ধর কৈল গর্ভবাস ।
 এক চুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশ মাস ॥
 গর্ভবেদনায় হৈল পদ্মিনী কাতরা ।
 দ্রুত হয়ে বসুন্ধর ধরে বসুন্ধরা ॥
 পুত্র দেখি সুখ রাগিবারে নাই ঠাই ।
 ধরি তোলে তাপ দেয় হেন জন নাই ॥
 আপনি দিলেন হুলু নাড়ী ছেদ করি ।
 দুঃখেতে স্মরিয়া হরি নাম দিল। হরি ॥
 আজ্ঞা দিল। কৃষ্ণচন্দ্র ধরলী ঈশ্বর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

হরিহোড়ের বৃত্তান্ত ।

অন্নদার দাস হয়ে, হরিহোড় নাম লয়ে,
 বসুন্ধর ভূমিষ্ঠ হইল ।
 দেখিয়া পুত্রের মুখ, বিরহোড় পায় সুখ,
 পদ্মিনীর আনন্দ বাড়িল ॥
 সখী পূজা হৈল সার, হয় মাসে অন্ন খায়,
 সুখ হৈল নানা দুঃখ পারে ।
 বনে মাঠে বেড়াইয়া, কাঠ ঘুঁটে কুড়াইয়া,
 বেচিয়া পোষয়ে বাপ মায়ে ॥
 এক দিন শূন্যপথে, অন্নপূর্ণা সিংহরথে,
 কুতূহলে ভ্রমিষু ভ্রমিতে ।
 জয়া বিজয়ঙ্গি সঙ্গে, কথোপকথন রঙ্গে,
 হরিহোড়ে পাইলেন দেখিতে ॥
 মনে হৈল পূর্ব কথা, আপনি আসিয়া তথা,
 মায়া করি হইলেন বুড়ী ।
 কাঠ খড় জড়াইয়া, সব ঘুঁটে কুড়াইয়া,
 রাখিলেন ভরি এক ঝড়ী ॥
 হরিহোড় যথা যান, কাঠ ঘুঁটে নাহি পান-
 আট দিক আন্ধার দেখিলা ।
 বিস্তর রোদন করি, হরি হরি স্মরে হরি,
 বুড়ীটিরে দেখিতে পাইলা ॥
 দেখেন বুড়ীর কাছে, বুড়িভরা ঘুঁটে আছে,
 বোঝা বাক্সা কাঠ আছে ভায় ॥

হরিহোড় কান্দি কাহে, বুড়ী মজাইল দহে,
 আল্লি বড় দেখি অন্তপায় ॥
 কোথা হৈতে আসি বুড়ী, ঘুঁটে লয় ভরে বুড়ী,
 সর্বনাশ করিল আমার ।
 কাড়ি নিলে হবে পাপ, বুড়ী পাছে দেয় শাপ,
 এ ছুপের নাহি দেখি পার ॥
 রক্ত পিতা মাতা ঘরে, আকুল অন্নের তরে,
 ঘুঁটে বেচা আমার সম্বল ।
 কিছু ঘুঁটে না পাইল, নিছা বেলা মজাইল,
 এ ছার জীবনে কিবা ফল ॥
 দয়া কর হরিপ্রিয়া, হরিহোড়ে ডাক দিয়া,
 চল করি লাগিলা কহিতে ।
 কাট ঘুঁটে কুড়াইয়া, রাখিল ছিঁ সাজাইয়া,
 ওর বাছা না পারি বহিতে ॥
 মঙ্গল হইবে তোমর, অতি দূরে ঘর মোর,
 ঘুঁটে গুলি যদি দেহ বয়ে ।
 অন্ধেক আমার হবে, অন্ধেক আপনি লবে,
 দয়া করি চল মোরে লয়ে ॥
 হরিহোড় এত শুনি, অর্দ্ধ লাভ গনে গনি,
 মাথায় লইয়া ঘুঁটে বুড়ী ।
 হাতে কুঁজে বঁকে বঁকে, লড়িয়ারে থেকে থেকে,
 আগে আগে চলিলেন বুড়ী ॥
 নিকটে হরির ঘর, নহে অতি দূরতর,
 সন্ধ্যা কৈলা সেইখানে যেতে ।

তাহারি উঠানে গিয়া, বসিলেন হরপ্রিয়া,
কহেন চলিতে নারি রেতে ॥

বহিলা মধুর স্বরে, থাকিলাম তোর ঘরে,
হরি বাল এ হবে কেমনে ।

ভাঙ্গা কুঁড়ে ছায়া পাতে, রুদ্ধ পিতা মাতা ত তে,
ঠাই নাই হয় চারি জনে ॥

অতিথি আপনি হবে, উপোষি কেমনে রবে.
অন্নের সংযোগ মোর নাই ।

হেন ভাগ্য নাহি ধরি, অতিথি সেবন করি.
এই বেলা দেখ আর ঠাই ॥

এই দেখ রুদ্ধ বাপ, অন্ন বিনা পান তাপ.
রুদ্ধ মাতা অন্ন বিনা মরে ।

গেল চারি পল্ল দিন, অন্ন বিনা আমি ক্ষণ,
মম যোগ্য অতিথি এ ঘরে ॥

হরির শুনিয়া বাণী, কহেন হরের রাণী,
অরে বাছা না ভাবিহ দুঃখ ।

ভারত সাস্তনা করে, অন্নদা আইলা ঘরে.
ইতঃপর পাবে যত সুখ ॥

হরিহোড়ের অন্নদার দয়া ।

ভবানী বাণী বল একবার ।

ভবানী ভবের সার ॥

ভবানী ভবানী, সুমধুর বাণী, ভবনদী করে পার ।

ভবানী ভাবিয়া, ভবানী পাইয়া, ভব তরে ভব ভার ॥

যে বলে, এ ভবমণ্ডলে, ভবনে ভবানী তার ।
 নন্দন, ভারত ব্রাহ্মণ, ভবানী ভরসা যার ॥প্র॥
 হাদিরা কহেন দেবী শুন রে বাছনি ।
 না জানে গৃহিণী-পনা তোমার জননী ॥
 গৃহিণীর পাপ পুণ্য ঘর থাকে মজে ।
 সেই নে গৃহিণী যেই অন্নপূর্ণা ভজে ॥
 প্রভাতে যে জন অন্নপূর্ণা নাম লয় ।
 ইহলোকে অন্ন পূর্ণ শেষে মোক্ষ হয় ॥
 অন্ন পূর্ণ ধরা অন্নপূর্ণার দয়ায় ।
 অন্নপূর্ণা নাহি দিলে অন্ন কেবা পায় ॥
 শনিয়া পদ্মিনী কহে শুন চাকুরাণী ।
 অন্নপূর্ণা কেবা কিবা কিছুই না জানি ॥
 বুড়িটি কহেন রামা শুন মন দিয়া ।
 অন্নপূর্ণা নাম লয়ে হাঁড়ী পাড় গিয়া ॥
 হাঁড়ী ভরা অন্ন আর বাঞ্জন পাইবে ।
 কোন কালে থাও নাই এমন থাইবে ॥
 শনিয়া পদ্মিনী বড় আনন্দ পাইল ।
 অন্নপূর্ণা নাম লয়ে প্রণাম করিল ॥
 হাঁড়ি পাড়ি দেখে অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি ।
 দণ্ডবৎ প্রণাম বুড়ীরে করে আসি ॥
 হরিহোড় বলে তুমি কে বট আপনি ।
 পরিচয় দেহ বলি পড়িল ধরনী ॥
 বুড়ীটি কহেন বাছা আগে অন্ন থাও ।
 শেষে দিব পরিচয় আর যাছা চাও ॥

হরি বলে পিতা মাতা আগে খান ভাত ।
 পরিচয় দিলে অন্ন থাইব পশ্চাত ॥
 ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হৈল তোমারে দেখিয়া ।
 দূর কর দুর্ভাবনা পরিচয় দিয়া ॥
 হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা হরি ।
 পরিচয় দিব আগে দুঃখ দূর করি ॥
 আহা মরি ঘুঁটে বেচি তোমার নির্দোহ ।
 এই ঘুঁটে একখানি বেচিবারে বাছ ॥
 এত বনি একখানি ঘুঁটে হাতে লয়ে ।
 দিলেন হরির হাতে অভ্যুত্থল হয়ে ॥
 ঘুঁটে হৈল হেমঘুঁটে দেবীর পরশে ।
 লোহা যেন হেম হয় পরশি পরশে ॥
 ঘুঁটে দেখি হেমঘুঁটে হরিছোড়ে ভয় ।
 এক দেখি অপরূপ ঘুঁটে মাণি হয় ॥
 কেমন দেবতা মেনে বুড়ী ঠাকুরাণী ।
 জাগিতে স্বপন কিবা বাজি অন্নমানি ॥
 তপস্তা কি আছে যে দেবতা দেখা দিবে
 ভাগ্যহেণে বুঝি কোন বিপদ ঘটিবে ॥
 হেমঘুঁটে হাতে করি কাঁপে থর থর ।
 তনিমিষ নয়নে সলিল ঝর ঝর ॥
 এই রূপে হরিছোড়ে মোহিত দেখিয়া ।
 কহিতে লাগিল দেবী ঈশং হাসিয়া ॥
 আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

হরিহোড়ের বরদান ।

ভয় কি রে অরে বাছা হরি ।

আমি অন্নপূর্ণা মহেশ্বরী ॥ ঐ ॥

অরে বাছা হরিহোড় দূর কর ভয় ।

আমি দেবী অন্নপূর্ণা লহ পরিচয় ॥

দুঃখ দেখি আসিয়াছি তোরে দিত বর ।

ধন পুত্র লক্ষ্মী পরিপূর্ণ হবে ঘর ॥

চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায় ।

করিহ আমার পূজা বিধি ব্যবস্থায় ॥

আমার পূজার ফলে বড় সুখে হবে ।

শাণ্ডীদুট। ধর যদি সোণানুঠা হবে ॥

দেবীর অমৃত বাক্যে পাইয়া আনন্দ ।

প্রণমিয়া হরিহোড় কহে মহামন্দ ॥

অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা অধমের ঘরে ।

কেমনে এমন হবে প্রত্যয় কে করে ॥

বিধি বিষ্ণু বিরিকি বাসব(১) আদি দেবে ।

দেখিতে না পার বাঁরে ধ্যান করি সেবে ॥

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাঁর নামে হয় ।

তাঁরে আমি দেখিব কেমনে মনে লয় ॥

শুনরাহি কাশীতে তাঁহার অধিষ্ঠান ।

সেই মূর্তি দেখি যদি তবে সে প্রমাণ ॥

(১) ইন্দ্র । বসু শব্দে ঐশ্বর্য্য এবং বাসব শব্দ সার্থক হইল ।

এর অর্থ ঐশ্বর্য্য গালী অথবা ধনাঢ্য নিম্পন্ন হইল ।

নহে হেন অসম্ভবে কে করে প্রত্যয় ।
 ভেল্কীতে কত ভাত ঘুটে সোণা হয় ॥
 হাসিয়া কহেন দেবী দেখরে চাহিয়া ।
 বসিলেন অন্নপূর্ণা মুরতি পরিয়া ॥
 মণিময় রক্তপদ্মে পদ্যাসনা হয়ে ।
 দুই হাতে পানপাত্র রত্নহাতা লয়ে ॥
 কোটি শশী জিনি মুখ অর্দ্ধ শশী ভালে ।
 শিরে রত্ন মুকুট কবরী কেশজালে ॥
 পঞ্চমুখ সম্মুখে নাচেন অন্ন খেয়ে ।
 ভূমে পড়ে হরিহোড় একবার চেয়ে ॥
 মুচ্ছিত দেখিয়া হরিহোড়ে হরপ্রিয়া ।
 প্রবোধিয়া দিলা বর রূপ মহরিয়া ॥
 হরিহোড় বলে মাগো ধনে কাজ কিবা ।
 এই বর দেহ পাদপদ্মে চাই দিবা ॥
 হাসিয়া কহিলা দেবী নে ত হবে শেষে ॥
 কিছু দিন অর্থভোগ করহ বিশেষে ॥
 হরিহোড় কহে মাগো কর অবধান ।
 চঞ্চলা তোমার কৃপা চঞ্চলা (১) সমান ।
 অন্নগ্রহ করিতে বিস্তর ক্ষণ নহে ।
 নিগ্রহ করিতে পুনঃ বিলম্ব না মছে ॥
 তবে লব ধন আগে দেহ এই বর ।
 বিদায় না দিলে না ছাড়িবে মোর ঘর ॥

কিঞ্চিৎ ভাবিয়া দেবী তথাস্ত্র বলিলা ।
 ভোজন করিতে পুনর্বার আজ্ঞা দিলা ॥
 দেবীর আজ্ঞার হরিহোড় ভাগ্যধর ।
 মায়েরে কহিলা অন্ন দেহ শীত্ৰতর ॥
 পদ্মিনী পদ্মিনী হৈল দেবীর দয়ায় ।
 দিবা বস্ত্র অলঙ্কার অশোভিত কায় ॥
 মুখপদ্ম গন্ধে নত মধুকর উড়ে ।
 মহানন্দে অন্ন বাড়ি দিলা হোরিহোড়ে ॥
 চক্ষা চুষা লেহ পেয় আদি নানা রস ।
 ভোজন করিল হরিহোড় মহাযশ ॥
 বস্ত্র অলঙ্কারে বিষ্ণুহোড় দিবা কায় ।
 কুটীর হৈল কোঠা দেবীর কৃপায় ॥
 এই রূপে হরিহোড়ে দিয়া ধন বর ।
 অন্তরীক্ষে অন্নপূর্ণা গেলেন সত্বর ॥
 আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী জেশ্বর ॥
 রটিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

বসুন্ধরার জন্ম ।

এই রূপে হরিহোড় পেয়ে ধন বর ।
 ধন ধাত্রে পরিপূর্ণ কুবের মোসর ॥
 কুলীন মৌলিক যত কার্যস্থ আছিল ।
 নানা মতে ধন দিয়া সকলে তুষিল ॥
 যটক পাইয়া ধন গাইল ঠাকুর ।
 বাহাত্তরে গালি ছিল তাহা গেল দূর ॥

ঘোষ বসু মিত্র মুখ্য কুলীনের কন্যা ।
 বিবাহ করিল তিন রূপে ঐশে ধন্য ॥
 পিতা মাতা স্নাত ভ্রাতা কন্যা বধূগণ ।
 জামাই বেহাই লয়ে ভূঞ্জে নানা ধন ॥
 অন্নপূর্ণা ভবানীয়ে প্রতাহ পূজিয়া ।
 রাখিলেক কিছু দিন অচলা করিয়া ॥
 ভাবেন অন্নদা দেবী কি করি এখন ।
 অর্গে লব বসুন্ধরে করিয়া বৈশন ॥
 শাপ দিতে হইবেক কুবের নন্দনে ।
 জনম লইবে সেই মরত ভুবনে ॥
 ভবানন্দ মজুন্দার হইবেক নাম ।
 তার ঘরে হইবেক করিতে বিশ্রাম ॥
 ইহারে ছাড়িতে নারি না দিলে বিদায় ।
 কহিল বিজয়া জয়া কি করি উপায় ॥
 হেনকালে বসুন্ধরা অব্যাহত রূপে ।
 কান্দিয়া কহিছে মজি পতিশোকরূপে ॥
 আমার স্বামিরে লয়ে মানুষ করিয়া ।
 আনন্দে রাখিল তারে তিন নারী দিয়া ॥
 স্বামীহীন আমি ফিরি কান্দিয়া কান্দিয়া ।
 এত দুঃখ দেহ মোরে কিসের লাগিয়া ॥
 আপনি ত জ্ঞান স্ত্রীলোকের ব্যবহার ।
 সতিনী লইলে পতি বড়ই প্রহার ॥
 বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সহ্য গায় ।
 সতিনী লইলে স্বামী সহ্য নাহি যায় ॥

শিব যদি যান কভু কুচনীর বাড়ী ।
 ভাবহ আপনি কত কর তাড়াতাড়ি ॥
 পর হুঃখ সেই বুঝে আপনা যে বুঝে ।
 অন্তরযামিনী তুমি তবু নাহি বুঝে ॥
 ঠাকুরাণী দাসীরে না দিবে যদি দৃষ্টি ।
 তবে কেন স্ত্রী পুরুষে কৈলা রতি দৃষ্টি ॥
 ব্রহ্মরূপ তুমি তেঁই নাহি পাপ পুণ্য ।
 হোক মেনে জানা গেল বিবেচনাশূন্য ॥
 এই রূপে বসুন্ধরা গর্জিত ভৎসনে ।
 কান্দিয়া কহিছে দেবী হাসিছেন মনে ॥
 জয়া বলে এই ভাল হইল উপায় ।
 ইহারে মান্য়ষী করি বিভা দেহ তারু' ॥
 ইহার কন্দলে তার অলঙ্কণ হবে ।
 তাহারে ছাড়িতে তুমি পথ পাবে তবে ॥
 যুক্তি বটে বলি দেবী করিলেন ভরা ।
 বসুন্ধরা লইয়া চলিল বসুন্ধরা ॥
 আমন হাঁড়ার দত্ত ছিল ভাঁড়ু দত্ত ।
 তার বংশে ঝড়ু দত্ত ঠক মহামত্ত ॥
 ধূমী নামে তার নারী বড় কন্দলিয়া ।
 তার গর্ভে বসুন্ধরা জনমিল গিয়া ॥
 শিশুকাল হৈতে তার কন্দলে আবেশ ।
 এক বোলে দশ বলে নাহি আঁটে দেশ ॥
 মনোমত তার মাতা তাহারে পাইয়া ॥
 সোহাগী দিলেন নাম সোহাগ করিয়া ॥

ভবিতব্যং ভবতোষ খণ্ডিতে কে পারে ।
 রক্তকালে হরিহোড় বিয়া কৈল তারে ॥
 শুভক্ষণে মোহাগী প্রবেশ কৈল আসি ।
 ললকী নামে তার সঙ্গে আইল দাসী ॥
 রক্তকালে হরিহোড় যুবতী পাইয়া ।
 আজাবহ মোহাগির মোহাগ করিয়া ॥
 অন্নপূর্ণা ছাড়িতে সর্বদা চান ছল ।
 চারি সতনীৰ সদা বড়ই কন্দল ॥
 কাড়ু করে টকামী মোহাগী দ্বন্দ্ব বরে ।
 নানা মতে ধন যায় রাজা ছল ধরে ॥
 কন্দলে কন্দলে ক্রোধ কৈল অমদার ।
 ছাড়িতে বাসনা হৈল কেবা রাখে আর ॥
 সেখানে দেবীর দয়া পাইতি যেখানে ।
 যেখানে কন্দল দেবী না নে সেখানে ॥
 দিনে দিনে হরিহোড় পাইছে যন্ত্রণা ॥
 কৈলাসে বসিয়া দেবী করেন মন্ত্রণা ॥
 ইতঃপর শুন সবে ভারত রচিল ।
 ভবানন্দ মজুমদার যে মতে জাহ্নিল ॥
 কর গো করুণাময়ি করুণা কাতরে ।
 কৃপাকম্পতক বিনা কেবা কৃপা করে ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র আজার ভারতচন্দ্র গার ।
 হরি হরি বল সবে পলাইল যায় ॥
 ইতি সোমবারের রাজি প লা ।

নলকুবরে শাপ ।

কুবেরের সূত, রূপ গুণস্বত,
 বিখ্যাত নলকুবর ।
 তাহার কামিনী, চন্দ্রিনী পদ্মিনী,
 দৌছে প্রেম অতিভর ॥
 চৈত্র মধুমাস, বসন্ত প্রকাশ,
 তরলতা অশোভিত ।
 কোকিল ছন্দারে, ভ্রমর স্বচ্ছন্দে,
 সৌরভে বিশ্ব মোহিত ॥
 কুঞ্জবনে গিয়া, রমণী লইয়া,
 বিহরে নলকুবর ।
 রমণী সঙ্গেতে, বিহরে রঙ্গেতে,
 তার যত সহচর ॥
 শূক্র অকুমীতে, ভুবন ভ্রমিতে,
 পূজা লইবার মনে ।
 অন্নদা জননী, চলিলা আপনি,
 লয়ে সহচরীগণে ॥
 যাইতে যাইতে, পাইলা দেখিতে,
 নলকুবরের খেলা ।
 দেখি বন শোভা, মন হৈল লোভা,
 কৌতুক দেখিতে গেল ॥
 মৃত্যু বাদ্য গীত, গঞ্জে আমোদিত,
 নানা ভোজ্য আয়োজন ।

নির্মল চন্দ্রিকা, প্রফুল্ল মল্লিকা,
শীতল মন্দ পবন ॥

কহেন অভয়া, দেখ লো বিজয়া,
কে বুঝি পূজে আমারে ।

এ কৈল যেমন, না দেখি এমন,
এই সে ধন্থ সংসারে ॥

হাসি জয়া কহে, ও মা এ সে নহে,
এত কুবেরের বেটা ।

পূজা কি কে জানে, কারে বা ও মানে,
উহারে আঁটয়ে কেটা ॥

ধনমত্ত অতি, লইয়া যুবতী,
ও করে কামবিহার ।

পূজিছে তোমারে, বল কি বিচারে,
কি কব আমি উহার ॥

ধনমত্ত যেই, সে কি সেবা দেই,
আপনি না জান কিবা ।

নিকট হইয়া, জিজ্ঞাসহ গিয়া,
এখনি মর্ঘ্য পাইবা ॥

পুরুষ আকারে, যাহ ছলিবারে,
না যাইও নারী বেশে ।

মত্ত মধুপানে, বিদ্ধ কামবাণে,
লজ্জা দেয় পাছে শেষে ॥

শুভ নিশ্চেষ্টেরে, বধ করিবারে,
মোহিনী হইয়াছিলে ।

গৃহিণী করিতে, আইল লইতে,
 মো' সবারে লাজ দিলে ॥
 জয়ার বচনে, হাসি মনে মনে,
 আপনি দেবী চলিল।
 ব্রাহ্মণের বেশে, কোঁতুক অশেষে,
 নিকটেতে উত্তরিল। ॥
 রুহেন ব্রাহ্মণ, শুন হে স্রজন,
 কেমন বুদ্ধি তোমার ।
 পণ্ডিত হইয়া, পৰ্ব্ব না মানিয়া,
 করিছ রতিবিহার ॥
 এই যে অক্ষমী, পুণ্যদা এ ভূমি,
 অন্নদার ওত তিথি ।
 ইহাতে অন্নদা, অবশ্য বরদা,
 তাঁহারে কর অতিথি ॥
 এই দিব্য স্থল, এ দ্রব্য সকল,
 অন্নদা পূজার যোগ্য ।
 না পূজি তাঁহারে, যুবতী বিহারে,
 কেন কর প্রেতভোগ্য ॥
 এমন শুনিয়া, হাসিয়া ঢুলিয়া,
 ঘূর্ণিত রক্তলোচনে ।
 মাথা হেলাইয়া, অঙ্গ দোলাইয়া,
 জড়িমযুক্ত বচনে ॥
 অতি মত্ত মদে, না গণে আপদে,
 কহে কুবেরের ষেটা ।

এ নব বয়সে, ছাড়িয়া এ রসে,
 কার পূজা করে কেটা ॥
 এ সুখ যামিনী, এ নব কামিনী,
 এ আমি নব যুবক ।
 এ রস ছাড়িয়া, পূজায় বসিয়া,
 ধ্যানে রব যেন বক ॥
 জানি অন্নদারে, সে জানে আমিারে,
 কি হবে পূজিলে তারে ।
 অন্নদা যেমন, কতেক তেমন,
 আছে যে মোর ভাণ্ডারে ॥
 শরীর ভিক্ষারী, সেত তার নারী,
 আমি মর্ষ জানি তার ।
 বাপার ভাণ্ডারে, অন্ন চাহিবারে,
 দিনে আসে তিন বার ॥
 কি বলে বামণ, অরে চরণ,
 বধরে ইহার প্রাণ ।
 এমন শূনিয়া, সক্রোধ হইয়া,
 দেবী হৈলা অন্তর্দান ॥
 হস্তার ছাড়িয়া, জয়ারে ডাকিয়া,
 বিজয়ারে দিল পান ।
 তাকিনী যোগিনী, নাথিনী পেতিনী,
 যুদ্ধে হৈল আশ্রয়ান ॥
 ভাজি কুঞ্জবনে, বধি ষড়গণে,
 নলকুবেরেরে ধরে ।

রমণী সঙ্গেতে, বাকিয়া রয়েতে.
 দিলা অন্নদা গোচরে ॥
 অন্নদা ভাবিয়া, ত্রাতের লাগিয়া,
 শাপ দিলা তিন জনে ।
 মর্ত্যলোকে যাও, নর দেহ পাও,
 রায় গুণাকর ভণে ॥

নলকুবরের প্রাণভাগ ।

কান্দে নলকুবর দুঃখিত ।
 চন্দ্রীণী পদিনী সংমিলিত ।
 না জানিয়া করিয়াছি দেহ ।
 দয়াময় দূর কর রোষ ॥
 কেন দিলা নিদাক্ষণ শাপ ।
 ভূমি গেলে বাড়িবেক পাপ ॥
 শাস্তি দিবা যদি মনে আছে ।
 মাপে দেহ শমনের কাছে ॥
 কুজীপাক ধৌরবে রহিব ।
 তথাপি ভূতলে না যাইব ॥
 ভূমে কলি বড় বলবান ।
 নাহি রাখে ধর্মের বিধান ॥
 পাতকীলোকের মাঝে গিয়া ।
 পাড়ি রব পাপ বাড়াইয়া ॥
 ক্রমেনে দেবীর টৈল ময়া ।
 মর্ম্ম বুঝি কহিছে বিজয়া ॥

ভয় নাহি ও নলকুবর ।
 চল তুমি অবনী ভিতর ॥
 অন্নদার হবে ত্রতদাস ।
 ত্রতকথা করিবে প্রকাশ ॥
 পুনরপি এখানে আসিবে ।
 কলি তোমা স্পর্শিতে নাহিবে ॥
 অন্নপূর্ণা পরিপূর্ণা রঞ্জে ।
 আপনি যাবেন তোমা সঙ্গে ॥
 কান্দি কহে কুবেরের বেটা ।
 এ বাক্যে প্রত্যয় করে কেটা ॥
 অধম নরের ঘরে যাব ।
 কোন গুণে অন্নদারে পাব ॥
 বাস্তব হব উদর ভরণে ।
 কি জানিব ভজন পূজনে ॥
 সম্ভান কেমন মেনে হবে ।
 তাহে কি দেবীর দয়া রবে ॥
 অন্নপূর্ণা কহেন আপনি ।
 ভয় নাহি চল রে অবনী ॥
 জনমিবে ত্রাস্ত্রণের ঘরে ।
 মোরে ভক্তি রাখিবে অন্তরে ॥
 আপনি তেঁমির স্বরে যাব ।
 বড় বড় সঙ্কটে বাঁচাব ॥
 তোমার সম্ভানে রাজা হবে ।
 তাহাতে আমার দয়া রবে ॥

এত শুনি কুবের নন্দন ।
জায়া সহ ত্যজিল জীবন ॥
অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়ে ।
অবনী চলিলা ছুটী হয়ে ॥
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজায় ।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় ॥

ভবানন্দের জন্মবৃত্তান্ত ।

অভয়া দয়া কর আমারে গো ।
বিপাকে ডাকি তোমারে গো ॥
দানব-দমনী, শমন-শমনী,
ভবানী ভব সংসারে গো ।
সকট-তারিণী, লজ্জা-নিবারিণী,
তোমা বিনা কষ কয়ে গো ॥
জঠর যন্ত্রণা, যমের যন্ত্রণা,
কত সব বায়ে বায়ে গো ।
দয়া দৃষ্টে চাহ, ভরায় তরাহ,
ভারতেরে ভব ভারে গো ॥৫৥
এইরূপে অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়ে ।
উত্তরিলা ধরাতলে মহাহুঁকা হয়ে ॥
ধন্য ধন্য পরগণা বাণুরান নাম ।
গাঙ্গিনীর পূর্বকূলে আশ্রলিয়া গ্রাম ।
তাহার পশ্চিম পাড়ে বড়গাছি গ্রাম ।
যাহে অন্নদার দাস হরিহোড় নাম ॥

রহিতে বাসনা নাহি ছড়িহোড় ধামে।
 এই হেতু উত্তরিল। আশ্রয়িল। গ্রামে ॥
 তাহে রাম সমাদার নাম এক জন।
 শোণিয় কেশরি গাঁই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ॥
 দীতা ঠাকুরাণী নামে তাঁহার গৃহিণী।
 ঋতুমান সে দিন করিয়াছিল। তিনি ॥
 রত্নরসে সেই সতী পতির তুলিলা।
 নলকুবররে দেবী সেই গর্ভে দিলা ॥
 শুভক্ষণে নলকুবরের গর্ভে বাস।
 এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশমান ॥
 ভূমিষ্ঠ হইল নলকুবর স্বস্থান্দে।
 ভবানন্দ নাম হৈল ভবের আনন্দে ॥
 লগন পালন পাঠ ক্রমে সাজ পায়।
 বিস্তার বর্ণিতে তার পুঁথি বেড়ে যায় ॥
 চন্দ্রগৌ পদ্মিনী দৌছে কত দিন পরে।
 জনম লগল দুই ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
 চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নাম দুজন্যার।
 বিবাহ করিল। ভবানন্দ মজুমদার ॥
 চন্দ্রমুখী প্রদাবিলা তিন পুত্র ক্রমে।
 গোপাল গোবিন্দ আর ত্রীকৃষ্ণ প্রথমে।
 শ্যামমুখী যুবতী যছিল আই মত।
 সুরাভাবে মজুমদার তাহে অনুগত ॥
 নানা রসে মজুমদার দৌছে অভিলাষী।
 সাদী মাদী নামে দৌছে দিলা দুই দাসী ॥

ইতঃপর অন্নপূর্ণা হরিহোড়ে ছাড়ি ।
 আসিবেন ভবানন্দ মজুম্ভার বাড়ী ॥
 গৃহস্থেদে হরিহোড় মতত উশনা ।
 দিনে দিনে নানামত বাড়িছে যন্ত্রণা ॥
 এক দিন পূজায় বসিয়া ধ্যান করে ।
 তর কত্থা হয়ে দেবী গেলা তার ঘরে ॥
 মনে আছে তার পূর্ব দিবস হইতে ।
 জামাই এসেছে তার কত্থারে লইতে ॥
 অন্নপূর্ণা বিদায় চাহিলা সেই ছলে ।
 ক্রোধভরে হরিহোড় নাহি যাহ বলে ॥
 এই ছল অন্নপূর্ণা ঝাঁপি লয়ে করে ।
 চলিলেন ভবানন্দ মজুম্ভার ঘরে ॥
 স্থির নাহি হয় হরি যত ধ্যান ধরে ।
 বাহিরে আসিয়া দেখে কত্থা আছে ঘরে ॥
 জিজ্ঞাসা করিয়া তার বিশেষ জানিল ।
 তরদা ছাড়িলা বলি শরীর ছাড়িল ॥
 চারিদিকে বন্ধুগণ করে হায় হায় ।
 দেখিতে দেখিতে ধন ধান্য উড়ে যায় ॥
 সোহাগী মরিল পুড়ি হরিহোড় হয়ে ।
 অগ্নি গেল বন্ধুর বন্ধুরা লয়ে ॥
 অন্নপূর্ণা গাজিনীর(১) তীরে উপনীত ।
 রচিল ভারত চন্দ্র অন্নাদার গীত ॥

(১) গুপ্তা নদীর পার্শ্বস্থ শাখা নদী ।



RESERVED BY NOTED GINGER BY M. F. A.

অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা ।

কে জানিবে তারা নাম মহিমা গো ।
 ভীম ভঞ্জে নাম ভীমা গো ॥
 আগমে নিগমে, পুরাণ নিয়মে,
 শিব দিতে নারে সীমা গো ।
 ধর্ম অর্থ কাম, মোক্ষধাম নাম,
 শিবের সেই সে অণিমা(১) গো ॥
 নিলে তারা নাম, তার পরিণাম,
 নাশে কলির কালিমা গো ।
 ভারত কাতর, কহে নিরস্তর,
 কি কর কৃপা বক্রিমা গো ॥ ৬ ॥

অন্নপূর্ণা উত্তরিল গাঙ্গিনীর তীরে ।
 পার কর বলিয়া ডাকিল পাটুণীরে ॥
 সেই যাটে খেলা দেয় ঈশ্বরী পাটুণী ।
 ত্রয় আনিলা নৌকা বামাস্বর শুনি ॥
 ঈশ্বরীয়ে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুণী ।
 একা দেখি কুলবধু কে বট আপনি ॥
 পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার ।
 ভয় করি কি জানি কে দিবে কের কার ॥
 ঈশ্বরীয়ে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী ।
 বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥

(১) মহাদেবের ঈশ্বর্য বিশেষ ।

বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।

জ্ঞানহ স্বামির নাম নাহি ধরে নারী ॥

গোত্রের প্রধান পিতা(১) মুখবংশ(২) জাত।

পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশ খাত(৩) ॥

পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম(৪)।

অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম(৫) ॥

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ(৬)।

কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে অগুণ(৭) ॥

(১) আমার পিতার অতি সহ গোত্রের জন্ম। পক্ষান্তরে গোত্র শব্দে পক্ষের, আমার পিতা সকল পক্ষের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ হিন্দুলয় পক্ষত।

(২) মুখোপাধ্যায় বংশ, পক্ষান্তরে মুখ শব্দে শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠবংশ।

(৩) স্বামী কুলীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশ। পক্ষান্তরে বন্দ্য (পূজনীয়) (খ্যাত), (বিখ্যাত), অর্থাৎ বিখ্যাত, পূজনীয়।

(৪) আমার পিতামহ আমাকে 'অঙ্কাদ শূক্লক অন্নপূর্ণা' নাম দিয়াছেন। পক্ষান্তরে পিতামহ একা, তিনিই নাম দিয়াছেন।

(৫) আমার পতি অনেক বিবাহ করিয়া অনেকের পতি হইয়াছেন এ নিমিত্তে তিনি আমার প্রতি 'বাম' (অনুরক্ত নহেন) পক্ষান্তরে। আমার পতি জগৎপতি "বাম" মহেশ্বর।

(৬) তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং সিদ্ধিযো্য। পক্ষান্তরে তাঁহার অপেক্ষা বড় কেহই নাই, তিনি সিদ্ধি ভক্ষণে বা সিদ্ধিযোগে 'ব্রহ্মদর্শী'।

(৭) তাঁর কোন গুণ নাই তাঁর কপালে অগুণ দিই। পক্ষান্তরে 'নিগুণ' গুণাতীত এবং কপালিন, মহাদেব।

দুকথার পঞ্চমুখ কঠোর বিধ(১) ।
 কেবল আমার সঙ্গে স্বন্দ্র অর্চনা(২) ॥
 গঙ্গা নামে গতা তার তরঙ্গ এমনি ।
 জীবন স্বরূপা সে স্বামির শিরোমণি(৩) ॥
 ভূত নাটাইয়া পতি(৪) ফিরে ঘরে ঘরে ।
 না মরে পাষণ বাপ(৫) দিলা হেন বরে ॥
 তাই ভ্রমানে সমুদ্রেতে কাঁপ দিলা ভাই(৬) ।
 যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই ।
 পাটনৌ বলিছে আমি বুঝি নু সল ।
 যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল ॥

(১) তিনি আমাকে বটু বানানার সময় যেন পাটমুখে বলিতে বলেন তার বাক্য যেন বিষের মত । পঞ্চাশত্রে কুবের, বেদ পণ্ডে তিনি পঞ্চানন ব্রহ্ম এবং তিনি বিষপান করিয়া নীলকণ্ঠ হয়েছেন ।

(২) আমার সঙ্গে তাঁর সর্বস্ব নাই সাগড়া । পঞ্চাশত্রে স্বন্দ্র বৈষ্ণব পুরুষ ভাব ।

(৩) আমার গঙ্গানামে এক সপত্নী আছে তার এমনি তরঙ্গ জীবন যে, সে আমার স্বামীর জীবন স্বরূপ এবং মস্তকের মণি রূপ আছে, পঞ্চাশত্রে গঙ্গা তরঙ্গময়ী এবং জীবন জলস্বরূপা ।

(৪) আমার স্বামী ভূত নাটাইয়া বেড়ান । পঞ্চাশত্রে আমার স্বামী ভূতপতি ।

(৫) আমার পিতা নরুণ নাই আমাকে এমন পাত্রে দিয়া দেন । পঞ্চাশত্রে আমার পিতা না মরে অমর পাষণ পক্ষিত ॥

(৬) আমার বাপ এইরূপ পাত্রস্থা করিতে আমার ভাই সমুদ্রেতে কাঁপ দিয়া মরিল । পঞ্চাশত্রে আমার ভাই মৈনাক ক্রের ভয়ে সমুদ্রে কাঁপ দিয়াছে ।

যার নামে পার করে ভব পারাবার ।
 ভাল ভাগ্য পাটুনী তাহারে করে পার
 বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ ।
 কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ ॥
 শীত্র অ সি নায়ে চড় দিবা কিবা বল ।
 দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল ॥
 পাটুনী বলিছে মাগো বৈস ভাল হয়ে ।
 পায়ে ধরি কি জানি কুস্তীরে যাবে লয়ে
 ভবানী বলেন তোর নায়ে ভরা জল ।
 আলতা ধুইবে পদ কোথা থুই বল ॥
 পাটুনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন ।
 সৈঁউতী উপরে রাখ ও রাজাচরণ ॥
 পাটুনের বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে ।
 রাখিলা দুখানি পদ সৈঁউতী উপরে ॥
 বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায় ।
 হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায় ॥
 সে পদ রাখিলা দেবী সৈঁউতী উপরে ।
 তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চারে ॥
 সৈঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে ।
 সৈঁউতী হইল সোণা দেখিতে দেখিতে ॥
 সোণার সৈঁউতী দেখি পাটুনের ভয় ।
 এত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ॥
 তটে উত্তরিল তরি তারা উত্তরিল ।
 পূর্বমুখে মুখে গজগমনে চলিল ॥

সঁউতী লইয়া কক্ষে চলিল পাটনী ।
 পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিয়া আপনি ।
 মন্ডরে পাটনী কহে চক্ষে বহে জল ।
 দিয়াছ যে পার্শ্বে বুঝি সে ছল ॥
 হের দেখ সঁউতীতে থুয়ে ছিল পদ ।
 কাঠর সঁউতী মোর হইল অক্ষপদ ॥
 ইহাতে বুঝি তুমি দেবতা নিশ্চয় ।
 দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয় ॥
 তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর ।
 তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার ॥
 যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয় ।
 সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয় ॥
 হাড়াইতে নারি দেবী কহিল হাসিয়া ।
 কহিয়াছি সত্য কথা বুঝি ভাবিয়া ॥
 আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কানীতে ।
 চৈত্রমাসে মোর পূজা শুরু অষ্টমীতে ॥
 কত দিন ছিন্তি হরিছোড়ের নিবাসে ।
 হাড়িলাম তার বাড়ী কোন্‌দলের জামে ।
 ভবানন্দ মজুমদার নিবাসে রহিব ।
 বর মাগ মনোনিত যাহা চাহ দিব ॥
 প্রণমিয়া পাটনী কহিছে মোড়হাতে ।
 আমার সন্তান যেন থাকে দুখে ভাতে ॥
 তথাস্থ বলিয়া দেবী দিল বরদান ।
 দুখে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ॥

বর পেয়ে পাটুনী কিরিয়। ঘাটে যায় ।
 পুনর্বার ফিরি চাহে দেখিতে না পায় ॥
 সাত পাঁচ মনে করি প্রেমেতে পুরিল ।
 ভবানন্দ মজুমদারে আসিয়া কহিল ॥
 তার বাক্যে মজুমদারে প্রত্যয় না হয় ।
 সোণার সঁউতী দেখি করিলা প্রত্যয় ॥
 আপন মন্দিরে গেল। প্রেমভয়ে কাঁপি ।
 দেখেন মেঝায় এক ননোহর কাঁপি ॥
 গন্ধে আমোদিত যর নৃত্য বাদ্য গান ।
 কে বাজায় নাচে গায় দেখিতে না পান ॥
 পুলকে পুরিল অঙ্গ ভাবিতে লাগিলা ।
 হইল আকাশ-বাণী অন্নদা আইলা ॥
 এই কাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে
 তোর বংশে মোর দয়া প্রধানে থাকিবে ॥
 আকাশবাণীতে দয়া জানি অন্নদার ।
 দণ্ডবৎ হৈল ভবানন্দ মজুমদার ॥
 অন্নপূর্ণা পূজা কৈলা কত কব তার ।
 নানামতে স্তুতি বাড়ে কহিতে অপার ॥
 ককণ। কটাক্ষে চায় উত্তর উত্তর ।
 সজ্জকপে রচিত হৈল কহিতে বিস্তর ।
 ইতঃপর কহে শুন রায় গুণাকর ।
 প্রতাপ আদিত্য মানসিংহের সময় ॥

অন্নদানঙ্গল ।

রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন ।

বংশার-নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ ।
নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আঁটে তার,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ॥
বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বাগান্ন হাজার যার ঢালী ।
ঘোড়শ হলকা হাতি, অযুত তুরঙ্গ সতি,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী ॥
তার খুড়া মহাকায়, আছিল বসন্ত রায়,
রাজা তারে সবংশে কাটিল ।
তার বেটা কচুরায়, রাণী বাঁচাইল তার,
জাহাজীরে সেই জানাইল ॥
ক্রোধ হৈল পাতশায়, বান্ধিয়া আনিতে তার,
রাজা মানসিংহে পাঠাইল ।
বাইশী লক্ষর সঙ্গে, কচুরায় চলে রঙ্গে,
মানসিংহ বাঙ্গালা আইল ॥

কেবল বমের দূত, সঙ্গে যত রক্তপুত,
 নানা জাতি যোগল পাঠান ।
 নদী বন এড়াইয়া, নানা দেশ বেড়াইয়া,
 উপনীত হৈল বর্দ্ধমান ॥
 দেবী দয়া অনুসারে, ভবানন্দ মজুমদারে,
 হয়েছে কানুনগোই তার ।
 দেখা হেতু জ্ঞাত হয়ে, নানা দ্রব্য ডালী লগে,
 বর্দ্ধমানে গেল মজুমদার ॥
 মানসিংহ বাজালার, যত কিছু সমাচার,
 জ্ঞাত হন মজুমদার স্থানে ।
 দিন কত থাকি তথা, বিদ্যাসুন্দরের কথা,
 প্রসঙ্গত শুনিল সেখানে ॥
 গঙ্গা পৃষ্ঠে আরোহিয়া, সুড়ঙ্গ দেখিল গিয়া,
 মজুমদারে জিজ্ঞাসা করিল ।
 বিবরিয়া মজুমদার, বিশেষ কহেন তার,
 যেই রূপে সুড়ঙ্গ হইল ॥

বিদ্যাসুন্দরের কথারম্ভ ।

শুন রাজা সাবধানে, (১) পূর্বে ছিল এই স্থানে,
 বীরসিংহ নামে নরপতি ।
 বিদ্যা নামে তাঁর কন্যা, আছিল পরম ধন্য,
 রূপে তক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ॥

প্রতিজ্ঞা করিল সেই, বিচারে জিনিবে দেই,

পতি হবে সেই সে তাহার ।

রাজপুত্রগণ তায়, আসিয়া হারিরা যায়,

রাজ্য ভাবে কি হবে ইহার ॥

শেষে শুনি সবিশেষ, কাঞ্চী নামে আছে দেশ,

তাঁহে রাজা গুণসিন্ধু রায় ।

সুন্দর তাঁহার স্মৃত, বড় রূপ গুণযুত,

বিদ্যায় সে জিনিবে বিদ্যায় ॥

বীরসিংহ তার পাট, পাঠাইয়া দিল ভাট,

লিখিয়া এ সব সমাচার ।

সেই দেশে ভাট গিয়া, নিবেদিল পত্র দিয়া,

আসিতে বাসনা হৈল তার ॥

সুন্দর মগন হয়ে, ভাটেরে বিরলে লয়ে,

জিজ্ঞাসে বিদ্যার রূপ গুণ ।

ভাট বলে মহাশয়, বাণী যদি শেষ হয়,(১)

তবু নহে কহিতে নিপুণ ॥

বিধি চক্ষু দিল যারে, সে যদি না দেখে তারে,

তাহার লোচনে কিবা ফল ।

সে বিদ্যার পতি হও, বিদ্যাপতি নাম লও,

শুনিয়া সুন্দর কুতূহল ॥

চারি সমাজের পতি, কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি,

দ্বিজরাজ কেশরী রাটীয় ।

(১) বাণী অর্থাৎ সরস্বতী তিনি যদ্যপি শেষ অর্থাৎ অন্তরূপ
বর্ণ করিয়া সহস্রবদনে বিদ্যার রূপ বর্ণন করিতে পারেন না ।

তাঁর সভাসদ বর, কহে রায় গুণাকর,
অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয় ॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা ।

রাগিনী মল্লার । তাল আড়াতেতাল ।
প্রাণ কেমন রে করে, না দেখি তাহারে ।
যে করে আশার প্রাণ কহিব কাহারে ॥

ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার ।
উথলিল সুন্দরের সুখপারাবার (১) ॥
বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যানাম জপ ।
বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ তপ (২) ॥
ছার বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব ।
কি বিদ্যা-প্রভাবে বিদ্যা-বিদ্যামানে যাব ॥
কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট ।
খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট (৩) ॥
প্রাণধন বিদ্যালাভ ব্যাপারের তার ।
খেয়াব তম্বর তরী প্রবাস সাগরে (৪) ॥

(১) বিদ্যার সংবাদ শ্রবণে সুন্দরের সুখরূপসমুদ্র তাহাতে
উথলিয়া উঠিল, অসীম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন ।

(২) বিদ্যালাপ কেবল বিদ্যার প্রসঙ্গ এবং বিদ্যালাভ
হেতু নিয়ত তপ সার করিলেন । (৩) বিদ্যা সমাগমস্থ
বলবতী হইয়া উঠিল কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না ।

(৪) প্রাণধন স্বরূপ যে বিদ্যা তাহারি লাভরূপ বাণিজ্য
নিমিত্ত তনুরূপ তরী বিদেশরূপ সাগরে চালনা করিব ।

যদি কালী কুল দেন কূলে আগমন(১) ।
 মন্তুর সাধন কিবা শরীর পতন ॥
 একা যাব বর্জমান করিয়া যতন ।
 যতন নছিলে কোথা মিলয়ে রতন ॥
 যে প্রভাবে রামের সাগরে হৈল সেতু ।
 মহাবিদ্যা আরাধিলা বিদ্যালাত হেতু ॥
 হইল আকাশবাণী বুঝে অনুভবে ।
 চল বাছা বর্জমানে বিদ্যালাত হবে ॥
 আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ ।-
 সোয়ারির অশ্ব আনে গমনে বাতাস ॥
 আপনি সাজায় ঘোড়া মনোহর সাজ ।
 আপনার স্মৃজ করে যুবদাঙ্গ ॥
 বিলাতী খেলাত পরে জরকশী চিরা ২) ।
 মাণিক কলগী তোরা চকমকে হীরা ॥
 গলে দোলে ধুকধুকী করে ধকধক ।
 মণিময় আভরণ করে চকমক ॥
 ঝড়া চর্ম নেজা তীর কামান খঞ্জর(৩) ।
 পড়া শুক লৈলা হাতে সঁহিত পিঞ্জর ॥

(১) যদ্যপি কালীর কৃপায় উক্ত সমুদ্রের কূলে উত্তীর্ণ হইতে পারি তবে পুনরায় কূলে অর্থাৎ গৃহে প্রত্যাগমন করিব নচেৎ দেহাহান করিব ।

(২) জরীর পাগড়ী ।

(৩) তরবার, ঢাল, ধনুক, শর, কামান, গোলা ।

বরু ভরা খস্কী পুঁথি ঘোড়ার হানায় (১) ।
 জনক জননী ভয়ে ভাটে না জানায় ॥
 অতশীকুসুম শ্যামা (২) অরি মকৌড়ক ।
 দড়বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক ॥
 অশ্বের শিক্ষায় নল (৩) বিপক্ষে অনল (৪) ।
 চলিল কুমার যেন কুমার অটল (৫) ॥
 তীর তারা উল্কা বায়ু (৬) শীত্ৰগামী যেন ।
 বেগ শিথিলারে বেগে সঙ্গে যাবে কেবা ॥

(১) কণ্ঠ, গলা ।

(২) এ স্থানে কবির কি এক অপেক্ষা কৌশল প্রকাশ করা যাইছে, যেহেতু সুন্দর বিশেষ কালীভক্ত এজন্য কালীর স্মরণ করা তাহার পক্ষে অত্যাৱশ্যক এবং যাত্রাকালে দুর্গার স্মরণ করাও প্রসিদ্ধ আছে, এ বিধায় দুই পক্ষই রক্ষার নিমিত্ত গুণাকর “অতশী কুসুম শ্যামা” বলিয়াছেন । যদিও শ্যামা ভগবতীর একটি নাম বটে কিন্তু কেবল শ্যামা কালীমূর্ত্তিই বোঝায় এজন্য অতশী কুসুম বিশেষণ শব্দ প্রয়োগ করিয়া দুর্গামূর্ত্তি প্রতিপন্ন করিয়াছেন ।

(৩) চন্দ্রবংশীয় রাজাবিশেষ, তিনি অশ্বচালনা বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন । (৪) বিপক্ষের পক্ষে অগ্নিতুল্য ধ্বংসকারী

(৫) অটলকুমার শব্দে কার্ত্তিকেয় ।

(৬) এই কয়েক বস্তু অত্যন্ত দ্রুতগামী কিন্তু কবি সুন্দর গমন ততোধিক দ্রুত নিম্পন্ন করিবার জন্য ঐ কয়েক বস্তু হীনতা দর্শাইয়া বেগ শিথিলার জন্য সুন্দরের সহিত গমা অশক্ত মানিয়াছেন, ইহাতে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার তইয়া কিন্তু কবিদিগের এই শৈলী প্রদত্ত আছে একারণ দোষ বলি গণ্য করা যাইতে পারে না ।



এড়াইয়া স্বদেশ বিদেশ কত আর ।
 কত ঠাই কত দেখে কত কব তার ॥
 বিদ্যা-নাম সোঁসর দোঁসর নাই সাতে ।
 কথার দোঁসর মাত্র শুকপকী হাতে ॥
 কাঞ্চীপুর(১) বর্দ্ধমান ছ মাসের পথ ।
 ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ (২) ॥
 জানিলা লোকের মুখে এই বর্দ্ধমান ।
 রচিল ভারত কৃষ্ণচন্দ্র যে কহান ॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ ।

দেখি পুরী বর্দ্ধমান, সুন্দর চৌদিকে চান,
 ধন্য গোড় যে দেশে এ দেশ ।
 রাজা বড় ভাগ্যধর, কাছে নদ দামোদর,
 ভাল বাটে জানিহু বিশেষ ॥
 চৌদিকে সহরপনা, দ্বারে চৌকী কতজনা,
 মুকচা(৩)বুকজ (৪)শিলাময় ।

(১) দক্ষিণ রাজ্য, ইংরাজেরা যাহাকে ডেকান বলিয়া থাকেন
 বোধ হয় সেই স্থানে কাঞ্চীপুর দেশ ছিল । পূর্বে পথ অতি
 দুর্গম ছিল একারণ ছয়মাসের ন্যূন বর্দ্ধমান হইতে কাঞ্চীপুর
 যাওয়া যাইত না ।

(২) মনোরথ (বাসনা) 'স্বরূপ অশ্ব' ছয় দিবসে কাঞ্চীপুরে
 উপস্থিত হইল । ইহাতে অশ্বের দ্রুত গমন বাহুল্য রূপে বর্ণিত
 হইয়াছে ।

(৩) বারুদখানা । (৪) গোলাখানা ।

কামানের ছড়ছড়ি, বন্দুকের ছড়ছড়ি,
 সলধে বাণের গড় হয় ॥
 বাজে শিঙ্গা কাড়া ঢোল, নৌবত ঝাঁঝর হোল,
 শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘড়ি ঘড়ি ।
 তীর গুলি শন শনি, গজ ঘণ্টা ঠন ঠনি,
 ঝড় বহে অশ্ব দড়বড়ি ॥
 ঢালি খেলে উড়াপাকে, ঘন হান হান হাকে,
 রায়বেঁশে লোফে রায়বাঁশ ।
 মল্লগণ মালসাটে, ফুটি হেন মাটি ফাটে,
 দূর হৈতে শুনিতে তরাস ॥
 নদী জিনি গড়খানা, ঘারে হাবশীর খানা,
 বিকট দেখিয়া লাগে শঙ্কা ।
 দয়া সর্বমঙ্গলার, লজ্বিতে শক্তি কার,
 সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা ॥
 গাইতে প্রথম ধামা, জিজ্ঞাসে করিয়া মানা,
 কোথা হৈতে আইলা কোথা যাও ।
 কি জাতি কি নাম ধর, কোন ব্যবসায় কর,
 না কহিলে যাইতে না পাও ॥
 সুন্দর বলেন ভাই, আমি বিদ্যা ব্যবসায়ী,
 দাক্ষিণাত্য কাঞ্চীপুর ধাম ॥
 এসেছি বিদ্যার আশে, যাইব রাজার পাশে,
 সুকবি সুন্দর মোর নাম ॥
 হারি কহে একি হয়, পড়য়ার বেশ নহ্ন,
 খুজী পুঁখী ধূতি ধরে তারা ॥

ঘোড়া চড়া জোড়া অঙ্গে পাঁচ হাতিয়ার সঙ্গে,
 চোর কিম্বা হবে হরকারা ॥
 নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে,
 রায় বলে বটি বিদ্যা চোর ।
 খুদী পুঁথী ছিল সঙ্গে, দেখায় কেহন রঙ্গে,
 তুচ্ছ হৈল কষ্ট বাক্যে তোর ॥
 সবিনয় দ্বারী কয়, শুন শুন মহাশয়,
 বুদ্ধি পড়ুয়া হুমি বট ।
 ঘোড়া চড়া জোড়া পরা, বিদেশী হেতের ধরা,
 ছাড়ি দিলে আমি হব নট ॥
 ঠক ভরা দরবার, ছলে লয়ে ঘর দ্বার,
 খুরদার ছুঁতে কাটে মাছি ।
 চাকুরির মুখে ছাই, ছাড়িতে না পারি ভাই,
 বিষকুমি(১) সম হয়ে আছি ॥
 সুন্দর বলেন ভাই, ঘোড়া ঘোড়া ছেড়ে যাই,
 খুদী পুঁথী ধূতি পাখি লয়ে ।
 তবে নাকি ছাড় দ্বারী, দ্বারী কহে তবে পারি,
 জমান্দার বক্শীয়ে করে ॥
 শিরোপা স্বরূপে রায়, পেশকস(২) দিল তার,
 ঘোড়া ঘোড়া পাঁচ হাতিয়ার ।

(১) বিষ মধ্যে যে কুমির জন্ম হয় সে বিষ ব্যতীত জীব
 ধারণ করিতে পারে না কিন্তু বিষে নিয়ত জর্জরীভূত হইয়া কষ্টে
 কালযাপন করে ।

(২) বক্রাকার ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ অস্ত্রবিশেষ, কটিবন্ধনের অভ্যন্তর
 গুপ্তভাবে রক্ষিত হয়, পেশকজ, কোমরবন্ধ ।

দারী ছেড়ে দিল ঘা, খানায় হইয়া পার,
 প্রবেশিল নগরে কুমার ॥
 ভূরিশিটে মহাকায়, নৃপতি নরেন্দ্র রায়,
 মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে ।
 ভারত তনয় তাঁর, অন্নদামঙ্গল সার,
 কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥

বর্দ্ধমানের গড় বর্ণন ।

রাগিণী শোহিনী। তাল মধ্যমান ঠেকা।

গুণসাগর নাগর রায় । নগর দেখিয়া যায় ॥

রূপের নাগর, গুণের সাগর,
 অশুক চন্দন গায় ।

যেণী বিননিয়া, চূড়া চিকনিয়া,
 হেলয়ে মলয় বায় ॥

মুহু মধু হাসি, বাজাইছে বাঁশী,
 কোকিল বিকল তায় ।

ভুকর ভজিতে, নয়ন ইজিতে,
 ভা ত ফিরিয়া চায় ॥ ক্র ॥

দ্বারিকে শিরোপা দিয়া ঘোড়া যোড়া তজ্জ ।

পদব্রজে চলিল পরিয়া যুগ্মবস্ত্র ॥

বাম কক্ষে খুজী পুঁথী ডানি করে শুক ।

ধীরে ধীরে চলে ধীর দেখিয়া কোতুক ॥

প্রথম গড়েতে কালাপোশের(১) নিবাস ।
 ইঙ্গরাজ ওলন্দাজ ফিরিজি ফরাস ॥
 দিনেনার এলেমান করে গোলন্দাজী ।
 সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী ॥
 দ্বিতীয় গড়েতে দেখে যত মুসলমান ।
 সৈয়দ মল্লিক সেথ মোগল পাঠান ॥
 তুরকী আরবী পড়ে কারশী মিশালে ।
 ইলিমিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে ॥
 তৃতীয় গড়েতে দেখে ক্ষত্রিয় সকল ।
 অস্ত্র শাস্ত্রে বিশারদ সমরে অটল ॥
 চতুর্থ গড়েতে দেখে যত রজপুত ।
 রাজার পালঙ্ক রাখে যুদ্ধে মজবুত ॥
 পঞ্চম গড়েতে দেখে যতেক রাহত ।
 ভাট বৈসে তার কাছে যাতায়াতে দূত ॥
 ষষ্ঠ গড়ে দেখে যত বৌদেলার থানা ।
 তাঁটা আঁটি সেই গড়ে যাতে মালখানা ॥
 সেই গড়ে নানা জাতি বৈসে মহাজন ।
 লক্ষ কোটি পদ্ম শঙ্খে সংখ্যা করে ধন ॥
 পড়িয়া জানিয়া কিছু না কহে স্তম্ভরে ।
 অবধান হেঁক বলি নমস্কার করে ॥
 এই কপে ছয় গড় সকল দেখিয়া ।
 প্রবেশে ভিতর গড় অভয়া ভাবিয়া ॥

(১) কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রাদিত ।

সম্মুখে দেখেন চক চাঁদনী সুন্দর ।
 নৌবত বাজিছে বালাখানার উপর ॥
 চকের মাঝেতে কোতয়ালী চবুতরা(১)।
 কাটকে আটক যত বাজে দায় ধরা ॥
 ডাকাতি ছিনার চোর হাজার হাজার ।
 বেড়ী পায় মেগে খায় বাজার বাজার ॥
 বসিয়াছে কোতোয়াল ধূমকেতু নাম ।
 সমালয় সমান লেগেছে ধূম ধাম ॥
 ঠকঠকি হাড়ির কোড়ার পটপটি ।
 চম্ব উড়ে চর্মপাত্তকার চটচটি ॥
 কেহ বা দোহাই দেয় কেহ বলে হয় ।
 কেহ বলে বাপ বাপ মরি প্রাণ যায় ॥
 কোটালের ভয়ে কেহ নাহি করে দয়া ।
 দেখিয়া সুন্দর ভয়ে ভাবেন অভয়া ॥
 ভারত কহিছে কেন ভাবহ এখনি ।
 চৈকিবে যখন সুখ জানিবে তখন ॥

পুর বর্ণন ।

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে ।
 অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে ॥
 নবজলধর তনু, শিখিপুচ্ছে শক্রধনু,(২)
 পীতধড়া বিজুলিতে, ময়ূরে নাচাও হে ।

(১) এই শব্দটি হিন্দি ইহার প্রকৃতার্থ দাগান অথবা দাওয়া
 কিন্তু চবুতরা বলিলেই কোতয়ালের থানা বুঝায় । (২) ইন্দ্রধনুঃ ।

নন্নন চকোর মোর, দেখিয়া হয়েছ ভোর,
 মুখ সুধাকর হাসি সুধায় বাঁচাও হে ॥
 নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা,
 আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে
 তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও,
 ভারত যেমত চাহে সেই মত চাও হে ॥ প্র ॥

চলে রায় পাছু করি কোটালের থানা ।
 দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা ॥
 চৌদিগে সহর মাঝে মহল রাজার ।
 আট হাট ঘোল গলি বত্রিশ বাজার ।
 থানে বান্ধা মত্ত হাতী হলকে হলকে ।
 শুড় নাড়ে মদ ঝাড়ে ঝলকে ঝলকে ॥
 টরাকী তুরকী তাজী আরবী জাহাজী ।
 হাজার হাজার দেখে থানে বান্ধা বাজী (১) ॥
 উট গাধা খচ্চর গণিতে কেবা পারে ।
 পালিয়াছে পশু পক্ষী যে আছে সংসারে ॥
 ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন ।
 ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দর্শন ॥
 ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খ বণ্টা রব ।
 শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব ।

বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ ।
 চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্বেদ ॥
 কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রাজগারি ।
 বেণে মণি গন্ধ সোণা কাঁসারি শাঁখারি ॥
 গোয়াল তামুল তিল তাঁতী মালাকার ।
 নাপিত বারই কুরী কামার কুমার ॥
 আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক ।
 মুগি চানাদোষা চাসা কৈবর্ত অনেক ॥
 সেকরা ছুতার মূড়ী ধোবা তেলে গুঁড়ী ।
 চাঁড়াল বাগদা ছাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী ॥
 কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়র ।
 কোল কলু ব্যাধ বেদে মালি বাজিকর ॥
 বাইতি পটুয়া কান কসবি যতেক ।
 ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্তক অনেক ।
 দেখি নগরের শোভা বাথানে সুন্দর ।
 স্বমুখে দেখেন সরোবর মনোহর ॥
 সানে বান্ধা চারি খাট শিবালয় চারি ।
 অবধূত জটা ভস্মধারী সারি সারি ॥
 চারি পাড়ে সূচাক পুষ্পের উপবন ।
 গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয় পবন ॥
 টল টল করে জল মন্দ মন্দ বার ।
 নানা পক্ষী জলচর খেলিয়া বেড়ায় ॥
 শ্বেত রক্ত নীল পীত শত শত স্রদ ।
 কুটে পদ্ম কুমুদ কল্লার কোকনদ ॥

ডাহকী ডাহকী নাচে ধঞ্জনী ধঞ্জন ।
 সারস সারসী রাজহংস আদিগণ ॥
 পুষ্পবনে পক্ষিগণে দিবা নিশি জাগে ।
 ছয় ঋতু ছত্রিশ রাগিনী ছয় রাগে ॥
 ভুবন জিনিয়া বুকি করি রাজধানী ।
 কামদেব দিল বর্জমান নাম খানি ॥
 দেখি সুনদের পদে লাগে কামফাঁস ।
 স্মরিয়া বিদ্যার নাম ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥
 জলেতে নিবায় জ্বালা সর্বলোকে কর ।
 এ জল দেখিয়া জ্বালা দশগুণ হয় ॥
 শূলজ জলজ ফুল প্রকুল তুলিল ॥
 স্নান করি শিব শিবা চরণ পূজিল ॥
 সন্দেশে দাড়িম ছিল ভাঙ্গিয়া কোঁতুকে ।
 আপনি খাইলা কিছু কিছু দিল শূকে ॥
 করে লয়ে এক পদ্ম লইলেন আগ ।
 এই ছলে কুলধনু হানে কুলবাণ ॥
 আকুল হইয়া বৈগে বকুলের মূলে ।
 দ্বিগুণ আশুগ জ্বালে বকুলের কূলে ॥
 হেনকালে নগরিয়া অনেক নাগরী ।
 স্নান করিবারে আইলা সঙ্গে সহচরী ॥
 সুনদের দেখিয়া পড়ে কড়সী খসিয়া ।
 ভারত কহিছে শাড়ী পর লো কসিয়া ॥

সুন্দর দর্শনে নাগরীগণের খেদ ।

একি মনোহর, পরম সুন্দর,
নাগর বকুলমূলে ।
মোহনিয়া ছাঁদে, চাঁদ পাড়ে ফাঁদে,
রতি রতিপতি তুলে ॥৩৭॥

দেখিয়া সুন্দর, রূপ মনোহর,
স্বপ্নের জ্বর জ্বর যত রমণী ।
কবরী ভূষণ, কাঁচলী কমণ,
কটির বসন, খসে অমনি ॥
চলিতে না পারে, দেখাইয়া টারে,
এ বাল উহারে, দেখলো মই ।
মদন জ্বালায়, মরম গলায়,
বকুল তলায়, বসিয়া অই ॥
আহা মরে যাই, লইয়া বালাই,
কুলে দিয়া ছাই, ভাজি ইহারে ।
যোগিনী হইয়া, ইহারে লইয়,
যাই পলাটয়া, সাগর পারে ॥
কহে এক জন, লয় মোর মন,
এ নব রতন, ভুবন মাঝে ।
বিরহে জ্বালিয়া, মোহাগে গালিয়া,
হারে মিলাইয়া, পরিলে মাজে ॥
আর জন কয়, এই মহাশয়,
চাঁপা কুলময়, ঘোঁপায় রাখি ।

হলদী জিনিয়া, তমু চিকনিয়া ॥
 স্নেহেতে ছানিয়া, হৃদয়ে মাখি ॥
 ধিক্ বিধাতায়, হেন যুবরায়,
 না দিল আশায়, দিবেক কারে ।
 এই চিতগামী, হবে যার স্বামী,
 দাসী হয়ে আমি, সেবিব তারে ।।
 যরে গিয়া আর, দেখিব কি ছার,
 মিছার সংসার, ভাতার জরা ।
 সতিনী বাধিনী, শাশুড়ী রাগিনী,
 ননদী নাগিনী, বিশ্বের ভরা ॥
 সেই ভাগ্যবতি, এই যার পতি,
 স্নেহে ভুঞ্জ রতি, মন আবেশে ।
 এ মুখ চুষন, করয়ে যখন,
 না জানি তখন, কি কার শেষে ॥
 রতি মহোৎসবে, এ কর-পল্লবে,
 কুচঘটে যবে, শোভিত হবে ।
 কেমন করিয়া, ধৈর্য ধরিয়া,
 গুমাণে মরিয়া, গুমাণে রবে(১) ॥
 হেন লয় চিতে, রতি বিপরীতে,
 সাধিতে পাড়িতে, ভর না সহে ।
 স্নজনে মিলিত, স্নজনে রচিত,
 এই সে উচিত, ভারত কহে ।

সুন্দরের গাণিনী সাক্ষাৎ ।

একি অপরূপ রূপ তকতলে ।

হেন মনে সাধ করি তুলে পরি গলে ॥
 মোহন চিকনকালা, নানা ফুলে বনমালা,
 কিবা মনোহর তর, বরঙা ফলে ।
 বরণ কালিম ছাঁদে, বক্ষিহলে মেঘ কাঁদে,
 তড়িত লুটার পায়, ধড়ার আঁচলে ॥
 কস্মরী মিশালে মাখি, কবরী মাঝারে রাখি,
 অঞ্জন করিয়া মাজি, আঁখিবু কাজলে ।
 ভারত দেখিয়া যারে, ধৈর্য ধরিতে নারে,
 রমণী কি তায় যায়, মুনি মন টলে ॥৬॥

এই রূপে রামাগণ কহে পরম্পর ।

আন করি যায় সবে নিজ নিজ ঘর ॥
 আন(১) ছলে পুনঃ চাহে করিয়া ফিরিয়া ।
 পিঞ্জরের পাখি মত বেড়ায় ঘুরিয়া ॥
 বসিয়া সুন্দর রায় বকুলের তলে ।
 শুক গজে শাস্ত্রকথা কহে কুতূহলে ॥
 স্বর্ঘ্য যায় অন্তর্গিরি আইসে যামিনী ।
 হেনকালে তথা এক আইল মালিনী ॥
 কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম ।
 দাঁত ঝোলা মাজা দোলা হস্ত অবিরাম ॥
 গালভরা গুয়া পান পাকিমালা(২) গলে ।
 কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কর ছলে ॥

(১) অন্য মনে ছলনা করিয়া দৃষ্টি করণ । (২) কাঁচের মালা

ভানুমতী ।



শ্রদ্ধার বকুণ্ডায় মালিনীর সাহিত মক্ষাৎ

চূড়া বাক্সা চুল পরিধান শাদা শাড়ী ।
 ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী ॥
 আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়েসে ।
 এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে ॥
 ছিটা ফোঁটা তল্প মল্প আসে কত গুলি ।
 চেঙ্গড়া(১) ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি ॥
 বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজয় ।
 পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায় ॥
 মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাড়া ।
 তুলিতে বৈকালি ফুল আইল'সেই পাড়া ॥
 হেরিয়া হরিল চিত বলে হরি হরি ।
 কাহার বাছনি রে নিছনি লয়ে মরি ॥
 কামের শরীর নাহি রতি ছাড়া নহে(২) ।
 তবে সত্য ইহারে দেখিয়া যদি কহে ॥
 এদেশী না হবে দেখি বিদেশীর প্রায় ।
 কেমনে বাঙ্কিয়া মন ছাড়ি দিল মায় ॥
 ধুঙ্গী পুঁথী দেখি সঙ্গে বুঝি পড়ে হবে ।
 বাসা করি থাকে যদি লয়ে যাই তবে ॥

(১) অগ্রবীণ, অর্কাচীন ।

(২) যাহারা কহে কামের শরীর নাই এবং কাম রতি ছাড়া থাকে না, তাহারা যদি ইতাকে দেখিয়া ঐ রূপ কহে তবে তাহা-
 দিগের বাক্য গ্রাহ্য হইতে পারে । অর্থাৎ এ ব্যক্তি সাক্ষাৎ কাম-
 দেব কিন্তু ইহার শরীর আছে অথচ সঙ্গে রতি নাই ।

কাছে আসি ছাসি ছাসি করয়ে জিজ্ঞাসা ।
 কে তুমি কোথায় যাবে কোন খানে বাসা ॥
 সুন্দর কহেন আমি বিদ্যা ব্যবসাই ।
 এসেছি নগরে আজি বাসা নাহি পাই ॥
 ভরসা কালীর নাম বিদ্যালভ আশা ।
 ভাল ঠাই পাই যদি তবে করি বাসা ।
 মালিনী কহিছে আমি হুংধনৌ মালিনী ।
 বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী ॥
 নিয়মিত ফুল রাজবাটীতে যোগাই ।
 ভালবাসে রাজা রাণী সদা আসি যাই ॥
 কাঞ্চাল দেখিয়া যদি যুগা নাহি হয় ।
 আমি দিব বাসা আইস আমার জালয় ॥
 রায় বলেন ভাল কালী দিলেন উদ্দেশ ।
 ইহা হৈতে শনিব বিদ্যার সর্বিশেষ ॥
 শুনাইতে শনিতৈ পাইব সমাচার ।
 বাসার সুসারে হবে আশার সুসার ॥
 কিন্তু মাগী একা থাকে দেখি নষ্ঠরীত ।
 দুর্বুদ্ধি ষটার পাছে হিতে বিপরীত ॥
 মাসী বলি সন্মোদন আমি করি আগে ।
 নাতি বলে পাছে মাগী দেখে ভয় লাগে ॥
 রায় বলে বাসা দিলা হইলা হিতাশী ।
 আমি পুত্র সম তুমি মার সম মাসী ॥
 মালিনী বলিছে বটে স্তম্ভন চতুর ।
 তুমি মোর বাপ বাছা বাপের ঠাকুর ॥

ভারত বলিছে ভাল মিলে গেল বাসা ।

চল মালিনীর বাড়ী পূর্ণ হবে আশা ॥

সুন্দরের মালিনীবাটী প্রবেশ ।

ভূগা বসি মকোঁতুকে, লয়ে খুঁজী পুঁখী শুকে,
মালিনীর বাড়ী গেলা কবি ।

চৌদিকে প্রাচীর উচা, কাছে নাহি গোলি দুচা,
পুষ্পবনে ঢাকে শশি রবি ॥

নানা জাতি কুটে ফুল, উড়ি বৈসে অলিকুল,
কুহু কুহু কুহরে কোকিল ।

মন্দ মন্দ সমীরণ, রসায় ঋষির মন,
বসন্ত না ছাড়ে এক তিল ॥

দেখি তুষ্ঠ কবিরায়, বাটীর ভিতরে যায়,
রহিলা দক্ষিণদ্বারি ঘরে ।

মালিনী হরিষ মন, আনি নানা আরোজন,
অতিথি উচিত সেবা করে ॥

নানা উপহারে রায়, রন্ধন করিয়া খায়,
নিজার পোছার বিভাবরী ।

শীতল মলয় বার, কোকিল ললিত গায়,
উঠে রায় ভূগা ভূগা স্মরি ॥

নিকটেতে দামোদর, স্নান করি কবীন্দ্র,
বাসে আসি বসিলা পূজায় ।

তুলি ফুল গাঁধি মালা, সাজাইয়া সাজি ডালা,
মালিনী রাজার বাটী যায় ॥

রাজা রাণী সম্ভাষিয়া, বিদ্যারে কুসুম দিয়া,
মালিনী ত্রায় আইল যবে ।

সুন্দর বলেন মাসী, নাহি মোর দাস দাসী,
বল হাট বাজার কে করে ॥

মালিনী বলিছে বাপু, এত কেন ভাব হাপু,
আমি হাট বাজার করিব ।

কড়ী কর বিতরণ, যাহে যবে যাবে মন.
কৈও মোরে তখনি আনিব ॥

কড়ী কট্কা চিড়া দই, (১) বন্ধু নাই কড়ী বই,
কড়ীতে বাঘের দুগ্ধ মিলে ।

কড়ীতে বুড়ার বিয়া, কড়ী লোভে মরে গিয়া,
কুলবধু ভুলে কড়ী দিলে ॥

এ তোর মাসীয়ে বাপা, কোন কর্ম নাহি ছাপা,
আকাশ পাতাল ভ্রমণে ॥

বাতাসে পাঁতয়া ফাঁদ, ধরে দিতে পারি চাঁদ,
কামের কামিনী আনি ছলে ॥

(১) কড়ী হইলে চিড়া দই অনায়াসে গ্রাপ্ত হওয়া যায়, অপর কোন দ্রব্য না বলিয়া চিড়া দই বলিবার তাৎপর্য; এই বোধ হইতেছে যে তৎসময়ে ঐ দ্রব্যব্যয় অতি উপাদেয় বলিয়া গণ্য হইত । তাহার অমাণ জনশ্রুতিতে বাক্য আছে, রাজা রুমচন্দ্র রাই কোন গোপজাতীয় জটনক প্রজার উন্নতি দেখিয়া চুলকনে তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিবার মানসে অনুজ্ঞা করেন যে, আমার ভোগার্থ উত্তম মানগ্রী আনিয়া দাও, তাহাতে গোপ বহু বস্ত্রে চিপটক ও দধি প্রস্তুত করিয়া উপহার প্রদান করিলে রাজা গুরুম পরিতুষ্ট হইলেন ।

যায় বলে তুমি মাসী, হীরা বলে আমি দাসী,
 মাসী বল আপনার গুণে ।
 হরি বাল হরিবারে, মা বলিলা যশোদারে,
 পুরাণে পুরাণ লোকে শুনে ॥
 শুনি তুচ্ছ ক'বরায়, দশ টাকা দিল তার,
 ছুটি টাকা দিল নিজ রোজ ।
 টাকা পেয়ে মুটাভরা, হীরা পরধনহরা,
 বুঝিল এ মেনে আজবোজ(১) ॥
 সে টাকা ঝাঁপিতে ভরি, রাজ তামা বারি করি.
 হাটে যায় বেসাতির তরে ।
 চলে দিয়া হাতনাড়া, পাইয়া হীরার সাড়া.
 দোকানি দোকান ঢাকে ডরে ॥
 ভাঙ্গাইয়া আড়কাট. এমনি লাগায় ঠাট,
 বলে শালা আলা(২) টাকা মোর ।
 যদি দেখে আঁটা আঁটি, কান্দিয়া ভিজায় মাটি,
 সাধু হয়ে বেগে হয় চোর ॥
 রাজ তামা মেকী মেলে, রাশিতে মিশায়ে ফেলে,
 বলে বেটা নিল বদলিয়া ।
 কান্দি কছে কোটালেরে, বাণিয়ারে ফেলে ফেরে,
 কড়ী লয় হুহাতে গণিয়া ॥
 দর করে এক মূলে, জুখে লয় দুনা তুলে,
 ঝকড়ায় ঝড়ের আকার ।

পণে বুড়ি নিরূপণ, কাহ্ননেতে চারি পণ,
 টাকাটায় শিকার ব্যাভার ॥
 এরূপে করিয়া হাট, যরে গিয়া আর নাট,
 বাঁকামুখে কথা কহে চোখা ।
 সুন্দর ওলান বোজা, তবু নহে মুখ সোজা,
 যাবত না চোকে লেখাজোখা ॥
 দিয়াছে যে কড়ী যার, দ্বিগুণ শুনায় তার,
 সুন্দর রাখিতে নারে হাসি ।
 ভারত হাসিয়া কয়, এই সে উচিত হয়,
 কনিপোর উপযুক্ত দাসী ॥

মালিনীর বেসাতির হিসাব ।

নাগর হে গিয়াছিহু নাগরীর হাটে ।
 তারা কথায় মনের গাঁটি কাটে ॥
 লাভ কে করিতে চায়, মূল রাখা হৈল দার,
 এমন ব্যাপারে কেবা জাঁটে ।
 পসারি গোপের নারী, বসিয়াছে সারি সারি,
 রসের পসরা গীত নাটে ॥
 তোমার বখায় টাকা, লয়ে গেহু জানি পাকা,
 তামা বলি ফিরে দিল সাটে ।
 মুনশী বরাগা তার, তুমি মোহ পাও যার,
 ভারত কি কবে সেই ঠাটে ॥ ৫৭ ॥
 বেসাতি কড়ীর লেখা বুঝ রে বাছনি ।
 দাসী ভাল মন্দ কিবা করছ বাছনি ॥

পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেয় খোঁটা ।
 যটি টাকা দিয়াছিল সব গুলি খোঁটা ॥
 যে লাজ পেয়েছি হাতে কৈতে না জুয়ায় ।
 এ টাকা উচিত দেয়া কেবল জুয়ায়(১) ॥
 তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি ।
 ভাঙ্গাইলু দুকাহনে ভাগ্যে বেগে ভাঙ্গি(২) ॥
 সেরের কাহন দরে কিনিলু সন্দেশ ।
 আনিয়াছি আধ সের পাইতে সন্দেশ(৩) ॥
 আটপণে আদ্যের আনিয়াছি চিনি ।
 অল্প লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি ॥
 স্থলভ চন্দন চুয়া(৪) লজ্জ জায়ফল ।
 স্থলভ দেখিলু হাতে নাহি যায় ফল ॥
 কত কষ্টে যত পান্ন সারা হাট ফিরা ।
 যেটি কয় সেটি লয় নাহি লয় ফিরা ॥
 দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান ।
 আমি সেই তেঁই পান্ন অথো নাহি পান ॥
 অবাক হইলু হাতে দেখিয়া গুবাক ।
 নাহি বিনা দোকানির না সেরে গুবাক (৫) ॥

(১) প্রথম অর্থাৎ উপার্জিত । দ্বিতীয়ার্থ ক্রীড়া বিশেষ ।

(২) ভাঙ্গাই। ভাঙ্গ অথবা সিন্ধিভক্ষণকারী ।

(৩) মিষ্টান্ন বিশেষ । বার্তা ।

(৪) চন্দন চুয়া ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না
 সকল দ্রব্যের প্রয়োজন নাই তাহা অচুর রূপে পাওয়া যায় ।

(৫) সুপারি । মন্দকথা । দুঃখাক্য ।

দুঃখেতে আনিহু দুঃগ গিয়া নদীপারে ।
 আমা বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে ॥
 আট পণে আনিয়াছি কাট আট আঁটি ।
 নষ্ট লোকে কাঠ বেচে তারে নাহি আঁটি ॥
 খুন হয়েছিহু বাছা চুণ চেয়ে চেয়ে ।
 শেষে না বুলায় কড়ী আনিলাম চেয়ে ॥
 লেখা করি বুঝ বাছা ভূমে খড়ীপাতি ।
 পাছে বল মাসী খাইয়াছে কড়ী পাতি(১) ॥
 মহার্য্য দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর ।
 যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর ॥
 শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত ।
 এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত ॥

মালিনীর সহ সুন্দরের কথোপকথন ।

রাজার বেসাতি করি মালিনী আইল ।
 রন্ধন করিয়া রায় ভোজন করিল ॥
 মাসী মাসী বলি ডাক দিল মালিনীরে ।
 ভোজনের পরে হীরা আইল ধীরে ধীরে ॥
 শুয়েছে সুন্দর রায় হীরা বৈসে পাশে ।
 রাজার বাড়ীর কথা সুন্দর জিজ্ঞাসে ॥
 নিত্য নিত্য যাও মাসী রাজ দরবার ।
 কহ শুনি রাজার বাড়ীর সমাচার ॥

বিনাইয়া বিনোদিয়া বৈবীর শোভায় ।
 সাপিনী তাপিনী-তাপে বিবরে লুকায়(১) ॥
 কে বলে শরদ-শশী সে মুখের তুলা ।
 পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলো(২) ॥
 কি ছার মিছার কামধনু রাগে ফুলে ।
 ভুরু সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে(৩) ॥
 কাড়ি নিল যুগমদ নয়ন-হিল্লোলে ।
 কাঁদে রে কলঙ্কী-চাঁদ যুগ লয়ে কোলে(৪) ॥

(১) চুলের বিননী সামান্যতঃ সর্পাকার কিন্তু বিদ্যার চুলের বিননী এতদূশ বিচিত্র শোভাবিশিষ্ট যে ভুরুজ্ঞ আপনাপেক্ষা তাহা শ্রেষ্ঠতর মানিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বিবর মধ্যে লুকানিত হইয়া থাকে ।

(২) শরৎকালের চন্দ্র অতি নির্মল-অংশুমল্য প্রিয় দর্শন হইয়া থাকে, তথাচ বিদ্যার মুখমণ্ডলের সহিত তাহার তুলনা হয় না । বিদ্যার পায়ের নখে কত চন্দ্র পড়িয়া আছে এ স্বপ্ন মনুষ্যের পদনখেরে দেবতার পতন বর্ণন করা হিন্দুধর্মাবলম্বীর পক্ষে দোষ সম্পন্ন বোধ হইতে পারে, কিন্তু সামান্য স্ত্রীলোকের উক্তি বলিয়া ঐ দোষ ধর্তব্য নহে ।

(৩) কন্দর্প স্রীয় শরাসনের সৌন্দর্য্যে গর্ভিত হইয়া শুণ এদানিচ্ছলে স্ত্রীতাজ হইয়া থাকে কিন্তু তাহার [সে গর্ভ বৃথ] মেহেতু বিদ্যার ভ্রাতৃঙ্গী অর্থাৎ কটাক্ষে সেও বিমোহিত হইয়া যায় । অতএব কি প্রকারে তাহার জ্বর সমান হইবে ।

পুস্তকান্তরে এই রূপ পাঠ আছে যথা ।—“ কি ছার মিছার খন ধরে ফুলবাণ । ভুরু ভঙ্গে ভুলে কোথা ভুরুর সমান ” ॥

এই উভয় পাঠের তুল্যার্থ ও ভাবেরও তারতম্য বোধ হয় না ।

(৪) বিদ্যার নয়নভঙ্গী এতদূশী মনোহারিণী যে বোধ হয়

বৎসর পনের ষোল হৈল বয়ঃক্রম ।
 গঙ্গনী সরস্বতী-পতি আলো রহে ভ্রম^(১) ॥
 রাজপুত্র বট বাহা রূপ বড় বটে^(২) ।
 বিচারে জিনিতে পার তবে বড় ঘটে ॥
 যদি কহ কহি রাজা রাণীর সাক্ষাত ।
 রায় বলে কেন মাসী বাড়ি ও উৎপাত ॥
 দেখি আগে বিদ্যার বিদ্যায় কত দৌড় ।
 কি জানি হারায় বিদ্যা ছাঙ্গিবেক গোড় ॥
 নিত্য নিত্য মালা তুমি বিদ্যারে যোগাও ।
 এক দিন মোর গাঁথা মালা লয়ে যাও ॥
 মালা মাঝে পত্র দিব তাহে বুঝা শুঝা ॥
 বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা ॥
 বুঝিলে তাহার ভাব তবে করি শ্রম ।
 বিক্রমে কি ফল ক্রমে ক্রমে বুঝি ক্রম ॥
 ভাল বলি ছাশুযুখে হীরা দিল সাগ ।
 গাঁথিল বড়িশে মাছ আর কোথা যায় ॥
 হোলে চালে গেল দিবা বিভাবরী ঘুমে ।
 ভারত পড়িল ভোরে মালা গাঁথাধুমে ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র আজায় ভারতচন্দ্র গায় ।
 হরি হরি বল সবে পালা হৈল সাগ ॥
 ইতি মঙ্গলবারের দিবাপালা ।

(১) রূপবান গুণবান ব্যক্তি আইলেই মান সম্ভ্রম হুঙ্কা হয় ।

(২) তুমি রাজপুত্র বট এবং রূপবানও বট কিন্তু যদি বিচারে
 জয়ী হইতে পার তবেই উত্তম ঘটনা হয়, নচেৎ সকলি নিখা ।

মাল্যরচনা ।

কি এ মনোহর, দেখিতে সুন্দর,

গাঁথয়ে সুন্দর মালিকা ।

গাঁথে বিনা গুণে, শোভে নানাগুণে, (১)

কামধুত্রতপালিকা ॥ঞ॥

মালিনী জ্বলিল ফুলের ভার, আনন্দনন্দনবনের সার, (২)

বিবধ বন্ধন জানে কুমার, সহায় হইলা কালিকা ।

সুখম আকর ফিল্লুর ভার, মলয় পবন গুণ যোগায়,

নমর তমরী গুনগুনায়, তুলিবে ভূপতিবালিকা ॥

প্রজিতে গিরীশ গিরীশবালা, লয়ে আমলকীপাতেরমালা,

নব রবি ছবি জবা উজালা, কমল কুমুদ মল্লিকা ।

ধাপুলী পিউলী মালতী জাতি, কুন্দ কৃষ্ণকৈলিদয়ারপাতি,

গুণাব সেউতী দেশী বিলাতি, আচু কুরচীরজালিকা ।

পতুরা অতসী অপরাজিতা, চন্দ্রস্বর্ষ মুখী অতি শোভিতা,

ভারত রচিল ফুলকবিতা, কবিতা রসের শালিকা ॥

পুষ্পময় কাম ও শ্লোক রচনা ।

ভাল মালা গাঁথে ভাল মালিয়া রে ।

বনমালি মেঘমালি কালিয়া রে ॥

মোহন মালার ছাঁদে, রতি কাম পাড়ে কাঁদে,

বিরহ অনল দেই জ্বালিয়া রে ।

(১) প্রথম গুণ শব্দে সূত্র । দ্বিতীয় গুণ শব্দে গন্ধ ।

(২) হস্তের পুষ্পোদ্যান (নন্দনবন) তাহার সার ।

যে দিগে যখন চায়, ফুল বরষিয়া যায়,
 নোহ করে প্রেমমধু ঢালিয়া রে ॥
 নাসা তিলফুল পরে, অঙ্গুলী চম্পক ধরে,
 নয়ন কমল কামে টানিয়া রে ।
 দশন কুন্দের দাপে, অধর বাঁধুলী চাপে,
 ভারত ভুলিল ভালা ভালিয়া রে ॥ধে॥
 তাবে রায় মালায় কি হবে কারিকরি ।
 অস্ত্রের অদৃশ্য কিছু কারিকরি করি ॥
 পাতকোটী মত কোঁটা কৈল কেয়াফুলে ।
 সাজাইল ধরে ধরে মল্লিকা বকুলে ॥
 তার মাঝে গড়িল ফুলের ফুলধনু ।
 তার পাশে গড়ে রতি ফুলময় তনু ॥
 গড়িয়া অপরাজিতা ধরে কৈল চুল ।
 মুখানি গড়িল দিয়া কমলের ফুল ॥
 তিলফুলে কৈল নাসা অধর বাঁধুলী ।
 চাপার পাকড়ী দিয়া গড়িল অঙ্গুলী ॥
 নয়ন সুন্দর কৈল ইন্দীবর দিয়া ।
 হৃগালে গড়িল ভুজ কাঁটা ফেলাইয়া ॥
 কনক চম্পকে তনু সকল গড়িয়া ।
 গড়িল চরণপদ্ম স্থলপদ্ম দিয়া ॥
 গড়িল পাকলফুলে তুণ মনোহর ।
 বোঁটা সহ রজ্জগে পুরিয়া দিল শর ।
 ফুলধনু ফুলগুণ ফুলময় বাণ ।
 দুই হাতে দিল তার পুয়িয়া সন্ধান ॥

খুইল কোঁটার কল করিয়া এমনি ।
ফুটিবে বিদ্যার বুকে ছুটিবে যখনি ।
চিত্রকাব্যে এক শ্লোক লিখি কেয়াপাতে ।
নিজ পরিচয় দিয়া খুইল তাহাতে ॥

বসুধা বসুধা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজন্ ।
করভোর রতিপ্রভে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেপ্যহম্ ॥ ১ ।

লোকে যদি কোন লোক মন্দ জাতি হয়।
বসু হেতু বসুধরা তাহারে বন্দয় ॥
করিসুত শুণু সম উকবর শোভা ।
রতির পণ্ডিতা শুন আমি তার লোভা ॥
লিখিলু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার ।
দ্বিতীয় পঞ্চমাকর গণ হুই বার ।।
একত্র করিয়া পড় মোর নাম পাবে ।
অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে ॥
শ্লোক রাখি কোঁটা ঢাকি হীরারে গছার ।
কহিল সকল কল দেখাইতে চায় ॥
বেলা হৈল উচুর(১) প্রচুর ভয় মনে ।
ফুল লয়ে গেল হীরা রাজার ভবনে ॥
নিজ গাঁথা মালা দিল আর সবাকারে ॥
সুন্দরের গাঁথা মালা দিলেক বিদ্যারে ॥
বসিয়া রয়েছে বিদ্যা পূজার আসনে ।
ভারত হীরারে কয় সূৰ্জিত লোচনে ॥

(১) বেলা অধিক হইয়াছে সূর্য্যদেব মন্তকোপরি উঠিয়াছেন ।

মালিনীর প্রতি তিরস্কার

শুন মো মালিনি কি তো'র রীতি ।
 কিঞ্চিত হৃদয়ে না হয় ভীতি ॥
 এত বেলা হৈল পূজা না করি ।
 ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি ॥
 ঘুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে ।
 দালি শিখাইব মায়ে'র আগে ॥
 বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট ।
 কাঁড় হৈয়ে যেন কাঁড়ের নাট ॥
 রাত্রে ছিল বুঝি বঁধুর ঘুম ।
 এতক্ষণে তেঁই ভাঙ্গিল ঘুম ॥
 দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা ।
 মের পেয়ে বুঝি করিস্ হেলা ॥
 কি করিবে তো'র আমার গালি ।
 বাপারে বলিয়া শিখাব কালি ॥
 হীরা থর থর কাঁপিছে ডরে ।
 ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে ॥
 কাঁদি কহে শুন রাজকুমারি ।
 ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি ॥
 চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা ।
 তোমার কাজে কি আমার হেলা ॥
 বুঝিতে নাহিমু বিধির ফল ।
 করিমু ভালরে হইল মন্দ ॥

ভ্রম বাড়িবারে করিহু শ্রম ।
 শ্রম বৃথা হৈল ঘটিল ভ্রম(১)
 বিনয়েতে বিদ্যা হইল বশ ।
 অস্ত গেল রোষ উদয় রস ॥
 বিদ্যা বহে দেখি চকণ হার ।
 এ গাঁথনি আই নহে তোমার ॥
 পুনঃ কি যৌবন ফিরি আইল ।
 কিবা কোন বঁধু শিখায় দিল ॥
 হীরা কহে তিতি(২) তাঁখির নীড়ে ।
 যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে ॥
 নহে ক্ষীণ মাজা কুচ কঠোর ।
 কি দেখিয়া বঁধু আসিবে মোর ॥
 ছাড় আই বলা জানি সকল ।
 গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল ॥
 খড়র পিরীতি বালির বঁদ ।
 ক্ষণে হাতে দাড়ি ক্ষণেকে চাঁদ ॥
 কোটায় কি আছে দেখ খুলিয়া ।
 থাকিয়া কি ফল যাই চলিয়া ।
 বিদ্যা খোলে কোটা কল ছুটিল ।
 শর হেন কুলশর ফুটিব ॥
 শীহরিল ধনী দেখিয়া কল ।
 লোক পাড়ি আরো হৈল বিকল ॥

ভগমগ তম্বু রসের ভরে ।

ভারত হীরারে জিজ্ঞাসা করে ॥

মালিনীকে বিনয় ।

কহ ওলো হীরা, তোরে মোর কিরা,
কি কল করিলি কলে ।

গাড়িল যে জন, সে জন কেমন,
বিশেষ কহ নিছলে ॥

হীরা কহে শুন, কেন পুনঃ পুনঃ,
হানি সোহাগের শূল ।

কহিয়া কি ফল, বুঝিলু মকল,
আপন বুদ্ধির ভুল ॥

এ রূপ তোমার, যৌবনের ভার,
অদ্যাপি না হৈল বিয়া ।

কোথা পাব বর, ভাবি নিরন্তর,
বিদরে আমার ছিয়া ॥

যে জিনে বিচারে, বরিষা তাহারে,
কোন মেয়ে ছেন কহে ।

যে তোমা ছাড়াবে, তারে কবে পাবে,
যৌবন তাহে কি রছে ।

যৌবনে রমণ, নহিল ঘটন,
বুড়াইলে পাবে ভালে ।

নিদাঘ(১) জ্বালায়, তরু জ্বলে যায়,
 কি করে বরিষাকালে ॥
 দেখিয়া তোমায়, এই ভাবনায়া,
 নাহি কচে অন্ন জল ।
 পাওয়া সুজন, রাজার নন্দন,
 রাখিহু করিয়া ছল ॥
 কাঞ্চীপুর ধাম, গুণসিদ্ধ নাম,
 মহারাজ রাজেশ্বর ।
 তাঁহার তনয়, ভুবন বিজয়,
 শুকবি নান সুন্দর ।
 বন্ধু বাপ মায়, একেলা বেড়ায়,
 করিয়া দিখিজয় ।
 পথে দেখা পায়, রেখেছি তুলায়ে,
 স্নেহে মাসী মাসী কয় ॥
 অশেষ প্রকারে, করিহু তাহারে,
 তোমার পণের মর্য ।
 শুনিয়া হাসিল, ইজিতে ভাবিল,(২)
 নারী জিনা কোন কর্ম ॥
 বুঝিতে তোমার, আচার বিচার,
 সে কৈল এ কুল খেলা ।
 নিজ পরিচয়, শ্লোক চিত্রময়,
 লিখিতে বাড়িল বেলা ॥

তোমার লাগিয়া, নাগর রাখিরি,
 গালি লাভ হৈল মোর ।
 বাহার লাগিয়া, চুরি নরে গিয়া,
 সেই জন কহে চোর ॥
 হীরা এত বলি, ছলে যায় চলি,
 আঁচলে ধরিল ধনী ।
 নাথার কিরায়, হীরারে ফিরায়,
 মনি ধরে যেন ফণী ॥
 থাক বঁধু লয়ে, এই কথা কয়ে,
 অপরাধ হৈল মোর ।
 কৈতে পারি যেই, কহিয়াছি তেঁই,
 আমি লো নাতিনী তোর ॥
 কামানল জ্বলে, যেত চাহ টেলে,
 নাতিনী যাতিনী বুড়ী ।
 কেমনে পা চলে, মা ভাল মা বলে,
 বাপার ভাল শাশুড়ী ॥
 এস বৈস এরো, হোক মেনে যেয়ো,
 বল সে কেমন জন ।
 কি কথা কহিলে, কি ফেরে ফেলিলে,
 উড়ু উড়ু করে মন ॥
 দেখিয়া কাতরা, হীরা মনোহরা,
 কহিছে কাণের কাছে ।
 রূপের নাগর, গুণের সাগর,
 আর কি ভেমন আছে ॥

বদন মণ্ডল, চাঁদ নিরমল,
 ঈষদ্ গোঁফের রেখা(১)।
 বিকচ কমলে, যেন কুতুহলে,
 অমর পাঁতির দেখা ॥
 গুধিনী গঞ্জিত, মুকুতা রঞ্জিত,
 রত্নপতি শ্রুতিমূলে(২)।
 কঁাস জড়াইয়া, গুণ গুড়াইয়া,
 থুলা ডুকধরু হলে ॥
 অধর বিদুর, খাইতে মধুর,
 চঞ্চল ওজ্জন আঁখি(৩)।
 মধো দিয়া থাক, বাড়াইল নাক,
 মননের শুকপাখি(৪) ॥

নিম্নলিখ শব্দসমূহ বচনমণ্ডল। তাহাতে কিঞ্চিৎ কালো
নাকড়র রেখা দেখিলে বোধ হয় যেন প্রস্তুটিৎ পদ্ম ভ্রমর
লাগিত হইয়াছে।

গিধিনী—শকুনির ভোট ও সদৃশ বর্ণ দাটে কিন্তু মুকুতা-
 ৩৩ সুন্দরের বর্ণ তাহাকে গঞ্জনা করিতেছে, যাহার ক-
 ৩৪ কামদেব আপনার ধন্যকের জন্য সঙ্কুচিত হইয়া তাঁকা-
 ৩৫ ফল অস্ত্রে রাখিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য সুন্দরের অশি-
 ৩৬ কিত ধ্রু।

(১) বিশ্ব স্বরূপ অধরের মনুষ্যপান ইচ্ছায় যেন খজান তুল্য
গণ মোচন হইয়াছে।

(c) জু এবং অধরের মধ্যে শুকপাকী সম নাসিকা শোভা
দিয়েছে। মদনের শুকপাকী অতি মনোহর তরুণ্য তাহার
ভূষণ হইয়াছে।

আজাহ্ন লম্বিত, বাহ্ন স্থললিত,
 কামের কনক আশা(১) ।
 রসের আলায়, কপাট হৃদয়,
 ফণিমণি পরকাশা ॥
 যুবতীর মন, মফরৌ জীবন(২),
 নাভি সরোবর তার ।
 ত্রিবিধ বন্ধন(৩), দেখয়ে যে জন,
 তার কি মোচন আর ॥
 দেখিয়া সে ঠাম, জীয়ে মোর কাম,
 এত যে টেইয়াছি বুড়া ।
 মাসী বলে যেই, রক্ষা হেতু এই,
 ভারত রসের চূড়া ।

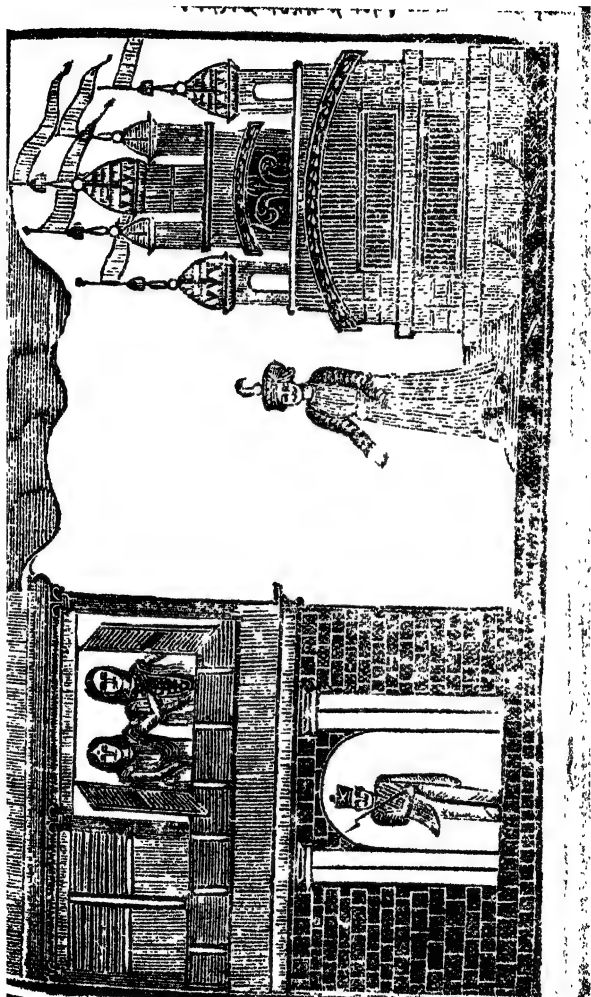
বিদ্যাসুন্দরের দর্শন ।

কি বলিলি মালিনি, কিংব বল বল
 রসে তহু ডগমগ মন টল টল ॥

(১) তাহার জানু পর্যন্ত বিস্তৃত হস্ত দেখিয়া বোধ হয়, যে কামের সোণার দণ্ড ।

(২) তাহার নাভিসরোবর যুবতীর মনোরূপ পুংজী মৎস্যজল দরূপ ।

(৩) মৌবন সময়ে নাভিদেশের উর্দ্ধভাগে কি ক্ষী কি পুরুষ সকলের তিনটি বলি অর্থাৎ রেখা হয় ।



নীহারিল কলেবর, তন্নু কাঁপে থর থর,
 হিয়া হৈল জ্বর জ্বর, আঁখি ছল ছল ।
 তেয়াগিয়া লোক লাজ, কুলের মাথায় বাণ
 ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চল চল ॥
 রহিতে না পারি ঘরে, আকুল পরাণ ক'
 চিত না পৈরজ ধরে, পিক কল কল ।
 দেখিব সে শ্যামরায়, বিকাইব রাজ্য ।
 ভারত ভাবিয়া তায়, ভাবে ঢল ঢল ৷৫

বিজ্ঞা বলে গুলো হীরা মোর দিবা হোলে
 কোন মতে দেখাইতে পার না কি মোরে ॥
 অন্নমানে বুঝিলাম জিনিবেন তিনি ।
 হারাইলে হারাইব হারিলে সে জিনি(১) ॥
 যত গুল! এসেছিল করি মোর আশা ।
 রাজার তনয় বটে, রাজবংশে চামা ॥
 সে সব লোকেতে মন মজে কি বিদ্যার ।
 বিজ্ঞাপতি এই, তারা দাস অবিদ্যার ॥
 জিনিবেন যে জন সে জন বুঝি এই ।
 বিধি নিধি নাহি দিলে আর কেবা দেই ॥
 ভাবিয়া মরিয়াছিহু প্রতিজ্ঞা করিয়া ।
 কার মনে ছিল আই মোর হবে বিয়া ॥

এত দিনে শিব বুঝি হৈল। অহুকুল ।
 কুটাইল ভগবতী বিবাহের কুল ॥
 হীরারে শিরোপা দিল। হীরাময় হার ।
 নুকাইয়া বুঝিয়া কহিবে সমাচার ॥
 কেমন প্রকারে তাঁরে দেখাবে তামার ।
 ভাবহ মালিনী আই তাহার উপায় ॥
 মোর বালিখানার সম্মুখে রথ আছে ।
 দাড়াইতে তাঁহারে কহিবে তার কাছে ॥
 তুমি আসি আনারে কহিবে সমাচার ।
 সেই ছলে দরশন করিব তাঁহার ॥
 পুষ্পময় রতি কাম দিয়াছিল। রায় ।
 কি দিব উত্তর বিজ্ঞা ভাবয়ে উপায় ॥
 কাম গ্রহণের ছলে কাম রাখে সতী (১) ।
 রতি দান ছলে তারে পাঠাইল রতি ॥
 চিত্রকাব্যে সুন্দর সুন্দর নাম দেখি ।
 বিদ্যা, বিজ্ঞা নাম চিত্রকাব্য দিল। লেখি ॥

সবিভা পদ্যাসুজানাং ভূবি তে নাদ্যাপি সত্যঃ ।
 দিব দেবাদ্যা বদন্তি দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঃ পাত্মনঃ ॥

কবিতা কমলে রবি তুমি মহাশয় ।
 নরলোকে সম নাহি দেব-লোকে কয় ॥
 লিখিত যে লোক তিন পদে দেখ তার ।
 দ্বিতীয় পঞ্চমাস্তরে গণ তিনবার ॥
 তিন অর্থে তিন বার মোর নাম পাবে ।
 অপার সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে ॥
 এই রূপে মালিনীরে করিয়া বিদায় ।
 বড় ভক্তিভাবে বিদ্যা বসিল পূজায় ॥
 পূজা না হইতে মাগে আগে ভাগে বর ।
 দেবীরে করিতে ধ্যান দেখয়ে সুন্দর ॥
 পাছ অর্ঘ্য আসন আসন ভূষণ ।
 দেবীরে অর্পিতে করে বরে সমর্পণ ॥
 সুগন্ধ সুগন্ধি মালা দেবী গলে দিতে ।
 বরর গলায় দিহু এই লয় চিতে ॥
 দেবী প্রদক্ষিণে বুঝে বর প্রদক্ষিণ ।
 তাকুল হইল পূজা হয় অঙ্গ হীন ॥
 ব্যস্ত দেখি তারে দেবী কহেন আকাশে ।
 আসিয়াছে তোমর বর মালিনীর বাসে ॥
 পূজা না হইল বলি না করিহ ভয় ।
 সকলি পাইলু আমি আমি বিশ্বময় ॥
 আকাশ বাণীতে হাতে পাইলা আকাশ ।
 দুখিনী কালিকা মোর পুরাইল আশ ॥
 অপার মালিনী গিয়া আপনার ঘরে ।
 কহিল সকল কথা কুমার সুন্দরে ॥

শুন বাপা তোমারে দেখিবে অকপটে ।
 কছিল সঙ্কেত স্থান রথের নিকটে ॥
 এত বলি সুন্দরে লইয়া হীরা যায় ।
 রাখিয়া রথের কাছে কছিল বিজ্ঞায় ॥
 আধিবিধি (১) সুন্দরে দেখিতে ধনৌ ধার ।
 অঙ্গুলী হিলায়ে হীরা দৌহার দেখায় ॥
 অনিমিষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ ।
 বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ(২) ॥
 শুভক্ষণে দরশন হইল দুজনে ।
 কে জানে যে জানাজানি সুজ্ঞান সুজ্ঞানে ॥
 বিপরীত বিপরীত উপমা কি কব ।
 উর্দ্ধে কুমুদিনী ছেটে কুমুদবান্ধব(৩) ॥
 দুহার নয়ন ফাঁদে ঠেকিয়া দুজনে ।
 দুজনে পড়িল বান্ধা দুজনার মন ॥
 মনে মনে মনমালা বদল করিয়া ।
 ধরে গেলা দুঁহে দুঁহা হৃদয় লইয়া ॥

(১) ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ।

(২) বিনোদিনী (বিদ্যা) অনিমিষ লোচনে (বিনোদ) সুন্দ-
 র দেখিতে লাগিলেন । গন্ধাস্তরে বিনোদের (অনন্দের)
 নোদিনী (রতি) প্রেমোদিত হইল অর্থাৎ তাহাদের পরস্পর
 রতি জন্মিল ।

(৩) চন্দের স্থান আকাশে ও কুমুদিনীর স্থান ধরাভূলে ইহা
 সিক্কই আছে কিন্তু সুন্দর চন্দ্র রথের নিকট নিম্নে দণ্ডায়মান
 ৷ বিদ্যা কুমুদিনী অস্ত্রালিকোপরি উর্দ্ধে দণ্ডায়মানা, ইহাতে
 পরীত উপমা হইল ।

তঁাখি পালটিয়া ঘরে যাওয়া হৈল কাল ।

ভারত জানয়ে প্রেম এমনি ভঞ্জাল ॥

সুন্দর সনাগমের পরামর্শ ।

এভাবে কুসুম লয়ে, হীরা গেল প্রত হরে,

সুন্দর রহিল পথ চেয়ে ।

বিদ্যার পোহায় রাতি, ঐ কথা নানা জাতি,

পুরুষের আট গুণ মেরে (১) ॥

হীরা বলে ঠাকুরানি, কিবা কর কাণাকানি,

শুভকর্ম শীঘ্র হৈলে ভাল ।

আপনি সচেত হও, রাজারে রাণীরে কও,

অঙ্কার ঘরেতে কর আল ॥

বিদ্যা বলে চুপ চুপ, ইহা যদি শুনে ভূপ,

তবে বিয়া হয় কি না হয় ।

গুণসিদ্ধ মহারাজ, তাঁর পুত্র হেন মাজ,

বাপার না হইবে প্রভায় ॥

তঁাহারে আনিতে ভাট, গিয়াছে তঁহার পাঠ, (২)

তিনি এলে আগ্নিত সে ভাট ॥

লঙ্কর আগ্নিত সঙ্গে, শব্দ হৈত রাঢ়ে বঙ্গে,

হাটের দ্বারে কি কপাট ॥

এমনি বুঝিলে বাপা, অমনি রহিবে চাপা,

অত্র দেশে যাইবে কুমার ।

(১) স্ত্রীলোক রতিবিষয়ে পুরুষাপেক্ষা আট গুণ চতুর ।

(২) নগর বিশেষ ।

সব কর্ম হবে নষ্ট, তুমিত অরুদ্বি বট,
 তবে বল কি হবে আমার ॥
 তেঁই বলি চুপে চুপে, বিয়া হয় কোন রূপে,
 শেষে কালী যা করে তা হবে ।
 হীরা কহে শীহরিয়া, লুকায়ে করিয়ে বিয়া,
 এ কি কথা ছাপাত না হবে ॥
 ঠক দ্বিরে পায় পায়, রানী বাঘিনীর প্রায়,
 নরপতি প্রলয়ের কাল ।
 কোতোয়াল ধুমকেতু, কেবল অনর্থ হেতু,
 পলকেতে পাড়িবে ডঙ্কাল ॥
 তোমার টুটি ব মান, মোর যাবে জাতি প্রাণ,
 দেশে দেশে কলঙ্ক রটিবে ।
 সখীরা ঠেকিবে দায়, তুমি কি কহিবে দায়,
 তার দেখি কেমন ঘটিবে ॥
 ঘরী আছে দ্বারে দ্বারে, কেমনে আনিবে তারে,
 ভাবি কিছু না পাই উপায় ।
 সোকে হবে জানাজানি, আমা লয়ে টানাটানি,
 মজাইবে পরের বাহায় ॥
 এই সহচরীগণ, এক ধিক্কার (১) এক জন,
 উদ্দেশ্যেতে করি নমস্কার ।
 মুখে এক মনে আর, কেবল সুরের ধার,
 ঠারে ঠারে করিবে প্রচার (২) ॥

(১) প্রধান ।

(২) এইখানে মালিনী যে প্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছে

বিদ্যা বলে কেন হীরা, ইহা কহ ফিরা ফিরা,
 সখীগণে তোমার কি ভয় ।
 মোর খায় মোর পরে, যা হা বলি তাহা করে,
 মোর মত্ত ছাড়া কভু নয় ॥
 বত সখীগণ কর, কেন হীরা কর ভয়,
 দাসী কোথা ঠাকুরানী ছাড়া ।
 বিরহিনী ঠাকুরানী, ঠাকুর মিলাবে আনি,
 কিবা সুখ ইহা হইতে বাড়ি ॥
 কেবা ছুই মাথা ধরে, গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে,
 ঠাকুর পাবেন ঠাকুরানী ।
 মলিল চন্দন চুরা, কুসুম তাম্বুল গুয়া,
 গোগাইব এই মাত্র জানি ॥
 বিদ্যা বলে চল চল, বুঝাইয়া গিন্না বল,
 তিনি ভাবিবেন পথ তার ।
 কালী কুলাইবে যবে, ঘটনা হইবে তবে,
 নারিকেল জলের সঞ্চার ॥
 কৈও কৈও কবিরয়ে, কোনরূপে মোর ঘরে,
 আসিতে পারেন যদি তিনি ।
 তবে গণে আমি হারি, হইব তাঁহার নারী,
 বৃক্ক যেন হরিল কক্লিনী ॥

*প্রহাতে তাহার বৈচক্ষণ্য বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে, পর ঘটন
 দৃষ্টি করিলে অনায়াসে প্রতীত হইবে, মালিনী সকল বিদ্যা
 দৃষ্টান্তে অবলোকন করিয়াছিল ।

বেষ্টিত ভূপতি জাল, বর আইল শিশুপাল,
 পিতা জাতা তাহে পুষ্টি ছিল ।
 ককিলীর কৃষ্ণে মন, শূন্য হৈতে নারায়ণ,
 হরিলেন তেঁই সে হইল ॥
 তেমতি আমার মন, তাহে চাহে অরুক্ষণ,
 ভয় করি বাপ ভাই মায় ।
 ককিলীর ম তকরি, হরি হয়ে লউন হরি,
 এই নিবেদন তাঁর পায় ॥
 এত বলি চাক্ষুশীলা,(১) হীরারে বিদায় দিলা
 হীরা গিয়া সুন্দরে কহিল ।
 রায় বলে একি কথা, কেমনে যাইব তথা,
 ভারতের ভাবনা হইল ॥

সন্ধি খনন ।

জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে ।
 করকলিতাসি(২) বরাভয় মুণ্ডে ॥
 লক্ লক্ রসনে, কড়মড় দশনে,
 রণভূমি(৩) খণ্ডিত সুররিপু মুণ্ডে ।
 অট অট হাসে, কটমট ভাষে,
 নখর বিদারিত রিপু করিশুণ্ডে ॥

(১) নন্দশীলা, সচরিত্রা স্ত্রী ।

(২) করের দ্বারা কটয়াছে ।

(৩) রণ স্থানে ।

লটপট কেশে, সুবিকট বেশে ।

হৃতদম্ভজাহতি(১) মুখ শিখিকুণ্ডে ।

কলিমল মথনং(২) হরিগুণ কথনং ।

বিরহর ভারত কবির তুণে । প্রণা

সুন্দর উপায় কিছু না পান ভাবিয়া ।

বাঁইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া ॥

কোটাল হরন্তু থানা দুয়রে দুয়ারে ।

পাখি এড়াইতে নারে মাহুষে কি পারে ।

আকাশ পাতাল ভাবি না পেয়ে উপায় ।

কালীর চরণ ভাবি বনিল্য পূজায় ॥

মুনোন্মীত মালিনী গোঁগায় উপহার ।

পূজা সমাপিয়া স্তুতি করয়ে গুমার ॥

কালের কামিনী কালী কপালমালিকা ।

কাতর কিঙ্করে কৃপা কর গো কালিকা ॥

ক্ষেমঙ্করী কেম(৩) কর ক্ষীণেরে ক্ষমিয়া ।

ক্ষুদ্র হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাজী ভাবিয়া ॥

শুবে তুচ্ছ ভগবতী প্রসন্ন হইয়া ।

সন্ধি কাটিবারে দিল উপায় করিয়া ॥

ভারুপাত্রে সন্ধিমন্ত্র বিশেষ লিখিয়া ।

শূণ্য হৈতে সিঁধক ঠী দিলেন ফেলিয়া ।

পূজা করি সিঁধকাঠী লইলেন রাখা ।

মন্ত্র পাড়ি ফুক দিয়া মাটি'ত ভেজায় ॥

(১) হৃত দৈত্যের আছতি ।

(২) কলিকালের গাপনাশন । (৩) মঙ্গল কর ।

বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি । ২৮৩

* জরে অরে কাঠী তোরে বিশাই গড়িল ।
 সিঁধ কাটি বঁধ কর কালিকা কহিল ॥
 আধর(১) পাথর কাট বেটে ফেল হাড় ।
 উট কাট কাঠ কাট মেদিনী পাছাড় ॥
 বিদ্যার মন্দিরে আর মালিনীর ঘরে ।
 মাটি কাটি পথ কর অন্নদার বরে ॥
 সুড়ঙ্গের মাটি কাটি উড়ে যাবে বায় ।
 হাড়ীঝি চণ্ডীর বরে কামাখ্যা আজয় ॥*

কালিকার প্রভাবে মাতুর দেখ রঙ্গ ।
 মালিনী বিদ্যার ঘরে হইল সুড়ঙ্গ ॥
 উর্দ্ধে পাঁচ হাত আড়ে অর্ধেক তাহার ।
 স্থলে স্থলে মণিঙ্কল হারে অন্ধকার ॥
 সুন্দরের চোর নাম তাই সে হইল ।
 অন্নদামঙ্গল দিজে ভারত রচিল ॥

বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি ।

বিদ্যার নিবাস, ঘাইতে উল্লাস,
 সুন্দর সুন্দর সাজে ।
 কি কহিব শোভা, রতি মনোলোভা,
 মদন মোহিত লাজে ॥
 চলিল সুন্দর, রূপ মনোহর,
 ধরিয়া বরের বেশ ।

টাদের মণ্ডল, বন্নিষে গরল,
 চন্দন আশুনকণা ।
 কপূর তাম্বুল, লাগে যেন শূল,
 গীত নাট বনবনা ॥
 কুলের মালার, সূচের জ্বালার,
 তন্নু হৈল জর জর ।
 মন্দ মন্দ বায়, বজ্রের ঘর,
 তন্নু কাপে ধর ধর ॥
 নোকিল হুকারে, জমর কাঙ্কারে,
 কাণে হানে যেন তীর ।
 যত অলঙ্কার, জ্বলন্ত অঙ্গার,
 পোড়ায় মোর শরীর ॥
 এ নীল কাপড়, হানিছে কামড়,
 যেমন কালসাপিনী ।
 শয্যা হৈল শাল, সজ্জা হৈল কাল,
 কেমনে জীব পাপিনী ॥
 রজনী বাড়িছে, যে পোড়া পুড়িছে,
 কি ছার বিছার জ্বালা ।
 বৎসর তিলেকে, প্রলয় পলকে,
 কেমনে বাঁচবে বালা ॥
 কণেক শয্যায়, কণেক ধরায়,
 কণেক সখীর কোলে ।
 কণে মোহ যায়, সখীর জাগায়,
 বঁধু এল এই বোলে ॥

একপে কামিনী, কাটিছে যামিনী,

সুন্দর হেন সমর ।

সুড়ঙ্গ হইতে, উঠিলা ছরিতে,

ভূমিতে টাঁদ উদয় ॥

দখি সখীগণ, চমকিত মন,

বিদ্যার হইল ভয় ।

হংসার মণ্ডল, যেমন চঞ্চল,

রাজহংস দেখি হয় ॥

এ কি লো এ কি লো, একি কি দেখি লো,

এ চাহে উছার পানে ।

দেব কি দানব, নাগ কি মানব,

কেমনে এলো এখানে ॥

কপাট না নড়ে, গুঁড়ি না পড়ে,

কেমনে আইল নর ।

ভারত বুঝায়, না চিন ইছায়,

সুন্দর বিদ্যার বর ॥

সুন্দরের পরিচয় ।

এ কি দেখি অপরূপ । দেখ লো সই ।

ভুবন-মোহন রূপ ॥

কোন পথ দিয়া, কেমন করিয়া,

আইল নাগর ভূপ ।

এজন যেমন, না দেখি এমন,

মদনমোহন রূপ ॥

থাকে সব ঠাই, কেহ দেখে নাই
বেদেতে কহে অমুপ ।
ভারতের নিধি, মিলাইল বিধি,
না কহিও চুপ চুপ ॥৫॥

বিদ্যার আজায় সখী সুলোচনা কর ।
কে তুমি আইলে এখা দেহ পরিচয় ॥
দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ কিবা নাগ নর ।
সত্য কহ নারী মোরা পাইয়াছি ডর ॥
সুন্দর বলেন রামা কেন কর ডর !
দেব উপদেব নহি দেখ আমি নর ॥
কাঞ্চীপুরে গুণসিক্ত রাজা মহাশয় ।
সুন্দর আমার নাম তাঁহার তনয় ॥
আসিয়াছি তোমার ঠাকুরঝির পাশে ;
বাসা করিয়াছি হীরা মালিনীর বাসে ॥
প্রতিজ্ঞার কথা লয়ে গিয়াছিল ভাট ।
স্বরূপাঠ(১) শুনিয়া দেখিতে আইলু নাট
বিচার হইবে কি প্রথমে অবিচার ।
আছত অতিথি এলে নাহি পুরস্কার ॥
আসিয়াছি আশ্বাসে বিশ্বাস হৈলে বসি
শুনি সিংহাসন দিতে কহিল রূপসী ॥
বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সারি ॥
অপরূপ দেখিলু বিজ্ঞার দরবার ॥

(১) নট্যকারদের প্রথম স্বরূপান্তরের গীত বাদ্যাদি ।

তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে ।
 তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণচাঁদে (১)
 অঞ্চলে ঢাকিতে চাহে কমলের গন্ধ ।
 মাণিকের ছটা কি কাপড়ে যায় বন্ধ ॥
 দেখা মাত্র জিনিয়াছি কহিতে ডরাই ।
 দেশের বিচারে পাছে হারায় হারাই ॥
 কথায় যে জিনে সুখা মুখে সুধাকর ।
 হাসিতে তড়িৎ জিনে পরোধরে হর (২) ॥
 জিনিলেক এতজনে যেজন বিচারে ।
 দেখ লো, লজ্জার হাতে সেই জন হারে ॥
 হারিয়া লজ্জার হাতে কথা নাহি যার ।
 সে কেন প্রতিজ্ঞা করে করিতে বিচার ॥
 রতির সহিত দেখা হইবে বখন ।
 কেবা হারে কেবা জিনে বুঝিব তখন ॥
 অধোমুখী সুমুখী অধিক পেরে লাজ ।
 সাক্ষী হৈল সখীগণ কহে সুবরাজ ॥
 সখী বলে মহাশয় তুমি কবির ।
 আমার কি সাধ্য দিতে তোমার উত্তর ॥
 উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে ।
 কোথায় মিলন হয় অধম উত্তমে ॥

(১) বিরোধিতাস অলঙ্কার ।

(২) মিস্তি কথাবারা সুধাকে, বদনে চন্দ্রকে, হাস্যে তড়িৎকে
 কৃষ্ণগুণ মহাদেবকে পরাস্ত করিয়াছে ।

আমি যদি কথা কহি একে হবে আর।
 পাড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হারা ধার ১।
 কি কব ঠাকুরঝিরে পরিয়াছে লাজ।
 নহিলে উত্তর ভাল পেতে চুবরাজ ॥
 শুনিয়া সৈবদ হাসি ক'হেছে সুন্দর।
 বলহ ঠাকুরঝিকে কি দেন উত্তর ॥
 সখী সম্বোধনে বিদ্যা কহে মৃদুস্বরে।
 মন চুরি কৈল চোর সৈব দিয়া ধরে ॥
 চোর বিদ্যা বিচার আমার নহে পণ।
 চোর মহ বিচার কি করে সাধুজন ॥
 সুন্দর বলেন ভাল বিচার এ দেশে ॥
 উলটিয়া চোর গৃহি বাক্সে রাখি শোষণ ॥
 কটাক্ষেতে মন চুরি করিলেক যেই।
 মাটি কাটি তপাসিতে চোর বলে সেই ॥
 চোর ধরি নিজ ধন নাহি লয় কেবা।
 আমি নিজ চোরে দিব বাকি আছে শেবা ॥
 এই এ প দুজনে কথার পাঁচা পাঁচি।
 কি করি দুজনে মনে করে আঁচা আঁচি ॥

(১) ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সমানে সমানে দাক্ষিণ্য হইলেই উত্তর হয়। কবিরাজ সুন্দরের সঙ্গিত সঙ্গীর মন ও উত্তর করা উপযুক্ত নহে। সখী কি বলিতে কি বলিতে কবির মানের লাঘব হইবার সম্ভাবনা, যেমন তাঁর বহুদুল্যের পদার্থ হইয়াও অজ্ঞান মেয়ের শৃঙ্গ পতিত হইয়া ভীষ্মধার চ্যুত হয়।

হেনকালে ময়ূর ডাকিল গৃহ পাশে ।
কি ডাকে বলিয়া বিজ্ঞা সখীরে জিজ্ঞাসে ॥
শুনিয়া সুন্দর রায় ইঙ্গিতে বুঝিল ।
সখী উপলক্ষ মাত্র মোরে জিজ্ঞাসিল ॥
উহার উত্তর দিতে হৈল ত্বর্য করি ।
কহিছে ভারত লোক শুন লো সুন্দরী ॥

গোমধ্য মধ্যে যুগগোধরে হে,
সহস্র গোভূষণ কিস্করাণাম্ ।
নাদেন গোহৃষ্টিখরেষু মত্তা,
নদন্তিগোকর্ণ শরীরভক্ষাঃ ॥

গো শব্দ নানার্থ অভিধানে দেখ ধনি ।
এ লোকে গো শব্দে সিংহলোচন ধরনি ॥
সিংহের মাজার সম মাজার বলন ।
হুগের লোচন সম তোমার লোচন ॥
সহস্রলোচন ইন্দ্র দেবরাজ ধীর ।
তাহার কিস্কর মেঘ গরজে গভীর ॥
মেঘের শুনিয়া নাদ মাতি কাম শরে ।
পার্বত ধরনীধর তাহার শিখরে ॥
লোচন অরণ পদে বুঝাই ভুজঙ্গ ।
তাহার ভক্ষক ডাকে ময়ূর বিহঙ্গ ॥
শুনিয়া আনন্দে ধনী নানার্থ ঘটায় ।
বুঝিলাম মহাকবি লোকের ছটায় ॥
কিন্তু এক সন্দেহ ভাজিতে হয় আশ ।
এখনি করিল কিবা আছিল অভ্যাস ॥

পুনঃ জিজ্ঞাসিলে যদি পুনঃ ইহা পড়ে ।
 তবেত অভ্যাস ছিল এ কথা না নড়ে ॥
 এত ভাবি কহে বিদ্যা সখী সম্বোধনে ।
 না শুনিলু না বুঝিলু ছিলু অশ্রু মনে ॥
 স্নান কর বলেন যদি তুমি দেহ মন ।
 যত বল তত পারি নূতন রচন ॥

দ্যোনি ভক্ষণজ সন্তানাদং
 ক্ষত্র নিনাদং গিরিগহ্বরেষু ।
 'ওমে'হরিবিশ্বপ্রতিবিম্বধারী,
 তরু ব কাশ্তে পবনশিনাশঃ ॥

আপনার জন্ম স্থান ভক্ষণে অনল ।
 তার স্বজন্ম উঠে গগনমণ্ডল ॥
 তাহাতে জনমে মেঘ শুনি তার নাদ ।
 পর্কত গহ্বরে বিরহির পরমাদ ॥
 পবন অশন করে জানহ ভুজঙ্গ ।
 তাহারে আহা করি ময়ূর বিহঙ্গ ॥
 ভয়ঃ অন্ধকার তার অরি চাঁদ এই ।
 যার পিছে চাঁদ ছাঁদ ডাকিলেক সেই ॥
 শোক শুনি স্নান করি রসে মন টলে ।
 ইহার অধিক আর হারি করে বলে ॥
 পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা রসের তরঙ্গ ।
 এসঙ্গে এসঙ্গে উঠে শাস্ত্রের এসঙ্গ ॥

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক ।
 অলঙ্কার আদি সাধ্য সাধন সাধক ॥
 মধ্যবর্তী হইল মদন পঞ্চানন ।
 যার সঙ্গে ছয় ঋতু ছয় দরশন ॥
 কোকিল ভ্রমর চন্দ্র মলয় পবন ।
 ময়ূর চকোর আদি সঙ্গে পড়োগণ ॥
 আশ্রিতভে(১) পূর্বপক্ষ করিল সুন্দর ।
 সিদ্ধান্ত করিতে বিদ্যা হইল ফাঁকর ॥
 বিচারের কোটি মনে ছিল লক্ষ লক্ষ ।
 কিছু স্ফূর্তি না হয় সিদ্ধান্ত পূর্বপক্ষ(২) ॥
 বেদান্ত একান্তবাদি দ্ব্যাত্মবাদি তর্ক ।
 মীমাংসায় মীমাংসার না হয় সম্পর্ক ॥
 বৈশেষিক(৩) বিশেষ করিতে কিছু নাহে ।
 পাতঞ্জলে(৪) মাথায় অঞ্জলি বাক্যে হারে ॥
 শাংখ্যেতে(৫) কি হবে সংখ্যা আশ্রয় নিকরণ ।
 পুরাণ সংহিতা স্মৃতি মনু বিজ্ঞান ॥
 জ্ঞতি বিনা উপায় না পায় সমাধার ।
 ত্রীলোকে করিতে নাহে স্মৃতির বিচার ॥

- (১) জীবাত্মা ও পরমাাত্মা বিষয়ক জ্ঞানকাণ্ডীয় শাস্ত্র ।
- (২) কোট কান্দি, প্রথম পক্ষ ।
- (৩) বহুদর্শন মধ্যে দর্শন বিশেষ ।
- (৪) পতঞ্জলি যুনি প্রণীত দর্শনশাস্ত্র বিশেষ ।
- (৫) বহুদর্শনের মধ্যে এক দর্শন ।

প্রাণতির বিচারে বিদ্যা! অবাধ হইল ।
 মধ্যবর্তি ভট্টাচার্য্য হারি করে দিল ॥
 ভূই এক কথা যদি আনয়ে ভাবিয়া ।
 মধ্যস্থ মুদ্রাই হয়ে দেয় ভুলাইয়া ॥
 সুন্দর কহেন রামা কি হৈল সিদ্ধান্ত ।
 বিদ্যা বলে সেই সত্য যে কহে বেদান্ত ॥
 অত্র শাস্ত্র যে সব সে সব কাঁটা বন ।
 তত্ত্বভূ(১) বাদরায়েণে(২) প্রমাণ লিখন ॥
 রায় বলে এক আত্মা তবে তুমি আমি ।
 বিদ্যা বলে হারিলাম তুমি মোর স্বামী ॥
 শুভক্ষণে নিজ হার খুলি নৃপবাল্য ।
 হরগৌরী সাক্ষি করি দিল বরমালা ॥
 ব্রহ্ম হয়ে কহিছে ভারতচন্দ্র রায় ।
 বিদ্যা কর বর কথা রাত্রি বয়ে যায় ॥

বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকরস্তু ।

নব নাগরী নাগর বিহরে ।

লাজ ভয়ে আর কি করে ॥

সময় পাইল, মদনে মাতিল,

কোকিল কোকিল কুহরে ।

রসে গরগর, অধরে অধর,

অমর অমরী গুঞ্জরে ॥

(১) যথার্থ তত্ত্ব বলিতে হইবে ।

(২) যুনি বিশেষ প্রণীত শাস্ত্র ।

বিন্যাসুন্দরের কৌতুকরস্তু ।

২৯৫

সখীগণ সঙ্গে, গায় ন না রঙ্গে,

অনন্দের অঙ্গ সঞ্চারে ।

রাগাক্ষেপের রাস, হাস্যপিপ্বিহাস,

ভারত উল্লাস অন্তরে ॥১॥

বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার ।

পাকর্ষ বিবাহ হৈল মনে আঁধি ঠার ॥

কথাকর্তা হৈল কথ্য বরকর্তা বর ।

পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর ॥

কথ্যাত্ম বরযাত্র ঋতু ছয় জন ।

বাদ্যকরে বাদ্যকর কিক্রিণী কঙ্কণ ॥

নৃত্য করে বেশরে নৃপুত্র গীত গায় ।

আপনি আসিয়া রাত এয়ো হৈলা তার(১) ॥

ধিক্ ধিক্ অধিক আছিল সখী তায় ॥

নিশ্বাস আতসবাজী উত্তাপে পলায় ॥

নয়ন অধর কর জঘন চরণ ।

চুহার কুট্টর স্থখে করিছে ভোজন ॥

বুঝহ চতুর এই প্রচ্ছন্ন বিহার ।

ইতঃপর কহি শুন প্রকাশ ইহার ॥

পালঙ্কে বসিলা স্থখে যুবক যুবতী ।

শোভা দেখি পায় পড়ে রতি রতিপতি ॥

গোলাব আতর চুয়া কেশর(২) কস্তুরী ।

চন্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটী পূরি ॥

(১) ধিকার, লজ্জা, ভয় ইত্যাদি কান উদ্দীপনের পলায়ন
রল । (২) নাগকেশর বৃক্ষ ।

মল্লিকা মালতী চাঁপা আদি পুষ্পমালা ।
 রাখে সহচরী পূরি কনকের থালা ॥
 ক্ষীর চিনি মিহিরি সন্দেশ নানা জাতি ।
 নানা দ্রব্য রাখে নারিকেল রাজবাতি (১) ॥
 শীতল গজার জল কর্তৃক বাসিত ।
 পাখা ঘোরছল স্বেতচামর ললিত (২) ॥
 মিঠা পান মিঠা গুয়া চূন পাথরিয়া ।
 রাখে ছুটা বিড়া বাকি খিলি সাজাইয়া ॥
 রাখে লজ এলাচি জয়িত্রি জায়ফল ।
 উদ্দীপন (৩) আলম্বন (৪) সন্তোষের বল ॥
 প্রথম বৈশাখ শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী ।
 সুগন্ধ মাকত মন্দ নিরমল শশী ॥
 কোবিল কোকিলা মুখে মুখ আরোপিয়া ।
 কুহ কুহ রব করে মদনে মাতিয়া ।
 মুখে মুখে মধুকর মধুকরবধু ।
 গুন গুন গুঞ্জরে মাতিয়া পিয়া মধু ॥
 চন্দ্রের অমৃত পিয়া মাতিয়া চকোর ।
 চকোরী সহিত খেল কামরসে ভোর ॥
 বিদ্যার ইজিত পেয়ে সহচরীগণ ।
 আরম্ভ করিল গীত বস্ত্রের বাজন ॥

(১) নেয়াপাতি ।

(২) মনোহর ।

(৩) প্রকাশন, তাপন । বিভাব বিশেষ ।

(৪) অবলম্বন আশ্রয় । বিভাব বিশেষ ।

মন্দিরা বাজায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ ।
 আলাপি বসন্ত ছয় রাগিণীর সঙ্গ ॥
 বীণা বাঁশী তমুরা রবাব (১) কপিনাশ (২) ।
 বাজাইয়া সপ্তস্বর (৩) স্বরের প্রকাশ ॥
 অঙ্গুলে যুজ্বুর বাজে বাজায় মোচঙ্গ ।
 সন্তোগ শৃঙ্গার রসে লেগে গেল রঙ্গ ॥
 প্রস্তার মুচ্ছনা গ্রামে জ্ঞতি মিশাইয়া ।
 সঙ্গীতে পণ্ডিত কবি মোহিত শুনিয়া ॥
 মোহিত সখীর গীতে হারাইয়া জ্ঞান ।
 বীণা বাজাইয়া রায় আরম্ভিল গান ॥
 সুন্দরের গান শুন সুন্দরী মোহিলা ।
 মিশায়ে বীণার স্বরে গাইতে লাগিলা ॥
 হৃজনের গানেতে মোহিত দুই জন ।
 আলিঙ্গন প্রেমরসে মাতিল মদন ॥
 কামমদে মাতাল দেখিয়া দুই জনে ।
 যন্ত্র তন্ত্র ফেলায়ে পলায় সখীগণে ॥
 লাজে পলাইল লাজ ভয়ে ভাজে ভয় ।
 লোভেতে আইল লোভ গুণাকর কর ॥

বিহারারস্ত ।

নৃপনন্দন কামরসে রসিয়া ।
 পরিধান ধূতী পড়িছে ধসিয়া ॥

১) বাদ্য যন্ত্র বিশেষ । (২) যন্ত্রবিশেষ । (৩) পরিবাদিনী বীণা ।

তবনী ধরিয়া হৃদয়ে লইল ।
 নলিনী যেন মত্তকরী ধরিল ॥
 মুখ চুষই চাঁদ চকোর হয়ে ।
 ধনি বারই (১) অশ্বর ঝাঁপি লয়ে
 বুচপদ্মকলী কবিরাজ করে ।
 ধরিতে তবনী পুঙ্কে সিংহরে ॥
 নৃপনন্দন পিঙ্গুন বাস হ'র ।
 রমণী অমনি প্রিয় হাত ধরে ॥
 বিনয়ে করপদ্ম করে ধরিয়া ।
 কহিছে তবনী ককণা করিয়া ॥
 ক্ষম হে পতি হে বঁধু হে প্রিয় হে ।
 নব-যৌবন জোরের যোগ্য নহে ॥
 রতি এমন কেমন জানি কবে ।
 প্রভু আজি ক্ষমা কর কালি হবে ॥
 তুমি কামরূপে রূপপণ্ডিত হে ।
 ককণা কর না কর পীড়িত হে ॥
 চরণে ধর কি চরণে ধরিব ।
 যদি জোর কর মরমে মরিব ॥
 রস লাভ হবে রহিয়া কুটিলে ।
 বল কি হইবে কলিকা দলিলে ॥
 যদি না রহিতে তুমি পার বঁধু ।
 পর ফুলফুলে কর পান মধু ॥

রস না হইবে করিলে রগড়া ।
 আলি নাহি করে মুকুলে ঝগড়া ॥
 নখ জাঁচড় লাগিল দেখ কুচে ।
 জ্বলছে কধিরে দুখ নাহি ঘুচে ॥
 গুণসাগর নাগর আগর() হে ।
 নট না কর না কর না কর হে ॥
 শূনি সুন্দর সুন্দরীয়ে কহিছে ।
 তুমি মের মনোজ শরে দহিছে ॥
 তুমি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো ।
 ভয় না কর না কর না কর লো ॥
 কুচ শতু শিরে নখ চন্দ্রকলা(২) ।
 বড় শোভিল ছাড়ি ঠাট ছলা ॥
 কুচ ছেগ ঘাটে নখ রক্ত ছটা ।
 বলিহারি সুরঙ্গ প্রবাল ঘটা ॥
 ভয় না টুটিবে ভয় না তুড়িলে ।
 রস ইক্ষুকি দেই দয়া করিলে ॥
 বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে ।
 রসিয়া পশিল ভ্রমরা কমলে ॥
 রতি রঙ্গরঙ্গে মজিলা দুজনে ।
 দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে ॥

(১) সম্বোধন ।

(২) রূপকালঙ্কার কুচরূপ শতু, তাঁহার মস্তকে নখাক্তরূপ চন্দ্রকলা ।

বিহার ।

খেলে রে সুন্দর সুন্দরী রঙ্গে ।
 বিষম কুসুম শর, খর শর জর জর,
 তর তর খর খর অঙ্গে ॥ ৫ ॥

রতি মঙ্গ পাগর, নাগরী নাগর,
 সুন্দরী সুন্দর কোলে ।
 হুই বদন, মদন রস মোহিত,
 লোহিত কুচ নেতে (১) চোলে ॥

রতিমদমাগর, নাগরী নাগর,
 নিরখি নিরখি হুই চাঁটে ।
 রাখিতে নিজঘর, রতি রতি নায়ক,
 কুলপিল কুলুপ কপাটে ॥

ঝল্লই সঘন, নিতম্ব ধরাধর,
 অধর ধরাধরি দস্তে ।
 জঘন জঘন পর, হৃদয় হৃদয় মিলি,
 মাতিল সমর দুস্তে ॥

ঝন ঝন ককণ, মগ মগ নূপুর,
 ঘুর ঘুর ঘুঞ্জুর বোলে ।
 লটপট কুস্তল, কুণ্ডল ঝলমল,
 পুলকিত ললিত কপোলে ॥

খাস পবন ঘন, ঘন ঘন খেলই,
 হেলই সঘন নিতম্বে ।

দংশই দশন, দশন মধুরাধর,
 হুহ তহু হুহ অবিলম্বে ॥
 হুহডুজ পাশহি, হুহ জন বন্ধন,
 সম রস অবশ হু অঙ্গে ।
 হুহ তহু কাম্পন, কাম্পন ঘন ঘন,
 উথলিল মদন তরঙ্গে ॥
 নব বয় নাগর, নাগরী নব বয়,
 চির দিন ভুক পিয়াসা ।
 সময় কড়াপড়, অঝড় ঝড়াঝড়,
 তাবত যাবত আশা ॥
 পূরণ আছতি, অনল নিভায়ল,
 রতি পতি হোম নিবড়ে ।
 বরিষিল মেঘ, ধরণি ভেল শীতল,
 ঝড় দল বাদল ছাড়ে ॥
 চুষন চুচুতি, শীৎকৃতি(১)শিহরণ,
 কোকিল কুহরে গলায়ে ।
 সম অবলম্বন, বালিশ আলিশ,
 মুদিত নয়ন ছায়ে ॥
 অলস অবশ, হুহ অঙ্গ অচেতন,
 ক্ষণ রহি চেতন পায়ৈ ॥
 উপজিল হাস, বাস পরি সজ্জম,
 বসবতি বাহিরে যায়ৈ ॥

সহচরীগণ, যদি সন্নিধি আইল,
নহুখী অতি লাজে ।
ভারতচন্দ্র কহে, শুন সুন্দরি,
লাজ কর কোন কাজে ॥

সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা ।

শুন শুন সুনাগর রায় ।
আপনার মণি মন বেচিলু তোমায় ॥
ভূমি বাড়াইলে প্রীতি, মোর তাহে নাহি ভীতি
রহে যেন রীতি নীতি, নহে বড় দায় ।
চুপে চুপে এসো যেয়া, আর দিকে নাহি ধোয়া
সদা এক ভাবে চেয়ো, এই রাখিকায় ॥
ভূমি হে প্রেমের বশ, তেঁই কৈলু প্রেমরস,
না লইও অপবশ, বঞ্ছিয়া আমায় ॥
মোর সঙ্গে প্রীতি আছে, না কহিও কারো কাছে,
ভারত দেখিবে পাছে, না ভুলিয়ো তায় । ৫

রসিক রসিকা সুখে যুবক যুবতী ।
বসিয়া পালকে জিনি রতি রতিপতি ॥
সুগন্ধে লেপিত অঙ্গ সুগন্ধ মালায় ।
মিষ্ট জল পান করি জলপান খায় ॥
সহচরী চামর ব্যাজন করে অঙ্গে ।
রজনী হইল সাজ অনঙ্গ এসঙ্গে ॥

হৃদয়ের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা । ৩০৩

আসি বলি বাসায় বিদায় হইলা রায় ;
 কুসুম মুদিত আঁখি চন্দ্র অন্ত যায়(১) ॥
 বিদায় বলে কেমনে বলিব যাহ প্রাণ ।
 পলকে পলকে মোর প্রায় সমান ॥
 এ নয়ন চকোর ও মুখ অধাকর ।
 না দেখে কেমনে হবে এ চারি প্রহর ॥
 বিরহ দহন দাহে যদি থাকে প্রাণ ।
 রজনীতে করিব ও মুখস্থ পান ॥
 ভায় বলে আমি দেহ তুমি নে জীবন ।
 বিচ্ছেদ তখন হবে যখন মরণ ॥
 যে কথা কহিলে তুমি ও কথা অমার ।
 তোমার কি আমার কি ভাব আরবার ॥
 এত বলি বিদায় হইলা খুঁখি ২)ধরি ।
 মালিনী রে না কহিও কহিলা সুন্দরী ॥
 পদ্যবন প্রমুদিত সমুদিত রবি ।
 মালিনীর নিকেতনে দেখা দিলা কবি ॥
 করিয়া প্রভাত ক্রিয়া দামোদর তীরে ।
 স্নান পূজা করি গেলা হীরার মন্দিরে ॥
 মালিনী তুলিয়া ফুল গাঁথিলেক মালা ।
 রাজবাড়ী গেল সাজাইয়া সাজি ডালা ॥

(১) চন্দ্র অন্তাচলে গমন করিলে কুসুমদিনী মুদ্রিত হইল অর্থাৎ
 চন্দ্র-চন্দ্র প্রস্থান করিলে বিদ্য-কুসুমদিনী নয়ন মুদ্রিত করিলেন ।

(২) দাড়ি, চিবুক ।

যোগায়ে যোগান কুল মালা সবা কার ।
 বিদ্যার মন্দিরে গেল বিদ্যাত আকার ॥
 স্থান করি বসিয়াছে বিদ্যা বিনোদিনী ।
 নিকটে রাখিয়া মালা বসিলা মালিনী ॥
 সখীগণে স্তন্দরী কহিলা আঁখি ঠারে ।
 রাত্রির সংবাদ কেহ না কহ ইহারে ॥
 বুঝিয়াছি কালি মাগী পাইয়াছে ভয় ।
 ভাবিয়। উত্তর কাল মায়ে পাছে কয় ।
 ভবিষ্যত ভাবি কেবা বর্তমানে মরে ।
 প্রসবের ভয় তবু পতি সঙ্গ করে ॥
 বিদ্যা বলে আগো আই জিজ্ঞাসি তোমায় ।
 আনিতে হেথায় তারে কি কৈলা উপায় ॥
 হীরা বলে আমি চৈকিলাম ভাল দায় ।
 কেমনে আনিতে বল শুনে ভয় পায় ।
 তারে গিয়া কহিলাম তোমার বচনে ।
 সে বলে বিদেশী আমি যাইব কেমনে ॥
 কোন মতে কোন পথে কেমনে আনিবে ।
 কে দেখিবে কে শুনিবে বিপাকে মজিবে ॥
 কি জানি কি বুঝিয়াছ কি আছে কপালে ।
 মজাইবে মিছা কাজে পরের ছাবালে ॥
 মিছা ভয় করিয়া না কহ বাপ মায় ।
 আমি কহিবারে চাহি মানা কর তায় ॥
 বুঝিয়া আপনি কর যেনা মনে ভায় ।
 ধর্ম জানে আমি নহি এ সব কথায় ॥

সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা । ৩০৫

বিদায় হইয়া হীরা নিবাসে আইল ।
পূর্বমত বাজার করিয়া আনি দিল ॥
রন্ধন ভোজন করি বসিলা সুন্দর ।
মালিনীকে কন কথা সহাস অন্তর ॥
বাঁচা ও হিতাশী মাসী উপায় বলিয়া ।
যাইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া ॥
হীরা বলে রাজপুত্র বট বিদ্যাবান ।
কেমনে যাইবা দেখি কর অনুমান ॥
হাজার হাজার লোকে রাখে যার পুরী ।
কেমনে তাহার ঘরে হইবেক চুরি ॥
আশু পাছু সাত পাঁচ ভেবে করি মানা ।
যুগ হয়ে দিবে কি সিংহের ঘরে হানা ॥
রাজাকে রাণীকে করে ঘটাইতে পারি ।
চুপে চুপে কোম রূপে আমি ইহা নারি ॥
কোন পথে কোন মতে কেহা লয়ে যাবে ।
কি পাকে বিপাকে চৈকি পরাণ হারাবে ॥
লুকায়ে করিতে কাজ হুজনারি সাদ ।
হায় বিধি ছেলোখলা একি পরমাদ ॥
আপনি মজিবে আরো মোরে মজাইবে ।
কার যাড়ে ছুটা মাথা এ কর্ম করিবে ॥
এত বলি মালিনী আপন কাজে যায় ।
সুড়ঙ্গ কি রূপে ছাপে ভাবিছেন রায় ॥
বোলে চালে গেল দিবা আইল যামিনী ।
ঐকালি সামগ্রী আনি দিলেক মালিনী ॥

সুন্দর বলেন মামী বুঝি স্কল ।
 যত কথা কয়েছিলে কথা সে কেবল ॥
 বিদ্যার সহিত নাহি মিলাইয়া দিলে ।
 ভুলাইয়া ভাল মালা গাঁথাইয়া নিলে ॥
 যত আশা ভরসা সকল হৈল মিছা ।
 এখন দেখাও ভয় জুড়ু ছাপা বিছা ॥
 সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর ।
 মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর ॥
 শেষে ফাঁকী আগে দিয়া কথার কোলানী ।
 বুঝা গেল ভাল মামী বনিপো ভুলানী ॥
 মূঢ় নর যে করে নরের উপাসনা ।
 দৈবে বিনা কোন কর্ম না হয় ঘটনা ॥
 কুণ্ড কাটিয়াছি মাসী তোমার মন্দিরে ।
 একটি সাধন আছে সাধিব কালীরে ॥
 রজনীতে ভূমি মোর না করো সন্ধান ।
 যাবত সাধন মোর নহে সমাধান ॥
 এত বলি দুই দ্বারে খিল লাগাইয়া ।
 বিদ্যার মন্দিরে গেল শুকেরে কহিয়া ॥
 বুঝছ চতুর সব কি এ চতুরালী ।
 কুটিনীরে ফাঁকি দিয়া করে নাগরালী ॥
 যেমন নাগর ধূর্ত যেননি নাগরী ।
 সেবার কারণ মাত্র জানে সহচরী ॥

বিপরীত বিহারারম্ভ ।

গীত বাদ্য কোঁতুকে মজিয়া গেল মন .
মত্ত দেখি ছুজনে পলায় সখীগণ ॥
ভারত কহিছে ভাল চুরি কৈলি চোর
সাধুলোক চোর হয় চুরি শুনে ভোর ।

বিপরীত বিহারারম্ভ ।

সুন্দরীর করে ধরি, সুন্দর বিনয় .
কহে শুন শুন প্রাণেশ্বরী ।
আজি দিন হুপহরে, দেখিলাম সরো .
কমলিনী বান্ধিয়াছে করি ॥
গিরি অধোমুখে কান্দে, এ কথা কহিতে .
কুমুদিনী উঠি আকাশে ।
সে রস দেখিতে শশী, ভূতলে পড়িল .
খঞ্জন চকোর মিলি হাসে ॥
কি দেখিলু আহা, আর কি দেখিব .
কি জানি যটাবে বিধি কবে ।
তুমি কহা এ রাজার, তোমারি এ অধিকার .
দেখাও যদ্যপি দেখি তবে ॥
বিদ্যা বলে মহাশয়, এ না কি সম্ভব .
রায় বলে দেখিলু প্রত্যক্ষ ।
এ দুঃখে যদ্যপি তার, এখন দেখাতে .
কি কর সিদ্ধান্ত পূর্বপক্ষ ॥
সুন্দরী বুঝিয়া ছলে, মুচকি হাসিয়া .
বড় অসম্ভব মহাশয় ।

শিলা জলে ভাসি যায়, বানরে সঙ্গীত গায়,
 দেখিলেও না হয় প্রত্যয় ॥
 রায় বলে আমি করী, তুমি কমলীনীশ্বরী,
 বান্ধহ মৃণাল ভুজপাশে ।
 আমি টাঁদ পড়ি ভূমি, কুল কুমুদিনী তুমি,
 উঠ মোর হৃদয় আকাশে ॥
 নরন পঙ্কন মোর, নরন চকোর তোর,
 দুহে মিলে হাসিবে এখনি ।
 স্বাম ছলে কুচগরি, কাঁদিবেক ধিরি ধিরি,
 করি দেখ বুঝিবে তখনি ॥
 শুনি মনে মনে ধনী, বাথানে নাগর মনি,
 বিনা মূলে কিনিলে আমারে ।
 ভক্তরে না সহে বাজ, বাহিরে বাড়ায় লাজ,
 এড় মেনে হারিহু তোমারে ॥
 পুন্সের ভার যাহা, রমণী কি পারে তাহা,
 তুলিতে আপন ভার ভারি ।
 আজি জানিলাম দড়, পুরুষ নির্লজ্জ বড়,
 লাজে বাধে নৈলে কৈতে পারি ॥
 শিখিয়াছ যার কাছে, তাহার এ গুণ আছে,
 সে মেনে কেমন মেরে বটে ।
 ভাল পড়া পেরেছিল, ভাল পড়া পড়াইল,
 লাভে হৈতে মোর ফের ঘটে ॥
 লাড় নাহি চল চল, কেমনে এমন বল,
 পুরুষের এত কেন ঠাট ॥

যার কর্ম তারে সাজে, অথ লোকে লাঠি বাজে,
 কে কোথা দেখেছে হেন নাট ॥
 চেতাইলে বুঝি চেত, যৌবনে অলস এত,
 বুড়া হৈলে না জানি কি হবে ।
 কমা কর ধরি পায়, বিফলে রজনী যায়,
 নিদ্রা যাও নিদ্রা যাই তবে ॥
 আমারে বুঝাও ভাবে, এ কর্মে কি সুখ পাবে,
 আমি কিছু না পাই ভাবিয়া ।
 কদয়ের রাজা হয়ে, চোর হেন ছোট্ট রয়ে,
 কিবা লাভ নিঞিহ সহিয়া ॥
 করিয়া অর্থের নিধি, পুরুষে গড়িল বিধি,
 দুঃখ হেতু গড়িল তরুণী ।
 তাহা করি বিপরীত, কেন চাই বিপরীত,
 একি বিপরীত কথা শুনি ॥
 রায় বলে পুনঃ পুনঃ, সাধিলে যদি না শুন,
 অরণ্যে রোদনে কিবা কল ।
 কথায় বুঝিহ কাজ, আমা হৈতে প্রিয় লাজ,
 লাজ লয়ে করহ কোশল ।
 দিয়াছি যে আলিঙ্গন, দিয়াছি সে যে চুম্বন,
 সে সব ফিরিয়া যোরে দেহ ।
 কল্যাণ করণ কালী, নাছি দিও গালাগালি,
 দেশে যাই মনে রেখ স্নেহ ॥
 হাসি ঢলে পড়ে ধনী, কি বলিলা গুণমণি,
 ফিরে দিব চুম্ব আলিঙ্গন ।

অন্নদামঙ্গল ।

১০থা বিপরীত, ছুই মতে বিপরীত.
 দায়ে কাটে কুমুড়া যেমন ॥
 ১১খ না শুনি কভু, যদি ইহা হবে প্রভু.
 না পারিব থাকিতে প্রদীপ ॥
 ১২দিলেন সায়, যে কর্ম করিবে তার,
 অপ্রদীপে হইবে প্রদীপ ॥

বিপরীত বিহার ।

সত্যিহ বিদ্যা বিপরীত রঞ্জে ।
 মন্দর পড়িল প্রেম তরঞ্জে ॥
 আলু খালু লাজে কবরি খমী ।
 জলদের আড়ে লুকায় শশী ॥
 লাজের মাথায় হানিয়া বাজ ।
 স ধয়ে রামা বিপরীত কাজ ॥
 ঘন অবিলম্ব নিঃস্ব দোলে ।
 ঘুন্ ঘুন্ ঘন ঘুঙ্ঘুর বোলে ॥
 আবেশে ছাঁদি ধরে ভুজ যুগে ।
 মুখ পুরে মুখ কর্পূর পুগে(১) ॥
 ঝন ঝন ঝন কঙ্কণ বাজে ।
 রন রন রন নূপুর গাজে ॥
 দংশয়ে পতির অধর দলে ।
 কপোত কোকিলা(২) কুহরে গলে ॥

(১) আর কাগীন স্রীলোকের গলার স্বর বিশেষ ।

উখলিল কামরস জলধি ।
 কত মত সুখ নাহি অবধি ॥
 ধন ধন ভুজ কামান টানে ।
 তর জর কর কটাক্ষ বাণে ॥
 পর থর ধনী আবেশে কাপে ।
 অধীরা হইয়া অধর চাপে ॥
 কর কর করে অঙ্গের ঘাম ।
 কোণায় বসন ভূষণ দাম(১) ।
 তুলোমাঞ্চিত শীৎকার মুখে ।
 কাঁপিয়া কাঁপিয়া চাপয়ে সুখে ॥
 অটল আছিল টলিল রসে ।
 অবশ হইয়া পড়ে অলসে ॥
 পড়িল দেখিয়া উঠে নাগর ।
 আহা মরি মরি চুবে অধর ॥
 অবশ হুঁহে মুখ মধু খেয়ে ।
 উঠিল ক্ষণেকে চেতন পেয়ে ॥
 জর জর দুই বীরের ঘায় ।
 রতি লয়ে রজি পতি পলায় ॥
 এই রূপে নিত্য করে বিহার ।
 ভারত ভারতী রসের সার ॥
 ব্রহ্মচন্দ্রাজয় ভারত গায় ।
 হরি বল পালা হইল সায় ॥
 ইতি মঙ্গলবারের নিশাপালা

জন্দের সময়সী বেশে রাজদর্শন ।



বড় রসিয়া নাগর হে ।
 গভীর গুণ সাগর হে ।
 কখন ব্রাহ্মণ ভাট ব্রহ্মচারী,
 কখন বৈরাগী যোগী দণ্ডধারী,
 কখন গৃহস্থ কখন ভিক্ষারী,
 অবধূত জটা ধর হে ।
 কখন ঘেটেল কখন কাঁড়ারী,
 কখন খেটেল কখন ভাঁড়ারী,
 কখন লুঠেরা কখন পসারী,
 কতু চোর কতু চর হে ।
 কখন নাপীত কখন কাঁসারী,
 কখন সেকরা কখন শাঁকারী,
 কখন তামুলী তাঁতী মণিহারী,
 তেলী মালী বাজীকর হে ।
 কখন নাটক কখন চোটক,(১)
 কখন ঘটক কখন পাঠক,
 কখন গায়ক কখন গণক,
 ভারতের মনোহর হে ॥প্রণ

(১) ভাঁড় । নাটকবিশেষ, যে নাটক রুইয়া নাটিকাদে ভূমি
 বাক্য দ্বারা সজ্জিত করে ।

সুন্দরের সন্ন্যাসী বেশে রাজদর্শন । ৩১৩

এইরূপে কবি কোলে করিরা কামিনী ।
 কামরমে করে ক্রীড়া প্রত্যহ যামিনী ॥
 কোঁতুকে কামিনী লয়ে যামিনী পোহায় ।
 দিবসে কি রমে রব ভাবয়ে উপায় ॥
 টোকা লয়ে বাজার বেসতি করে হীরা ।
 দেখা জোখা তাহার জিজ্ঞাসা নাহি কিরা ।
 রন্ধন ভোজন করি ক্ষণেক শুইয়া ।
 নগর ভ্রমণে বায় দ্বারে দু'জি দিয়া ॥
 আগে হৈতে বহু রূপ জানে যুবরাজ ।
 নারীর মত সজ্জা আছে কত সাজ ॥
 কখন সন্ন্যাসী ভাঁড় ভাট দণ্ডধারী ।
 বেদে বাজীকর বৈদ্য বেণে ব্রহ্মচারী ॥
 রায় বলে কার্যাসিদ্ধি ছইল আমার ।
 এখন উচিত দেখা করিতে রাজার ॥
 দেখিব রাজার সভা সভাসদগণ ।
 তঁহার বিচার ব্রীত চরিত্র কেমন ॥
 সন্ন্যাসীর বেশে গেলে আদর পাইব ।
 বিছার প্রসঙ্গে নানা কোঁতুক করিব ॥
 সাত পাঁচ ভাষি সন্ন্যাসীর বেশ ধরে ।
 পরচুল জটাভার ভ্রম কলেবরে ॥
 করে করে কমণ্ডলু স্ফটিকের মালা ।
 বিভূতির গোলা হাতে কান্ধে মৃগছালা ॥
 কটিতে কোঁপীন ডোর রাজ্য বহির্বাস ।
 মুখে শিবনাম তেজঃ সূর্যের প্রকাশ ॥

উপনীত হৈল গিয়া রাজার সভায় ।
 উঠিয়া প্রণাম করে বীরসিংহ রায় ॥
 নারায়ণ নারায়ণ স্মরে কবিরায় ।
 শ্বশুরে প্রণাম করে এত বড় দায় ॥
 আর সবে প্রণামিল লুটিয়া শরণি ।
 বিছাইয়া মৃগছালা বসিলা আপনি ॥
 সভাসদ জিজ্ঞাসয়ে শুনহ গৌদাই ।
 কোথা হৈতে আসন আসন(১) কোন ঠাই
 নগরে আইলা কবে কোথা উত্তরিল ।
 জিজ্ঞাসা করেন রাজা কি হেতু আইলা ॥
 সন্ন্যাসী কহেন থাকি বদরিকাক্ষমে ।
 আসিয়াছি যাব গঙ্গানাগর সঙ্গমে ॥
 এ দেশে আসিয়া এক শুনিলু সংবাদ ।
 আইলাম বাপারে করিতে আশীর্বাদ ।
 রাজার তনয় না কি বড় বিদ্যাবতী ।
 শুনিলাম রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ।
 করিয়াছে প্রতিজ্ঞা সকলে বলে এই ।
 যে জন বিচারে জিনে পতি হবে সেই ॥
 অনেকে আসিয়া না কি গিয়াছে হারিয়া ।
 দেখিতে আইলু বড় কৌতুক শুনিয়া ॥
 বুঝিব কেমন বিদ্যা বিদ্যায় অভ্যাস ।
 নারীর এমন পণ একি সর্বনাশ ॥

বিচারে তাহার ঠাই আমি যদি হারি ।
 ছাড়িয়া সন্ন্যাস ধর্ম দাস হব তারি ॥
 শুক কাছে মাথা মুড়ায়েছি একবার ।
 তারে শুক মানিয়া মুড়াব জটাতার ॥
 সে যদি বিচারে হারে তবে রবে নাম ।
 সন্ন্যাসী আপনি তাহে নাহি কিছু কাম ॥
 তবে যদি সঙ্গে দহ প্রতিজ্ঞার দায় ।
 নিযুক্ত করিয়া দিব শিবের সেবায় ॥
 ধরাইব জটা ভস্ম পরাইব ছাল ।
 গলার কঙ্কাল হাতে ক্ষুটিকের মাল ॥
 তীর্থ ত্রেতে লয়ে যাব দেশ দেশান্তরে ॥
 এমন প্রতিজ্ঞা যেন নারী নাহি করে ॥
 কাণা কাণি কার পাত্র মিত্র সভাসদ ।
 রাজা বাল এ কি আর ঘটিল আপদ ॥
 তেজঃপুঞ্জ দাকণ সন্ন্যাসী দেখি এটা ।
 হারাইলে ইহার মুড়াবে জটা কেটা ॥
 হারিলে ইহাকে নাকি বিছা দেওয়া যায় ।
 গুণ হয় দোষ হৈল বিছার বিছায় ॥
 সন্ন্যাসী কছেন কিবা ভাবহ এখন ।
 ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন ॥
 রাজা বলে গৌঁসাই বাসায় আজি চল ।
 করা যাবে যুক্তি মত কালি সেবা বল ॥
 সভাসদে জিন আগে করিয়া বিচার ।
 তবে সে বিচার যোগ্য হইবে বিছার ॥

সে দিন বিদায় কৈল এমনি কহিয়া ।
 বিদ্যারে কহিছে রাজা অন্তঃপুরে গিয়া ॥
 হায় কেন মাটি খেয়ে পড়ানু বিদ্যায় ।
 বিপাক ঘটিল মোরে তোর প্রতিজ্ঞায় ॥
 যত রাজপুত্র আমি পলায় হারিয়া ।
 অভাগি বিদ্যার ভাগ্যে বুঝি নাই বিয়া ॥
 এসেছে সন্ন্যাসী এক করিতে বিচার ॥
 হারাইবা হারিবা হইল দুই ভার ॥
 বিদ্যা বলে আমার বিচারে কাজ নাই ।
 এমনি থাকিব আমি যে করে গোসাঁই ॥
 সন্ন্যাসীর রক্তনোতে বিদ্যা লয়ে রঙ্গ ।
 দিবসে রাজার কাছে বিদ্যার প্রসঙ্গ ॥
 সভাসদ সকলেরে জিনিয়া বিচারে ।
 প্রত্যহ সন্ন্যাসী কহে আনহ বিদ্যারে ॥
 প্রত্যহ কহেন রাজা আজি নহে কালি ।
 তেজস্বি দেখিয়া ভয় পাছে দেয় গালি ॥
 এই রূপে ধূর্তরাজ করে ধূর্তপনা ।
 বহুরূপ চিনিতে না পারে কোন জনা ॥
 ভারত কহিছে ভাল চোরের চলনি ।
 রাজা রাজচক্রবর্তী চোর চুড়াশনি ॥

বিদ্যা সহ স্তম্ভেরের রহস্ত্য ।

নাগরী কেন নাগরে হেলিলে ।

জানিয়া আনিয়া মণি টানিয়া ফেলিলে ॥

আপনি নাগর রায়, সাধিল ধরিয়া পায়,
 মঙ্গল কলস হায়, চরণে ঠেলিলে ॥
 পুরুষ পরশ মণি,(১) যারে ছোঁবে সেই ধনী,
 মণি ছাড়া যেন ফণী, তেমনি ঠেকিলে ।
 নলিনী করিয়া হেলা, ভ্রমরে না দেয় খেলা,
 সে করে কুমুদে মেলা, কি খেলা খেলিলে ॥
 মান তারে পরিহার, সাধি আন আরবার,
 গুমাণে কি করে আর, ভারত দেখিলে ॥৩৥
 এক দিন সূন্দরে কহিলা বিছা হাসি ।
 আসিয়াছে বড় এক পণ্ডিত সন্ন্যাসী ॥
 আমারে লইতে চাহে জিনিয়া বিচারে ।
 শুনিহু বাপার মুখে জিনিলা সভারে ॥
 রায় বলে কি বলিলা আর বলো নাই ।
 আমি জানি পরম পণ্ডিত সে গোসাঁই ॥
 যবে আমি হেথা আসি দেখা তার সঙ্গে ।
 হারিয়াছি তার ঠাঁই শাস্ত্রের প্রসঙ্গে ॥
 কি জানি বিচারে জিনে না জানি কি হয় ।
 যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয় ॥
 বিছা বলে আমার তাহাতে নাই কাজ ।
 রায় বলে কি করিবে দিলে মহারাজ ॥
 আমার অধিক পাবে পণ্ডিত কিশোর ।
 তোমার কি ক্ষতি হবে যে ক্ষতি সে মোর ॥

পুরাতন ফেলাইয়া নূতন পাইবে ।
 ফিরে যদি দেখা হয় ফিরে কি চাহিবে ॥
 বিদ্যা বলে এড় মেনে ঠাট কর কত ।
 নারীর কপাল নহে পুরুষের মত ॥
 পুরাতন ফেলাইয়া নূতনেতে মন ।
 পুরুষে যেমন পারে নারী কি তেমন ॥
 একুপে ছুজনে ঠাট কথার কথায় ।
 কতেক কহিব আর পুঁথি বেড়ে যায় ॥
 এই রূপে রাজনীতে করিয়া বিহার ।
 প্রভাতে হীরার ঘরে গেলেন কুমার ॥
 স্নান পূজা হেহু গেল দামোদর তীরে ।
 স্কুল লয়ে গেল হীরা রাজার মন্দিরে ॥
 সন্ন্যাসীর কথা শুনি রাণীর মহলে ।
 আসিয়া বিদ্যার কাছে কহে নানা ছলে ॥
 কি শুনিমু কহ গো নাতিনি ঠাকুরাণী ।
 সত্য মিথ্যা ধর্ম জানে লোকে জানা জানি ॥
 কান্দিয়া কহিতে পোড়া মুখে আসে হানি ।
 বর না কি আসিয়াছে একটা সন্ন্যাসী ॥
 দাড়ী তার ভোমার বেগিরে নাকি বড় ।
 সন্ধ্যা হৈলে ঘরে ঘরে ঘুঁটে করে জড় ॥
 আমি যদি দেখা পাই জিজ্ঞাসিব তায় ।
 তামাক আফিঙ্গ গাঁজা ভাজ কত খায় ॥
 ছাই মাখে শরীরে চন্দনে বলে ছার ।
 দাঁড়াইলে পায় না কি পড়ে জটাকার ॥

কিবা ঢুলু ঢুলু আঁখি খাইয়া ধুতুরা ।
 দেখাইবে বারানসী প্রয়াগ মথুরা ॥
 এত দিনে বাহিয়া মিলিল ভাল বর ।
 দেখিয়া জুড়াবে আঁখি সদা দিগন্তর ॥
 পরাইবে বাঘড়াল ছাই মাখাইবে ।
 লয়ে নাব দেশে দেশে সিদ্ধি ঘুটাইবে ॥
 হরগৌরী বিবাহের হইল কোতুক ।
 হায় বিধি কহিতে শুনিতে কাটে বুক ॥
 যে বিধি করিল চন্দে রাত্তর আহার ।
 সেই বুঝি ঘটাইল সন্ন্যাসী তোমার ॥
 ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায় ।
 হায় বিধি পাকা আত্র দাঁড়কাকে খায় ॥
 কেমন স্নহের বর আনি দিহু আমি ।
 না কহিয়া বাপ মায়ে হারাইলা জানি ॥
 তোমা হেন রসবতী তার ভাগ্যে নাই ।
 কি কব তোমাতে তারে না দিল গোঁসাই ॥
 থাকহ সন্ন্যাসী লয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে ।
 সে যাউক সন্ন্যাসী হয়ে হাতে ধোলা লয়ে ॥
 বিছা বলে বটে আই বলিলা বিস্তর ।
 এনেছিল বটে বর পরম স্নহর ॥
 নিত্য নিত্য বলি বটে আনি দেহ তারে ।
 দেখিয়া পড়েছ ভুলে নার ছাড়িবারে ॥
 সেই সে আমার পতি যত দিন পাই ।
 সন্ধ্যাসীর কপালে তোমার মুখে ছাই ॥

অতাপি নাতিনী বলি কর পরিহাস ।
 মর লো নিলজ্জ আই তুইত মাসাস ॥
 তাধ বুড়া হৈলি তবু ঠাট ঘাটে নাই ।
 পেয়েছ অভাবে ভাল নাতিনী-জামাই ॥
 কেমনে আনিবে তারে ভাবহ উপায় ।
 এত বলি মালিনীয়ে করিল বিদায় ॥
 হাসিতে হাসিতে হীরা নিবাসে আইল ।
 সুন্দরেরে সমাচার কহিতে লাগিল ॥
 শুন বাপা শুনলাম রাজার বাড়ীতে ।
 সন্ন্যাসী এসেছে এক বিদ্যারে লইতে ॥
 জিনিয়াছে রাজসভা বিদ্যা আছে বাকী ॥
 আজি কাল লইবে তোমারে দিয়া ফাঁদী ॥
 এমন কামিনী পেয়ে নারিলে লইতে ।
 তোমারে উচিত হয় সন্ন্যাসী হইতে ॥
 তখনি কহিল রাজা রাণীয়ে কহিতে ।
 কি বুঝি করিলে মানা নারিলু বুঝিতে ॥
 এখন সন্ন্যাসী যদি জিনে লয়ে যায় ।
 চেয়ে রবে তেল তেল তেলকীর প্রায় ॥
 সুন্দর বলেন মাসী একি বিপরীত ।
 বিদ্যা কি বলিল শুন বলহ নিশ্চিত ॥
 হীরা বলে সে যেনে তোমার দিকে আছে ।
 এখনো কহিল লয়ে যেতে তার কাছে ॥
 সুন্দর কহেন মাসী ভাব কেন তবে ।
 এবড় অনন্দ মাসী আইশাশ হবে ॥

ভারত কহিছে হীরা ভয় কর কারে ॥
বিছারে সুন্দর বিনা কেবা লৈতে পারে ॥

দিবা বিহার ও মান ভঙ্গ ।

এক দিন দিবাভাগে, কবি বিছা অহুঁরাগে,
বিদ্যার মন্দিরে উপনীত ।
হুঁসারে কপাট দিয়া, বিছা আছে সুমাইয়া,
দেখিয়া সুন্দর আনন্দিত ॥
রক্তনীর জাগরণে, নিদ্রা যায় অচেতনে,
সখীগণ সুমায় বাড়িরে ।
দিবসে ভুঞ্জিতে রতি, সুন্দর চঞ্চল অতি,
অলি কি পদ্বিনী পাইলে ফিরে ।
মত্ত হৈলা যুবরাজ, জাগিতে না সহে ব্যাজ,
আরম্ভিলা মদনের যাগ ।
না ভাঙ্গে নিদ্রার ঘোর, কাম-রসে হৈলা ভোর,
অপ্র বোধে বাড়ে অহুঁরাগ ॥
দিবসে রক্তনী জ্ঞান, চুখ আলিঙ্গন দান,
বন্ধে বন্ধে বিবিধ বন্ধান ।
বিজ্ঞাবেশে হুঁখ যত, জাগ্রতে কি হয় তত,
বুঝ লোক যে জ্ঞান সন্ধান ॥
দাঙ্গ হৈল রতি রক্ত, হুঁখে হৈলা নিদ্রা ভঙ্গ,
রাজা আঁধি ঘূঁহিত অলসে ।
বাহিরে আসিয়া ধনী, দেখে আছে দিনমনি,
ভাবে একি হৈল দিবসে ॥

অতিথিতি ঘরে যায়, সুন্দরে দেখিতে পায়,
অভিमानে উপাঞ্জল মান ।

দিবসে নিদ্রার ঘোরে, আঙ্গু থালু পেয়ে মোরে,
এ কর্ম কেবল অপমান ॥

হুণা লজ্জা দয়া ধর্ম, নাহি বুঝে মর্ম কর্ম,
নিদাকণ পুরুষের মন ।

এত ভাবি মনোহুখে, মৌন হয়ে হেটমুখে,
তাজে হার কুণ্ডল কঙ্গণ (১) ।

সুন্দর বুঝিল মর্ম, যাটি হৈল এই কর্ম,
কেন কৈন্ হইয়া পাগল ॥

করিনু স্ত্রের লাগি হইন্ দুঃখের ভাগী,
অমৃতে উঠিল হলাহল ।

কি করি ভাবেন কবি, অস্তগিরি গেলে রবি,
রাত্রি হৈল চন্দের উদয় ।

করিবারে মানভঙ্গ, কবি করে কত রঙ্গ,
ক্রোধে উপরোধ কোথা রয় ॥

হল করি কহে কবি, হের যে উদিত রবি,
বিকলে রজনী গেল দামা ।

(১) এই ত্রিবিধ অলঙ্কার উল্লেখ করিলেন । স্বীকৃত
দিগের পতির সহিত বিবাদ হইলে প্রায় এই রূপ ব্যবহার দেখ
যায়, ইহাতে পতিত্ব পরিহার জ্ঞাপন করে অর্থাৎ যেন বিবা
কর্য নাই । রাধানাথ সেন এ স্থানে বিধবাদের হার অলঙ্কা
পরিধানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন বস্তুতঃ সে কথা মর্থা
নহে । এ বিষয়ে আমাদের ল্পষ্ট অর্থই নিকট বোধ হয় ।

তোর ক্রোধানল লয়ে, চন্দ্র আইল হুঁহু হয়ে,
 হের দেখে পোড়াইছে অমা ॥
 কেবল বিষের ডালি, কোকিল পাড়িছে গালি,
 ভ্রমর হুঙ্কার দিছে তায় ।
 সেই কথা দূত হয়ে, ঘরে ঘরে ফিরে কয়ে,
 মন্দ মন্দ মলয়ের বায় ॥
 স্বপ্ন হাসে মোর হুঃখে, অগ্নিক প্রকুলমুখে,
 সব শত্রু লাগিল বিবাদে ।
 ভরসা তোমার সবে, তুমি না রাখিলে তবে,
 কে রাখিবে এমন প্রমাদে ॥
 অপরাধ করিয়াছি, হুকুরে হাজির আছি,
 ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড (১) ।
 বুকে চাপি কুচগিরি, নখাঘাতে চিরি চিরি,
 দশনে করহ খণ্ড খণ্ড ॥
 আঁটিয়া কুন্তল ধর, নিত্য প্রহার কর,
 আর আর বেবা মনে লয় ।
 কেন রৈলে মৌনী হয়ে, গালি দেহ কটু করে,
 ক্রোধ কৈলে গালি দিতে হয় (২) ॥
 এরূপে সুন্দর যত, চাতুরী কহেন কত,
 বিদ্যা বলে টেকেছেন দায় ।
 জানেন বিস্তর টাটে, দেখাইব তার নাটে,
 কথা কব ধরাইয়া পায় ॥

(১) অপরাধী ব্যক্তির পক্ষে উত্তম দণ্ড বিধান হইয়াছে ।

(২) ক্রোধের কার্য্য কটুক্তি করা প্রথা বটে ।

ভাবে কবি মহাশয়, লঘু মধ্য মান নয়, (১)

সে হইলে ভাদ্রিত কথায় ।

শুক মান বুঝি ভাবে, চরণে ধরিলে যাবে, (২)

দেখি আগে কত দূর যায় ॥

চতুর কুমার ভাবে, জীব বাক্যে মান যাবে,

হাঁচিলেন নাকে কাঠি দিয়া ।

চতুরা কুমারী ভাবে, জীব কৈলে মান যাবে,

জীব কব কথা না কহিয়া ॥

জীব বুঝাবার তারে, আপন আয়তি ধরে,

তুলি পরে কনক কুণ্ডল (৩) ।

দেখি ক্রিয়া বিদগ্ধায়, বাধানে সুন্দরায়,

পায়ে ধরি ভাদ্রিল কুন্দল ॥

হৃদে ধরে রাজ্যপদ, হৃদে যেন কোকনদ,

নুপুর ভর ধনি করে ।

ভারত বহিছে সার, বলিহারি যাই তার,

হেন পদ মাথায় যে ধরে ॥

সারী শুক বিবাহ ও পুনর্বিবাহ ।

তোমাতে ভাল জানি হে নাগর ।

কহিলে বিরস হবে সরল অন্তর ॥

(১) মান তিন প্রকার নির্দিষ্ট আছে, লঘু মধ্য ও শূক
বিদ্যার মান লঘু নহে, মধ্যও নহে অর্থাৎ শূক মান ।

(২) শূক মান ভক্তনের চরণে ধরাই অব্যর্থ উপায় ।

(৩) পূর্বে উল্লিখিত হার কুণ্ডল ও কঙ্কণের একটি অলঙ্কার
অর্থাৎ কুণ্ডল পুনঃ গ্রহণ করিয়া বিদ্যা আপন আয়তি জাপন

সারী শুক বিবাহ ও পুনর্বিবাহ । ৩২৫

যেমন আপন রীতি, পরে দেখ সেই নীতি,
ধরম করম প্রতি, কিছু নাহি ডর ।

আগে ভাল বল যারে, পিছে মন্দ বল তারে,
এ কথা কহিব কারে, কে বুঝিবে পর ॥

আদর কাজের বেলা, তার পর অবহেলা,
জান কত খেলাদেলা, গুণের সাগর ।

কথা কহ কত মত, ভুলায়ে রাখিবে কত,
তোমার চরিত্র যত, ভারত গোচর ॥ প্র ॥

চতুর চতুরা পেয়ে চাতুরীর খেলা ।

নিত্য নিত্য নূতন নূতন রসে খেলা ॥

সর্বদা বিরল থাকে দুজনার ঘর ।

কোন বাধা নাহি পথ মাটির ভিতর ॥

সুন্দর সুড়ঙ্গ পথ দেখায়ে বিদ্যারে ।

লয়ে গেল এক দিন হীরার আগারে ॥

কুমারের পড়া শুক দেখিয়া কুমারী ।

ফিরে আসি লয়ে গেলো আপনার সারী ॥

সারী শুকে বিয়া দিলো আনন্দে দুজন ।

বেহাই বিহানী বলে বাড়ে সম্ভাষণ ॥ .

করিলেন ইহাতে প্রচারান্তরে জীব বলা হইল । এখানে রাখানাথ সেন পূর্বে তিন খানি অলঙ্কার পরিত্যাগ করা এবং পরে ত হার এক খানি ধারণ করা অযুক্তি বোধ করিয়াছেন । ইহা তাঁহার ভ্রমমাত্র, যেহেতু তিন খানি অলঙ্কার না লইয়া একখানি লওয়াতেই আয়তি রক্ষার কার্য্য জ্ঞাপন করা হইয়াছে । ইহাতেই রাখানাথ সেনের আপত্তি খণ্ডন হইল ।

একাকী আছিল শুক একা ছিল সারী ।
 দুহে দুহা পেয়ে হৈল মদন বিহারী ॥
 সারী শুক বিহার দেখিয়া বাড়ে রাগ ।
 সেই থানে একবার হৈল কাম যাগ ॥
 সাড়া পেয়ে হীরা বলে কি শুনিতে পাই ।
 সুন্দর বলেন শুকে দাড়িম খায়াই (১) ॥
 কপাটেতে খিল আঁটা দেখিতে কে পায় ।
 ভেকে ভুলাইয়া পদ্মে ভূজ মধু খায় (২) ॥
 ভুজনে আইলা পুনঃ বিদ্যার আগার ।
 এই রূপে নানামতে করেন বিহার ॥
 সুন্দরীর ছিল দিবা-সন্তোগের ক্রোধ ।
 এক দিন মনে হৈল দিব তার শোধ ॥
 দিবসে সুন্দর ছিল বাসায় নিদ্রায় ।
 সুড়ঙ্গের পথে বিদ্যা আইলা তথায় ॥

(১) গ্রন্থান্তরে এরূপ পাঠ আছে ।—

“সুন্দর বলেন মাসী শুকের পড়াই” ।

শুকপক্ষী মনুষ্যের ন্যায় কথোপকথন করিতে সক্ষম, অতএব তাহাকে পড়াইবার প্রয়োজন সংস্থাপন করা যাইতে পারে না ।

(২) যে রূপ নিকটস্থ ভেক স্বভ্বেও মধুকর তাহার অজ্ঞাত সারে পল্লিনীর মধুপান করিয়া থাকে তদ্রূপ চতুর চূড়ামণি সুন্দরও মালিনীকে প্রতারণা করিয়া বিদ্যার সহিত বিহার করিতেম ।

নিদ্রার অবশ দেখি রাজার নন্দন ।
 ধীরে ধীরে তার মুখে করিল চুম্বন ॥
 সিন্ধুর চন্দন সতী পতি ভালে দিয়া ।
 ক্রত গেলা চিহ্ন রাখি নয়ন চুম্বিয়া ॥
 নারীর পরশ পেয়ে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ ।
 শীহরিল কলেবর মাতিল অনঙ্গ ॥
 আতিবিত্তি(১) গেল রায় বিছার ভবন ।
 দেখে বিদ্যা খাটে বসি দেখিছে দর্পণ ॥
 স্নন্দর দেখিয়া বিদ্যা হাসি দেই লাজ ।
 এস এস প্রাণনাথ ও কি দেখি সাজ ॥
 কে দিয়াছে কপালে তে সিন্ধুর চন্দন ।
 নয়নে পাণের পিক দিল কোন জন ॥
 দর্পণে দেখে প্রভু সত্য হয় নয় ।
 দর্পণে দেখিয়া কবি হইল বিস্ময় ॥
 বিদ্যা বলে প্রাণনাথ বুঝি অনুভাস ।
 মালিনীর বাড়ী বুঝি দিনে হয় রাস ॥
 নূতন নূতন বুঝি আনি দেয় হীরা ।
 কত দিনে মোরে বুঝি না চাহিবে কিরা ॥
 আমি হৈলু বাসি ফুল কুরাইল মধু ।
 কেবল কথায় না কি রাখা যায় বঁধু ॥

অনুকূল(১) পতি যদি হয় প্রতিকূল(২) ।

দুর্ঘট(৩) শঠ(৪) দক্ষিণ(৫) না হয় তার তুল ॥

এ বার বৎসর যদি কামে তরু দহে ।

তরু যেন লম্পাটের সঙ্গে সঙ্গ নহে ॥

পর নারী মুখে মুখ দেয় যেই জন ।

তার মুখে মুখ দেয় সে নারী কেমন ॥

পরের উজ্জ্বল খেতে যার হয় কচি ।

তার যে পরশ করে সে হয় অশুচি(৬) ॥

হৃন্দর কহেন রামা কত ভৎস আর ।

তোমা বিনা জানি যদি শপথ তোমার ॥

তোমারি সিন্ধুর এই তোমারি চন্দন ।

তোমারি পাণের পিকে রেড়েছে বদন ॥

এমনি তোমার দাগে দেগেছি কপাল ।

ধুইলে না যাবে ধোয়া জীব যত কাল ॥

(১) নায়কবিশেষ, যে নায়ক নিজ নায়িকার প্রতি সন্যাস প্রকারে ভুক্ত থাকে তাহাকে অনুকূল নায়ক কহে ইহা এই পুস্তকের অন্নদামঙ্গলের পর রসমঞ্জরী গ্রন্থে বিশেষরূপে বিবৃত আছে, দৃষ্ট করিলেই সুগোচর হইবে ।

(২) যে নায়ক স্থায় নায়িকার প্রতি অসন্তুষ্ট ।

(৩) যে নায়ক আশ্রয়দোষে নিজ নায়িকার নিকটে তিরস্কৃত হইয়া পুনর্বার ছলপূর্বক নায়িকার অনুকূলতা প্রার্থনা করে ।

(৪) যে নায়ক নিজ অঙ্গে অপর নায়িকার বিহার চিহ্নাদি বস্ত্রে ছল বাক্যদ্বারা ভুক্ত করিয়া থাকে ।

(৫) যে নায়ক নিজ কুপিত নায়িকার প্রতি অপর নায়িকার দ্বারা মনোভিলাষ সিদ্ধি হইবেক ইহা প্রকাশ করে ।

(৬) চতুরা রমণী চাতুরীপূর্বক চতুর চুড়ামণির প্রতি যেরূপ

এমনি তোমার পাণে রেড়েছি নয়নে ।
 তোমা বিনা নাহি দেখি জাগ্রত স্বপনে ॥
 আপন চিহ্নিতে কেন হইলা খণ্ডিতা(১)
 লাভে হৈতে হৈলা দেখি কলহাস্তুরিতা(২) ॥
 ভাবি দেখ বাসসজ্জা(৩) নিত্য নিত্য হও ।
 উৎকর্ষিতা(৪) বিপ্রলঙ্কা(৫) এক দিনো নও ॥
 কখন না হইল করিতে অভিসার(৬) ।
 স্বাধীনভক্তিকা(৭) কে বা সমান তোমার ॥
 প্রোষিতভক্তিকা(৮) হৈতে বুঝি সাধ যায় ।
 নহে কেন মিছা দোষ দেখাই আশ্রয় ॥
 তোমা ছাড়ি যাব যদি অশ্রুর নিকটে ।
 তবে কেন তোমা লাগি আইলু সঙ্কটে ॥

ঈশ্বরাভাস ব্যক্ত করিয়াছেন ইহাতে ভারতের বুদ্ধি কৌশলের
 অর্শম শক্তি প্রতীয়মান হইয়াছে, আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

(১) যে নায়িকা নিজপতির সঙ্গে অন্য স্বীর বিহার চিত্র
 তনলোকন করিয়া দুঃখিতা হয় ।

(২) যে নায়িকা নিজপতিকে তিরস্কার করিয়া বহির্গত করতঃ
 পলায়ন অনুভূতি হয় ।

(৩) যে নায়িকা নায়কের আগমন প্রতীক্ষায় স্তব্ধজ্ঞতা ও
 ভ্রমিত হইয়া থাকে ।

(৪) যে নায়িকা নায়কের বিলম্ব দেখিয়া ব্যগ্রতা ও অধৈ-
 র্যতা প্রকাশ করে ।

(৫) যে নায়িকা অভিসার স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রিয়দর্শন
 না পায় । (৬) নায়ক নায়িকার সাক্ষাতিক স্থান ।

(৭) যে নায়িকার পতি সঙ্গদাই অনুগত ।

(৮) বিদেশস্থ পতির বিরহে কাতরা ।

তুচ্ছ হৈল রাজসুতা শুনিয়া বিনয় ।
 মিছা কথা মিঞা জল কতক্ষণ রয় ॥
 ভাঙ্গিল কুন্দল হুঁহে মাতিল অনঙ্গে ।
 রজনী হইল সাঙ্গ অনঙ্গ প্রস'ঙ্গ ॥
 প্রভাতে হীরার ঘরে গেলেন কুমার ।
 এইরূপে বহু দিন করায় বিহার ॥
 বিদ্যার হইল ঋতু সখীরা জানিল ।
 বিয়া মত পুনর্বিয়া সুন্দর করিল ॥
 খদমাগা কান্দা খঁড়ু নারিসু রঞ্জে ।
 পুঁথি বেড়ে যায় বড় খেদ রৈল চিতে
 অন্নপূর্ণা মঙ্গল রচিল কবির ।
 শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় ঞ্জাকর ॥

বিদ্যার ৭ ভ ।

আ লো আমার প্রাণ কেমন লো করে ।
 কি হৈল আমারে ॥
 যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে ।
 লুকায়ে পিরীতি কৈল, কুলকলঙ্কিণী হৈল,
 আকুল পরাণ মোর তকুল পাগারে ॥
 সূজন নাগর পেয়ে, আঙ পাছু নাহি চেরে,
 আপনি করিলু প্রীতি কি দ্রবিশ তারে ॥
 লোকে হৈল জানাজানি, লখীগণে কাণাকাণি,
 আপনা বেচিয়া এত লহিতে কে পারে ।

দার ঘাউক জাতি কুল, কে চাহে তাহার মূল,
 ভারতে সে ধন্য জাম ভাল বাসে যারে ॥৫৭॥
 এই রূপে ধূর্তপনা করিয়া সুন্দর ।
 করিল বিস্তর খেলা কহিতে বিস্তর ॥
 দেখহ কালীর খেলা হইতে প্রকাশ ।
 গর্ভবতী হৈলা বিদ্যা দুই তিন মাস ॥
 উদর আকাশে স্তূতটাদের উদর(১) ।
 কমল মুদিল মুখ রজ দূর হর(২) ॥
 ক্ষীণ মাজা দিন পেয়ে দিন দিন উচ ।
 অভিমানে কালমুখ নরমুখ কুচ(৩) ॥
 স্তনে ক্ষীর দেখি নীর হইল কধির(৪) ।
 কাল পেয়ে শিরাতালা দিল গদে শিব(৫) ॥

(১) হৃদয়রূপ আকাশে অপভ্রংশ শশবর ভাদত ২২৭।
অর্থাৎ বিদ্যার গর্ভের সঞ্চার হইল ।

(২) চন্দ্র উদয় হইলেই কমল মুদ্রিত হয় অর্থাৎ স্ত্রীলোকের
ঋতুকালে উদরস্থ পদ্ম বিকসিত হয় পরে পুরুষ সহিত রতি
পশ্চোগে শুক্র পতন হইলে পদ্ম মুদ্রিত হয়, শাক্তকারেরা ইহা
নির্দিষ্ট করিয়াছেন ।

(৩) সূক্ষ্ম কটি ক্রমে ক্রমে মূল হইতে লাগিল । ইহাতে
পীনোন্নত পয়োধর অভিমানে মান হইলেন অর্থাৎ কুচ অগ্র-
ভাগ কৃষ্ণবর্ণ ও কিঞ্চিৎ নম্র হইল, গর্ভসঞ্চার হইলে এই রূপ
লক্ষণ হইয়া থাকে ।

(৪) স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার দেখিয়া রক্ত জল হইয়া গেল, গর্ভ-
বতী ক্ষীর শোণিত পাতলা হইয়া শরীর গাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে ।

(৫) গর্ভিণীর শরীরের শির ক্ষীণ হইয়া দৃষ্টিগোচর হইয়া
থাকে ।

হরিজ্ঞা তড়িত চাঁপা সূবর্ণের শাপে ।
 বরণ পাণ্ডুর বুঝি সমতার তাপে(১) ॥
 দোহাই না মানে নাই কথায় কথায়(২)
 উদরে কি হৈল বলি দেখাইতে চায় ॥
 অধর বাঁধুলি মুখ কমল আশায়(৩) ।
 দুই গণ্ড গণ্ডগোল অলি মাছী তার ॥
 সর্বদা ওয়াক ছুঁই মুখে উঠে জল(৪) ।
 কত সাধ খেতে সাধ স্নানাদ অস্থল(৫) ॥

(১) হরিজ্ঞা, বিদ্যুৎ, চম্পক, স্বর্ণ ইহার। বিদ্যার রূপলাবণে।
 লঙ্কিত ছিল, এক্ষণে যেন তাহাদের অভিশাপে দিনি
 বিদ্যার বর্ণ পাণ্ডুবর্ণ হইতে লাগিল ।

(২) সর্বদা হাই ও মুখে জল উঠিতে লাগিল, কিছুতেই নিব
 রণ হয় না ।

(৩) অধর তেলাকুচার ন্যায় ও মুখ পদ্মের তুল্য এবং গণ্ড-
 দেশে উপবিষ্ট মক্ষিকা জমর স্বরূপ । মুখপদ্মে অলির প্রয়ো-
 জন জন্য মাছির সমাগম বর্ণনা করা হইয়াছে । মুখমণ্ডল সমু-
 দয় পদ্ম বলিয়া গৃহীত হইলে গণ্ডদেশ (গাল) তদন্তর্তু স্থানে
 মাছিরূপ জমরনিচয় উপবেশন পূর্বক গোলযোগ করিতেছে ।
 মতান্তরে বদনকমলে গমনাকাজিক মক্ষিকারূপ জমরনিচর
 গণ্ডদেশে ধনি করিতেছে । মক্ষিকা একেবারে লঙ্কিত স্থানে
 না বাইয়া তল্লিকটে বসিয়া পরে লঙ্কিত স্থানে গমন করিমা-
 থাকে । তাৎপর্য্যার্থ এই স্বীলোকের গর্ভসঞ্চার হইলে মুখে
 সর্বদা জল উঠে এবং দুর্গন্ধ হয়, তাহাতে মক্ষিকার সমাগম
 হইয়া থাকে, বিদ্যার তাহাই হইয়াছিল ।

(৪) সর্বদা বদনে ও মুখে জল উঠিতে লাগিল ।

(৫) কত ভিক্ষণে সর্বদা ইচ্ছা হয় ।

মাটি খেয়ে যেমন এমন কৈল কাজ(১) ।
 পোড়া মাটি খেতে কচি সারিতে সে লাজ ॥
 জাগিয়া জাগিয়া যত হয়েছে বিহার ।
 অবিরত নিদ্রা বুঝি শুধিতে সে ধার ॥
 নিদ্রা না হইত পূর্বে অপূর্ব শয্যায়া ।
 আঁচল পাতিয়া নিদ্রা আনন্দে ধরায়া ॥
 বসিলে উঠিতে নারে সর্বদা অলস ।
 শরীরে সামর্থ্য নাহি মুখে নাহি রস ॥
 গর্ভ দেখি সখীগণ করে কাণাকাণি ।
 কি হইবে না জানি শুনিলে রাজা রাণী ॥
 হায় কেন মাটি খেয়ে এখানে রহিলু ।
 না খাইলু না ছুঁইলু বিপাকে মরিলু ॥
 ইহার হইল অর্থ তারো হৈল অর্থ ।
 হতভাগী মো সবার ভাগ্যে আছে দুঃখ ॥
 পূর্বেতে এ সব কথা হীরা কয়ে ছিল ।
 লোচনী লোচনখাগী প্রমাদ পাড়িল ॥
 লুকায়ে এসব কথা রাখা নাহি যায় ।
 লোকে বলে পাপ কায কদিন লুকায়(২) ॥
 চল গিয়া রাণীকে কহিব সমাচার ।
 যায় যাবে যার খুন গর্দান তাহার ॥

(১) যেমন মাটি খাইয়া গোপনে প্রেম করিয়া গর্ভ বাধা হয়
 বসিয়াছেন সেই লজ্জা ঢাকিবার জন্য এক্ষণে পোড়ামাটি
 খাইতে সর্বদা বাধ্য হয় ।

(২) পাপকর্ম এবং ছদ্মবেশ বহুকাল গোপনে থাকে না ।

ভারত কহিছে এ দাসীর বড় গুণ ।
 আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে করে খুন ॥
 গর্ভসংবাদ অবগে রাণীর ভিরসার ।

যত সখীগণ, বিরস বদন,
 রাণীর নিকটে যায় ।

করি যোড়পাণি, নিবেদয়ে বাণী,
 প্রণাম করিয়া পায় ॥

ঠাকুর কণ্ঠার, যে দেখি আকার,
 পাণ্ডুবর্ণ পেট ভারি ।

গর্ভের লক্ষণ, এ ব্যাধি কেমন,
 ঠাহরিতে কিছু নারি ॥

দেখিলে আপনি, যে হোক তখনি,
 সকলি হবে বিহিত ।

শুনি চমকিয়া, চলে শীঘ্রিয়া,
 মহিষী যেন তড়িত ॥

আকুল কুন্তলে, বিদ্যার মহলে,
 উত্তরিল পাটরাণী ।

উদর ভাগর, দেখি হৈল ভর,
 রাণীর না সরে বাণী ॥

প্রণমিতে মারে, বিদ্যা নাহি পারে,
 লজ্জায় পেটের দার ।

কাপড়ে ঢাকিয়া, প্রণমে বসিয়া,
 বৈস বৈস বলে দার ॥



গালে হাত দিয়া, মাটিতে বসিয়া,
 অধোমুখে ভাবে রানী ।
 গর্ভের লক্ষণ, করি নিরীক্ষণ,
 কহে ভালে কর হানি ॥
 গুলো নিঃশঙ্কিনী, কুল কলঙ্কিনী,
 সাপিনী পাপকারিনী ।
 শাখিনীর প্রায়, আনিলি কাহায়,
 ডাকিয়া ডাক ডাকিনী (১) ॥
 ডরে মোর ঘরে, বায়ু না সঞ্চরে,
 ইহার ঘটক কেবা ।
 সাপের বাসায়, ভেঙেয়ে নাচায়,
 কেমন কুটিনী সেবা ॥
 না মিলিল দড়ী, না মিলিল কড়ী,
 কলসী কিনিতে তোরে ।
 আই মা কি লাজ, কেমনে এ কাজ,
 করিলি খাইয়া মোরে ॥
 রাজা মহারাজ, তাঁরে দিলি লাজ,
 কলঙ্ক দেশে বিদেশে ।
 কি ছাই পাড়িলি, কি পণ করিলি,
 প্রমাদ পাড়িলি শেষে ॥
 এস কত জন, রাজার নন্দন,
 বিবাহ করিত তোরে ।

(১) ডাকিনী ডাক ডাকিয়া শাখিনীর ন্যায় কাহাকে আনিলি

গর্ভসংবাদ অবগে রাণীর ভিরঙ্কার । ৩৩৬

জিনিয়া বিচারে, না বরিলি কারে,

শেষে মিটে গেলি চোরে ।

শুনি তোর পণ, রাজপুত্রগণ,

অত্ৰাপি আইসে যায় ।

শুনিলে এমন, হইবে কেমন,

বল কি তার উপায় ॥

সন্ন্যাসীটা আছে, ভূপতির কাছে,

নিত্য আসে তোর পাকে ।

কি কব রাজায়, না দিল তাহায়,

তবে কি এ পাপ থাকে ॥

আমি জানি ধন্য, বিছা মের কন্যা,

ধন্য ধন্য সর্ব ঠাই ।

রূপ গুণ যুত, যোগ্য রাজহুত,

হইবে মোর জামাই ॥

রাজার ধরনী, রাজার জননী,

রাজার শাশুড়ী হব ।

যত কৈনু সাদ, সব হৈল বাদ,

অপবাদ কত সব(১) ॥

(১) রাণী স্বীয় গুণবতী তনয়াকে অনুচরবাহ্য গর্ভবতী দে-
খিয়া দুঃখিতা হইয়া খেদ পূর্বক করিতেছেন আমি রাজরাণী
রাজনাত হইয়াছি, অতএব আমার ননে নিতান্ত আশা ছিল
রাজক শাশুড়ী হইয়া ক্রমে জামাতা ও দুহিতা ঘটতি নানা
একার আনন্দ লাভ করিব কিন্তু দৈব বিড়ম্বনা বশতঃ সে সকল
সাধ সম্পূর্ণ হইল না । নন্দিনী কলঙ্কিণী হইয়া সকল নষ্ট
করিল । আর অপমান সহ্য করিতে পারি না ।

বিছার মা ছলে, যদি কেহ বলে,
 তখনি খাইব বিষ ।
 প্রবেশিব জলে, কাতী(১) দিব গলে,
 পৃথিবী বিদার দিস ॥
 আ লো সখীগণ, তোরা বা কেমন,
 রক্ষক আছিলি তালে ।
 সকলে মিলিয়া, কুটিনী হইয়া,
 চুণ কালি দিলি গালে ॥
 তোরা ত সঙ্গিনী, এ রঙ্গে রঙ্গিনী,
 এই রসে ছিলি সবে ।
 তুলালি আশায়, দানি ভাড়া যার,(২)
 সঙ্গী ভাড়া যার কবে ॥
 থাক থাক থাক, কাটাইব নাক,
 আগেতে রাজারে কহি ।
 মাথা মুড়াইব, শালে চড়াইব,
 ভারত কহিছে সহি ॥

(১) অস্ত্রবিশেষ ।

(২) হুটে অথবা নিন্দী ভীরে যাহারা দান সাধে অর্থাৎ দণ্ড সংগ্রহ করে তাহাদিগকে এড়ান যায় কিন্তু সঙ্গীকে ভাড়া দি যায় না ।

বিদ্যার অনুনয়।

রানী যত কহে, বিছা মোঁনে রহে,
 লাজে ভয়ে জড় সড় ।
 ভাবিয়া কান্দিয়া, কহে বিনাইয়া,
 ধূর্তের চাতুরী বড় ॥
 নিবেদয়ে ধনী, শুন গো জননি,
 কত কহ করে ছল ।
 কিছু জানি নাই, জানেন গো সাঁই,
 ভাল মন্দ ফলাফল ॥
 চৌদিকে গ্রহরী, সঙ্গে সহচরী,
 বঞ্চি এ বন্দির মত ।
 নাহি কোন ভোগ, মিথ্যা অনুযোগ,
 মা হইয়া কহ কত ॥
 রাজার নন্দিনী, চির বিরহিনী,
 মোর সমা কেবা আছে ।
 বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সন্তায়ে,
 দাঁড়াইব কার কাছে ॥
 কি করি বাঁচিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া,
 গুল্ম হৈল বুঝি পেটে ।
 মুখে উঠে জল, অঙ্গে নাহি বল,
 চাহিতে না পারি হেঁটে ॥

সবে এক জানি, শুন ঠাকুরানি,
প্রত্যহ দেখি স্বপন ।

একই সুন্দর, দেব কি কিন্নর,
বলে করে আলিঙ্গন ॥

চোর বলি তারে, চাহি ধরিবারে,
তপাসি ঘুমের ঘোরে ।

নিদ্রাভঙ্গে চাই, দেখিতে না পাই,
নিত্য এই জ্বালা মোরে ॥

পুরুষে স্বপনে, নারীর ঘটনে,
মিথ্যায় সত্যের ভান ।

যেথৈ নিদ্রাভঙ্গে, মিথ্যা রতি রঙ্গে,
বসনে মাত্র নিশান ॥

তেমনি আচারে, স্বপন বিহারে,
পুরুষ সহিত ভেট ।

মিথ্যা পতিসঙ্গ, মিথ্যা রতিরঙ্গ,
সত্য হবে বুঝি পেট(১) ॥

বাক্যের কোশলে, রাগী ক্রোধে জ্বলে,
রাজারে কহিতে যায় ।

(১) এই প্রস্তাবেই আদ্যোপাস্ত বিদ্যার আশ্চর্য্য বাক্যকৌশল ও চাতুরী প্রতীয়মান হইয়াছে। যেহেতু ছলে সুন্দরের নাম কহা হইয়াছে। নিদ্রাবস্থায় পুরুষের স্ত্রী সংসর্গ হইলে যেমন অপরাধের সকল ঘটনা মিথ্যা হইয়া বন্ধে চির মাত্র থাকে সেই ভিত্তি বিদ্যার মধ্যে পুরুষ সঙ্গটন হইয়া সকল অলীক হইয়া গর্ত রাজ্য সত্য হইয়াছে বলা হইল।

ভারত ভাষায়, সকলে হাসায়,
ছায়ে ভাঁড়াইল মায় ॥

রাজার বিদ্যার গর্ভ শ্রবণ ।

ক্রোধে রাণী খায় রুড়ে, আঁচল ধরায পড়ে,
আলু থালু কবরী বন্ধন ।

চক্ষু ঘূরে যেন চাক, হাতনাড়া ঘন ডাক,
চমকে সকল পুরজন ॥

শশন মন্দিরে রায়, বৈকালিক নিদ্রা যায়,
সহচরী চামর ঢুলায় ।

রাণী আইল ক্রোধ মনে, নুপুরের ঝনঝনে,
উঠি বৈসে বীরসিংহ রায় ।

রাণীর দেখিয়া হাল, জিজ্ঞাসয়ে মহীপাল,
কেন কেন কহ সবিশেষ ।

রাণী বলে মহারাজ, কি কব কহিতে কাজ,
কলঙ্কে পুন্নিল সব দেশ ॥

যারে আইবড় মেয়ে, কখন না দেখ চেয়ে,
বিবাহের না তাব উপায় ।

অনায়াসে পাবে সুখ, দেখিবে নাতির মুখ,
এড়াইলে বিবাহের দায় ॥

কি কহিব হায় হায়, জ্বলন্ত আগুন প্রায়,
আইবড় এত বড় মেয়ে ।

কেমনে বিবাহ হবে, লোক ধর্ম কিলে রবে,
বারেক দেখিতে হয় চেয়ে ॥

উচ্চ মাথা হৈল হেট, বিজ্ঞার হয়েছে পেট,
 কালামুখ দেখাইবে কারে ।
 যেমন আছিল গর্ব, তেমনি হইল ধর্ব,
 অহঙ্কারে গেলে ছার খারে ॥
 বিজ্ঞার কি দিব দোষ, তারে রূখা করি রোষ,
 বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে ।
 যোবনে কামের জ্বালা, কত বা সহিবে বালা,
 কথায় রাখিব কত টেলে ॥
 সদা মত্ত থাক রাগে, কোন ভার নাহি লাগে,
 উপযুক্ত প্রহরী কোটাল ।
 এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার,
 আমি মৈলে ফুরায় জঞ্জাল ॥
 যে জন আপনা বুঝে, পর দুঃখ তারে শুঝে,
 সকলে আপন ভাবে জানে ।
 রাণী গেলা এত বলে, বীরসিংহ ক্রোধে জ্বলে,
 বার দিল বাহির দেয়ানে ॥
 কালান্ত কালের কাল, ক্রোধে কহে মহীপাল,
 কে আছ রে আনত কোটালে ।
 উকীল আছিল যারা, কীলে সারা হৈল তারা,
 কোটালের যে থাকে কপালে ॥
 হুকারে হুকুম পায়, শত শত খোজা ধায়,
 খানেজাদ চেলা চোপদার ।
 কীল লাখি লাঠি হুড়া, চর্ম উড়ে হাড় হুঁড়া,
 এনে ফেলে মৃতের আকার ॥

কণ্ঠে সন্নিহিত পেয়ে, যোড় হাতে রহে চেয়ে,
ভারত কহিছে কহে রায় ।
যেমন নিমক খালি, হালাল করিলি ভালি,
মাথা কাটি তবে দুঃখ যায়(১) ॥

কোটালের শাসন ।

রাজা কহে শুন রে কোটাল ।
নিমক হারাম বেটা, আজি বাঁচাইবে কেটা,
দেখিবি করিব যেই হাল ॥
রাজ্য কৈলি ছার খার, তল্লাস কে করে তার,
পাত্র মিত্র গোবর গণেশ ।
আপনি ডাকাতি করি, প্রজার সর্বস্ব হরি,
হয়েছিস দ্বিতীয় ধনেশ ॥
লুণ্ঠিলি সকল দেশ, মোর পুরী ছিল শেষ,
তাঁহে চুরি করিলি আরম্ভ ।
জানি বাঁচা এক খাদে, গাড়িব হারামজাদে,
তবে সে জনিবি মোর দস্ত ॥
তোর জিন্মা মোর পুরী, বিছার মন্দিরে চুরি,
কি কহিব কহিতে সরম ।

(১) এই প্রস্তাবমধ্যে রানীর স্বাভাবিক ভাব আশ্চর্যরূপে ব্যক্ত হইয়াছে । যেহেতু তিনি প্রথমতঃ বিদ্যাকে যথোচিত ভৎসনা করিয়া পরে সে ভাব ত্যাগ করিয়া রাজাকেই দোষী করিতেছেন । তদনন্তর রাজারও প্রতাপ ও দস্ত সম্বন্ধিত প্রকাশ হইয়াছে ।

মাতালে কোটালি দিয়া, পাইলু আপন কিয়া,
 দূর গেল সরম ভরম ॥
 প্রাণ রাখিবার হেতু, নিবেদয়ে ধুমকেতু,
 অবধান কর মহারাজ ।
 সাত দিন ক্ষম মোরে, ধরি আনি দিব চোরে,
 প্রাণ রাখ গরীব নেবাজ ॥
 পাত্র মিত্র দিল সায়, ভাল ভাল বলি রাগ,
 নাজীবের হাবালে করিল ।
 কোটাল বিনয়ে কর, মহল হাবালে হর,
 ভাল বলি রাজা সায় দিল ॥
 রাজার হুকুম পায়, আগে আগে খোজা ধায়,
 সমাচার কহিল দোপটে ।
 বিজ্ঞা সখীগণ লয়ে, বারি হৈলা দ্রুত হয়ে,
 রহিলেন রাণীর নিকটে ॥
 কোটাল বিজ্ঞার যারে, সুরাধ সন্ধান করে,
 কোন পথে আসে যার চোর ।
 কি করিব কোথা যাব, কেমনে সে চোর পাব,
 কেমনে বাঁচিবে প্রাণ মোর ॥
 কি জানি কেমন চোর, কাল হয়ে এল মোর,
 দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ নাগ ।
 হেন বুঝি অভিপ্রায়, শূন্যে শূন্যে আসে যার,
 কেমনে পাইব তার লাগ ॥
 পূর্ব শুভাশুভ কলে, জনম ধরনি তলে,
 কে পারে করিতে অন্তমত ।

পরে করি গেল সুখ, আমার কপালে দুঃখ,
 ধতুরে কোটালি খেজমত ॥
 রসময়ী রাজকন্যা, রূপ গুণময়ী ধন্যা,
 চোর বুঝি উপযুক্ত তাঁর ।
 হুজনে ভুঞ্জিল সুখ, আমার কপালে দুঃখ,
 এবড় বিধির অবিচার ॥
 কুট বুঝি কোটালর, কিছু নাহি পায় টের,
 ভাবে বসি বিষণ্ণ হইয়া ।
 ধরের ভিতরে গিয়া, শয্যা ফেলৈ টান দিয়া,
 দশ দিক দেখে নিরখিয়া ॥
 কপালে আঘাত হানি, পালঙ্ক কেলিল টানি,
 দেখিলেক সুড়ঙ্গের পথ ।
 ভারত সরস ভনে, কোটাল সানন্দ মনে,
 কালী পুরাইল মনোরথ ॥

কোটালের চোর অনুসন্ধান ।

এ বড় চতুর চোর । গোকুলে নন্দকিশোর ॥
 নারিহু রাখিতে, দেখিতে দেখিতে,
 চিত চুরি কৈল মোর ।
 সে দেখে সবারে, কে দেখে তাহারে,
 লম্পট কাল কঠোর ॥
 ঘোরে পাকে পাকে, কাছে কাছে থাকে,
 চাঁদের যেন চকোর ।

নাচিয়া গাইয়া, বাঁশী বাজাইয়া,

ভারতে করিল ভোর ॥৬৭॥

দেখিয়া সুড়ঙ্গ পথ কহিছে কোটাল ।

দেখরে দেখরে ভাই এ আর জঞ্জান ॥

নাহি জানি বিজ্ঞার কেমন অনুরাগ ।

পাতাল সুড়ঙ্গে বুঝি আসে যায় নাগ ॥

নিতা নিতা আসে গায় আজি আসিবেক ।

দেখা পেতে পারি কিছু কেবা ধরিবেক ॥

হরিশ বিষাদে হৈল একত্রে মিলন ।

আমারে ঘটিল দুর্ধোধানের মরণ ॥

না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ ।

সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ ॥

কেহ বলে ডাক দিয়া আন সাপুড়িয়া ।

এখনি ধরিবে সাপ কান্দনীর গাইয়া ॥

কেহ বলে এ কি কথা পাগলের প্রায় ।

বিপত্তি পড়িলে বুঝি বুদ্ধি শুদ্ধি যায় ॥

এমন গর্তের সাপ না জানি কেমন ।

এত দিনে ধরে খাইত কত লোক জন ॥

আর জন বলে ভাই সাপ মেনে নয় ।

ভুয়েসের গাড়া এটা এ কথা নিশ্চয় ॥

আর জন বলে বুঝি শেয়ালের গাড়া ।

ভেকো বলি কেহ হাসে কেহ দেই তাড়া ॥

তাছারে নির্যোধ বলি আর জন কয় ।

সিঁধেলে দিয়াছে সিঁধ মোর মনে লয় ॥

ধুমকেতু তার প্রতি কহিছে কথিয়া ।
 মেঝায় দিলেক সিঁধ কোথায় বসিয়া ॥
 যত জনে যত বল মোরে নাহি ভায় ।
 আমার কেবল কালসাপ আসে যায় ॥
 ধরিতে এ কাল সাপে পারে কার বাপে ॥
 আমি এই পথে যাব ধরি খাউক সাপে ॥
 ধরিতে নারিয়া চোরে আমি হৈহু চোর ।
 রাজার ছজুরে যাওয়া সাধ্য নহে মোর ॥
 যে মারি খেয়েছি আজি চোরের অধিক ।
 এ ছার চাকরি করি ধিক্ ধিক্ ধিক্ ॥
 এত বলি কোটাল স্নড়ঙ্গে যেতে চায় ।
 ভীমকেতু ছোট ভাই ধরি রাখে তার ॥
 যমকেতু নাম তার আর সহোদর ।
 দর্প করি কহে কেন হইলে কাতর ॥
 সাপ নয় কিম্বর গন্ধর্ব্ব যদি হয় ।
 সুরাধ পেয়েছি পাব আর কারে ভয় ॥
 পেয়েছে বিজ্ঞান লোভ আসিবে অবশ্য ।
 নারীবোশে থাক সব করিয়া রহন্ত্য ॥
 লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায় ।
 পল পক্ষী সাপ মাচ কে কোথা এড়ায় ॥
 দেব উপদেব পড়ে তন্ত্র মন্ত্র ফাঁদে ।
 নিরাকার ব্রহ্ম দেহ ফাঁদে পড়ে কাঁদে ॥
 সাপ সাপ বলি যদি মনে ভয় আছে ।
 সাপুড়ে গন্ধর্ভমণি আনি রাখ কাছে ॥

যেমন থাকিত বিছা সখীগণ লয়ে ।
 ন রী বেশে থাক সবে সেইমত হয়ে ॥
 ইথে যত্ন বরঞ্চ বিষয় জানা চাই ।
 বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়া কাপুরুষ ভাই ॥
 এখন সে চোর নাহি জানে সমাচার ।
 আজি যদি জেনে যায় না আসিবে আর ॥
 বেলাবেলি আয়োজন করহ ইহার ।
 কালকেতু বলে দাদা এই যুক্তি সার ॥
 ভারত বিরাট পর্কে কহিয়াছে বাস ।
 এই রূপে ভীম কৈল কীচকের নাশ ॥

কোটালগণের স্ত্রীবেশ ।

চল সবে চোর ধরি গিয়া ।
 রত্ননিমগ্নল ফাঁদ দিয়া ॥
 ভেরাগিরা ভয় লাজ, সকলে করহ সাজ,
 সে বড় লম্পট কপটিয়া ।
 জানে নানা মত খেলা, দিবস দুপুর বেলা,
 চুরি করে বাঁশী বাজাইয়া ॥
 সে বটে বসন চোরা, তাহারে ধরিয়া মোরা,
 পীতধড়া লইব কাড়িয়া ।
 সদা ফিরে বাঁকা হয়ে, আজি সোজা করি লয়ে,
 ভারত রহিবে পহরিয়া ॥ ৩৫ ॥

যুক্তি বটে বলি ধুমকেতু দিল সার ।
 মহাবেগে আট ভাই আট দিকে ধার ॥

নাটশালা হইতে আনিল আয়োজন ।
 ধরিল নারীর বেশ ভাই দশজন ॥
 চন্দ্রকেতু ছোট ভাই পরম সুন্দর ।
 সে ধরে বিছার বেশ অভেদ বিস্তর ॥
 কাঠের গঠিত কুচ ঢাকে কাঁচুলিতে ।
 কাপড়ের উচ্চ পেট ঢাকে ঘামুরিতে ॥
 সূর্য্যকেতু সুলোচনা হেমকেতু হিমী ।
 জয়কেতু জয়াবতী ভীমকেতু ভীমী ॥
 কালকেতু কালী হৈল উগ্রকেতু উমী ।
 বমকেতু বমী হৈল কজকেতু কমী ।
 ধূমকেতু আপনি হৈল ধামধূমী ।
 তিনজন সাপুড়ে মালতী চাপী সুমী ॥
 বাঁশী বাঁশী আদি লয়ে গীত বাজু রঙ্গ ।
 গন্ধ মাল্য উপভোগে মোহিত অনঙ্গ ॥
 চাঁদড় ঈশার মূল বোঝা বোঝা আনে ।
 মণি মস্ত্র মর্ছোষধি যেবা যত জানে ॥
 শরীর পাঁচিয়া সবে ঔষধ বসায় ।
 যার গন্ধে মাখা শুঁজি বাজুকি পলায় ॥
 এইরূপে তের জন রহে গৃহ মাঝে ।
 আর সবে আটদিকে রহে নানা মাজে ॥
 থানায় থানায় নিয়োজিল হরকরা ।
 হুঁসিয়ার খবরদার পহরী পহরা ॥
 সোণারায় রূপারায় নায়েব কোটাল ।
 কাটকে বসিল যেন কালান্তের কাল ॥

হীক নীলু কাশী বাঁশী চারি জমাদার ।
 আঙুলিল সহরপনার চারি দ্বার ॥
 সাত গড়ে চারি সাতে আটাইশ দ্বার ।
 আটিয়া বসিল আটাইশ জমাদার ॥
 তবকী ধান্নকী ঢালী রায়বেঁশে মাল ।
 কাহনে কাহনে লেখা দেখিতে করাল ॥
 পঞ্চশব্দে বাছ বাজে চতুরঙ্গ দল ।
 ধূলায় দিবসে নিশা ক্ষিতি টলমল ॥
 খেদারায় বেড়ায় করিয়া ধূমধাম ।
 খেদাইয়া বাঘ ধরি খেদারায় নাম ॥
 ধায় রায়বাঘিনী সে কোটালের পিসী ।
 এমনি কুহক জানে দিনে হয় নিশী ॥
 রাজা শাড়ী রাজা শাখা জবামাল গলে ।
 সিংহরূপপালভরা ঝাড়া করতলে ॥
 এই রূপে তার সঙ্গে সাত শত মেয়ে ।
 ঘরে ঘরে নানা বেশে ফিরে চোর চেয়ে ॥
 পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে কোটালের চর ।
 করিল দাকণ ধূম কাঁপিল সহর ॥
 উদাসীন বেপারী বিদেশী গারে পায় ।
 লুঠে লয়ে বেড়ি দিয়া কাটকে ফেলায় ॥
 বিশেষতঃ পাড়ো যদি দোখবারে পায় ।
 খুজী পুথি লইয়া ফাটকে আটকায় ॥
 জুগন্ধি পুষ্পের মালা জুগন্ধি চন্দন ।
 যার সঙ্গে দেখে তার তখনি বন্ধন ॥

ক্ষণমাত্রে সহরে হইল হাহাকার ।
 কাটক হইল জরাসন্ধ কারাগার ॥
 এই রূপে নানা বেশে ফিরে নানা স্থানে ।
 নানা মতে নানা ছলে চোরের সন্ধানে ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র আদেশে ভারতচন্দ্র গায় ।
 হরি হরি বল সবে পালা হৈল পায় ॥
 ইতি বুধবারের দিবা পালা ।

চোর ধরা ।

আজি ধরা গেল চোর চুড়ামনি ।
 মোরা জেগে আছি সকল রমণী ॥
 ভাঙ্গা গেল যত ভুর, চাতুরী হইল চুর,
 এড়াইতে নারিবে এমনি ।
 প্রকাশিয়া ভারি ভুরি, অনেক করেছ চুরি,
 আজি ধরি শিখাব তেমনি ॥
 হৃদি কারাগারে ধোরে, বান্ধিয়া মনের ডোরে,
 গছাইব পরাণে এখনি ।
 সকলেরে ফাঁকি দেহ, ধরিতে না পারে কেহ,
 ভারত না ছাড়িবে অমনি ॥ঐ॥

ওখায় ভাবেন বিজ্ঞা একি পরমাদ ।
 না জানিলা প্রাণনাথ এ সব সংবাদ ॥
 না জানি আমার লোভে আসিবেন যারে ।
 ছায় প্রভু কোটালের পড়িলা চাতরে ॥

এখার মদনে মত্ত কুমার সুন্দর ।
 সুড়ঙ্গের পথে গেলা কুনারীর যর ॥
 পালকে বসিয়া চন্দ্রকেতু যেন চাঁদ ।
 ধরিতে সুন্দর চাঁদে বিজ্ঞাপ ফাঁদ ॥
 হাসিয়া হাসিয়া কবি বসিলেন পাশে ।
 চন্দ্রকেতু হাসিয়া বদন ঢাকে বাসে ॥
 কাম কথা কহে কবি কামিনী জানিয়া ।
 চন্দ্রকেতু মান করে ঘোমটা টানিয়া ॥
 কামে মত্ত করিবর বুঝিতে না পারে ।
 হাতে ধরে পার ধরে মান ভাঙ্গিবারে ॥
 আঁধি চাঁদে চন্দ্রকেতু নাহি কহে বাণী ।
 সুন্দর আঁচল ধরি করে টানাটানি ॥
 সূর্য্যকেতু বলে এটা যে দেখি গোঁয়ার ।
 কি জানি চাঁদেরে ধরি একে করে আর ॥
 ধূমকেতু ধামধূমী ধূমধাম চায় ।
 সুড়ঙ্গের পথে এক পাথর চাপায় ॥
 সত্রে নিরখি সবে দেখয়ে সুন্দরে ।
 দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ ডুঙ্গঙ্গের ডরে ॥
 চক্ষুর নিমিষ আছে দেহে আছে হারা ।
 বুঝিল মানুষ বটে নহে কোন যারা ॥
 ধরিব মানুষ বটে হইল ভরসা ।
 কি জানি কি হয় ভয়ে না পারে সহসা ॥
 চন্দ্রকেতু ধরের বাহিরে যেতে চায় ।
 কোথা যাই বলিয়া সুন্দর ধরে তায় ॥

কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ । ৩৫৩

বদন চুবন করি স্তনে হাত দিল ।
খসিল কাঠের কুচ কাঁচুলি ছিঁড়িল ॥
কামমদে মত্ত কবি তবু নহে জ্ঞান ।
সাবাসি সাবাসি রে সাবাসি কুলবাণ ॥
আজি কেন বিদ্যা হেন ভাবেন সুন্দর ।
পাঁজা করি চন্দ্রকেতু ধরিল সত্তর ॥
তখনি অমনি ধরে আর বার জন ।
রায় বলে বিপরীত এ আর কেমন ॥
ধামধুমী বলে শুন ঠাকুরজামাই ।
ভুজুম ঠাকুরঝির ছাড়ি দিব নাই ॥
এত জুম আজ্ঞা বিনা বুকে হা ৩ দিল ।
ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া কুচ কাঁচুলি ছিঁড়িয়া ॥
দেখিয়া কাঠের কুচ চমকে কুমার ।
মগ্ন বুঝি কোটালে বাধানে বার বার ॥
ভারত কহিছে চোর চতুরের চূড়া ।
কোটালের কাঁদেতে গুমান হৈল গুঁড়া ॥

কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ ।

কোতোয়াল, যেন কাল, খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে ।
ধরি বাণ, ধরশাণ, হানহান হাঁকে ॥
গের ধরি, হরি হরি, শব্দ করি কর ।
কে আমারে, আর পারে, আর পারে ভয় ॥
জর কালি, ভাল ভালি, যত ঢালি গাজে ।
দেই লক্ষ, ভূমিকম্প, জগৎবাম্প বাজে ॥

ডাকে ঠাট, কাট কাট, মালসাট মারে ।
 কঙ্গমান, বর্জমান, বলবান ভারে ॥
 হাঁকে হাঁকে, ঝাঁকে ঝাঁকে, ডাকে ডাকে জাঁকে
 তাই মোর, দার তোর, পাছে চোর ভাগে ॥
 কাছে কাছে, আগে পাছে, সব আছে রপে ।
 হরষিত, আনন্দিত, গুলকিত অঙ্গে ॥
 - বরে ধুম, অতি ক্ষুম, নাহি সূম নেত্রে ।
 হাতে কড়ী, পায় দড়ী, মারে ছড়ী বেত্রে ॥
 নটশীল, মার কীল, লাগে থিল দাঁতে ।
 ভয়ে মুক, কাঁপে বুক, লাগে ছক আঁতে ॥
 কোন বীর, শোষে তীর, দেখি খীর কাঁপে ।
 ক্ষুর ধার, তলবার, খমধার(১) দাপে ॥
 কোতোয়াল, বলে কাল, রাখ ভাল রূপে ।
 হাড় শোর, হৈলে ভোর, দিব চোর ভূপে ॥
 সব দল, মহাবল, খল খল হাসে ।
 গেল দুঃখ, হৈল সুখ, শতগুণ ভাষে ॥
 জয় জয়, শব্দ হয়, শুনি ভয় লাগে ।
 টলমল, ক্ষিতিল, দল বল রাগে ॥
 পুন্দরেরে, শত ফেরে, সবে ঘেরে জোরে ।
 ভাবে রায়, হায় হায়, একি দায় মোরে ॥
 নরি যেন, লোভে যেন, কৈলু হেন কাজ ।
 হ্রীর দার, প্রাণ যার, কৈতে পারি লাজ ॥

(১) অস্ত্রবিশেষ, কীরীটি ।

কোটালের উৎসব ও হুন্দরের আক্ষেপ । ৩৫৫

কত বয়ে, বিয়া করে, কেবা ধরে বারে ।
দেবা গণে, রোষ মনে, কত জনে মারে ॥
খরি ছরি, মরি মরি, কিবা করি জীয়া ।
কু কহে, নাহি সহে, তাপে দহে হিয়া ॥
চাঁজা কালি, দিবে গালি, চুণ কালি গালি ।
শিবা সেই, মাথা নেই, কিবা দেই শালি ॥
দরবার, সব তার, চাব কার পানে ।
গেলে প্রাণ, পাই ত্রাণ, ভগবান জানে ॥
বর লাগি, দুঃখ ভাগী, সে অভাগী চার ।
এ সময়, কথা কর, তবু ভর যার ॥
তার সমা, নিকপমা, প্রিয়তমা কেবা ।
দেখা নৈল, মনে রৈল, যত কৈল সেবা ॥
সে আমার, আমি তার, কেবা আর আছে ।
সেই মরি, কেবা আর, যাব কার কাছে ॥
দিগ দশ, গুণে বশ, মহাযশ দেশে ।
কহিলাম, বদকাম, বদনাম শেষে ॥
ছাড়ি বাপ, করি পাপ, পরিতাপ পাই ।
অহর্নিশ, বিমর্ষিষ, পেলে বিষ খাই ॥
এই মত, শত শত, ভাবে কত তাপ ।
ঘত শির, যেন ধীর, হড়পীর সাপ ॥
ভারতের, গোবিন্দের, চরণের আশ ।
পরিণাম, হরিনাম, আর কাম পাশ ॥

সুড়ঙ্গ দর্শন ।

সুড়ঙ্গের, লৈতে টের, কোটালের সার ।
 জন মাতে, ধরি হাতে, নামি তাতে যায় ॥
 ঘোর তম, নিকপম, কৃপ সম খানা ।
 কেহ ডরে, পাছু গরে, কেহ করে মানা ॥
 স্থলে স্থলে, মণি জ্বলে, দেখি বলে ভাল ।
 চল ভাই, চল যাই, দেখা পাই আল ॥
 পায় পায়, সবে যায়, কাঁপে কায় ডরে ।
 তেলে শির, যত বীর, মালিনীর ঘরে ॥
 উঠি ঘরে, ধূম করে, হীরা ডরে জাগে ।
 ধরি তারে, অঙ্ককারে, সবে মারে রাগে ॥
 আল জ্বালি, যত ঢালি, গালাগালি করে ।
 কহে চোর, ঘরে ভোর, দে লো মোর তরে ॥
 সুড়ঙ্গের, পথে ফের, কোটালের তর ।
 কেহ গিয়া, বার্তা দিয়া, ভুট্ট হিয়া করে ॥
 কোতোয়াল, শনি ভাল, খাঁড়া ঢাল ধরে ।
 ছুটে বীর, যেন তীর, মালিনীর ঘরে ॥
 আঁখি সরে, চুল ধরে, দর্প করে কয় ।
 কথা জোর, বল চোর, কেবা ভোর হয় ॥
 দেই গালি, বলে শালী, কোথা পালি চোর ।
 কেবা সেটা, কার বেটা, বল কেবা ভোর ॥
 ভারতের, রচিতের, অহতের ভার ।
 ভাষা গীত, সুললিত, অতুলিত সার ॥

মালিনী নিগ্রহ ।

মালিনী কীল খাইয়া, বলিছে দোহাই দিয়া ।
 আমারে যেমন, মারিলি তেমন,
 পাঠিবি তাহার কিয়া ॥
 নকের এ বড় গুণ, পিঠেতে মাখায়ে চুণ ।
 কি দোষ পাইয়া, তরে কোটালিয়া,
 মারিয়া করিলি খুন ॥
 এ তিন প্রহর রাতি, ডাকিয়া কর ডাকাতি ।
 দোহাই রাজার, লুটিলি আগার,
 ধরিয়া থাইলি জাতি ॥
 কোটাল হাসিয়া কয়, কহিতে লাজ না হয় ।
 ছেদে বুড়ী শালী, বলে জাতি খালি,
 শুনিয়ে লাগয়ে ভয় ॥
 হীরা যলে অরে বেটা, তোরে ভয় করে কেটা ।
 তোর গুণপনা, জানে সর্বজন্য,
 পাসরিলি বটে সেটা ॥
 কোটাল কহিছে রাগি, কি বলে রে বুড়া মাগী ।
 ঘরে পোষে চোর, আরো কহে জোর,
 এ বড় কুটিনী যাগী ॥
 হীরা কহে পুনঃ জোরে, কুটিনী বলিস মোরে ।
 রাজার মালিনী, বলিলি কুটিনী,
 কালি শিখাইব তোরে ॥



যেটা বেটী বহুড়ী, না রাখি আপনি বুড়ী ।
 কার বহু বেটী, কারে দিমু ভেটী,
 যে বলে সে হবে কুড়ী ॥
 লোকের কি বহু লয়ে, সদা থাক মন্ত হয়ে ।
 তাঁর ঘরে যত, সকলি অসত,
 আমি দিতে পারি করে ॥
 দুমকেতু ক্রোধে ফুলে, ভূমে পাড়ে ধরি চুলে ।
 কুটিনী গস্তানী, বড় যে মস্তানী,
 উভে উভে দিব শূলে ॥
 জামারে হেম উত্তর, এখন না হয় ডর ।
 রাজার নন্দিনী, হয়েছে গর্তিনী,
 তুই দিলি চোরা বর ॥
 কীরারে হইল ভগ, কাণ হাত দিয়া কর ।
 আমি জানি নাই, জানেন গোঁসাই,
 যতোধর্মস্ততোজয়ঃ ॥
 শূনিয়া কোটাল টানে, সুড়ঙ্গের কাছে আনে ।
 এই পথ দিয়া, চুরি কৈল গিয়া,
 মালিনী বলে কে জানে ॥
 মালিনী বুঝিল মর্খ, কোটালে জানায় ধর্ম ।
 হোমকুণ্ড বলি, বুঝি মোরে ছলি,
 সুন্দরের এই কর্ম ॥
 হাতে লোতে ধরিয়াছে, আর কি উপায় আছে ।
 যার ঘরে সিঁদ, সে কি যায় নিদ,
 ইহা কব কার কাছে ॥

কোটাল জিজ্ঞাসা করে, হীরার কথা না সরে ।
 চোরের যে ছিল, লুঠিয়া লইল,
 নে ছিল হীরার খারে ॥

খুঁজি পুখি রত্নভারে, দিতে হবে গরকারে ।
 পিঞ্জর সহিত, লয় হরষিত,
 পাড়া শুক সারিকারে ॥

মালিনী অবাক আসে, কোটাল মুচকি হাসে ।
 সুড়ঙ্গে ফেলিয়া, পায়ে ছেঁছুড়িয়া,
 লইল চোরের পাশে ॥

সুন্দর কহেন হাসি, এস গো মাসি হিতাশী ।
 মালিনী কষিয়া, বলে গালি দিয়া,
 কে তুই কে ভোর মাসী ॥

কি ছার কপাল মোর, আমি মাসী নই ভোর ।
 মাসী মাসী করে, ছিল বাসা লয়ে,
 কে জানে সিঁধেল চোর ॥

যজ্ঞকুণ্ড ছল পাতি, সিঁধ কাট সারা রাতি,
 আই মা কি লাজ, করিল যে কাজ,
 ভাগো বাঁচে মোর জাতি ॥

যত দিন আর জীব, কারেহ না বাসা দিব ।
 গিয়া তিন কাল, শেষে এই হাল,
 খত বা নাকে লিখিব ॥

অরে বাছা ধুমকেতু, মা বাপের পুণ্য ছেতু ।
 কেটে ফেল চোরে, ছাড়ি দেহ মোরে,
 ধর্ম্মর বাঁধহ সেতু ॥

সুন্দর হাসি আকুল, মাসী সকলের মূল ।
 বিছার মাসাম, ঘোর আইশাশ,
 পাড়ি দিয়াছিল ফুল ॥
 কেঁতুক না বুকে ছীরা, পুনঃ পুনঃ করে কিরা ।
 কিবেল ডেগরা, বড় যে চেগরা,
 এ কথা ফিরা ফিরা ॥
 কোটাল কহে এ নয়, হুঁহারে থাকিতে হয় ।
 রাজার নিকটে, যাহার যে ঘটে,
 ভাষত উচিত কর ॥

বিদ্যার আক্ষেপ ।

প্রভাত হইল বিভাবরী,
 বিছারে কহিল সহচরী ।
 সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনি বিছা পড়ে ধরা (১)
 সখী তোলে ধরাধরি করি ॥
 কাদে বিছা আকুল কুন্তলে,
 ধরা তিতে (২) নয়নের জলে ।
 কপালে কঙ্কণ হানে, অধীর কধির বাণে,
 কি হৈল কি হৈল ঘন বলে ॥
 ছায় রে বিধাতা নিদাকণ,
 কোন দোষে হইলি বিগুণ ।

(১) পৃথিবী, ভূমি ইত্যাদি । (২) শিক্ত হওন, ভিজন ইত্যাদি ।

অগ্নি দিয়া নানা দুঃখ, মথো দিন কত সুখ,
 শেষে দুঃখ বাড়ালি বিগুণ ॥
 যুবতী জন্ম কালমুখ,
 পরের অধীন সুখ দুঃখ ।
 পর ঘরে ঘর কর, পরের মরণে মরে,
 পরে সুখ দিলে হয় সুখ ॥
 রমণীর রমণ পরাণ,
 তাহা বিনা কেবা আছে আন ।
 সে পরাণ ছাড়া হয়ে, যে রহে পরাণ লয়,
 দিক দিক তাহার পরাণ ॥
 ছায় ছায় কি কর বিধিরে,
 সম্পদ ঘটায় ধিরে ধিরে ।
 শিরোমণি মস্তকের, মণিহার হৃদয়ের,
 দিয়া লয় স্বেধের নিধিরে (১) ॥
 কান্দে বিছা বিনিয়া বিনিয়া,
 স্বাস বহে অনল জিনিয়া ।
 ইহা কব কার কাছে, এখনো পরাণ আছে,
 বঁধুয়ার বন্ধন শুনিয়া ॥
 প্রভু মোর গুণের সাগর,
 রসময় রূপের নাগর ।

(১) মস্তকের শিরোমণি ও হৃদয়ের মণিহার স্বরূপ যে
 স্বেধের নিধি তাহা একবার প্রদান করিয়া পুনর্বার হরণ
 করেন ।

স্নানিকের শিরোমণি, বিলাস ধনের ধনী,
 নৃত্য গীত বাজের আকর ॥
 জননী ডাকিনী হৈল মোর,
 মোর প্রাণনাথে বলে চোর ।
 বোপ অনর্থের হেতু, ধুমকেতু(১) ধুমকেতু(২)
 বিধাতার হৃদয় কঠোর ॥
 চোর ধরা গেল শুনি রাণী,
 অস্তঃপুরে করে কাণাকাণি ।
 দেখিবারে ধায় রড়ে, কোঠার উপরে চড়ে,
 কাঁদে দেখি চোরের মুখানি ॥
 রাণী বলে কাহার বাছনি,
 মরে যাই লইয়া নিছনি ।
 কিব। অপকৃপ রূপ, মদন মোহন কৃপ,
 দত্ত দত্ত ইহার জননী ॥
 কি কহিব বিদ্যার কপাল,
 পেয়েছিল মনোমত ভাল ।
 আপনার মাথা খেয়ে, মোরে না কহিল যেরে,
 তবে কেন হইবে জঞ্জাল ॥
 হায় হায় হায় রে গোমাই,
 পেয়েছিল সুদর জামাই ।
 রাজার হয়েছে ক্রোধ, না মানিবে উপরোধ,
 এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই ॥

(১) নাম বিশেষ ।

(২) গ্রন্থবিশেষ, নবগ্রন্থের মধ্যে কেতুগ্রন্থ ।

এই রূপে পুরবধুগণ,
 সুন্দরে বাখানে জনে জন ।
 কোটাল সত্তর হয়ে, চলিল দুজনে লয়ে,
 ভেট দিতে যেখানে রাজন ॥
 চোরে লয়ে কোতোয়াল যায়,
 দেখিতে সকল লোক ধায় ॥
 বালক যুবক জরা, কাণা খোঁড়া করে ডরা,
 গবাঞ্চেতে কুলবধু চায় ॥
 কেহ বলে এ চোর কেমন,
 এখনি করিল চুরি মন ।
 বিদ্যারে কে মন্দ বলে, ভারত কহিছে ছলে,
 পতি নিন্দে আপন আপন ॥

নারীগণের পতি নিন্দা ।

কারে কব লো যে দুঃখ আমার ।
 সে কেমনে রবে বার এত জ্বালা খার ॥
 বাঁধা আছি কুলকাঁদে, পরাণ সতত কাঁদে,
 না দেখিয়া শ্রামটাদ, দিবসে আঁধার ।
 ঘরে শুক দুঃশর, সদা কলঙ্কিনী কর,
 পাপ ননদিনী ভর, কত সব আর ॥
 শ্রাম অধিলের পতি, তাঁরে বলে উপপতি,
 পোড়া লোক পাপমতি, না বুকে বিচার ।
 পতি সে পুকাধম, শ্রাম সে পুকাবোস্তম,
 ভারতের সে নিয়ম, কৃষ্ণস্র গার ॥ ক্র ॥

চোর দেখি বামাগণ বলে হরি হরি ।
 তাহা মরি ঘোরের বালাই লয়ে মরি ॥
 কিবা বুক কিবা মুখ কিবা নাক কাণ ।
 কিবা নয়নের ঠার কাড়ি লয় প্রাণ ॥
 ভূষণ লয়েছে কাড়ি হাতে পায় দড়ী ॥
 কেমনে এমন গারে মাটিয়াছে ছড়ী ॥
 দেখ দেখ কোটালিয়া কহিছে জাহার ।
 হায় বিধি চাঁদে কৈল দ্বারের বাহার ॥
 এ বড় বিষম চোর না দেখি এমন ।
 দিনে কোটালের কাছে চুরি করে মন ॥
 বিদ্যারে করিয়া চুরি এ হইল তোলা ।
 ইহারে বদ্যপি গাই চুরি করি মোরা ॥
 দেখিয়া ইহার রূপ ঘরে যেতে নারি ।
 মনোমত পতি নহে সহিতে না পারি ॥
 আপন আপন পতি নিন্দিয়া নিন্দিয়া ।
 পরস্পর কহে সবে বাঁচিয়া বাঁচিয়া ॥
 এক রামা বলে সেই গুন ঘোর দুঃখ ।
 আমাদের মিলিল পতি বালা কালামুখ ॥
 সাধ করি শিখিলাম ব্যবহার যত ।
 কালার কপালে পড়ে সব হৈল হত ॥
 বুঝাই চোরের যত চুপ করি ঠারে ।
 আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল প্রমাদ আধারে ॥
 নৈলে নয় তেঁই করি কষ্টেতে শয়ন ।
 রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন ॥

আর রামা বলে সেই এত বরং সুখ ।
 মোর হুঃখ শুনিলে পলাবে তোর হুঃখ ॥
 মন্দভাগ্য অক পতি দ্বন্দ্ব মাত্র ভাল ।
 গোরী ছিন্ন ভাবিত ভাবিত হৈছে কাল ॥
 ভরা পূরা বোঁবন উদাসে বাগি শূন্য ।
 আঁধলারে দেখাইতে নাহি পাপ পুণ্য ॥
 আর রামা বলে সেই এ মাথার চূড়া ।
 আমি এই যুবতি আমার পতি বুড়া ॥
 বদনে রদন লড়ে অদনে বঞ্চিৎ ।
 সে মুখ চুষনে সুখ না হয় কিঞ্চিৎ ॥
 আমার আবেশ দৈবে কোন কালে নয় ।
 ধর্ম ভাবি তাহার আবেশ যদি হয় ॥
 কাঁপনে কাঁপনি সারা কেবল উৎপাত ।
 অধর দংশিতে চায় ভেঙ্গে যায় দাঁত ॥
 গাড়াগড়ি যায় বুড়া দাঁতের জ্বালায় ।
 কাজের মাথায় বাজ বাঁচাইতে দায় ॥
 আর রামা বলে বুড়া মাথার ঠাকুর ।
 মোর হুঃখ শুনি তোর হুঃখ যাবে দূর ॥
 কি কব পতির কথা লাজে মাথা হেঁট ।
 মোটা মোটা মোর পতি বড় ডুঁড়ো পেট ॥
 আত্মর শুনিয়া সুখ হুঃখে পোড়ে মন ।
 একেবারে নছে কতু চুহ আলিঙ্গন ॥
 বদন চুম্বিতে চাহে আরম্ভিয়া হেটে ॥
 তাঁটিয়া ধরিতে চাহে টেলে ফেলে পেটে ॥

একে আরস্তিতে হয় আরে অবনর ।
 ইতো জন্ম ততো নষ্ট ন পূর্ব ন পর ॥
 আর রামা বলে ইথে না বঁচি হ মন্দ ।
 না চাপিতে চাপ পাণ্ড এ বড় আনন্দ ॥
 বামন বাংধুর পতি কৈতে লাজ পায় ।
 তপসিগ্না নাহি পাই কোণেতে লুকাই ॥
 তাপেতে হইল জরা না পুরিল সাধ ।
 হাত হোট আম বড় এ বড় প্রমাদ ॥
 আর রামা বলে সেই না ভাবিহ ছুঃখ ।
 কোল শোভা হয়ে থাকে এহ বড় সুখ ॥
 রাজসভাসদ পতি বৈদ্যরূতি করে ।
 ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে ॥
 নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ ।
 আমি কাঁপি কামজ্বরে সে বলে উল্গ(১) ॥
 চতুর্গুণ খাইতে বলে শুনে ছুঃখ পায় ।
 বজ্র পড়ুক চতুর্গুণের মাথায় ॥
 আর রামা বলে সেই কিছু ভাল বটে ।
 নাড়ী ধরিবার বেলা হাত ধরা ঘটে ॥
 রাজসভাসদ পতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ।
 না ছোঁয় তকনী তৈল আমিষে বঞ্চিত ॥
 পাণ বিনা মুখে গন্ধ নাহি দ্বিভোজন ।
 কি কব আমার মাথা গোত্রাস ভক্ষণ ॥

ঋতু হৈলে একবার সম্ভবে সম্ভাষ ।
 তাহে যদি পার্ব হই তবে সর্বনাশ ॥
 আর রামা বলে ছৌক তথাপি পণ্ডিত ।
 বরমেকাহুতি কালে না করে বঞ্চিত ॥
 অবিজ্ঞ সর্বজ্ঞ পতি গণক রাজার ।
 বারবেলা কালবেলা সদা সঙ্গে তার ॥
 পাপ রাশি পাপ গ্রহ পাপ তিথি তার ।
 অভাগারে এক দিন না ছাড়িবে তার ॥
 সর্বদা আঙ্গুলগাঁজি করি কাল কাটে ।
 তাহাতে কি হয় মোর কৈতে দুক ফাটে ॥
 আর রামা বলে মন্দ না বলিহ তার ।
 পাইলে উত্তম ফণ অবশ্য যোগায় ॥
 পাতি লেখা রাজার মুনসী মোর পতি ।
 দোয়াতে কলম দিয়া বলে হৈল রতি ॥
 কেটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তরবার ।
 দোকর করিবে কাষ্ঠ বালিহ তার ॥
 আর রামা বলে সেই ভাল ত মুনসী ।
 বখশী আমার পতি সদাই খুনসী ॥
 কিঞ্চিত কছুর নাই কশুর কাটিতে ।
 যে হিসাবে এক বিন্দু না পারে লইতে ॥
 পুরের হাজীরা গরহাজীরা লিখিতে ।
 স্বরে গরহাজীরা সে না পার দেখিতে ॥
 দেহের ফিকরে ফিরে ফাকি ফুকি লেখে ।
 কেবল আমার গুণে পুত্র মুখ দেখে ॥

আর রামা বলে সই এত গুণ বড় ।
 উকীল আমার পতি কীল খেতে দড় ॥
 স্ত্রীলোকের মত পড়ি মারি খেতে পারে ।
 সবে গুণ যত দোষ মিথ্যা কয়ে সারে ॥
 আর রামা বলে সই এত ভাল শুনি ।
 আমার আরজবেগী পতি বড় গুণী ॥
 আরজীর আঁটি ফরিয়াদীগণ সঙ্গে ।
 বাধানিয়া গাই মত ফিরে অঙ্গ ভঙ্গে ॥
 আমি ফরিয়াদী ফরিয়াদির মিশালে ।
 করিতে না পারে নিসা টালে টালে টালে ॥
 তার রামা বলে সই এ বুঝি উত্তম ।
 খাজাঞ্চি আমার পতি সবার অধম ॥
 চাঁদমুখা টাকা দেই সোণামুখে লব ।
 গনি দিতে ছাইমুখে অধোমুখ হয় ॥
 পরধন পরে দিতে তার এই হাল ।
 তার চাঁই পানিকোঁটা পাইতে জঞ্জাল ॥
 কহে আর রসবতী গালভরা পাণ ।
 পোন্ধর আমার পতি রূপণ প্রধান ॥
 কোলে নিধি খরচ করিতে হয় খুন ।
 চিনির বলদ সবে এক খনি গুণ ॥
 আমারে ডুলার লোক রাজ তাঁমাঁ দিয়া ।
 সে দেয় তাহার শোধ হাত বদলিয়া ॥
 আর রামা বলে সই এ বড় সুধীর ।
 অভাগীর পতি হিসাবের মুহুরীর ॥

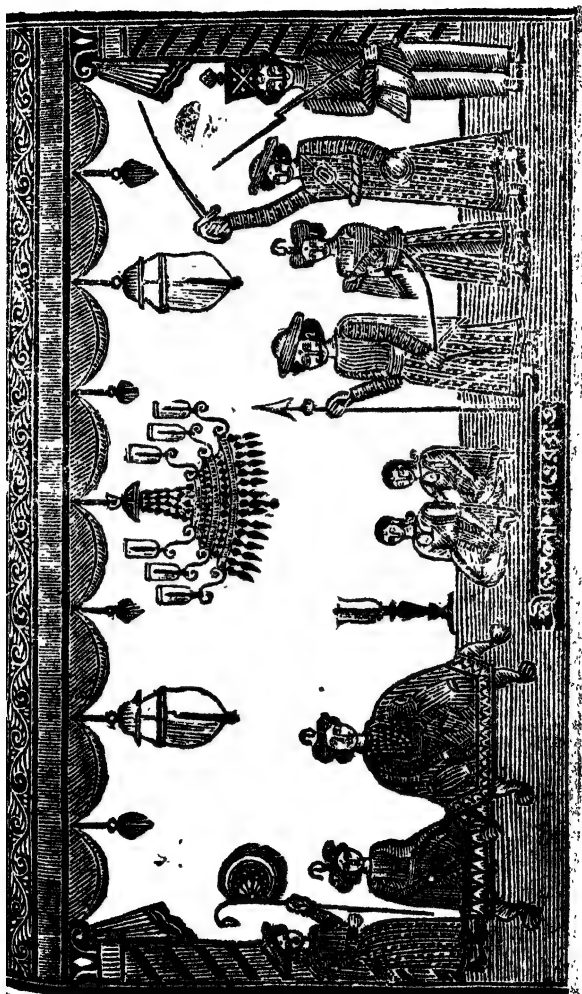
শেষ রেতে আসে সারা রাত্রি লিখে পড়ে ।
 খাওয়াইতে জাগাইতে হয় দিয়া কড়ে ॥
 গৌজা বিদ্যা না জানে হিসাবে দেয় গৌজা
 নিকাশে তাহার গৌজা তারে হয় গৌজা ॥
 আর রামা বলে সই এ বটে গভীর ।
 অভাগীর পতি নিকাশের মুহুরী ॥
 মফঃসল সরবরা কেমন না জানে ।
 অধিক যে দেখে তাহা রদ দিয়া টানে ॥
 জমা লেখে বাকী দেখে খরচেতে তর ।
 পরে কৈলে খরচ তাহারে কটু হয় ॥
 আর রামা বলে সই এ বড় রসিক ।
 অভাগির পতি বাজে জমার মানিক ॥
 যম সম ধরিতে পরের বাজে জমা ।
 নিজ ঘরে বাজে জমা না জানে অধমা ॥
 সবে তার এক গুণে প্রাণ বুঝে মরে ।
 বাঁধু এলে তার ডরে কেহ নাহি ধরে ॥
 আর রামা বলে সই এত বড় গুণ ।
 দণ্ডবী আমার পতি তার গতি শুন ॥
 সদা ভাবে কোন ফর্দ কেমনে গড়ায় ।
 পড়া ভাগ্য নিজে নাহি অস্ত্রেরে পড়ায় ॥
 হেটে ফর্দ হারান্নে উপরে হাতড়ায় ।
 পরের কলমে সদা দোয়াতিঘোলায় ॥
 আর রামা বলে সই এত শনি ভাল ।
 বড়েল পতির জ্বালে আশি হৈছে কাল ॥

রাত্রি দিন আট পর ঘড়ী পিটে মরে ।
 তার ঘড়ী কে বাজায় তল্লাস না করে ॥
 রাত্রি নাহি পোছাইতে দুঘড়ী বাজায় ।
 আপনি না পারে আর বঁধুরে খেদায় ॥
 আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে ।
 যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে ॥
 যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই ।
 বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই ॥
 বিয়া কালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে ।
 পুনর্বিয়া হবে কিবা বিয়া হবে আগে ॥
 বিবাহ করেছে সেটা কিছু ষাটি ষাটি ।
 জাতির যেমন হোক কুলে বড় আঁটি ॥
 দু চারি বৎসরে যদি আসে একবার ।
 শরন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার ॥
 সূতা বেচা কড়ী যদি দিতে পারি ত্যে ।
 তবে মিক্ত মুখ নহে কষ্ট হয়ে যায় ॥
 গোদা কুঁজো কুকণ্ডে প্রভৃতি আর যত ।
 সকলের রমণী সকলে নিন্দে কত ॥
 তা সবার হুঃখ শুনি কহে এক সতী ।
 অপূর্ব আমার হুঃখ কর অবগতি ॥
 মহাকবি মোর পতি কত রস জানে ।
 কহিলে বিরস কথা সরস বাথানে ॥
 পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে ।
 চালে খড়্গ বাড়ে মাটি লোক পড়ি সারে ॥

শাখা সোণা রাজা শাড়ী না পরিহু কতু ।
 কেবল কাবোর গুণে বিহারের প্রভু ॥
 কামশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার ।
 কত মতে করে রতি বলিহারি তার ॥
 ভাবে বুঝি এই চোর কবি হৈতে পারে ।
 তেঁই চুরি করি বিদ্যা ভজিল ইহারে ॥
 তার কথা শুনে তবে মনে মনে জ্বলে ।
 যাইবারে চাহে ঘরে চরণ না চলে ॥
 একবার চোর যারে করে নিরীক্ষণ ।
 তখনি অমনি তার চুরি করে মন ॥
 দ্রুত হয়ে চোর লয়ে চলিল কোটাল ।
 ভারত কহিছে গেল যথা মছীপাল ॥

রাজসভায় চোরানয়ন ।

কি শোভা কংসের সভায় ।
 আইলা নাগর শ্রামরায় ॥
 কংসের গায়ন যারা, যে বীণা বাজায় তারা,
 বীণা সে গোবিন্দ গুণ গায় ॥
 বীরগণ আছে যত, বলে কংস হোক হত,
 হেন জনে বধিবারে চায় ॥
 বীরগণ মনে ভাবে, পাপ তাপ আজি যাবে,
 লুটিব এ চরণ ধূলার ।
 ভারত কহিছে কংস, কৃষ্ণের প্রধান অংশ,
 শত্রুভাবে দ্বিজ পদ পায় ॥এ॥



বার দিয়া বসি আছে বীরসিংহ রায় ।
 পাত্র মিত্র সভাসদ বসিয়া সভায় ॥
 হুত্ব দণ্ড আড়ানী চামর মৌরহল ।
 গোলাম গর্দিশে খাড়া গোলাম সকল ॥
 পাঠক কথক কবি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ।
 অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য ঋক পুরোহিত ॥
 পাঁচ পুত্র চারি ভাই ভাই পুত্র দশ ।
 ভাগিনী জামাই সাত ভাগিনা ষোড়শ ॥
 জামাই বেহাই শ্যাল্য মাতুল সকল ।
 জাতি বন্ধু কুটুম্ব বসিয়া দল বল ॥
 সমুখে সেকাই সব কাতার কাতার ।
 ষোড় হাতে বুক ধরে ঢাল তলবার ॥
 ষড়ীয়াল দুই পাশে হাতে বালীঘড়ী ।
 সারি সারি চোপদার হাতে হেমছড়ী ॥
 অগ্রেতে আরজবেগী আরজী লইয়া ।
 ভাটে পড়ে কারবার মশো বর্ণাইয়া ॥
 মোসাহেব বসিয়া সকল বদাযর ।
 আজ্ঞা বিনা কার মুখে না সরে উত্তর ॥
 মুনসী বখসী বৈদ্যা কানগোই কাজি ।
 আর আর যে সব লোকেরে রাজা রাজি ॥
 রবাব তম্বুরা বীণা বাজয়ে মৃদঙ্গ ।
 খাড়ীকালোয়াত গান গায় নানা রঙ্গ ॥
 ভাঁড়ে করে ভাঁড়াই নর্ত্তকে নাচে গায় ।
 নকীব সেলাম গাছে সেলাম জানায় ॥

উজ্জ্বল কঙ্কসবাস ছাবণী জলাদ ।
 আশাওল মল্ল ঢালী চেলা খানেজাদ ॥
 সমুখে ফেরায় ঘোড়া চাবুক সোয়ার ।
 মাজত হাতির কাঁধে জানায় জোহার ॥
 রাবণের প্রতাপে বসেছে মহীপাল ।
 হেনকালে চোর লয়ে দিলেক কোটাল ॥
 সারী শুক খুণি পুঁথি মালিনী সহিত ।
 হাজির করিল চোরে নাজির বিদিত ॥
 নারীবেশে দশ ভাই করে দণ্ডবত ।
 নকীব কুকারে মহারাজ সেলামত ॥
 নিবেদিল চোরে ধরিবার সমাচার ।
 শিরোপা পাইল হাতী ঘোড়া হাতীয়ার ॥
 হেট মুখে আড়চক্ষে চোরে দেখে রায় ।
 রাজপুত্রহবে রূপ লক্ষণে জানায় ॥
 বাঁছিয়া দিয়াছে বিধি কন্যা যোগ্য বর ।
 কিন্তু চুরি করিয়াছে শুনিতে হৃদয় ॥
 কাটিতে উচিত কিন্তু কেমনে কাটিব ।
 কলঙ্ক করিতে দূর বল্লভ করিব ॥
 সহসা করিতে কর্ত্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে মানা ।
 যে হয় করিব পিছে আগে যাউক জানা ॥
 হীরারে জিজ্ঞাসে চক্ষু করিয়া পাকল ।
 এটা কেটা কার বেটা সত্য করি বল ॥
 ভীরা বলে ইহার দক্ষিণ দেশে বর ।
 পড়ে বশে এসেছিল তোমার নগর ॥

সত্য মিথ্যা কে জানে দিয়াছে পরিচয় ।
 কাঞ্চীপুরে গুণসিকুরাজার তনয় ॥
 বাসা করে রয়েছিল আমার আলয় ।
 ছেলে বলি ভালবাসি মাসী মাসী কয় ॥
 বিচারে পণ্ডিত বড় নানা গুণ জানে ।
 মাটি খেয়ে করেছিল বিদ্যা বিদ্যামানে ॥
 চাহিয়া ছিলেন বিদ্যা বিয়া করিবারে ।
 আমি কহিলাম কহ রাণীয়ে রাজারে ॥
 কি জানি কি বুঝি বিদ্যা করিলেন মনা
 আনিতে বলেন ছুপ কার সাধা আনা ॥
 ইহা বই জানি যদি তোমারি দোহাই ।
 মরিলে না পাই গঙ্গা ছুটি চক্ষু খাই ॥
 তদবধি বাসা করি আছে মোর ঘরে ।
 কে জানে এমন চোর সিঁথে ছুরি করে ॥
 না জানি কুটিনীপোনা হুঃখিনী মালিনী ।
 চোরে বাসা দিয়া নাম হইল কুটিনী ॥
 নষ্ট নই নষ্ট সঙ্গে হয়েছে মিলন ।
 স্বাণের দোষে যেন সিকুর বন্ধন ॥
 শঙ্ক অবতার তুমি রাজা মহাশয় ।
 বুঝিয়া বিচার কর উচিত যে হয় ॥
 রাজার হইল দয়া স্বীরার কথায় ।
 ছাড়ি দেহ কহিছে ভারতবর্ষ রাঙ্গ ॥

চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা ।

লোকে বলে মিছা চোর ।
 বুঝিবে কেবা এ ঘোর ॥
 সবে চোর হয়ে, মোর ধরি লয়ে,
 চোর বাদ দেই মোরে ।
 দেখিয়া কঠোর, প্রাণ কাঁদে মোর,
 তাগারে বলে কঠোর ॥
 সবে করে পাপ, ভুঞ্জি বারে তাপ,
 মোর পদে দেয় ডোর ।
 কে মোরে জামিবে, কে মোরে চিনিবে,
 ভারত ভাবিয়া ভোর ॥ ৫ ॥

রাজা বলে কি হইবে ইহারে বদিলে ।
 অধিক কলরু হবে জীবধ করিলে ॥
 দূর কর কুটিনীরে মাথা মুড়াইয়া ।
 গঙ্গা পার কর গালে চুন কালি দিয়া ॥
 ঢেকা দিয়া কোটালের ভাই লায় বার ।
 ধূতী খেয়ে ছেড়ে দিল মালিনী পলায় ॥
 রাজার হীরার বাকো হইল সংশয় ।
 আরজবেগীরে কহে লহ পরিচয় ॥
 জিজ্ঞাসে আরজবেগী কহ অরে চোর ।
 কি নাম কাহার বেটা বাড়ী কোথা ভোর ॥

চোর কহে আমি রাজবংশের ছাওয়াল ।
 কেন পরিচয় চেয়ে বাড়িও জঞ্জাল ॥
 ভূমিত আরজবেগী বুঝ দেখি ভাবে ।
 নীচ বিনা কোথায় ডাকাতি চোর পাবে ॥
 চোরের জানিয়া জাতি কি লাভ করিবে ।
 উচ্চ জাতি হলে বুঝি উচ্চ শালে দিবে ॥
 তাহারে ডিজ্ঞাসে জাতি যে করে আরজ ।
 তোরে দিব পরিচয় এত কি গরজ ॥
 দেমাগ দেখিয়া রাজা বুঝিলা আশয় ।
 বৈত্বেরে কহিল তুমি চাহ পরিচয় ॥
 বৈত্বে বলে শুন চোর আমি বৈত্বেরাজ ।
 মোরে পরিচয় দেহ ইথে নাহি লাজ ॥
 চোর বলে জানিল ম তুমি বৈত্বেরাজ ।
 নাড়ী দরি বুঝ জাতি কথায় কি কাজ ॥
 মুনশী জিজ্ঞাসে আমি রাজার মুনশী ।
 মোরে পরিচয় দেহ ছাড়হ মুনশী ॥
 চোর বলে মুনশীজী তুমি সে বুঝিবে ।
 জামাই হইলে চোর কি পাঠ লিখিবে ॥
 বখশী জিজ্ঞাসে আমি বখশী রাজার ।
 মোরে পরিচয় দেও ছাড় ফের ফার ॥
 চোর বলে ঠেকিলাম হিসাবের দায় ।
 পাইবা চোরের জাতি দেখ চেছারায় ॥
 লোকগণ পণ্ডিতগণ পরিচয় চায় ।
 চোর বলে এবার হইল বড় দায় ॥

বিচার করিয়া দেখ লক্ষণ লক্ষণ ।
 জাতি গুণ অথবা কিস্বা বুঝায় বাঞ্ছনা (.) ॥
 এই রূপে পরিচয় যে কেহ জিজ্ঞাসে ।
 বাক্য হলে সুন্দর উড়ায় উপহাসে ॥
 শেষে রাজা আপনি জিজ্ঞাসে পরিচয় ।
 ভারত বহিছে এই উপযুক্ত হয় ॥

রাজার নিকটে চোরের পরিচয় ।

কহে বীরসিংহ রায়, কহে বীরসিংহ রায় ।
 কাটিতে বাসনা নাই চৈকরি মায়ায় ।
 কহ তোমার কি নাম, কহ তোমার কি নাম ।
 কিবা জাতি কার বেটা বাড়ী কোন গ্রাম ॥
 কহ সত্য পরিচয়, কহ সত্য পরিচয় ॥
 মিথ্যা যদি কহ তবে যাবে যমালয় ॥
 শুনি কহিছে সুন্দর, শুনি কহিছে সুন্দর ।
 কালিকার কিস্কর কিঞ্চিৎ নাহি ডর ॥
 শুন রাজা মহাশয়, শুন রাজা মহাশয় ।
 চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয় ॥
 আমি রাজার কুমার, আমি রাজার কুমার ।
 কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার ॥
 বিজ্ঞাপতি মোর নাম, বিজ্ঞাপতি মোর নাম ।
 বিজ্ঞাধর জাতি বাড়ী বিজ্ঞাপুর গ্রাম ॥

শুন শ্বশুর ঠাকুর, শুন শ্বশুর ঠাকুর ।
 আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর ॥
 তুমি ধর্ম অবতার, তুমি ধর্ম অবতার ।
 অবিচারে চোর বল এ কোন বিচার ॥
 বিদ্যা করেছিল পণ, বিদ্যা করেছিল পণ ।
 সেই পতি বিচারে জিনিবে যেই জন ॥
 পণে জাতি কেবা চায়, পণে জাতি কেবা চায় ।
 প্রতিজায় যেই জিনে সেই লয়ে যায় ॥
 দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ, দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ ।
 যথা যথা পণ তথা তথা এই রঙ্গ ॥
 তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে, তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে ।
 বিচারে হারিয়া পতি করিল আমারে ॥
 আমি যে হই সে হই, আমি যে হই সে হই ।
 জিনিয়াছি পণে বিদ্যা ছাড়িবার নই ॥
 মোর বিদ্যা মোরে দেহ, মোর বিদ্যা মোরে দেহ ।
 জাতি লয়ে থাক তুমি আমি যাই গেছ ॥
 বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ, বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ ।
 তপ জপ বজ্র যাগ ধন ধ্যান জ্ঞান ॥
 ক্রোধে কহে মহীপাল, ক্রোধে কহে মহীপাল ।
 নাহি দিল পরিচয় কাটরে কোটাল ॥
 চোর তবু কহে ছল, চোর তবু কহে ছল ।
 বিদ্যা না পাইলে মোর মরণ মঙ্গল ॥
 আমি বিদ্যার লাগিয়া, আমি বিদ্যার লাগিয়া ।
 আনিয়াছি যর ছাড়ি সন্ন্যাসী হইয়া ॥

রাজার নিকটে চোরের শ্লোক পাঠ । ৩৮১

আমি তোমার সভায়, আমি তোমার সভায় ।
নিভা আসি নিভা তুমি ভুলাও আমায় ॥
তুমি নাহি দিলা যেই, তুমি নাহি দিলা যেই ।
সুড়ঙ্গ করিয়া আমি গিরাহিন্ত তেঁই ॥
শুনি সভাজন কয়, শুনি সভাজন কয় ।
সেই বটে এই চোর মানুষ ত নয় ॥
চাহে কাটিতে কোটাল, চাহে কাটিতে কোটাল ।
নয়ন ঠারিয়া মানা করে মহীপাল ॥
চোর ঐদ্যারে বর্জিয়া, চোর বিদ্যারে বর্জিয়া ।
পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাবিয়া ॥
শুনি চমকিত লোক, শুনি চমকিত লোক ।
ভারত কহিছে তার গোটাকত শ্লোক ॥
ইতি বুধবারের নিশাপালা ।

রাজার নিকটে চোরের শ্লোক পাঠ ।

মোর পরানপুতলী বাধা ।
সুতহু তহুর আধা ॥
দেখিতে রাখায়, মন সদা ধায়,
নাহি মানে কেনি বাধা ।
রাখ সে আমার, আমি সে রাখার,
আর যত আছে বাধা ॥

*
রাধা সে ধ্যান, রাধা সে গৈয়ান
রাধা সে মনের সাধা ।
ভারত ভূতলে, কভু নাহি টলে,
রাধাকৃষ্ণ পদে বাঁধা ॥ ৬৫ ॥

অন্যাপি তা' কনকচম্পকদাম গৌরীং,
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীং ।
সুপ্রোপিতাং মদন বিহঙ্গলালসাস্বীং,
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিস্তয়ামি ॥

এখনো সে কনকচম্পক সুবরনী ।
তনুলোমাবলী ফুল কমলবদনী ॥
শুইয়া উঠিল কাম বিহব । লালসা ॥
প্রমাদ গণিছে মোর শূনি এই দশা ॥
কতরি বর্ণনে রাজা লাজে বলে মার ।
চোর বলে মহারাজ শুন আরবার ॥

অন্যাপি ত্যনস সম্প্রতি বর্ত্ততে মে,
'রাত্রে ময়ি কুতর্গতি ক্ষিতিপালপুত্রা ।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিকৃত্য কোপাং,
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমালপদ্ম্যামি ॥

এখনো সে মোর মনে আছয়ে সর্ব্বথা ।
একরাত্রি মোর দোষে না कहিল কথা ॥
বিস্তর যতনে নারি কথা কহাইতে ।
হলে হাঁচিলাম জীববাক্য বলাইতে ॥

আমি জীলে রয়ে তার আয়তি নিশ্চল ।
জানায়ে পরিল কাণে কনককুণ্ডল ॥
দধু হয়ে তহু তার বৈদধু ভাবিয়া (১) ।
ক্রিয়ায় কহিল জীব কথা না কহিয়া ॥
রাজা বলে বুঝা যাবে কেমন জামাই ।
তুই মৈলে তার কি আয়তি হবে নাই ॥
ছল পেয়ে কবিরায় কহিতে লাগিল ।
সভা সাক্ষী হৈও রাজা জামাই বলিল ॥
ভাল হই মন্দ হই বলিল জামাই ।
ধর্ম সাক্ষী কাটিবারে আর পার নাই ॥

ওদাপি নোআয়তি হবঃ কিল কালবৃট,
কুর্নোবিভক্তি ধরনীং খলুপৃষ্ঠকেন ।
অভোনিধির্কতি দুর্কহবাড়বাগ্নি,
নঙ্গীকৃতং সূকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি ॥

এখনো কণ্ঠের বিষ না ছাড়েন হর ।
কমঠ (২) বহেন পীঠে ধরণীর ভর ॥
বারিনিধি দুর্কহ বাড়ব অগ্নি বহে ।
সূকৃতির অঙ্গীকার কভু মিথ্যা নহে ॥
লজ্জা পেয়ে বীরসিংহ অধোমুখ হর ।
সভাজন কহে চোর মানুষ ত নয় ॥
ভূপতি বুঝিল মোর বিদ্যারে বর্ণায় ।
মহাবিদ্যা জ্ঞতি করে গুণাকর রায় ॥

দুই অর্থ কহি যদি পুথি বেড়ে যায় ।
 বুঝিবে পণ্ডিত চোরপঞ্চাশী টীকায় ॥
 ছোট মুখে ভাবে রাজা কি করি এখন ।
 না পাইলু পরিচয় এ বা কোন জন ॥
 বিষয় আশয়ে বুঝি ছোট লোক নয় ।
 সহসা বধিলে শেষে কি জানি কি হয় ॥
 কোটালে কহিল। ঠারে লহ রে মশানে ।
 ভয়ে পরিচয় দিতে পারে তোর স্থানে ॥
 এইরূপে অনিচ্ছ উষা লরেছিল ।
 তাহারে বান্ধিয়া বাণ বিপাকে পড়িল ॥
 লক্ষ্মণা হরিয়াছিল কৃষ্ণের নন্দন ।
 তার দায়ে বিপাকে ঠেকিল দুর্ঘোষন ॥
 অতএব সহসা বধিবা যুক্তি নয় ।
 বটে বটে গুরু পাত্র মিত্রগণ কর ॥
 কোটাল মশানে চলে লইয়া সুন্দর ।
 ভবানী ভাবেন কবি হইয়া কাতর ॥
 রাজার সভায় সুন্দরের সারী শুক ।
 ভূপতিরে ভৎসিবারে করিছে কোঁতুক ॥
 অন্নপূর্ণা মঙ্গল রচিল। কবিবর ।
 ক্রীষু ৩ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

শুক মুখে চোর পরিচয় ।

শুকমুখে মুখ দিয়া, সারী কান্দে বিনাইয়া,
 সুন্দরের দুর্গতি দেখিয়া ।

সারীর ক্রন্দন হাঁদে, শুক বিনাইয়া কাদে,
 সভাজন মোহিত শুনিয়া ॥
 শুক পাকসাট দিয়া, সারিকারে খেদাইয়া,
 নারীনিন্দাছলে নিন্দে ভূপে ।
 আলো সারি দূর দূর, নারীর হৃদয় ক্রুর,
 পুরুষে মজায় কামরূপে ॥
 গুণসিক্ত রাজসুত, সুন্দর সুগুণসুত,
 বিদ্যা লাগি মরে গুণমণি ।
 দস্যুকথা মর্হোষধে, পতি করি সাধু বধে,
 বিদ্যা বীরসিংহের তেমনি ॥
 বরষা কৈল লুকাইয়া, শেষে দিল ধরাইয়া,
 ডাকাতির দুহিতা রাক্ষসী ।
 আঁহা মরি আঁহা মরি, হায় হায় হরি হরি,
 পতিবধ কৈল পাণ্ডুরসী ॥
 তুই সে বিদ্যার সারী শিখেছিস গুণ তারি,
 তুই কবে বধিবি জীবন ।
 যেমন দেবতা যিনি, তেমন স্বরূপা তিনি,
 সেইমত ভূষণ বাহন ॥
 শকের শুনিয়া বানী, সবে করে কাণাকাণি,
 রাজা হৈলা সন্দেহ সংযুত ।
 মালিনী কহিল যাহা, শকপাথি বলে তাহা,
 চোর বুঝি গুণসিক্তসুত ॥
 রাজা কহে শুক শুন, কি কহিলা কহ পুনঃ,
 চোরের কি জানি পরিচয় ।

গুণসিন্ধু রাজা যেই, তাহার তনয় এই;
 বল কিমে হইবে প্রত্যয় ॥
 বিদ্যা নিল চুরি করি, কোটাল আনিল ধরি,
 পরিচয় না দেয় চাহিলে ।
 ভূমিত পণ্ডিত হও, কেন না কাটিব কণ্ড,
 কেন মোরে ডাকাতি বলিলে ॥
 শুক বলে মহাশয়, আপনার পরিচয়,
 রাজপুত্র কেবা কোথা দেই ।
 ভাটে দেয় পরিচয়, ঘটকেরা কুল কর,
 বড় মানুষের রীতি এই ॥
 নিজ পরিচয় প্রভু, হৃদয় না দিবে কভু,
 পাখি আমি মোর কথা কিবা ।
 ভূমি ত তাহার পাট, পাঠাইয়াছিল ভাট,
 ভাটে ডাক সকলি জানিবা ॥
 রাজা বলে বটে হয়, ভাটের সর্দারে কর,
 কাঞ্চীপুর কেটা গিয়াছিল ।
 জমাদার নিবেদিল, গঙ্গা ভাট গিয়াছিল
 আন বলি রাজা আজ্ঞা দিল ॥
 ভাটেরে আনিতে দূত, ধায় দশ রজপুত,
 ওথায় হৃদয় মহাশয় ।
 পঞ্চাশ মাতৃকান্দরে, কালিকার স্তুতি করে,
 কবিরায় গুণাকর কর ॥

মশানে সুন্দরের কালীস্থতি ।

মা কালিকে ।

কালিকালি কালিকালি কালিকালি কালিকে ॥

চণ্ডমণ্ডি মুণ্ডখণ্ডি খণ্ডমুণ্ডমালিকে ।

লট পট দীর্ঘজট মুক্তকেশ জালিকে ॥

ধক ধক তক তক অগ্নিচন্দ্রভালিকে ।

লাহ লীহ লোলজীহ লক লক সাজিকে ॥

সুক ঢক ভক ভক রক্তরাজিরাজিকে ।

ওট অট ঘট ঘট গোরহাসহাসিকে ॥

মর মর যোর যোর ছিকি ভিকি ভাষিকে ।

কে ঢক হক হক পীতরক্তহাসিকে ॥

খেই খেই খেই খেই নৃত্যগীতভালিকে ।

ভীতিচূর্ণ কামপূর্ণ কাতিমুণ্ডধারিকে ॥

শঙ্ক বক্ষ পাদলক্ষ্য পাদপদ্মচারিকে ।

ধর্ব্ব ধর্ব্ব নৈত্য সর্ব্ব গর্ব্বধর্ব্বকারিকে ॥

সিংহভাব ঘোররাব ফেকপালপালিকে ।

এহি এহি দেহি দেহি দেবি রক্তদস্তিক ।

ভারতায় কাতরায় কৃষ্ণভক্তিমান্তিকে ॥৩॥

অপর্ণা অপরাজিতা অচ্যুত অহুজা ।

অনাছা অনস্তা অন্নপূর্ণা অকটভুজা ॥ ১ ॥

আদ্যা আশ্বরূপা আশা পুরাহ আসিয়া ।

অনিয়াছ আপনি আমারে আজ্ঞা দিয়া ॥ ২ ॥



ইচ্ছাক্রুপা ইন্দুমুগী ইন্দ্রাণী ইন্দ্রিয়া ।
 ইন্দীবরনয়নী ইঞ্জিতে ইচ্ছ ইরা(১) ॥ ৩ ॥
 ঈশ্বরী ঈপতিজায়া ঈষদহাসিনী ।
 ঈদৃশী তাদৃশী নহ ঈশান ঈহিনী ॥ ৪ ॥
 উমা উর উরস্থল উপরে উস্থিতা ।
 উপকারে উর গো উরগ উপবীতা ॥ ৫ ॥
 উদ্ধৃজটা উকরস্তা উষ(২) প্রকাশিকা ।
 উর্ম্মিত(৩) ফেলিয়া কৈল্য উষর(৪) মৃত্তিকা ॥ ৬ ॥
 ঋতু... ॥ তুমি ঋষ ঋভূক্ষের বৃদ্ধি ।
 ঋণিচক্রে ঋণী আছ মোরে দেহ ঋদ্ধি ॥ ৭ ॥
 ঋকার স্বর্গের নাম তুমি ঋকৃপিনী ।
 ঋস্বরূপা রাখ মোরে ঋবাসদায়িনী ॥ ৮ ॥
 ঌকার বেদের নাম তুমি সে ঌকার ।
 ঌপািল কি হবে ঌ কি জানে তোমার ॥ ৯ ॥
 ঌকার দৈত্যের মাতা ঌভব দানব ।
 ঌকারস্বরূপা তবু বধিলা ঌভব ॥ ১০ ॥
 ঐগরিপুৰাহিনী এ একান্তরে চাও ।
 একা আনি এখানে এখন কি এড়াও ॥ ১১ ॥
 ঐশানী ঐহিকস্থে একান্ত বাসনা ।
 ঐরাবতপতি করে ঐ পদ কামনা ॥ ১২ ॥
 ওড়পুষ্প ওষ জিনি ওঠের ওজস ।
 ওজোত্তম তরাবার ওপদ ওকস ॥ ১৩ ॥

(১) ভূমি । (২) প্রভাত । (৩) তরঙ্গ, ঢেউ । (৪) লোনাস্থান ।

ঔপাতিক ঔপদর্গে তুমি সে ঔবধ ।
 ঔরসে ঔদাম্য করি ঔর্ষদাহে বধ ॥ ১৪ ॥
 অংশকপা অংশুময়ী অংশে কংসঅরি ।
 অংশেতে অঙ্কিত অঙ্গ রাথ অঙ্ক করি ॥ ১৫ ॥
 অংকার কেবল ব্রহ্ম একাকরকোষে ।
 অং কি কর অংস্বরূপা রাথ মোরে তোষে ॥ ১৬ ॥
 কালী কাল কালকান্তা করালী কালিকা ।
 কাতরে ককণা কর কৃণপকর্ণিকা ॥ ১৭ ॥
 কর ২জা খর্পর খেটকে খলনাশা ।
 খণ্ড খণ্ড কর খলে খল খলহাসা ॥ ১৮ ॥
 গিরিজা গিরিনী গৌরী গণেশজননী ।
 গয়া গঙ্গা গীতা গাথা গজারিগমনী ॥ ১৯ ॥
 যনযন ঘোরঘটা ধর্মরদোষিনী ।
 যন যন যুহু যুহু ঘাঘর ঘণ্টিনী ॥ ২০ ॥
 ওকার ঔরব আরি বিষয় ওকার ।
 ওকার স্বরূপা রাথ ওপদ আয়ার ॥ ২১ ॥
 চন্দ্রচূড়া চণ্ডঘটা চষক(১) চুষিকা ।
 চাহুরীতে চোর কৈল চাহ গো চণ্ডিকা ॥ ২২ ॥
 ছারুরূপা ছাবালের ছাড় ছদ্ম হল ।
 ছলে লোক ছি ছি বাল আঁখি হল হল ॥ ২৩ ॥
 জয় জয় জয়াবতী জলদবরনী ।
 জয় দেহ জয়ন্তি গো জগতজননী ॥ ২৪ ॥

নন্দ্যপান পাত্র ।

ঝঞ্ঝাঝঞ্ঝা ঝড়ঝে ঝাঁপ গৌ ঝড়িত ।
 ঝর ঝর মুণ্ডমালে ঝঝর শোণিত ॥ ২৫ ॥
 ঞ্কার ঝর্ঝর ঞ্চনি গায়ন ঞ্কার ।
 ঞ্কার করিয়া ঞ্চ ঞ্কারে আচার ॥ ২৬ ॥
 টঙ্কিনী টমক টাঙ্গী টানিয়া টঙ্কার ।
 টি কি ধরি টানে গো টুটাহ টিটিকার ॥ ২৭ ॥
 ঠাকুরানী ঠেকাইল এ কি ঠকঠকে ।
 ঠেঠায় করিল ঠেঠা ঠক ঠেল ঠকে ॥ ২৮ ॥
 ডাকিনী ডমক ডঙ্ক ডাকিয়া ডাগর ।
 ডমর বিদিত ডঙ্কা দূর কর ডর ॥ ২৯ ॥
 ঢঙ্গনাশা ঢাক ঢোল ঢেমসা ঝড়িনী ।
 ঢেমসা দিয়া ঢেকা মারে ঢাক গো ঢঙ্কিনী ॥ ৩০ ॥
 ণ্ড ণ্ডে জ্ঞান ণ্ডণকারে নিৰ্ণয় ।
 ণ্ডঝড়পা ণ্ডক্য কর ণ্ড হইল ক্ষয় ॥ ৩১ ॥
 ত্রিপুরা ত্রিগুণা ত্রিলোচনী ত্রিশূলিনী ।
 তাপিত তনয়ে তবু তারহ তারিণী ॥ ৩২ ॥
 থকারে পাথর তুমি থকারের মেয়ে ।
 থির কর থর থর কাঁপি ভয় পেয়ে ॥ ৩৩ ॥
 দাক্ষায়ণী দরাময়ী দানবদমনী ।
 দুঃখ দূর কর দুর্গা দুর্গতিদমনী ॥ ৩৪ ॥
 ধরিব্রী ধাতার ধাত্রী ধুর্জটির ধন ।
 ধন ধান্য পরা তার ধানের ধারণ ॥ ৩৫ ॥
 নারসিংহী নৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী ।
 নগেন্দ্রবন্দিনী নীলনলিন নয়নী ॥ ৩৬ ॥

পরমেশী পার কর পড়িয়াছি পাপে ।
 পতিত পবিত্র পদ প্রসঙ্গ প্রতাপে ॥ ৩৭ ॥
 কলকুপা কলকুলপ্রিয়া কণিপ্রিয়া ।
 ফাঁকর করিলা ফের ফাঁদেতে ফেলিয়া ॥ ৩৮ ॥
 বিশালাক্ষী বিশ্বনাথ বনিতা বিশেষে ।
 বিদ্যা দিয়া বিড়ম্বিয়া বধিলা বিদেশে ॥ ৩৯ ॥
 ভীমা ভীমপ্রিয়া ভীমভীষণ ভাষিণী ।
 ভর ভাঙ্গ ভবানি গো ভবের ভাবিনী ॥ ৪০ ॥
 মহামায়া মাহেশ্বরী মহেশ মহিলা ।
 মোহিয়া মদনমদে মিছা মজাইলা ॥ ৪১ ॥
 যশোদা যমুনা যজ্ঞরূপা যত্নসুতা ।
 যমালয় যাই প্রায় এস জবযুতা ॥ ৪২ ॥
 রক্তবীজ রক্তরসে রসিতরসনা ।
 রাখ গো রঞ্জন রণে রোরব রটনা ॥ ৪৩ ॥
 লহ লহ লক লক লোলে লোলজিহী ।
 লটপট লঙ্ঘিত ললিত লটলিহী ॥ ৪৪ ॥
 বাগীছী বৈষ্ণবী ব্রাহ্মী বাল্য বাল্য বলা ।
 বন্ধ হৈছে বর্জমান বাঁচাও বিমলা ॥ ৪৫ ॥
 শাক্ত শিবা শাক্তরী শাশি শিরোমণি ।
 শুভ কর শুভরী শমন শমনী ॥ ৪৬ ॥
 বড়ানন মাতা বড়রাগ বিহারিণী ।
 বটপদ বরণী বড় ঋতু বিলাসিনী ॥ ৪৭ ॥
 সারদা সকল সাদা সর্বত্র সঞ্চার ।
 স্ককল সমান মদা মত্তের স্মার ॥ ৪৮ ॥

হৈমবতী হেরষ জননী হরপ্রিয়া ।

ভায় হায় হত হই রাধ গো হেরিয়া ॥ ৪৯ ॥

ক্ষেমস্বরী ক্ষমা কর ক্ষণেক চাহিয়া ।

ক্ষুদ্র হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাজী ভাবিয়া ॥ ৫০ ॥

সুন্দর করিলে দ্ব্যতি পঞ্চাশ অক্ষরে ।

ভারত বহিহে কালী জানিলা অন্তরে ॥

দেবীর সুন্দরে অভয়দান ।

বরপুত্র চোর হৈল, কোটাল মশানে লৈল,

কালীর অন্তরে হৈল দোষ ।

সাজ বলি কৈলা রব, ধাঈল ঘোগিনী সব,

অট্টহাস ঘর্ষর নির্যোষ ॥

ডাকিনী হাকিনী ভূত, শাঁখিনী পেতিনী দূত,

ব্রহ্মদৈতা ভৈরব বেতাল ।

পিশাচ ভৈরব চলে, যক্ষ রক্ষ আণ্ড দলে,

ঘণ্টাকর্ণ নন্দী মহাকাল ॥

সেল জুটা কেশপাশ, অট্ট অট্ট অট্ট হাস,

চক্রসম রাজা ত্রিনয়ন ।

লোল জিহ্বা ললক লক, ভালে অগ্নি ধক ধক,

কড়মড় বিকট দশন ॥

মুখ অতি সুবিস্তার, সৃকোত রক্তের ধার,

শব শিশু অবগে কুণ্ডল ।

খড়্গা মুণ্ড বরাভয়, চারি হস্ত মোহময়,

গলে মুণ্ডমালা দলমল ॥

দৈত্যানাডী গাঁথা ধরে, কিস্কিনী দৈত্যের করে,
 অস্থিময় নানা অলঙ্কার ।
 কর্ধির মাংসের লোভে, চারিদিকে শিবা শোভে,
 ফে রবে ভুবন চমৎকার ॥
 পদ ভরে টলমল, স্বর্গ মর্ত্য রসাতল,
 অকাল প্রলয় নিবারণে ।
 শিব শব রূপ হয়ে, হৃদয়ে সে পদ লগে,
 ধ্যানে শুয়ে মুদ্রিত লোচনে ॥
 এই রূপে বর্জ্যমানে, রহিলা আকাশখানে,
 সুন্দরেরে করিয়া অশ্রয় ।
 মাঠেঘাটী: মাঠেঘাটী: বেটা, তোরে বা বধিবে কেটা,
 তবে আজি করিব প্রলয় ॥
 তোরে রাজ্য বধে যদি, কষিরে বহাব নদী,
 বীরসিংহে সবংশে বধিয়া ।
 তোরে পুনঃ বাঁচাইরা, বিছা দিব রাজ্য দিয়া,
 ভয় কিরে বিছাবিনোদিয়া ॥
 দেবীর আকাশবাণী, শুনিল সুন্দর জানী,
 আর কেহ শুনিত না পায় ।
 উল্লসুখে করি চায়, দেবীরে দেখিতে পায়,
 পুলকে পুরিল সব কায় ॥
 কালিকার অহুগ্রহে, সুন্দর আনন্দে রহে,
 দূর হৈল যতেক বন্ধন ।
 কোটালে সৈন্যের সনে, বান্ধিলেক জনে জনে,
 ডাকিনী যোগিনী ভূতগণ ॥

এরূপে সুন্দর আছে, ওখায় রাজার কাছে,
গজা ভাট হৈল উপনীত ।
ভারত সরস ভণে, শুন সবে এক মনে,
ভাট ভূপে কথা সুললিত ॥

ভাটের প্রতি রাজার উক্তি ।

গজ কহে গুণসিদ্ধ মহীপতি নন্দন সুন্দর
কোঁ নহি আয়া ।
যো সব ভেদ বুঝায় কহা কি ধোঁ নহি তাঁহা
সমুঝায় শুনায়া ॥
কাম লিয়ে তু ঝ ভেজ দিয়া সুবি ভুল-গয়া
অক মোহি ভুলায়া ।
তট্টোহা অব ভণ ভয়া কাবতাই তট্টাই মে
দাগ চট্টায়া ॥
রয়ার কহা বহু পারা কিয়া কিয়া গজবাজি দিয়া
শিরতাজ ধরায়া ।
ঢাল দিয়া তলবার দিয়া জরপোষ কিয়া
সব কাব্য পঢ়ায়া ॥
গামই ধাম মহাকবি নাম দিয়া মণিদাম
বড়াই বঢ়ায়া ।
কাম গয়া বরবাদ সবে অক ভারতীকে
নহে ভেদ জনায়া ॥

ভাটের উত্তর ।

ভূপ মৈ তিহারি ভট্ট কাঞ্চিপুর যায়কে ।
 ভূপকো সমাজ মাঝ রাজপুত্র পায়কে ॥
 হাত জোরি পত্র দৌর শীষ ভূমি নায়কে ।
 রাজপুত্রিকী কথা বিশেষ মৈ শুনায়কে ॥
 রাজপুত্র পত্র বাঁচি পুছি ভেদ ভায়কে ।
 এক মে ছাজার লাখ মৈ কথা বনায়কে ॥
 বুঝকে সুপাত্র রাজপুত্র চিত্ত লায়কে ।
 আয়নে ভরা মহাবিরোগিচিহ্ন ধায়কে ॥
 রাখি মে কথা ভরা কাঁহা গয়া ভুলায়কে ।
 বাপ মা মহাবিরোগি দেখনে না পায়কে ॥
 শোচি শোচি পাঁচ মাহ মৈ তঁহা গমায়কে ।
 আগুহী কহাছ' বাত বর্জমান ভায়কে ॥
 স্নান নাহি হৈ মহীপ মৈ গয়া জনায়কে ।
 পুছছ' দিবানজীমো বধ শিকো মজায়কে ॥
 বুঝ কে কহে মহীপ ভট্টকো মনায়কে ।
 চোর কোন হৈ তু চিহ্ন দেখ দেখ যায়কে ॥
 ভূপকে নিদেশ পায় গঙ্গ যায় ধায়কে ।
 চোরকে । বিলোকি চিহ্ন শীষ ভূমি নায়কে ॥
 বেগকে কহা মহীপ পাশ ভট্ট আয়কে ।
 নোহি এহি হৈ কুমার কাঞ্চিরাজ রায়কে ॥
 ভাগ হৈ তিহারি ভূপ আপ এহি আয়কে ।
 বাসমে রাখা তিহারি পুত্রিকো বিহায়কে ॥

চোরকো মশানে মে কহঁ দিও পাঠায়কে ।
ভাগ মানি আপ যায় লায়হঁ মনায়কে ॥
ভট্টকো কহে মহীপ চিত্তমাদ লায়কে ।
লারনে চলে মশান ভারতী বনায়কে ॥

সুন্দর প্রসাদন ।

শুনিয়া ভাটের মুখে, বীরনিহং মহামুখে,
ভাটেরে শিরোপা দিল হাতি ।
কুঠার বাকিয়া গলে, আপনি মশানে চলে,
পাত্র মিত্রগণ সব সাতি ॥
মশানেতে গিয়ে রার, সুন্দরে দেখিতে পায়,
উর্দ্ধমুখে দেবতা ধিয়ায় ।
কোটাল মৈত্রেয় মনে, বাক্য আছে জনে জনে,
কে বাকিল দেখিতে না পায় ॥
শুভ্রতে লুকার দিয়া, ভূত নাচে ধিয়া ধিয়া,
ডাকিনী মোগিনী লুলুকার ।
ভৈরবের ভীম রব, নৃত্য গীত মহোৎসব,
মশানে শশান অবতার ॥
দেব অনুভব জানি, রাজা মনে অহমানি,
সুন্দরে বিস্তর কৈলা শুব ।
না জানি করিহু দোষ, দূর কর অভিযোগ,
জানিহু তোমার অনুভব ॥
বিনয়েতে কবিরায়, শ্বশুর জেয়ানে তার,
কহিলেন প্রসন্নবদনে ।



আপনি হইল চোর, হুঃখ নহে সুখ মোর,
তুমি মাত্র দয়া রেখো মনে ॥

নৃপ বীরসিংহ কর, শুন বাপা মহাশয়,
কোটালের কি হবে উপায় ।

নিম্নে হবে বন্ধ মুক্তি, বলহ তাহার যুক্তি,
সুন্দর কহেন শুন রায় ॥

বিশেষিয়া শুন কই, কালিকা আকাশে আই,
অই অনুভবে এ সকল ।

পূজা কর কালিকার, রক্ষা হবে সবাকার,
ইহ পর লোকের মঙ্গল ॥

বীরসিংহ এত শুনি, মহাপুণ্য মনে গণি,
এক পুরাহিত আদি লয়ে ।

আনি নানা উপহার, পূজা কৈলা অন্নদার,
স্তুতি কৈলা সাবধান হরে ॥

বীরসিংহ পুনঃ কর, শুন বাপা মহাশয়,
অই যে কহিলা কালী কই ।

যদ্যপি দেখিতে পাই, তবেত প্রত্যয় যাই,
তোমার কৃপায় ধন্য হই ॥

হাসিয়া সুন্দর রায়, অঙ্গুলে ছুঁইলা তার,
বীরসিংহ পায় দিব্যজ্ঞান ।

দেখি কাল রাজা পায়, আনন্দে অবশ কার,
ভবানী করিল অন্তর্দান ॥

ডাকিনী যোগিনীগণ, সঙ্গে গেল সর্বজন,
কোটালের বন্ধন ছাড়িয়া ।

রাজা রাজ্য জ্ঞান পায়, সুন্দরে লইয়া যার,
 নিজ পুরে উত্তরিল গিয়া ॥
 সিংহাসনে বসাইয়া, বসন ভূষণ দিয়া,
 বিদ্যা আনি কৈল সমর্পণ ।
 করিল বিস্তর স্তুব, নানামত মহোৎসব,
 ছলাতলি দেয় রামাগণ ॥
 সুন্দর বিদ্যারে লয়ে, চোর ছিনা সাধু হয়ে,
 কত দিন বিহারে রহিয়া ।
 পূর্ণ হৈল দশ মাস, শুভ দিন পরদাশ,
 বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিল ॥
 বস্ত্রী পূজা সমাপিলা, ছয় মাসে অন্ন দিলা,
 বৎসরের হইল তনয় ।
 সুন্দর বিদ্যারে কং, যাব আমি নিকেতন,
 ভারত কহিছে যুক্তি হয় ॥

সুন্দরের স্বদেশ গমন প্রার্থনা ।

ওহে পরাগবঁধু যাই গীত গায়ো না ।
 তিল নাহি সহে তালে বেতাল বাজায়ো না ॥
 তহু মোর হৈল যন্ত্র, যত শির তত তন্ত্র,
 আলাপে মাতিল মন নাহালে নাচায়ো না ।
 তুমি বল যাই যাই, মোর প্রাণ বলে তাই,
 বারে বারে কয়ে কয়ে মুরাখে শিখায়ো না ॥
 অপকৃপা মেঘ তুমি, দেখি আলো হয় তুমি,
 না দেখিলে তরুকার আকার দেখায়ো না ।

ভারতীর পতি হও, ভারতের ভার লও,
না চেলিয়ে ও ভারতী ভারত ছাড়ায়ো না ॥৫৥

সুন্দর বলেন রামা যাব নিকেতন ।
তুচ্ছ হয়ে কহ মোরে যেবা লয় মন ॥
তোমার বাপেরে কয়ে বিদায় করহ ।
যদি মোরে ভাল বাস সংহতি চলহ ॥
বিছা বলে হৌক প্রভু পারিব তাহারে ।
বিধি কৃত স্ত্রী পুরুষ কে ছাড়ে কাহারে ॥
কৃপা করি করিয়াছ যদি অনুরোধ ।
এই দেশে প্রভু আর দিন কত রহ ॥
শুনিয়াছি সে দেশের কাঁই মাই কথা ।
হার বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যথা ॥
যজ্ঞাহীন সে দেশ এ দেশ গঙ্গাতীর ।
সে দেশের সুধাসম এ দেশের নীর ॥
বরমিহ গঙ্গাতীরে শরট করট ।
ন পুনঃ গঙ্গার দূরে ভূপতি প্রকট ॥
সুন্দর কহেন ভাল কহিলা প্রেমসী ।
জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী ॥
বিছা বলে এত দিন ছিল চোর হয়ে ।
সাধু হয়ে দিন কত থাক আমা লয়ে ॥
সুন্দর কহেন রামা না বুঝ এমন ।
চোর নাম আমার সে ঘুচিবে কখন ॥
কালিকা তোমার চোর করিলা আমারে ।
তুমি কি আমারে পার সাধু করিবারে ॥

তোমার বাপের কাছে তোমারি লাগিয়া ।
 করিয়াছি যাতায়াত সন্ন্যাসী হইয়া ॥
 ভূমিত না জানি তাহা না জানে মালিনী ।
 এমনি তোমার আমি শুনলো কাণিনী ॥
 বিদ্যা বলে এমন সন্ন্যাসী তুমি যেই ।
 সন্ন্যাসিনী করিতে চাহিয়াছিলে তেঁই ॥
 পুরুষ হইয়া ঠাট তোমার এমন ।
 নারী হৈলে না জানি বা করিতে কেমন ॥
 কেমনে হইয়াছিল কেমন সন্ন্যাসী ।
 দেখিতে বাসনা হয় শূনি পায় হাসি ॥
 রায় বলে সন্ন্যাসী হইতে কোন দায় ।
 তার মত সন্ন্যাসিনী পাইব কোথায় ॥
 কোথায় পাইব আর সে সকল সাজ ।
 চোর দায়ে লুটিয়ে লইল মহারাজ ॥
 শূনি বিদ্যা আলোচনা সখীরে পাঠায় ।
 সারা শুক খুজী পুণি তখনি আনায় ॥
 খুজী হৈতে বাহির করিয়া সেই সাজ ।
 পূর্বমত সন্ন্যাসী হইলা যুবরাজ ॥
 ভারত কহিছে শুন ভারতী গৌসাই ।
 পেয়েছ মনের মত ভিক্ষা ছেড়ে নাই ॥

বিদ্যাশ্রমের সন্ন্যাসী বেশ ।

নব নাগরী নাগর মোহনিয়া ।
 রতি কাম নটী নট মোহনিয়া ॥

কত ভাব ধরে, কত হাব করে,
 রসসিক্ত তরে ভব তারণীয়া ।
 নূপুর রণ রণ, কিঙ্কণী কণ কণ,
 ঝঙ্কন ঝননন কঙ্কনিয়া ॥
 লপট লটপট, ঝপট ঝটপট,
 রচিত কচজট কমনিয়া ।
 কুটিল কটুতর, নিমিষ বিষভর,
 বিষম শরশর দমনিয়া ॥
 সখী সকল মিলিত, মধুমঙ্গল গায়ত,
 ততকার তরঙ্গত, সঙ্গত নাচত,
 যন বিবিধ মধুর, রব যন্ত্র বাজাবত,
 তাল হৃদঙ্গ বনী বনিয়া ।
 ধিধি ধিক্কট ধিক্কট ধিধিকট ধিধি ধেই,
 ঝিঝিঁতক ঝিমতক, ঝিমি, ঝমক ঝমক,
 ঝেই তত তত্তত তা তা থুথুং থেই থেই
 ভারত মানস মাননিয়া ॥ ধ্রু ॥
 সন্ন্যাসীর শোভা দেখি মোহিলা কুমারী ।
 সন্ন্যাসিনী হইতে বাসনা হৈল তারি ॥
 পূর্ব্ব কথা মনে করি হৈল চমৎকার ।
 নমঃ নারায়ণ বলি কৈল নমস্কার ॥
 রায় বলে নারায়ণি কিবা ভিক্ষা দিবা ।
 বিদ্যা বলে গোঁসাই অদের আছে কিবা ॥
 ভিক্ষা ছলে একবার হৈল কাম যাগ ।
 পুনশ্চ কহিছে কবি বাড়াইয়া রাগ ॥

তোমার বাপের কাছে সভাতে বসিয়া ।
 শুনিয়াছ কহিয়াছি প্রতিজ্ঞা করিয়া ॥
 সভায় তোমার ঠাই হারিলে বিচারে ।
 মুড়াইয়া জটাভার সেবিব তোমারে ॥
 জিনিলে তোমারে তীর্থ ত্রতে লয়ে যাব ।
 বাধহাল পরাইব বিভূতি মাখাব ॥
 সকলে জানিল আমি জিনিবু এখন ।
 সন্ন্যাসিনী হও যদি তবে জানি পণ ॥
 বিজ্ঞা বলে উপযুক্ত যুক্তি বটে এই ।
 সন্ন্যাসী যাহার পতি সন্ন্যাসিনী সেই ॥
 হাসিয়া ধরিল বিজ্ঞা সন্ন্যাসিনী বেশ ।
 জটাছুট বনাইল বিনাইয়া কেশ ॥
 মুখচন্দ্রে অর্ধচন্দ্র সিন্দূর উপর ।
 শাড়ী মেঘডম্বুরে করিলা বাধাধর ॥
 হি বলিয়া ছই হেন চন্দন ফেলিয়া ।
 সোণা অঙ্গে ছাই মাখে হাসিয়া হাসিয়া ॥
 হীর নীল পলা মুক্তা যে ছিল গলার ।
 দেখিয়া কদ্রাকমালা ভয়েতে পলার ॥
 বসিলেন সন্ন্যাসিনী সন্ন্যাসির বাঘে ।
 দেখিয়া সে সাজ লাজ হয় রতি কামে ॥
 হরগোবিন্দ বলি ভ্রম হয় পঞ্চবাণে ।
 কুলধন টান দিয়া কুলবাণ হানে ॥
 নাতিল মদনে মহাযোগী মহাভাগ ।
 বব কত যত যত হৈল কাম বাগ ॥

পুরণ আহঁতি দিয়া কহে কবি রায় ।
 দক্ষিণা আমার দেহ দক্ষিণে বিদায় ॥
 এ কথা শুনিয়া বিদ্যা লাগিল ভাবিতে ।
 এত করিলাম তবু নারিছ রাগিতে ॥
 একান্ত যদ্যপি কাম্য যাবে নিজ বাস ।
 মোর উপরোধে থাক আর বার মাস ॥
 বার মাসে মাসে মাসে যে দেবা পতির ।
 শরীরী না করে তার বিফল শরীর ॥
 বার মাসে অথ রামা শুনায় বিস্তর ।
 ভারত কহিছে তাতে ভুলে কি অন্দর ॥

বার মাস বর্ণন ।

কি লাগিয়া যাই যাই কহ হে ।
 প্রাণনাথ এই খানে বার মাস রহ হে ।
 বার মাসে ঋতু হয়, লোকে তিন কাল কয়,
 বাল হয় একালে বিরহ হে ॥
 কোকিলের কলধনি, ভ্রমরের গণগণি,
 শ্রলয় মলয় গন্ধবহ হে ।
 বিজুলী জলের ছাট, মত্ত ময়ূরের নাট,
 মণ্ডকের কোঁড়ক দুঃসহ হে ॥
 মজিবে কমল কুল, সাজাবে মূলার কুল,
 ভারতের এ বড় নিগ্রহ হে ॥ ৫০ ॥
 বৈশাখে এ দেশে বড় অথের সময় ।
 নানা কুল গন্ধে মন্দ গন্ধবহ হয় ॥

বনাইয়া রাখিব হৃদয় সরোবরে ।
 কোকিলের ডাকে কামে নিদাঘে কি করে ॥ ১ ॥
 জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আত্র এদেশে বিস্তর ।
 স্বধা ছাড়ি খেতে আশা করে পুরন্দর ॥
 মল্লিকা ফুলের পাখা অঙ্ক মাথিরা ।
 নিদাঘে বাতাস দিব কামে জাগাইয়া ॥ ২ ॥
 আষাঢ় নবীনমেঘে গভীর গর্জন ।
 বিরোগির যম সংযোগির প্রাণধন ॥
 ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পীঠ দিয়া থাকে ।
 জড়াইয়া ধরে ডরে জলদের ডাকে ॥ ৩ ॥
 শ্রাবণে রজনী দিনে এক উপক্রম ।
 কমল কুমুদ গন্ধে কেবল নিয়ম ॥
 বঙ্গনার ঝঞ্জনী বিছাৎ চকমকি ।
 দেখিবে শিখির নাদ ভেক মকমকি ॥ ৪ ॥
 ভাদ্রমাসে দেখিবে জলের পরিপাতি ।
 কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাটি ॥
 কারকারী জলের বায়ুর খরখরি ।
 শনিব হুজনে শুয়ে গঙ্গাগলি করি ॥ ৫ ॥
 আশ্বিনে এ দেশে দুর্গা প্রতিমা প্রচার ।
 কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার ॥
 নদে শান্তিপুৰ হৈতে খেঁড় (১) আনাইব ।
 নূতন নূতন ঠাটে খেঁড় শুনাইব ॥

(১) ইতর কারতা, যাহাকে কবি বলে ।

কার্তিকে এ দেশে হয় কালীর প্রতিমা ।
 দেখিবে আদ্যার মূর্তি অনন্ত মহিমা ॥
 ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ ।
 সে দেশে কি রস আছে এ দেশেতে বাস ॥ ৭ ॥
 অতি বড় উগ্র অগ্রহায়ণে নাইহার ।
 শীতের বিহিত হিত করিবে বিহার ॥
 নূতন সুরস অন্ন দেবের দুলভ ।
 সদোদ্যত সদোদধি রসের বল্লভ ॥ ৮ ॥
 পৌষ মাসে তিন লোক ভোগে থাকে দড় ।
 দিনমান অতি অল্প রাত্রিমান বড় ॥
 সে দেশে যে সব ভোগ জানহ বিশেষে ।
 এ বার করহ ভোগ যে সুখ এ দেশে ॥ ৯ ॥
 বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী ।
 ঘরের বাহির নছে যেই যুব জানি ॥
 শিশিরে কমল বনে বধয়ে পড়াণে ।
 শূ-ফুলে ফুলধনু কামিজনে জানে ॥ ১০ ॥
 বার মাস মধ্যো মাস দ্বিষম কাক্তন ।
 মলয় পবনে জ্ব লে মদন আগুন ॥
 কোকিল কুকার আর ভ্রমর ঝঙ্কার ।
 শুক তক মঞ্জুরিবে কত কব আর ॥ ১১ ॥
 মধুর সময় বড় চৈত্র মধুমাস ।
 জানাইব নানামত মদন বিলাস ॥ ১২ ॥
 আপনার ঘর আর স্বশরের ঘর ।
 ডাবিয়া দেখহ প্রভু বিশেষ বিস্তর ॥

তসার সংসারে সার ঋশুরের ঘর ।
 কীরোদে থাকিলা হরি হিমালয়ে হর ॥
 জানিয়া সুন্দর কহে এ যুক্তি সুন্দর ।
 তেঁই পাকে বলি চল ঋশুরের ঘর ॥
 অবাক হইল বিদ্যা মহাকবি রায় ।
 ঋশুর শাশুড়ী স্থানে মাগিলা বিদায় ॥
 বিস্তর নিবেধ বাকা করে রাজা রাণী ।
 বিদায় করিলা শেষে করি ষোড়পাণি ॥
 বিস্তর সামগ্রী দলা কহিত বিস্তর ।
 দাস দাসী দিলা সঙ্গে সৈন্ত বহুতর ॥
 মালিনী মাসীরে মনে পড়িল তখন ।
 রাজারে কহিয়া তারে দিলা নানা ধন ॥
 ভারত কহিছে সুখে চলিলা দুজন ।
 কহিব কতক আর মেয়ের ক'দনা ॥

বিদ্যাসহ সুন্দরের স্বদেশ যাত্রা ।

সুন্দর বিছারে লয়ে, ঘরে গেলা হুন্ট হুন্টে,
 বাপ মায় প্রণাম করিলা ।
 রাজা রাণী তুফ হুয়ে, পুত্রবধু পৌত্র লয়ে,
 মহোৎসবে মগন হইলা ॥
 সুন্দরের পূজা লয়ে, কালী মূর্তিময়ী হয়ে,
 দম্পতীরে কহিতে লাগিলা ।
 তেঁরা মোর দাস দাসী, শাপেতে ভুতলে আসি,
 আমার মঙ্গল প্রকাশিলা ॥

ব্রত হৈল পরকাশ, এবে চলো স্বর্গবাস,
 নানামতে আমারে তুবিলা ॥
 এত বলি জ্ঞান দিয়া, মায়া জাল খুচাইয়া,
 অষ্টমদলয় বুঝাইলা ।
 দেবী দিলা দিবা জ্ঞান, দুহে হৈলা জ্ঞানদান,
 পূর্ব সর্ব দেখিতে পাইলা ॥
 দেবীর চরণ ধরি, বিস্তর বিনয় করি,
 দুইজনে অনেক কান্দিল ।
 বাপ মায়ে বুঝাইয়া, পুত্র রাজ্যভার দিয়া,
 দুইজনে সত্বর চলিল ।
 জানন্দে দেবীর সঙ্গে, স্বর্গেতে চলিল রদে,
 রাজা রাণী শোকেতে মোহিল ॥
 বিদ্যাস্তম্ভেরে লয়ে, কালিকা কোতুকী হয়ে,
 কৈলাস শিখরে উত্তরিল ।
 ইতিহাস হৈল সার, ভারত ব্রাহ্মণ গার,
 রাজা রক্ষচন্দ্র আদেশিল ॥

বিদ্যাস্তম্ভের কথা সমাপ্ত ।

মানসিংহ ।

বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান ।

জয় জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে ।
ছরি পদকমল কমলকলদঙ্গে ॥
টলটল ঢলঢল চলচল ছলছল
কল কল তরল তরঙ্গে ।
পুটকিত শিরজট বিষটিত সুবিকট
লট পট কমঠ ভুজঙ্গে ॥
তকণ অকণবর কিরণ বরণ কর
বিধি কর নিকরকরাজে ।
ভুবন ভবন লয় ভজন ভৈকময়
ভারত ভব ভয় তরঙ্গে ॥ ৫ ॥

সাজ হৈল বিদ্যাসুন্দরের সমাচার ।
মজুমদারে মানসিংহ কৈল পুরস্কার ॥
মজুমদারে কহিল করিব গজাস্থান ।
উত্তরিল পূর্বস্থলী নদে সন্নিধান ॥

আনন্দে গঙ্গার জলে স্নানদান কৈলা ।
 কনক অঞ্জলি দিয়া গঙ্গা পার হৈলা ॥
 পরম আনন্দে উত্তরিল নবদ্বীপ ।
 ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ ॥
 ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত লয়ে বিচার শুনিয়া ।
 তুষ্ট কৈলা সকলেরে নানা ধন দিয়া ॥
 মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিল মজুন্দারে ।
 কোথায় তোমার ঘর দেখাও আমারে ॥
 মজুন্দার কহিল সে দূর বাগোয়ান ।
 মানসিংহ কহে চল দেখিব সে স্থান ॥
 মজুন্দার সঙ্গে সঙ্গে খণ্ডে পার হয়ে ।
 বাগোয়ানে মানসিংহ যান সৈন্ত লয়ে ॥
 মজুন্দার ঘরে গেলা বিদায় হইয়া ।
 অন্নপূর্ণা যুক্তি কৈলা বিজয়া লইয়া ॥
 মানসিংহে আপনার মহিমা জানাই ।
 দুঃখ দিয়া সুখ দিলে তবে পূজা পাই ॥
 তবে সে জানিবে মোরে পড়িয়া সঙ্কটে
 বিনা ভয় প্রীতি নাই জয়া বলে বটে ॥
 ঝড় বৃষ্টি করিবারে মেঘগণে কও ।
 জল পরিপূর্ণ করি অন্ন হরি লও ॥
 তবাইর ভাণ্ডারেতে দিয়া শুভদৃষ্টি ।
 শেষে পুনঃ অন্ন দিবা মিটাইয়া বৃষ্টি ॥
 শুনি দেবী আজ্ঞা দিল যত জলধরে ।
 ঝড় বৃষ্টি কর মানসিংহের লক্ষরে ॥

বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান । ৪১৩

দেবীর আদেশে ধায় বত জলধর ।

হুচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ঘন ঘন ঘন ঘন গাজে ।

শিলা পড়ে তড় তড়, ঝড় বহে ঝড় ঝড়,

হড়মড় কড়মড় বাজে ॥ প্র ॥

দশদিগ আঁধার করিল মেঘগণ ।

ভূগ হয়ে বহে উনপঞ্চাশ পবন ॥

বঙ্কনার বঙ্কনী বিদ্রুৎ চকমকী ।

হড়মড়ী মেঘের ভেকের মকমকী ॥

ঝড়ঝড়ি ঝড়ির জলের ঝরঝরী ।

চারি দিগে তরঙ্গ জলের তরতরী ॥

ধরধরী স্থাবর বজ্রের কড়মড়ী ।

ঘুট ঘুট আঁধার শিলার তড়তড়ী ॥

ঝড়ে উড়ে কানাৎ দেখিয়া উড়ে প্রাণ ।

কুঁড়ে চাট ডুবিল তামুতে এল বান ॥

সাঁতারিয়া ফিরে ঘোড়া ডুবে মরে হাতি ।

পাঁকে গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাতি ॥

ফেলিয়া বন্ধক জামা পাগ তলবার ।

ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার ॥

ধাবি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার ।

তল গেল মালমাতা উকরু বাজার(১) ॥

(১) টেন; সমভিব্যাহারি বাজার ।

বকরী বকরা মরে কুকড়ী কুকড়া ।
 কুকড়ানী(১) কোলে করি ভাসিল কুকড়া(২) ।
 ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে ।
 ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হা ভাষে ॥
 কাঁদি কহে ঘেসেড়ানী হায় রে গোসাঁই ।
 এমন বিপাকে আর কভু চৈকি নাই ॥
 বৎসর পোনের ষোল বয়স আমার ।
 ক্রমে ক্রমে বদলিলু এগার ভাতার ॥
 হেদে গোলামের বেটা বিদেশে আনিয়া ।
 অনেকে অনাথ কৈল মোরে ডুবাইয়া ॥
 ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি ।
 কালোয়াত ভাসিল বীণার লাউ ধরি ॥
 বাপ বাপ মরি মরি হায় হায় হায় ।
 উভরার কাঁদে লোকে প্রাণ যায় যার ॥
 কাজাল হইলু সবে বাজালায় এসে ।
 শির বেচে টাকা করি সেহ যায় ভেসে ॥
 এইরূপে লস্করে দুষ্কর টৈল বৃষ্টি ।
 মানসিংহ বলে বিধি মজ্জাইল সৃষ্টি ॥
 গাড়ি করি এনেছিল নৌকা বহুতর ।
 প্রধান সকলে বাঁচে তাহে করি ভর ॥
 নৌকা চড়ি বাঁচিলেন মানসিংহ রায় ।
 মজুমদার শুনিল আঁইলা চড়ি নায় ॥

(১) ফল মূল ইত্যাদি বিক্রয় কারিণী ।

(২) ফল মূল ইত্যাদি বিক্রেতা ।

বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান । ৪৫

অন্নপূর্ণা ভগবতী তাহারে সহায় ।
ভাণ্ডারের দ্রব্য তার ব্যয়ে না ফুরায় ॥
নায়ে ভরি লয়ে নানা জাত দ্রব্যজাত ।
রাজ্য মানসিংহে গিয়া করিলা সাক্ষাৎ ॥
দেখি মানসিংহ রায় তুচ্ছ হৈলা বড় ।
বাঙ্গালায় জানিলাম তুমি বন্ধু দড় ॥
কে কোথা বাহির হয় এমন হুঁশিয়ারে ।
বাঁচাইলা সকলেরে নানা মত ভোগে ॥
বাঁচাইয়া বিধি যদি দিল্লী লয়ে যায় ।
অবশ্য আসিব কিছু তোমার সেবায় ॥
এই রূপে মজুমদার সপ্তাহ যাবত ।
যোগাইলা যত দ্রব্য কি কব তাবত ॥
মানসিংহ জিজ্ঞাসিলা কহ মজুমদার ।
কি কর্ম করিলে পাব এ বিপদে পার ॥
দৈববল কিছু বুঝি আছে তোমার ।
এত দ্রব্য যোগাইতে শক্তি আছে কার ॥
মানসিংহে বিশেষ কহেন মজুমদার ।
অন্নপূর্ণা বিন্য আমি নাহি জানি আর ॥
মানসিংহ বলে তাঁর পূজার কি ক্রম ।
কহিলেন মজুমদার যে কিছু নিয়ম ॥
অন্নপূর্ণা পূজা কৈলা মানসিংহ রায় ।
দূর হইল ঝড় বৃষ্টি দেবীর ক্রপায় ॥
মানসিংহ গেল মজুমদারের আলয় ।
দেখিলা গোবিন্দদেবে মহানন্দময় ॥

আমরকী বস্ত্র অলঙ্কার আদি যত ।
 দিলেন গোবিন্দদেবে কব তাহা কত ॥
 মকুন্দার সে সকল কিছু না লইলা ।
 ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে বিতরিয়া দিলা ।
 অতঃপর শুন সবে ভারত রচিলা ।
 সৈন্য লয়ে মানসিংহ যশোরে চলিলা ॥

মানসিংহের যশোর যাত্রা ।

ধাঁ ধাঁ ঝড় ঝড় বাজে নাগারা ।
 বাজে রবাব মৃদঙ্গ দোতারা ॥
 পরদল কলবল, ভূতল টলমল,
 সাজল দলমল, অটল সোয়ারা ।
 দামিনী তকতক, জামকী ধকধক,
 ককমক চকমক, খর তরবারা ॥
 ব্রাহ্মণ রজপুত, ক্ষত্রিয় রাহুত,
 মোগল মালুত, রণ অনিবারা ।
 ভাড় কলাবত, নাচত গায়ত,
 ভারত অভিযত, গীত সুধারা ॥ ধ্রু ॥

চলে রাজা মানসিংহ যশোর নগরে ।
 সাজ সাজ বলি ডঙ্কা ছইল লঙ্করে ॥
 ঘোড়া উট হাতি পিঠে নাগারা নিশান ।
 গাড়িতে কামান চলে বাণচক্ষুবাণ ॥

হাতির আমারী ঘরে বসিয়া আমার ।
 আপন লঙ্কর লয়ে হইল বাহির ॥
 আগে চলে লালপোশ খাগবরদার ।
 সিন্ধাই সকল চলে কাতার কাতার ॥
 তবকী খান্স কী ঢালী রায়বেশে মাল ।
 দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল ॥
 আগে পাছে হাজারীর হাজার হাজার ।
 নটী নটে হরকরা উকছু বাজার ॥
 সানাই কর্ণাল বাজে রাগ আলাপিয়া ।
 ভাটে পড়ে রায়বার যশ বর্ণাইয়া ॥
 খাড়ী গায় কড়খা ভাঁড়াই করে ভাঁড় ।
 মালে করে মালাম চোয়াড়ে লোফে কাঁড়
 আগে পাছে হুই পাশে ভুসারি লঙ্কর ।
 চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর ॥
 মজুমদারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া চড়াইয়া ।
 কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া ॥
 এইরূপে যশোর নগরে উত্তরিয়া ।
 খানা দিলা চারি দিকে মুকচা করিয়া ॥
 শিফাচার মত আগে দিলা সমাচার ।
 পাঠাইয়া ফরমান বেড়া তলবার ॥
 প্রতাপ আদিত্য রাজা তলবার লয়ে ।
 বেড়ী ফিরা পাঠাইয়া পাঠাইল কয়ে ॥
 কহ গিয়া অথচ চর মানসিংহ রায়ে ।
 বেড়ী দেউড়ী আপনার ঘনিষের পায়ে ॥

লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে ।
 সমুনার জলে ধুব এই তলবারে ॥
 শূনি মানসিংহ সাজে করিতে সমর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥



মানসিংহ ও প্রতাপ আদিভ্যের যুদ্ধ ।

ধূধু ধূধু ধু নৌবত বাজে ।
 ঘন ভোরঙ্গ ভম ভম, দমামা দমদম,
 ঝনঝ ঝনঝন ঝাঝে ॥
 কত নিশান ফর ফর, নিনাদ ধরধর,
 কামান গর গর গাজে ।
 সব ছুবান রজপুত, পাঠান মজবুজ,
 কামান শরযুত সাজে ॥
 ধরি অনেক প্রহরগ, জরীর পহিরগ,
 সিফাইগন রণ মাজে ।
 পরি করাইবধতর, পোশাক বহুতর,
 অশোভি শিরপর তাজে ॥
 বসি আমরী ঘর পর, আমীর বহুতর,
 ছলার গজবর রাজে ।
 পুর বশোর চমকত, নকীব-শত শত,
 হুঁসার কুকরত কাজে ॥
 হর গজের গরজন, সেনার তরজন,
 পরোষি ভরহন লাজে ।



८

८

८

८

८

८

८

८

८

८

८

८

८

८

८

८

८

ষিঁজ ভারত কবির, বনায় তাঁঁহিপর,
প্রতাপ দিনকর সাজে ॥ ৬ ॥

যুঝে প্রতাপ আদিত্য, যুঝে প্রতাপ আদিত্য ।

ভাবিয়া অসার, ডাকে মার মার,
সংসার সব অনিত্য ॥

শিলাময়ী নামে, ছিলা তার ধামে,
অভয়া যশোরেশ্বরী ।

পাপেতে ফিরিয়া, বাঁসলা কষিয়া,
তাহারে অরূপা করি ॥

বুঝিয়া অহিত, গুরু পুরোহিত,
মিলে মানসিংহ রাজে ।

লস্কর লইয়া, সহর হইয়া,
প্রতাপ আদিত্য সাজে ॥

ধু ধু ধম ধম, বাঁ বাঁ বাম বাম,
দামামা দমদম বাজে ।

হুড় হুড় হুড়, হুড় হুড় হুড়,
কামানের গোলা গাজে ॥

সিন্ধুর স্তম্বর, মণ্ডিত মুদার,
ষোড়শ হলকা ছাতি ।

পতাকা নিশান, রবি চন্দ্র বাণ,
অযুতেক ষোড়া সাতি ॥

সুন্দর সুন্দর, নৌকা বহুতর,
বাহাম হাজার ঢালী ।

সমরে পশিয়া, অস্তরে কষিয়া,
 ছুই দলে গালাগালি ॥
 ঘোড়ার ঘোড়ার, যুঝে পায় পায়,
 গজে গজে শুও শুও ।
 সোয়াবে সোয়ায়ে, খর তরবারে,
 মালে মালে যুও যুও ॥
 হান হান হাঁকে, খেলে উড়াপাকে,
 পাইকে পাইকে যুঝে ।
 কামানের ধূমে, তমঃ রণভূমে,
 আত্ম পর নাহি শুঝে ॥
 তীর শনশনি, গুলী ঠনঠনি,
 ঝাড়া ঝন ঝন ঝাঁকে ।
 মুচড়িয়া গোঁফে, শূল শোল লোফে,
 ক্রোধে হান হান হাঁকে ॥
 ভালায় ফুটিয়া, পড়িছে লুটিয়া,
 গুলীতে মরিছে কেহ ।
 গোলায় উড়িছে, আগুনে পুড়িছে,
 তীরে কেহ ছাড়ে দেহ ॥
 পাতনাহি ঠাটে, কবে কেবা আঁটে,
 বিস্তর লঙ্কর মারে ।
 বিমুখী অভয়া, কে করিবে দয়া,
 প্রতাপ আদিত্য হারে ॥
 শেষে ছিলা যারা, পলাইলা তারা,
 মানসিংহে জয় হৈল ।

পিঞ্জর করিয়া, পিঞ্জরে ভরিয়া,
 প্রতাপ আদিত্যে লৈল ॥
 দল বল সঙ্গে, পুনরপি সঙ্গে,
 চলে মানসিংহ রায় ।
 ললিত সুহন্দে, পরম আনন্দে,
 রায় গুণাকর গায় ॥

—
 রণজয়ভেরী বাজে রে ।
 ঝাঁগড় ঝাঁগড় ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁজে রে ॥
 রণজয় করি, মুণ্ডমালা পরি,
 কালী সাজে রে ।
 শ্বেত অলি শিব, সে নীলরাজিব,
 রাজীরাজে রে ॥
 গাইছে যোগিনী, নাচিছে ডাকিনী,
 দানা গাজে রে ।
 মহোৎসব যত, কি করে ভারত,
 সেনা মাঝে রে ॥ ৫ ॥

প্রতাপ আদিত্য রায়ে পিঞ্জরা ভরিয়া ।
 চলে রাজা মানসিংহ জয়ডকা দিয়া ॥
 কচুরায় পাইল যশোরজিত নাম ।
 সেই রাজ্যে রাজা হৈল পূর্ণ মনস্কাম ॥
 মজুমদারে মানসিংহ কহিল কি বল ।
 পাতিশার হুকুরে আমার সঙ্গে চল ॥

পাতশার সহিত সাক্ষাত মিলাইব ।
 রাজ্য দিয়া করমানী রাজ্য করাইব ॥
 অন্নপূর্ণা ভগবতী তোমারে সহায় ।
 জয়ী হয়ে বাই আমি তোমার দয়ায় ॥
 নানামতে অন্নপূর্ণা দেবীরে পূজিয়া ।
 চলিলেন মজুমদারে সংহতি লইয়া ॥
 অন্নপূর্ণা দেবীরে পূজিয়া মজুমদার ।
 মানসিংহ সংহতি চলিল দরবার ॥
 মহামায়া মহেশ্বরী মহিষমর্দিনী ।
 মোহরূপা মহাকালী মহেশ মোহিনী ॥
 রূপাময়ি কাতর কিঙ্করে রূপা কর ।
 তোমা বিনা কেবা আর ককণা অপার ॥
 রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল ।
 যে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল ॥
 এত দূরে পালি গীত হৈল সমাপন ।
 অতঃপর রজনীতে গাব জাগরণ ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র আজার ভারতচন্দ্র গায় ।
 হরি হরি বল সবে পালি হৈল সায় ॥
 ইতি বৃহস্পতিবারের দিবা পালি ।

ভুবানন্দের দিল্লীযাত্রা ।

দিয়া নানা উপচার, পূজা করি অন্নদার,
 দিল্লী যাত্রা কৈলা মজুমদার ।

জননী তাহার সীতা, রাম সুমার্দার পিতা,
 সমর্পিত পদে অন্নদার ॥
 শিরে চীরা হীরা তায়, বিলাতি খেলাত গায়,
 নানা বক্রে কমর বান্ধিতা ।
 বিলুপত্র আণ লয়ে, বক্সগণে প্রিয় করে,
 গোবিন্দ দেবেসে প্রণমিতা ॥
 বাপ মায় প্রণমিয়া, দুই নারী সম্ভাষিয়া,
 আরোহিতা পাল্কীর উপর ।
 জয় অন্নপূর্ণা কয়ে, চলিতা সত্তর হয়ে,
 মঙ্গল দেখেন বলতর ॥
 ধেনু বৎস একস্থানে, বৃষথুরে ক্ষিতি টানে,
 দক্ষিণেতে ব্রাহ্মণ অনল
 অশ্ব গজ পতাকায়, রাজা মানসিংহ রায,
 আগে আগে সকল মঙ্গল ॥
 পূর্ণঘট বাম পাশে, রামাগণ যায় বাসে,
 গণিকারে মালা বেচে মালী ।
 হুত দধি মধু মাসে, রজত লইয়া হাসে,
 কুজড়ানী দেখাইয়া ডালী ॥
 শূক্র ধায়ে গাঁপি হার, কাঞ্চন সুমেক তার,
 আশীর্বাদ দিয়াছেন সীতা ।
 নকুল সহিত যান, বাম দিকে ফিরা চান,
 শিবরূপে শিষের বনিতা ।
 নীলকণ্ঠে উড়ি ফিরে, মণ্ডলী দিছেন শিরে,
 অন্নপূর্ণা ক্ষেমকরী হয়ে ।

দেখি যত স্মদল, মজুন্দার বুতুহল,
 চলিল দেবীর গুণ কয়ে ॥
 শিরে চীরা জামা গায়, কটি জাঁটি পটুকায়,
 দাসু বাসু সঙ্গে দুই দাস ।
 স্নেহে বিদায় দিয়া, সীতাদেবী স্বরে গিয়া,
 নানা মত ভাবেন হতাশ ॥
 বাড়ীর নিকটে খড়ে, পার হৈলা নায়ে চড়ে,
 অগ্রদ্বীপে গেলা কুতুহলে ।
 অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে, প্রণামিয়া গোপীনাথে,
 স্নান দান কৈলা গঙ্গাজলে ॥
 মনে করি অভ্যর্থন, গঙ্গারে করিলা স্তব,
 কুতাজলি হয়ে মজুন্দার ।
 ব্রহ্মকমণ্ডলু বাসি, বিষ্ণুপাদ প্রস্তুতাসি,
 শিব জটাজুট অবতার ॥
 বরমিহ তব তীরে, শরট করট ফিরে,
 ন পুনঃ ভূপতি তব দূরে ।
 রাজ্যলোভে দূরে যাই, তব তীরে রাজ্যপাই,
 এই মনস্কাম যেন পূর ॥
 স্তবে হয়ে ভুফট মন, গঙ্গা দিল্লী দরশন,
 মজুন্দারে কহেন সরসে ।
 ধন্য তুমি মজুন্দার, ব্রত দাস অন্নদার,
 আমি ধন্য তোমার পরশে ॥
 মহাস্থখে দিল্লী বাবে, মনোমত রাজ্য পাবে,
 মোর তীরে পাবে অধিকার ।

সন্তান হইবে যত, সবে হবে অনুগত,
 জনেক হইবে রাজা তার ॥
 দিয়া এই বরদান, গজা কৈলা অন্তর্দান,
 নকুন্দার হৈলা গজাপার ।
 কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজায়, রায় ঞ্জগাকর গায়,
 অন্নপূর্ণা সহায় বাহার ॥

চল চল যাই নীলাচলে । রে অরে ভাই ।
 ঘটাইল বিধি ভাগ্যবলে ॥
 মহাপ্রভু জগন্নাথ, সুভদ্রা বলাই সাথ,
 দেখিব অক্ষয়বট তলে ।
 ধাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুহিব হাত,
 নাচিব গাইব কুতূহলে ॥
 ভবসিন্ধু বিন্দু জানি, পার হৈহু হেন মানি,
 সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে ।
 দেখিয়া সে চাঁদমুখ, পাইব কৈবল্য সুখ,
 সুধনু ভারত ভূমণ্ডলে ॥ ৫ ॥

গজাপার হইয়া চলিলা মকুন্দার ।
 ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥
 জগন্নাথ দেখিতে করিয়া মনোরথ ।
 ধরিলেন মানসিংহ দক্ষিণের পথ ॥
 গজো মানসিংহ পালকীতে মকুন্দার ।
 ইন্দ্র সঙ্গে যেমন কুশের অবতার ॥

এড়ায় মঙ্গলকোট উজ্জানী নগর ।
 খুল্লনার পুত্র সাধু শ্রীমন্তের ঘর ॥
 সরাই সরাই ক্রমে গেলা বর্জমান ।
 পারি হৈলা দামোদর করি স্থান দান ॥
 রহে চম্পানগর ডাহিনে কত দূর ।
 চাঁদ বেগে ছিল যাহে ধনের ঠাকুর ॥
 জাহ্নু মাহ্নু ছিল যাহে মনসার দাস ।
 হাসন হোৎসন গিয়া যথা কৈলা বাস ॥
 আমিলা মোগলমারি উচালন গিয়া ।
 ক্রমে ক্রমে অনেক সরাই এড়াইয়া ॥
 মল্লভূমি কর্ণগড় দক্ষিণে রাখিয়া ।
 বাঙ্গালার সীমা নেড়াদেউল দেখিয়া ॥
 এড়ায় মেদিনীপুর নারায়ণ গড়ে ।
 দাঁতন এড়ায়ে জলেশ্বরে ডেরা পড়ে ॥
 রাজঘাট পারি হয়ে বস্তার বিশ্রাম ।
 মহানদ পারি হয়ে কটকে মোকাম ॥
 ডাহিনে ভুবনেশ্বর বামে বালেশ্বর ।
 বালিহস্তা পাছু করি চলিলা সত্বর ॥
 এড়ায়ে আঠারনালা গেলা নীলাচলে ।
 দেখিলেন জগন্নাথ মহা কুহুহল ॥
 দিন দশ বার তথা করিয়া বিশ্রাম ।
 দেখিলা সকল স্থান কত কব নাম ॥
 কৃতার্থ হইলা মহাপ্রসাদ খাইয়া ।
 বিমললোচন হৈল স্বিলা দেখিয়া ॥

মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিল মজুমদারে
ক্ষেত্রের মহিমা কিছু শুনাই আমারে ॥
বিশেষিরা কহিতে লাগিল মজুমদার ।
রায় গুণাকর কহে সে কথা অপার ॥

জগন্নাথপুরীর বিবরণ ।

জর জর জগন্নাথ, সুভদ্রা বলাই সাথ,
জয় লক্ষ্মী জয় সুদর্শন ।
সুখ্য অক্ষয় বট, সুখ্য সিকুর তট,
যত নীলাচল তপোধন ॥
পূর্বে ছিল অযোধ্যায়, রাজা ইন্দ্রদ্রাম্ন রায়,
স্বর্ঘ্যবংশে স্বর্ঘ্যের সমান ।
রুক দেখিবারে খেদ, অগনে পাইয়া ভেদ,
নীলমাধবের এই স্থান ॥
পুরাহিতে পাঠাইল, দেখি গিয়া সে কহিল,
নীলমাধবের বিবরণ ।
মুর্তিমান ভগবান, দেখিলাম ভন্ন ধান,
সেবা করে ব্যাধ এক জন ॥
করি তার কণ্ঠা বিষ্য, তাহার সংহতি গিয়া,
দেখিলাম বৃক্ষের চরণ ।
রোহিণী কুণ্ডের কথা, কি কব দেখি তথা,
কাক মরি ছৈল নাগায়ণ ॥

ইন্দ্রহাস্য এত শুনি, বড় ভাগ্য মনে গুণি,
 রাজ্য শুদ্ধ এখানেে আইল ।
 দশ অশ্বমেধ করি, বৈতরণী জল তরি,
 বন কাটি আসি প্রবেশিল ॥
 দেখে সেই পুরী নাই, বালিপূর্ণ সর্ব্ব ঠাই
 শত অশ্বমেধ আরম্ভিল ।
 স্বপ্ন হৈল গোবিন্দের, সে পুরী না পাবে টের,
 আর পুরী গড়িতে হইল ॥
 ইন্দ্রহাস্য তুষ্ট হৈল, স্বর্ণময় পুরী কৈল,
 ব্রহ্মার মুহূর্ত্তে গেল গেই ।
 রূপা ভামময় আর, পুরী কৈল দুইবার,
 শেষে পুরী পাথরের এই ॥
 গোদানে গকর খুরে, ঘাটী উড়ে যায় দূর,
 তাহে এই ইন্দ্রহাস্য হুদ ।
 শ্বেতগন্ধা গার্কণ্ডের, স্নান কৈলে যম জেয়,
 পুনর্জন্ম না হয় আপদ ॥
 হরি ব্রহ্মরূপে আসি, সমুদ্রের জলে ভাসি,
 চতুঃশাখ হয়ে দেখা দিলা ।
 জগন্নাথ বলরাম, ভদ্রা সুদর্শন নাম,
 চারি মূর্ত্তি বিশাই গড়িলা ॥
 দাক ব্রহ্ম সর্ব্বাদৃত, বিষ্ণু পঙ্করেতে কৃত,
 ইন্দ্রহাস্য স্থাপিত সম্পন্ন ।
 লক্ষ্মী রাঙ্কি দেন যাহা, জগন্নাথ খান তাহা,
 ব্রহ্মরূপ এই সেই অন্ন ॥

খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় বুলার হাত,
 আচার বিচার নাহি তার ।
 পঞ্চক্রোশ পুরী এই, প্রদক্ষিণ করে যেই,
 শমন সহিত নাহি দায় ॥
 শুক কিবা পিযুষিত, দূর দেশে সমানীত,
 কুকুরের বদন গলিত ।
 এই অন্ন সুধামর, ভুক্তি মাত্র যুক্তি হয়,
 উৎকলখণ্ডেতে সুবিদিত ॥
 শূনি মানসিংহ রায়, পুলকে পুরীত কায়,
 প্রণাম করিল নীলাচলে ।
 রুক্ষচন্দ্র নৃপাজায়, রায় গুণাকর গায়,
 জগন্নাথ চরণকমলে ॥

মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিত ।

চল চল রে ভাই চল চল ।

অন্নপূর্ণা অন্নপূর্ণা বল বল ॥ ধ্রু ॥

চলিলেন নীলাচলে হয়ে দণ্ডবত ।

কত দূরে এড়াইয়া চড়িয়া পর্বত ॥

স্বর্ণরেখা পার হইয়া গেল। সীতাকোণ ।

কত দূরে সেতুবন্ধ শ্রীরামের পোল ॥

রুক্ষা আদি নদী নদ কাঞ্চী আদি দেশ ।

এড়াইয়া কোঁতুক দেখিয়া সর্ষপেশ ॥

মারহট্ট বরগির দেশ এড়াইয়া ।

কত গিরি বন নদ নদী ছাড়াইয়া ॥

আজরাট দেখিয়া সন্তোষ হৈল অতি ।
 কালকেতু যেখানে দেখিল ভগবতী ॥
 বত দূরে রহিল মথুরা সুন্দাবন ।
 নানা স্থানে নানা দেব করি দরশন ॥
 প্রতাপ আদিত্য রাজ্য মৈল অনাহারে ।
 হাতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে ॥
 সত দিনে দিল্লীতে হইয়া উপনীত ।
 শাক্ত করিল পাতশাহের সহিত ॥
 হাতে ভাজ্য প্রতাপ আদিত্য ভেট দিল ।
 কব কত যত মত প্রতিষ্ঠা পাইল ॥
 পাতশাহ আজ্ঞামত মানসিংহ রায় ।
 প্রতাপ আদিত্য ভাসাইল যমুনায়ে ॥
 মজুদারে লয়ে গেল পাতশাহ পাশে ॥
 ইনাম কি চাহ বলি পাতশাহ জিজ্ঞাসে ॥
 মানসিংহ পাতশাহ হইল যে বানী ।
 উচিত যে আরবী পারশী হিন্দুস্থানী ॥
 পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি ।
 কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥
 না হবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল ।
 অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥
 প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে ।
 যে হউক সে হউক ভাষা কাব্য রস লয়ে ॥
 রায় গুণাকর কহে শুন সভাজন ।
 মানসিংহ পাতশাহ বধোপকথন ॥

পাতিশার নিকট বাজারের বৃত্তান্ত কথন

কহ মানসিংহ রায়, গিয়াছিল বাজারায়,
কেম দেখিল সেই দেশ ।

কেমন করিল রণ, কহ তার বিবরণ,
না জানি পাইলা কত ক্লেশ ॥

মানসিংহ বাড়িতে, অঞ্জলি বান্ধিয়া নাথে,
কহে জাহাঁপনা সেলামত ।

রামজীর কুদরতে, মহিম হইল ফতে,
কেবল তাহারি কেশামত ॥

লুফ্ফ শাহনশাহী, আর কিছু নাহি চাহি,
জের হৈল নিমকহারাম ।

গোলাম গোলামী কৈল, গালিম কয়েদ হৈল,
বাহাদুরী সাহেবের নাম ॥

পাতিশা হইল খুসি, কহিতে লাগিল তুঘি,
কহ রায় কি চাহ ইনাম ।

কহে মানসিংহ রায়, গোলাম ইনাম চান্ন,
ইনাম সে যাছে রছে নাম ॥

গিয়াছিল বাজারায়, ঠেকেছিল বড় দায়,
সাত রোজ দাকণ বাদলে ।

বিস্তর লক্ষর মৈল, অবশেষে যাহা রৈল,
উপবাসী সহ সব দলে ॥

ভবানন্দ মজুমদার, নাম খুব জুশীয়ার,
 বাজালি বামণ এই জন ।
 সপ্তাহ খোরাক দিল, সকলেরে বাঁচাইল,
 ফতে হৈল ইহার কারণ ॥
 অন্নপূর্ণা নামে দেবী, তাঁহার চরণ সেবি,
 কেরামত তামাম ইহার ।
 সে দেবীর পূজা দিয়া, রুড় রুষ্টি মিটাইয়া,
 যোগাইল সকলে আহার ॥
 রাজ্য দিব कहিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছি,
 গোলাম করুলে পার পায় ।
 স্বদেশে রাজাই পার, দোয়া ঘরে দিয়া যায়,
 করমান করমাহ তায় ॥
 দেখা হৈল হজরতে, বজা আনে খেদমতে,
 গোলামের এ বড় ইনাম ।
 শুনিয়া একথা তার, ক্রোধ হৈল পাতিশার,
 ভারত ভাবিছে পরিণাম ॥

পাতিশাহের দেবতা নিন্দা ।

এ ফের বুঝিবে কেবা ।
 তারে শুঝে বুজে যেবা ॥
 নিত্য নিরঞ্জন, সত্য সনাতন,
 মিথ্যা যত দেবী দেবা ।
 নীরূপ যে ভাবে, স্বরূপ প্রভাবে,
 বুঝি কিছু বুঝে সেবা ॥

ঈশ্বরের নামে, তরি পরিণামে,
কেবা গয়া গঙ্গা রেবা ॥
ভারত ভূতলে, যে করে যে বলে,
সব ঈশ্বরের সেবা ॥ ক্র ॥

পাতশাহা কহে শুন মানসিংহ রায় ॥
গজব (১) করিলে তুমি আজব কথায় ॥
লঙ্করে দু তিন লাখ আদমী তোমার ।
হাতি ঘোড়া উঠ গাধা খচর যে আর ॥
এ সকলে ঝড় রুষ্টি হৈতে বাঁচাইয়া ।
বামণ ধোয়াক দিল অন্নদা পূজিয়া ॥
শয়তান দিল দাগা ভূতের পূজায় ।
আল চাউল বেঁড়ে কলা ভুলাইয়া খায় ॥
আমারে মালুম খব হিন্দুর ধরম ।
কহি যদি হিন্দু পতি পাইবে শরম ॥
শয়তানে বাজী দিল না পেরে কোরাণ ।
ঝুট মুট পড়ি মরে আগম পুণ্য ॥
গৌসাই মর্দের মুখে হাত বুলাইয়া ॥
আপনার মূর(২) দিল দাড়ী গৌক দিয়া ॥
হেন দাড়ী বামণ মুড়ায় কি বিচারে ।
কি বুঝিয়া দাড়ী গৌক সাঁই দিল তারে ॥
আর দেখ পাঁঠা পাঁঠী না করি জবাই ।
উভ চোটে কেটে বলে খাইল গোমাঞি ॥

(১) সর্দনাশ, কোপ, রাগ ।

(২) মুললমানেরা দাড়িকে পরমেশ্বরের জ্যোতিঃ বলিয়া থাকে

ছালাল(১) না করি করে নাহক ছালাক(২) ।
 দত্ত কাম করে হিন্দু সকলি নাপাক(৩) ॥
 ভাতের কি কষ পান পানীর আয়েব(৪) ।
 কাজী নাহি মানে পেগম্বরের নায়েব ॥
 আর দেখ নারীর খসম মরি যার ।
 নিকা নাহি দিয়া রাঁড় করি রাখে তার ॥
 ফল হেতু ফুল তার মাসে মাসে ফুটে ।
 বীজ বিনা নষ্ট হয় সে পাপ কি ছুটে ॥
 মাটি কাঠ পাথরের গড়িয়া মুকত ।
 জীউদান দিয়া পূজে নানা মত ভূত ॥
 আদমীতে বনাইরা জীউ দেয় যারে ।
 ভাব দেখি সে কি তারে তরাবারে পারে ॥
 বিশেষ বামণ জাতি বড় দাগাদার(৫) ।
 আপনারা এক জপে আরে বলে আর ॥
 পরদারে পাপ বলি বাঁদি রাখে নাই ।
 হুংখ ভোগ হেতু হিন্দু করেছে গোমাই ॥
 বন্দেগী করিবে বান্দা জমীনে ঠুকিয়া ।
 করিম(৬) দিয়াছে মাথা করম(৭) করিয়া ॥
 মিছা কাঁদে পাড়ি হিন্দু তাহা না বুঝিয়া ।
 যারে তারে সেবা দেই তুমি মাথা দিয়া ॥

(১) মহম্মদীয় শাস্ত্রানুসারে পশু পক্ষ্যাদির কণ্ঠচ্ছেদন করা ।

(২) বধ, হত্যা । (৩) অপবিত্র, অশুভ । (৪) বিচার ।

(৫) বিশ্বাসঘাতক । (৬) করুণাময়, দীপ্ত ।

(৭) অনুগ্রহ, ভাগ্য ।

যতেক বামণ মিছা পুঁথি বানাইয়া ।
 কাকর(১) করিল লোকে কোকর পড়িয়া ॥
 দেবী বলে দেই গাছগড়ায় হিন্দুর ।
 হায় হায় আখেরে কি হইবে হিন্দুর ॥
 বাঙ্গালিরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে ।
 পান পানী খানা পিনা আয়েব না করে ॥
 দাড়া রাখে বাঁদী রাখে আর জবে খায় ।
 কাণ ফোঁড়ে টিকী রাখে এই মাত্র দায় ॥
 আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই ।
 অন্নত(২) দেওয়াই আর কলেমা(৩) পড়াই ॥
 জন কত তোমরা গৌরার আছ জানি ।
 মিছা লয়ে ফির বেইমানী হিন্দুআনী ॥
 দেহ জ্বলি যায় মোর বামন দেখিয়া ।
 বামণের রাজ্য দিতে বল কি বুঝিয়া ॥
 প্রতাপ আদিত্য হিন্দু ছিল বাঙ্গালায় ।
 গালিমী(৪) করিল তাহে পাঠানু তোমায় ॥
 কাকর বাঙ্গালি হিন্দু বেদিন(৫) বামণ ।
 তাহারে রাজাই দিতে নাহি লয় মন ॥

(১) নাস্তিক; পৌত্তলিকধর্মাবলম্বী, মহাম্মদীয়ানের ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বীদিগকে কাকর বলিয়া থাকে ।

(২) মহাম্মদীয়ানদিগের বাল্যকালে পুরুষাকের অগ্রভা-
 ত্তকচ্ছদন সংস্কার ।

(৩) মহাম্মদীয়ানদিগের অঙ্গশুদ্ধিকর কোরাণোক্ত ভক্তনাম ।

(৪) শত্রুতা । (৫) অধর্মী, পাপী ।

পাতশাহের প্রতি মজুমদারের উত্তর । ৪৩৭

বুঝিলাম অল্পপূর্ণা ভূত দেখাইয়া ।
ভুলাইল বামণ তোমারে বাজী দিয়া ॥
এমন হিন্দুর ভূত দেখেছি বহুত ।
মোরে কি ভুলাবে হিন্দু দেখাইয়া ভূত ॥
জার কিঙ্ক ইনাম মাগিয়া লহ রায় ।
বামণেরে বল ভূত দেখাকু আশায় ॥
আগু হয়ে মজুমদার কহিতে লাগিলা ।
অল্পদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা ॥

পাতশাহের প্রতি মজুমদারের উত্তর ।
একথা কব কেমনে । নর নিন্দে নারায়ণে ॥
যেই নিরাকার, সেট সে সাকার,
তারি রূপ ত্রিভুবন ।
তেজঃ ভাবে যোগী, দেবী ভাবে ভোগী,
কৃষ্ণ ভাবে ভক্ত জনে ।
ধর্ম অর্থ কাম, মোক্ষের বিশ্রাম,
কেবল তার ভজনে ।
ভারতের সার, গোবিন্দ সাকার,
নিতানন্দ সুন্দারান ॥ ১৩ ॥
মজুমদার কহে জাহাপানা (১) সেলামত ।
দেবতার নিন্দা কেন কর কঙ্করত ॥
হিন্দু মুসলমান আদি জীব জন্তু মত ।
দৈবের সবার এক নহে হুই মত ॥ -

(১) পৃথিবীর আশ্রয়, ভূপতি ।

পুরাণের মত ছাড়া কোরাণে কি আছে ।
 ভাবি দেখ আগে হিন্দু মোসলমান পিছে ॥
 ঈশ্বরের হুঁর বলি দাড়ির যতন ।
 টিকি কাটি নেড়া মাথা এ যুক্তি কেমন ॥
 কর্ণবেধে যদি হয় হিন্দু গোণাগার ।
 স্নানতের গুণা তবে কত গুণ তার ॥
 মাটি কাঠ পাথর প্রভৃতি চরাচর ।
 পুরাণে কোরাণে দেখ সকল ঈশ্বর ॥
 তাঁহার মুরতি গড়ি পূজা করে যেই ।
 নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেখে সেই ॥
 সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার ।
 সোণা কেলি কেবল আঁচলে গিরা সার ॥
 দেব দেবী পূজা বিনা কি হবে রোজায় ।
 স্ত্রী পুরুষ বিনা কোথা সম্ভান খোজায় ॥
 দেবী পূজা করে হিন্দু বণি দান দিয়া ।
 যবনেরা যবে করে পেটের লাগিয়া ॥
 দেবী ভাবি হিন্দুরা সিন্দূর দেই গাছে ।
 শূত্র যেরে নমাজ কি কায তাহে আছে ॥
 খশম ছাড়িয়া যেবা নিকা করে রাঁড় ।
 একে ছাড়ি গাই যেন ধরে আর যাঁড় ॥
 ঈশ্বরের বাক্য বেদ আগম পুরাণ ।
 সয়তানবাজী সেই এ যদি প্রমাণ ॥
 সেই ঈশ্বরের বাক্য কোরাণ যে কর ।
 সেই সয়তানবাজী কহিতে কি ভয় ॥

হিন্দুরে স্মৃত দিয়া কর মুসলমান ।
 কাণে হেঁদা মুদে যদি তবে সে প্রমাণ ॥
 কারসাজী (১) বলি করবেধে বল বাজী ।
 ভেবে দেখ স্মৃত বিষম কারসাজী ॥
 বেদমন্ত্র না মানিয়া কলমা পড়ায় ।
 তবে জানি সেইকণে সে মন্ত্রে তুলায় ॥
 প্রণাম করিতে মাথা দিল সে গোমস্তাঞি ।
 সংসারে যে কিছু মূর্ত্তি তাহা ছাড়া নাই ॥
 ভেদজানী নহে হিন্দু ভেদ ভাবিয়া ।
 যারে তারে সেবা দেয় ভূমে মাথা দিয়া ॥
 স্বর্গরূপে দৈবের পূর্বেতে উদয় ।
 পূর্বমুখ পূজে হিন্দু জ্ঞানোদয় হয় ॥
 পশ্চিমে সূর্য্যের অন্ত সে মুখে নমাজ ।
 যত করে মুসলমান সকলি অকাজ ॥
 ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সে ব্রহ্মার নায়েব ।
 না মানে না করে থানাপিনার আয়েব ॥
 বায় হলু নাপাক তসবী জপে তায় ।
 হিন্দুরে নাপাক বলে এত রড় দায় ॥
 উত্তম হিন্দুর মত তাহে বুঝে ফের ।
 হায় হায় যবনের কি হবে আখের ॥
 যবনের কত ভাল ফিরিঙ্গির মত ।
 করবেধ নাছি করে না দেয় স্মৃত ॥

শোচ আচমন নাহি যাহা পায় খায় ।
 কেবল জৈশ্বর আছে বলে এই দায় ॥
 মজুমদার কৈলা যদি এ সব উত্তর ।
 ক্রুদ্ধ হৈলা জাহাঁগীর দিল্লীর জৈশ্বর ॥
 নাজীরে কহিল বন্দী কর রে বামণে ॥
 দেখিব হিন্দুর ভূত বাঁচায় কেমনে ॥
 ক্রুদ্ধ হয়ে মানসিংহ চলিল বাসায় ।
 বিরচিল পাচালী ভারতচন্দ্র রায় ॥

দাসু বাসুর দেখ ।

পাতশার আজ্ঞা পায়, নাজির সহরে ধার,
 মজুমদারে কয়েদ করিল ।
 দিলেক হাবশিখানা, অন্ন জল নৈল মানা,
 ত্রোজাত লুঠিয়া লইল ॥
 কাহার প্রভুতি যারা, ছুটিয়া পলায় তারা,
 দাসু দাসু কান্দে উভরায় ।
 হায় হায় হরি হরি, বিদেশে বিপাকে মরি,
 ঠাকুরের কি হইল দায় ॥
 দাসু বলে বাসু ভাই, পলাইয়া চল বাই,
 কি হইবে বিদেশে মরিলে ।
 বিস্তর চাকরী পাব, বিস্তর পরিব খাব,
 কোন রূপে পরাণ থাকিলে ॥
 যুবতী রমণী আছে, না রয়ে তাহার কাছে,
 কেনে আসু বামণের সাথে ।

নারী রৈল মুখ চেয়ে, তবু আহ মাটি খেয়ে,
 তারি ফল পায় হাতে হাতে ॥
 দিবসে মজুরী করে, রজনীতে গিয়া ঘরে,
 নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী ।
 নারী ছাড়ি ধন আশে, যেই থাকে পরবাসে,
 তারে বড় কেবা আছে দুঃখী ।
 কাদিয়া কহিছে বাঙ্গুর, উচিত কহিলা দাঙ্গুর,
 এই দুঃখে মোর প্রাণ কাদে ।
 মরি তাহে দুঃখ নাই, নারী রৈল কোন ঠাই,
 বিধাতা ফেলিল একি কাদে ॥
 কুড়ি টাকা পণ দিয়া, নূতন করিছ বিয়া,
 এক দিনো শুতে না পাইছ ।
 কাদা খেঁড়ু হইয়াছে, পুনর্বিয়া বাকী আছে,
 মাটি খেয়ে বিদেশে আইছ ॥
 হেদে বামণের ছেলে, আগু পাছু নাই চেয়ে,
 দিল্লী আইলা রাজাই করিতে ।
 ভ্রুধে ভাতে ভাল ছিল, হেন বুজি কেটা দিল,
 পাতাশার দেয়ানে আসিতে ॥
 মানসিংহ সজ পোয়ে, রাজা হৈতে এল খেয়ে,
 এখন সে মানসিংহ কই ।
 গাঁজাখোর রজপুত, অকিঙ্কিতে মজবুত,
 ব্রহ্মহত্যা করিলেক অই ॥
 যোগলে রহিল ঘরি, সদা করে তেরি ঘরি,
 রাজা আঁধি দেখে ভয় পাই ॥

খোটা মোটা বুঝি নাই, লুকাইব কোন ঠাই,
ছাতি ফাটে জল দেরে খাই ॥

উজ্জল কজলবাসে, ঘেরিয়াছে চারি পাশে,
রোহেলাজলাদ আদি যত ।

কামড়ায় খেতে যায়, জাতি লৈতে কেহ চায়,
কত জনে কহে কতমত ॥

অরে রে হিন্দুকে পুত, দেখলাও কাঁহা ভূত,
নাহি তুঝ করেদা দোষ্টক ।

না হোয় স্নানত দেকে, কলমা পড়াও লেকে,
জাতি লেউ খেলায়কে থুক ॥

ধরিবারে কেহ ধার, কাটিবারে কেহ চার,
অন্নদা ভাবেন মজুন্দার ।

অন্নদা ধ্যানের বলে, তেজঃ যেন অগ্নি জ্বলে,
ছুঁইতে যোগাতা হয় কার ॥

স্তুতি পাঠে তন্নদার, বনিলেন মজুন্দার,
চৌদিকে ববমে ধূম করে ।

সিংহ বেন বসি থাকে, চারিদিকে শিবা ডাকে,
কাছে যেতে নাহি পারে ডরে ॥

ভূরিশিটে মহাকায়, নৃপতি নরেন্দ্র রার,
তার হত ভারত ব্রাহ্মণ ।

নৃশংখ নৃপাজায়, অন্নদামঙ্গল গায়,
নীলমণি প্রথম গায়ন ॥

মজুমদারের অন্নদা স্তব ।

প্রসাদ মাত্ররসে ধরাপ্রদে ধনপ্রদে ।
 পিনাকি পদ্মপাণি পদ্মযোনি সদ্ম সমুদে ॥
 করস্থ রত্নদর্পিকা সুপানপাত্রশরদে ।
 পুরস্থ ভুক্ত ভক্ত শম্ভু নর্তনে কটাক্ষদে ॥
 স্থপতিত প্রভাত ভানু ভানুদন্তকক্ষদে ।
 স্নিত প্রকাশিত ক্ষণপ্রভাংশ মুক্তিকারদে ॥
 বিলোললোচনাঞ্চলেন শান্ত রক্তপারদে ।
 এসেদ ভারতস্থ কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তিসম্পাদে ॥ ধ্রু ॥

অন্নদার মজুমদারে অভয়দান ।

জ্ঞতি কৈলা মজুমদার, স্মৃতি হৈল অন্নদার,
 আসিয়া দিল্লীতে উত্তরিল ।
 জয়া বিজয়ারে লায়, আকাশ ভারতী কয়ে,
 মজুমদারে অভয় করিল ।
 ভয় কিরে অরে ভবানন্দ ।
 মোর অহুগ্রহ যারে, কে তারে বধিতে পারে,
 হুঃখ যাবে পাইবে আনন্দ ॥
 পাণী পাতশার পুত, আমারে कहিল ভূত,
 ভালমতে ভূত দেখাইব ।
 পাতশাহী সরঞ্জাম, যত আছে ধুমধাম,
 ভূত দিয়া সব লুটাইব ॥

যতেক বেদের মত, সকলি হইল হত,
 নাহি মানে আগম পুরাণ ।
 মিছা মালা ছিলিমিলি, মিছা জপে ইলিমিলি,
 মিছা পড়ে কলমা কোরাণ ॥
 যত দেবতার মঠ, ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ,
 নানামতে করে অনাগার ।
 স্বামণ পণ্ডিত পায়, থুথু দেয় তার গায়,
 পৈতা ছেঁড়ে ফোঁটা মোছে আর ॥
 এত বলি মহামায়া, দিয়া তারে পদছায়া,
 রক্ষা হেতু জয়ারে রাখিলা ।
 ডাকিনী যোগিনী ভূত, ভৈরব বেতাল দূত,
 সঙ্গে লয়ে সহরে চলিলা ॥
 জয়া নিজগণ লয়ে, রহিল রক্ষক হয়ে,
 আনন্দে রহিল মজুমদার ।
 যোগলে ছুঁইতে যায়, ভূতে ঢেলা মারে তায়,
 ব্রহ্মদৈত্য করয়ে প্রহার ॥
 যবনের ধুমধাম, ভূত হাঁকে হুম হাম,
 মহামারি পড়িল মশানে ।
 কহে রায় গুণাকর, অন্নপূর্ণা দয়া কর;
 পরীক্ষিত তমু ভগবানে(১) ॥

(১) ভারতচন্দ্র রায়ের তিন পুত্র,—পরীক্ষিত রায়,
 রায় এবং ভগবান রায় ।

অন্নপূর্ণা মৈত্র্য বর্ণন ।

ধূ ধূ ধম ধম, ঝমক ঝমক ঝম,
 ঘন ঘন নৌবত বাজে ।
 ঝাঁগড় ঝাঁগড়, গড় গড় গড় গড়,
 দগড় দগড় ঘন ঝাঁজে ॥
 ছান ছান ছাঁকা, শত শত বাঁকা,
 বাঁক কটার বিরাজে ।
 কত কত হাজী, কত বত বাজী,
 ধাইল ছাড়ি নমাজে ॥
 বড় বড় দাড়ী, চামর ঝাড়ী,
 গোঁফ উঠে শির তাজে ।
 গোলা ধম ধম, গোলী ঝম ঝম,
 গম গম তোপ আবাজে ॥
 ঝন ঝন ঝনন, ঠন ঠন ঠন,
 বরিষত বরকন্দাজে ।
 পানধ হননে, বধিছে ববনে,
 বংগগণ যেমন বাজে ॥
 মারিয়া লাথী, বধিছে ছাতী,
 ঘোড়া অনলে ভাজে ।
 শোণিত পানা, সহিতে দানা,
 চক্ষুই যেমন লাজে ॥
 তৈত্তরব লক্ষ্যে, ধরনী কল্লে,
 ব. সূকি নতশির লাজে ।

ভারত কাতির, কহিছে মুরহর,
রিপুবধ কর অব্যাজে ॥ ৫৭ ॥

দিল্লীতে ভূতের উৎপাত ।

ডাকিনী যোগিনী, শাঁখিনী পেতিনী,
গুহক দানব দানা ।

ভৈরব রাক্ষস, বোকন খোকন,
সমরে দিলেক হানা ॥

লপটে ঝপটে, দপটে রপটে,
ঝড় বহে থরতর ।

লপ লপ লক্ষ্মে, ঝপ ঝপ ঝট্পা,
দিল্লী কাঁপে থর থর ॥

টাকরে চাপড়ে, আঁচড়ে কামড়ে,
মরিছে যবন সেনা ।

রক্তের পাতারে, ভৈরব সাঁতারে,
গগনে উঠিছে ফেলা ॥

তা থই তা থই, হো হো হই হই,
ভৈরব ভৈরবী নাচে ।

অট অট হাসে, কট মট ভাবে,
মত্ত পিশাচী পিশাচে ॥

মুরঙ্গ ধরিতা, গণ্ডুব করিতা,
মাতঙ্গ পুরিতা গালে ।

লিপাই ধরিয়া, ফেলিয়া লুফিয়া,
 খেলিছে তাল বেতালে ॥
 রথ রথি সঙ্গে, মুখে পুরি রঙ্গে,
 দশনে করিছে ঝুঁড়া ।
 ছুকার ছাড়িয়া, কুঁকে উড়াইয়া,
 খেলিছে আবির উড়া ॥
 মরশির মালা, সময় বিশালা,
 শোণিত তটিনী তীরে ।
 স্রগজয় তালী, ঘন দিয়া কালী,
 শৃগালী বেষ্টিত ফিরে ॥
 এইরূপে দানা, গগন দিল হানা,
 যবনে হইল দায় ।
 ললিত বিধানে, রচিয়া মশানে,
 রায় ঞ্জাকর গায় ॥

ভূতের প্রাচুর্য্য ।

একি ভূতগত দেশে রে ।
 না জানি কি হবে শেষে রে ॥
 উত্তম অধম, না হয় নিয়ম,
 কেহ নাহি ধর্ম্ম লেশে রে ।
 দাতা ছিল যারা, ভিক্ষা মাগে তারা,
 চোর ফিরে সাধু বেশে রে ॥



যবনে ব্রাহ্মণে, সমভাবে গণে,
তুলা মূল্য গজ্ঞে মেঘে রে ।
ভারতের মন, দেখি উচাটন,
না দেখিয়া স্বর্ষ্যকেশে রে ॥ ৫৫ ॥

এইকপে দিল্লীতে পড়িল মহামার ।
যবনের হাহাকার ভূতের লঙ্কার ॥
গরে ঘরে মহরে হইল ভূতাগত ।
মিয়ারে ক'হিছে বান্দী শুন হজরত ॥
বিবীরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল ।
পেশবাজ ইজ্জার ধনকে ছিঁড়ি দিল ॥
চিতপাত হয়ে বিবী হাত পা আছাড়ে ।
কত দোয়া দবা (১) দিল তবু নাহি ছাড়ে ॥
শুনি মিয়া তসবী (২) কোরাণ ফেলাইয়া ।
দড় বড় রড় দিলা ওঝারে লইয়া ॥
ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত ।
বিবী লয়ে ভূতের আনন্দ বাড়ে যত ॥
“জরে রে খবিস তোরে ডাকে ব্রহ্মদূত ।
ও তোমার মাতারি তুই উহারি সে পুত ॥
কুপী ভরি গিলাইব হারামের ছাড় ।
কতমাবিবীর আজ ছাড় ছাড় ॥”
ইত্যাদি অনেক মন্ত্র পড়িলেক ওঝা ।
মিয়া দিলা লিখিয়া জ বোঝা বোঝা ॥

(১) ঔষধ । (২) জপত্র

আর বিবী বাঁদীরে ধরেহে আর ভূতে ।
 ওঝারে কিলায় কেহ কেহ মুখে মুতে ॥
 ধূলী ঝাড়ি গুড়ি গুড়ি পলাইল ওঝা ।
 মিয়া হৈলা মিয়ানী ওঝার ঘাড়ে বোকা ।
 এই রূপে ভূতগত হইল সহরে ।
 হাহাকার ছুহুকার প্রতি ঘরে ঘরে ॥
 শূন্যপথে সিংহরথে অন্নদা রহিল ।
 সহরের যত অন্ন কটাঞ্জে করিল ॥
 পাতশার ভাগুর কি আর আর ঠাই ।
 হুট হাট বাজারে দোকানে অন্ন নাই ॥
 ধান চাল মাষ মুগ ছোলা অরহর ।
 মসুরাদি বরবটী বাটুলা মটর ॥
 দেশান মাড়ুরা কোদো চিনা ভুরা বব ।
 জনার প্রভৃতি গম আদি আর সব ॥
 মৎস্য মাংস কাঁচা পাকা নানা গুড় জব্য ।
 ঘাস পাত ফুল ফল যতমত গব্য ॥
 কিনিতে বেচিতে কেহ কোথায় না পায় ।
 সব বলে আচস্থিতে একি হইল দায় ॥
 নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ।
 মিশ্রালে বিস্তর হিন্দু ঠেকে গেল দায় ॥
 উপোষে উপোষে লোক হৈল মৃতপ্রায় ।
 খাকুক অন্নের কথা আল নাহি পায় ॥
 বকরা বকরী আদি নানা জন্তু কাটি ।
 খাইবারে সকলেতে মাস লয় বাঁটি ॥

নানামতে লোক আহারের চেষ্টা পায় ।
 হাতে হৈতে হরিয়া তৈরবে লয়ে যায় ॥
 এই রূপে সপ্তাহ সহরে অন্ন নাই ।
 ছোল পিলে বুড়া রোগা হৈল এক টাই ॥
 পাতশার কাছে গিয়া উজির নাজির ।
 সহরের উপদ্রব করিল জাহির ॥
 পাতশা কহেন বাবা কি হৈল গোঁমাই ।
 সাত রোজ মোর ঘরে থানা পিনা নাই ॥
 মামুর(১) হইল মোর বাবুর চি-খানা ।
 ঘরে হৈতে নিকলিতে না পারে জনানা ॥
 গোহাড় ইটাল ইট শূন্য হৈতে পড়ে ।
 ভূগলার(২) মত মালা কোটা সব লড়ে ॥
 জাঁধারে কি কব রোজ(৩) রোশনে(৪) জাঁধার ।
 হুপ হাপ হুপ দাপ হুকার হাঁকার ॥
 দেখিতে না পাই কেবা করে মুমখাম ।
 শবো(৫) রোজ হাঁক হুম হাম থুম খাম ॥
 সুবতী সহেলী বাদী ধরিয়া পাহাড়ে ।
 বেহোশ হইয়া তারা হাত পা আহাড়ে ॥
 খবিশ(৬) পাইল বলি ডাকি আনে ওঝা ।
 লিখি দিহু গলায় তাবিজ বোঝা বোঝা ॥
 এমন খবিশ আর না শুনি কোথায় ।
 তাবিজ(৭) ছিঁড়িয়া ফেলি ওঝারে কিলারি ॥

(১) শেষ, অন্ত । (২) ভূমিকম্প । (৩) দিবা । (৪) আনোব
 (৫) রাত্রি । (৬) মুসলমানের ভূত । (৭) নাদলি ।

ভারত কহিছে ভূতনাথের এ ভূত
খবিশের খবিশ যমের যমদূত ॥

পাতশার নিকটে উজিরের নিবেদন ।

ফিরিয়া চাও মা অন্নদা ভবানী ।
জননী না শুনে কোথা বালকের বাণী ॥
ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম, সাধন তোমার নাম,
বিধি হরি হর ভাবে ওপদ হুখানি ।
তুমি যারে দয়া কর, অন্নে পূর্ণ তার ঘর,
না থাকে আপদ কিছু আমি ইহা জানি ॥
পানপাত্র হাতা হাতে, রতন মুকুট মাতে,
নাচাও ত্রিশূলপাণি দিয়া তন্ন পানি ।
ভারত বিনয় করে, অন্নে পূর্ণ কর ঘরে,
হরিভক্তি দেহ মোরে তবে দয়া জানি ॥৫৥

কাজি কহে জাঁহাপানা কত কব আর ।
কোরাণ টানিয়া কালি ফেলিল আমার ॥
নাহি মানে কোরাণ তাবিজ মজবুত ।
এ কভু খবিশ নহে হিন্দুর এ ভূত ॥
উজির কহিছে আলম্পানা (১) সেলামত (২) ।
আমি বুঝি সেই বামণের কেরামত (৩) ॥

(১) জাঁহাপানা, ভূভূষণ । (২) মঙ্গল । (৩) দৈবশক্তি, ক্ষমতা ।

মানসিংহ কহিয়াছে দেবী পূজে সেই ।
 যখন যে চাহে তাহে দেবী তাহা দেই ॥
 তুমি তার দেবীরে হিন্দুর ভূত কয়ে ।
 ভূত দেখা বলি বন্দী কৈলা ক্ষুদ্র হয়ে ॥
 সেই দেবী এত করে মোর মনে লয় ।
 মানাও সে বামণেরে মিটিবে প্রলয় ॥
 উজিরের বাক্যে জাহাঁগীর জ্ঞান পায় ।
 দড় বড় ডাকাইল মানসিংহ রায় ॥
 মানসিংহ আসিয়া করিল নিবেদন ।
 ভূত জানে তুমি জান জানে সে বামণ ॥
 আমি দেখিয়াছি বামণের কেরামত ।
 তন্নপূর্ণা ভবানীর মহিমা যে মত ॥
 ভালহেতু করেছিহু হজুরে আরজ ॥
 নহিলে কহিতে মোর কি ছিল গরজ ॥
 ভূত বলি দেবীরে সাহেব গালি দিলা ।
 সহরে কহর(১) এত আপনি করিলা ॥
 এখনো সে বামণেরে কর পরিতোষ ।
 তবে বুঝি তার দেবী মাপ করে রোষ ॥
 মানসিংহ রায়ের কথার অনুসারে ।
 মজুমদারে আনিতে কহিলা দরবারে ॥
 যোড়হাতে কহে নাজিরের লোক জন ।
 বামণের কাছে যাবে কে আছে এমন ॥

নশানিতে শশান করিল যত ভূত ।
 ষাঠী ঘোড়া উঠ আদি মরিল বহুত ॥
 মারা গেল কত শত আমীর উমরা ।
 কেবল তক্তের বক্তে বাঁচিল তোমরা ॥
 নমুনার লহর(১) লহুতে হৈল লাল ।
 এখনে বামণে মান মিটক জঞ্জাল ॥
 শনি জাহাঁগীর বড় দিলগির(২) হয়ে ।
 নশানে চলিল ভয়ে দস্তবস্ত(৩) হয়ে ॥
 অন্তর যামিনী দেবী অন্তরে জানিয়া ।
 দয়া হৈল জাহাঁগীরে কাতর দেখিয়া ॥
 ভত দেখা বলি ভবানন্দে বন্দী কৈল ।
 বাঁধাকম্পতক আগি দেখা দিতে হৈল ॥
 সহরের উপদ্রব বারণ করিয়া ।
 দেখা দিল জাহাঁগীরে গয়া প্রকাশিয়া ।
 আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র রাজরাজধর ।
 হঁচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

অন্নপূর্ণার মায়া প্রপঞ্চ ।

কে তোমায় চিনিতে পারে গো মা ।
 বেদে সীমা দিতে না পারে গো মা ॥ ৬ ॥

(১) শ্রোত । (২) দুঃখিত, ভাবিত । (৩) বন্ধকর, বন্ধাগলি

রক্ত শতদল তন্ত্রে পাতশা অভয়া ।
 উজ্জ্বর হইল জয়া নাজীর বিজয়া ॥
 মহাবিভাগণ যত হৈল পরিবার ।
 অমীর উমরা হৈল যত অবতার ॥
 বিশ্ব বাড়ী মুকচা বুকজ বার রাশি ।
 গোলন্দাজ নবগ্রহ নক্ষত্র সাতাশি ॥
 বিষ্ণু বক্ষী ব্রহ্মা কাজী মুনশী মহেশ ।
 সেনাপতি শাহাজাদা কার্তিক গণেশ ॥
 ব্রহ্মণী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী শিবদূতী ।
 নারসিংহী বারাহী কোমারী পৌরহুতী ॥
 আট দিকে আনন্দে নারিকা আট জন ।
 শিরে ছত্র ধরে করে চামর বাজন ॥
 অক্ষা হৈল বরুণ পবন ঝাড়ুকশ ।
 চন্দ্র সূর্য্য মশালচী মশাল ওজস ॥
 মজুন্দারে রাজা করি রাখিল সমুখে ।
 দেবরাজ রাজহুত্র ধরিয়াছে স্মুখে ॥
 জাহাঁগীর যেমন এমন কত আর ।
 চারিদিকে মজুন্দারে করে পরিহার ॥
 কোনখানে মধুকৈটেভের মহারণ ।
 কোন খানে মহিষাসুরের নিপাতন ॥
 কোন খানে অগ্রীব দূতের রায়বার ।
 কোন খানে ধূমলোচনের তিরস্কার ॥
 কোন খানে উগ্রচণ্ডা চণ্ডমুণ্ড কাটি ।
 কোন খানে রক্তবীজ যুদ্ধ পরিপালি ॥

কোনখানে শুভ নিশুভের বিনাশন ।
 কোনখানে সুরথ সমাধি দরশন ॥
 কোনখানে রাম রাবণের মহারণ ।
 কোনখানে কংস বধ আদি বিবরণ ॥
 কোনখানে মনসা শীতলা ষষ্ঠীগণ ।
 পৃতাশুর ঘাতি মহাকাল পঞ্চানন ॥
 দেবতা ত্রেত্রিশ কোটি ষত আছে আর ।
 আশে পাশে অদভূত ভূতের বাজার ॥
 যোগিনী যোগান দেয় পশারী ডাকিনী ।
 কাঞ্চালী হইয়া মাগে শাখিনী পেতিনী ॥
 রক্ষক রাক্ষসগণ স্বক্কগণ বেণে ।
 সহরের অব্য ষত ভূতে দেয় এনে ॥
 কিনে লয় ব্রহ্মদৈত্য দানা লয় কেড়ে ।
 ভৈরব হৈ হৈ করে লয় ফিরে তেড়ে ॥
 সিদ্ধগণ দোকানী চারণ(১) গণ চোর ।
 প্রেতগণ প্রহরী হাঁকিনী হাঁকে ঘোর ॥
 নৃত্য করে গীত গায় বাজায় বাজন ।
 বিজ্ঞাধর কিন্নর গন্ধর্ব্ব আদি গণ ॥
 ঋষি গণে রে ধরি আনে ষত চণ্ড ।
 যমদূতগণে তারে করে যমদণ্ড ॥
 শূক্রেতে হইল এক মায়া জলনিধি ।
 হর নৌকা ছরি মাঝী পার হন বিধি ॥

তাহাতে কমলদহ অতি সুশোভন ।
 শীতল সুগন্ধ মন্দ বহিছে পবন ॥
 ছয় ঋতু ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী ।
 মধুকর কোকিল শিখণ্ডি শিখণ্ডিনী ॥
 এক দল দ্বিদল সহস্র লক্ষ দল ।
 অধোমুখে নানাজ্যুতি কুটিছে কমল ॥
 এক আদি লক্ষ অন্ত দন্ত কণ পায় ।
 উর্দ্ধপদে হেট পিঠে হাতী নাচে তায় ॥
 তার পিঠে অধঃশিখে অনল জ্বলিছে ।
 মোমের পুতলী হাতে সুরতি খেলিছে ॥
 উর্দ্ধপদে হেটমাথে তাহে নাচে নারী ।
 মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে বিনা বাদ্যকারি ॥
 সেই রামচন্দ্র সূর্য্য অঞ্জলি করিয়া ।
 অন্নদার পদে দেই অজপা জপিয়া ॥
 মৃদুহাসে জল ঠৈহতে অনল তুলিয়া ।
 গিলিয়া উগারে পুনঃ অঞ্জলী করিয়া ॥
 হাসি হাসি হাই ছাড়ে কি কব সে কাণ্ড ।
 একেবারে খেতে পারে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ॥
 তার পাশে আর এক কমলে কামিনী ।
 গিলিয়া উগারে গজ গজেন্দ্রগামিনী ॥
 তার দিগে আর পদে এক মধুকর ।
 ছয় পদে ধরিয়াছে ছয় করীবর ॥
 তার দিগে আর পদে এক মধুকরী ।
 নর সঙ্গে রতি রঙ্গে প্রসবে কেশরী ॥

আর দিগে এক পদে নাগিনী কুমারী ।
 অর্দ্ধ অঙ্গ নাগ তার অর্দ্ধ অঙ্গ নারী ॥
 একবারে একজন পাতিশারে চার ।
 সব দেখে মর্কষ শুদ্ধ ধরি যেন থায় ॥
 একবারে বিষদুগ্ধে প্রাণ লয় হরি ।
 আর দুগ্ধে প্রাণ দেয় সুধা বৃষ্টি করি ।
 ক্ষণে তচেতন হয় ক্ষণে সচেতন ।
 হাসে কঁাদে উঠে পড়ে নগাজ্ঞ যেমন ॥
 প্রেম ভয়ে মোহ স্তব ববিবারে চার ।
 মূখ না নিঃসরে বাণী ভূমে গড়ি যায় ॥
 ভক্ত হৈল জাহাঁগীর অন্তর জানিয়া ।
 যত মায়া মহামায়া হরিলে হামিয়া ॥
 জন পোয়ে জাহাঁগীর প্রাণ পাউল হেন
 মড়ন্দারে স্মৃতি করে দাসু বাসু যেন ॥
 অজ্ঞা দিলে কৃষ্ণচন্দ্র রাজরাডেশ্বর ।
 রচিলে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ভবানন্দের পাতিশার বিনয় ।

জাহাঁগীর কহে শুন বামণ ঠাকুর ।
 না জানি করিহু দোষ যোষ কর দূর ॥
 দেবীপুত্র দয়াময় মোরে কর দয়া ।
 তোমার প্রসাদে আমি দেখিহু অভয়া ॥

অধম বদন আমি তপস্বী কি জানি ।
 অদর্শেরে ধর্ম্য বলি ধর্ম্য নাহি মানি ॥
 তবে যে আমারে দেখা দিলা মহামায়া ।
 তার মূল কেবল তোমার পদায়া ॥
 অধন উত্তম হয় উত্তমের সাথে ।
 পুষ্প সঙ্গে কীট যেন উঠে স্তবমাথে ॥
 তবে বে পাইলে হুঃখ হুঃখ নাহি ইথে
 রাহু গ্রাস্ত হন চক্ষু লোকে পুণ্য দিতে ॥
 গাণী ছাড়ি ছুয়ে শুদ্ধ করহ আমারে ।
 পরশ পরশে লোহা সোণা করিবারে ॥
 মনুন্দের কন কেন এত কথা কও ।
 জাইপনা সামান্য মানুষ তুমি নও ॥
 তবে মোরে বড় বল দেবী ভক্ত জানি ।
 আমি হৈতে তুমি বড় ভক্ত অনুমানি ॥
 যে রূপে তোমারে দরশন দিলা দেবী ।
 এরূপ দেখি না আমি এত দিন সেবী ॥
 ইথে বুঝি আমি হৈতে তুমি তার প্রিয় ।
 এই নিবেদন করি রূপা দৃষ্টি দিয় ॥
 পাঁতশা কহেন শুন বামণ ঠাকুর ।
 দেবী পূজা করি মোর পাপ কর দূর ॥
 সে পদ পূজিলে পাব সেই পদে ঠাই ।
 হায় রে পূজিব কিসে কোন চাঁজ নাই ॥
 অন্তর যামিনী দেবী দানা হস্ত দিয়া ।
 পূজার সামগ্রী যত দিলা পাঠাইয়া ॥

দেখিয়া সবার আরো বাড়িল বিস্ময় ।
 সাক্ষাৎ দেবীর পুত্র মজুমদারে কয় ॥
 জাহাঁগীরে কহেন ঠাকুর মোরে বাঁচা ।
 ভালমতে বুঝিহু তোমার দেবী সাঁচা ॥
 জাহাঁগীর ঢেড়ী দিল। সকল সহরে ।
 অন্নপূর্ণা পূজা সবে কর যরে যরে ॥
 সেই ধানে মজুমদার মুদিয়া নয়ন ।
 উদ্দেশ্যেতে অন্নদারে কৈলা নিবেদন ॥
 দেশ কাল পাত্র বুঝি পূজার নিয়ম ।
 অন্তর্যামিনী তুমি যান সব ক্রম ॥
 পাতশার অধ্যক্ষ দরবার পূজাস্থান ।
 মদন্যু কেবল দন্যু মোগল পাঠান ॥
 কাজী ছাড়ে কলমা কোরাণ ছাড়ে কারী
 হুলাহুলি দেয় যত যবনের নারী ॥
 এমন পূজায় ঘটা কবে হবে আর ।
 নিবেদিহু অন্নপূর্ণা যে ইচ্ছা তোমার ॥
 অগ্নে পূর্ণ করি দিল্লী সকলে বাঁচাও ।
 পাতশা প্রণাম করে কটাক্ষেতে চাও ॥
 কাজী হাজী নারী আদি যবন যাবত ।
 সর্বশুদ্ধ পাতশা হইল। দণ্ডবত ॥
 গধুর নৌবত বাজে নাচে রামজনী ।
 মজুমদার মানসিংহ পড়িল। অবনী ॥
 পূজা পেয়ে অন্নপূর্ণা দিল। কৃপাদৃষ্টি ।
 সকলের উপরে হইলপু স্পর্শি ॥

সেই ফুল চালু কলা প্রসাদ বলিয়া ।
 প্রেত ভুগগণ সব লইল লুটিয়া ॥
 পূর্বমতে অগ্নে পূর্ণ হইল সহরে ।
 ভগ্নপূর্ণা পূজা সবে করে প্রতি ঘরে ॥
 পূজা লয়ে ভগ্নপূর্ণা মহাচুফ্ট হয়ে ।
 কৈলাশ শিখরে গেল নিজগণ লয়ে ॥
 মহানন্দে জাহাঁগীর গুণাগীর হয়ে ।
 চলিলেন ভুবানন্দ মজুমদারে লয়ে ॥
 পাতিশা বসিল গিয়া তক্তের উপরে ।
 মানসিংহ বিদায় হইলা নিজঘরে ॥
 মজুমদার রাজাই পাঁইলা ফরমান ।
 খেলাত কাটার ঘড়ী নাগরা নিশান ॥
 পাতিশার নিকটেতে হইয়া বিদায় ।
 বিস্তর সামগ্রী দিলা মানসিংহ রায় ॥
 দাসু বাসু আদি বন পলাইয়া ছিল ।
 সংবাদ পাঁইয়া সবে আসিয়া মিলিল ॥
 দিল্লী হৈতে মজুমদার দেশেতে চলিল ।
 ত্রিবেণীর স্নান হেতু প্রয়াগে আইলা ॥
 করিলেন স্নানদান প্রয়াগের নীরে ।
 দাসু বাসু নিবেদন করে ধীরে ধীরে ॥
 ইহার মহিমা কিছু কহ নিম্না সিন্ধা ।
 কার অধিষ্ঠানে এত ইহার মহিমা ॥
 জানবলে তোমরা আধারে দেখ আলা ।
 চক্ষু কাণ আছে মোরা তবু কাণা কাল ॥

অন্নদানঙ্গল ।

শুন অরে দাসু বাসু কন মজুন্দার ।
গঙ্গার প্র ভাবে এত মহিমা ইহার ॥
ভারতেরে দয়া কর খজা দয়ামই ।
এই হলে গঙ্গার মহিমা কিছু কই ॥

গঙ্গার বর্ণন ।

দাসু বাসু কর অবধান ।
যেই দেব নিরঞ্জন, চিৎস্বরূপী জনার্দন,
এই গঙ্গা সেই ভগবান ॥
মহাদেব এককালে, পঞ্চমুখে পঞ্চ ভাষে,
গীতে তুচ্ছ কৈলা ভগবানে ।
নারায়ণ অব হৈলা, বিধি কমণ্ডলে লৈলা,
বেদব্যান বর্ণিলা পুরাণে ॥
তার কত দিন পরে, বলি ছলিবার তা,
নারায়ণ বামন হইলা ।
ত্রিপাদ ধরণী লয়ে, ত্রিবিক্রম রূপ হইয়া
এক পদে স্বর্গ আচ্ছাদিলা ॥
বিধি সেই পদতলে, পাদ্য দিলা সেই জলে,
শিব দিলে জটাঙ্কুটে ধাম ।
বিমল চপল তজ্জা, সেই জল এই গঙ্গা,
এই হেতু বিষ্ণুপদী নাম ॥
ত্রিলোকে ত্রিলোক তারা, তিনি হৈলা তিনধার,
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল বিভ্রাম ।

অগ্রে মন্দাকিনী মন্দা, ভূতলে অলকানন্দা,
পাতালেতে ভোগবতী নাম ॥

হিনী সে অলকানন্দা, নরলোকে মহানন্দা,
ইহঁারে আনিল ভগীরথ ।

সগর সন্তান যত, ব্রহ্মশাপে ছিল দ্রুত,
এই গঙ্গা দিল মুক্তিপথ ॥

শিব জটা মুক্ত হয়ে, ভাগীরথী নাম লভে-
এথা আসি ত্রিবেণী হইলা ।

বরষতী যমুনারে, মিলাইয়া দুইধারা,
মধ্য ভাগে আপনি রহিলা ॥

ভগীরথে লয়ে সঙ্গে, বারানসী দেখি রঙ্গে,
বান গঙ্গা দক্ষিণের বাটে(১) ।

জহুমুনি পিরাছিল, কাণে উগারিয়া দিল,
জাহ্নবী হইল জহুমুনাটে ॥

রাজা ভগীরথ রায়, আগে আগে নাচি যায়-
সাধু সাধু কহে দেবগণ ।

পূর্বে গেল। পদ্মা হয়ে, ভাগীরথী নাম লভে
মোর দেশে দিলা দরশন ॥

গিরিগা মোহনা দিয়া, অশ্রদ্ধীপ নিবাসী,
নবদ্বাপে পাশ্চিম বাহিনী ।

পুনশ্চ ত্রিবেণী হইলা, দক্ষিণ প্রয়াগ কৈলা,
ত্রিবেণীতে ত্রিলোক তারিণী ॥

শতমুখীরূপ ধরি, সাগর সঙ্গম করি,
 মুক্ত কৈল সাগর সম্ভানে ॥
 বেদ যার বিজ্ঞ নহে, কে তার মহিমা কহে,
 ভারত কি কবে কিবা জানে ॥

অযোধ্যা বর্নন ।

জানকী জীবন রাম । নবদূর্দাদলশ্যাম ।
 ভব পারাবারে, পার করিবারে,
 তরলি রামের নাম ।
 ঢাক জটাজুট, রচিত মুকুট,
 তাহে নবকুলদাম ॥
 হাতে শরাসন, দক্ষিণে চক্ষুগণ,
 ধ্যানে অখমোক্ষ ধাম ॥
 হনুমান সঙ্গে, পুনরিত অঙ্গে,
 ভারত করে প্রণাম ॥ ধ্রু ॥

প্রয়াগ হইতে যাত্রা কৈলা মজুম্ভার ।
 ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥
 দাসু বাসু নিবেদরে শুনহ ঠাকুর ।
 হেতা হৈতে অযোধ্যা নগর কত দূর ॥
 দেখিব রামের বাড়ী এ বড় বাসনা ।
 রূপা করি মো সবার পূরাহ কামনা ॥
 কহিলেন মজুম্ভার কিছু ফের হয় ।
 যে হোক সে হোক তথা যাওন নিশ্চয় ॥

দেখে যেই জন রামজনম ভবন ।
 ধরায় ধরিয়া তবু ধন্য সেই জন ॥
 ছিজাদিয়া পথিকে পথের ভেদ জানি ।
 উত্তরিল অযোধ্যায় রামরাজধানী ॥
 অযোধ্যায় গিয়া দেখিলেন মজুম্ভার ।
 যে যেখানে রামচন্দ্র করিল বিহার ॥
 অযোধ্যা নিবাসী যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ।
 মজুম্ভারে আসি সবে মিলিল ত্রুটিত ॥
 নানা ধনে মজুম্ভার ভূষিল সবারে ।
 সাধু সাধু তারা সবে কহে মজুম্ভারে ॥
 মহানন্দে মজুম্ভার নানা কুতূহলে ।
 করিলেন শ্রী দান সরগুর জলে ॥
 দিনকত সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া ।
 অযোধ্যানিবাসি লোক সংহতি লইয়া ॥
 সকল অযোধ্যা পুরী করি দরশন ।
 শুনিলেন বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ ॥
 দাস বাসু বিনয়ে কহিছে মজুম্ভারে ।
 ভাষা করি এই কথা বুঝাও আমারে ॥
 সাতকাণ্ড রামায়ণ সংক্ষেপে ভাষায় ।
 এই ছলে কহিছে ভারতচন্দ্র রায় ॥

রামায়ণ কথন ।

দাসু বাসু শুন মন দিয়া।
 বাস্মীকি পুরাণ মত, রামের চরিত বত,
 মংগেপে কহিব বিবরিয়া ॥
 এই দেশে মহারথ, ছিল রাজা দশরথ,
 সূর্য্যবংশে সূর্য্যের সমান ।
 কৌশল্যা প্রথম নারী, কেকয়ী দ্বিতীয়া তামি,
 তৃতীয়া সুমিত্রা অভিধান ॥
 হরি চারি অংশ লয়ে, চকুভাগে ভাগ হয়ে,
 তিন গর্ভে হৈলা চারি জন ।
 কৌশল্যা প্রসবে রাম, কেকয়ী ভরত নাম,
 সুমিত্রা লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন ॥
 লক্ষ্মী মিথিলায় গিয়া, যজ্ঞকুণ্ডে জনমিয়া,
 জনকের স্নাতা সীতা হৈলা ।
 সীতাপতি রামে জানি, জনক পরম জানী,
 হরধনুর্ভঙ্গ পণ কৈলা ॥
 বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করে, যজ্ঞ রাধিবীর তরে,
 রাম লক্ষ্মণেরে গেলা লয়ে ।
 ত্রীরামের এক শরে, তাড়কা রাক্ষসী মরে,
 মারীচ পলায় ক্ষত হয়ে ।
 যজ্ঞ রাধি প্রভু রাম, গিয়া জনকের ধাম,
 ধনু ভাঙ্গি সীতা বিয়া কৈলা ।

রামায়ণ কথন ।

অযোধ্যা বাহিতে রজ্জে, পরশুরামের সঙ্গে,
পথে রণে রাম জয়ী হৈলা ॥
হরে এল সীতা রাম, সিদ্ধ হৈল মনস্বায়,
দশরথ রাজ্য দিতে চায় ।
কেকয়ী হইল বাম, বনবাসে গেলা রাম,
শোকে দশরথ ছাড়ে কায় ॥
জানকী লক্ষ্মণে লয়ে, রাম যান দ্রুত হরে,
গুহক চণ্ডালে কৈলা সখা ।
ত্রিপুরা দণ্ডকবাণী, তথা উত্তরিল আশি,
রাবণ ভগিনী শূৰ্পণখা ॥
রামেরে ভজিতে চায়, সীতারে লজ্জিতে যায়,
লক্ষ্মণ কাটিনা নাক তার ।
গেই হেতু রাম শরে, খর দুয়গদি নরে,
শূৰ্পণখা করে হাহাকার ॥
শুনি শূৰ্পণখা মুখে, রাবণ মনের ভুখে,
বনে গেল মারীচ লইয়া ।
মারামৃগ রূপ হয়ে, মারীচ রামেরে লয়ে,
দূরে গেল মায়া প্রকাশিয়া ॥
রামবাণে হত হয়ে, ছায় রে লক্ষ্মণ কয়ে,
মারামৃগ মারীচ মরিল ।
লক্ষ্মণ সীতার বোলে, তথা গেলা উত্তরোলে,
সীতা হরি রাবণ লইল ॥
রাম মারামৃগ নাশি, লক্ষ্মণ সহিত আশি,
পর্ণশালে না দেখিয়া সীতা ॥

সীতার উদ্দেশ্য যান, পথে মিলে হনুমান,
 স্ত্রী বানর হৈল মিতা ॥
 স্ত্রী বর পক্ষ হৈলা, সপ্ত তাল ভেদ কৈলা,
 মহাবলি বালিরে বধিলা ।
 স্ত্রী বরের রাজ্য দিয়া, হনুমানে পাঠাইয়া,
 জানকীর সংবাদ জানিলা ॥
 কপিগণে পাঠাইয়া, শিলা তরু ভাসাইয়া,
 দিক্কা বাধি ভবানী পূজিলা ।
 দিক্কা পার হৈলা রাম, মনে মানি পরিণাম,
 বিভীষণ আসিয়া মিলিলা ॥
 অনেক সময় হৈল, কুন্তকর্ণ আদি মৈল,
 ইন্দ্রজিত প্রভৃতি মারল ।
 দ্রাবণ কষিয়া মনে, যুঝে জীরামের মনে,
 শক্তিশেলে লক্ষ্মণে বধিল ॥
 রাম কন হনুমানে, সে গন্ধমাদন আনে,
 তাতে ছিল বিশল্য করণি ।
 পাঠিয়া তাহার আণ, লক্ষ্মণ পাঠিলা প্রাণ,
 দেবগণ করে জয়ধ্বনি ॥
 দ্রাবণ আইল রণে, রঘুনাথ ক্রোধ মনে,
 ব্রহ্ম অস্ত্রে তাহারে বধিলা ।
 বিভীষণে দিলা লক্ষ্য, ইন্দ্রের ঘৃণিল শঙ্কা,
 পরীক্ষায় সীতা উদ্ধারিলা ॥
 হাকস বনের সঙ্গে, পুষ্পকে চড়িয়া রঙ্গে,
 রাজা হৈলা অযোধ্যা আসিয়া ।

ভবানন্দের কাশী গমন ।

৬.

সীতা হৈলা গর্ভবতী, লোকবাদে রম্যুপতি,
বনবাসে দিলা পাঠাইয়া ॥
গীতা তপোবনে রৈলা, কুশ লব পুত্র হৈলা,
রাম অশ্বমেধ আরতিলা ।
বাল্মীকির সঙ্গে গিয়া, কুশ লব বিবরিয়া,
রামে রামায়ণ শুনাইলা ॥
কুশ লব পরিচয়ে, সীতা আনি নিজালয়ে,
পত্নীক্য দিবারে পুনঃ চান ।
সীতা কৈলা ধরা ধ্যান, ধরা কৈলা অধিষ্ঠান,
সীতা কৈলা পাতালে পয়ান ॥
মুক্ত রাম সীতা শোকে, হেনকালে সুরলোকে,
যুক্তি করি কাল গেলা তথা ।
লক্ষ্মণে বর্জিয়া রাম, চলিলা বৈকুণ্ঠ ধাম,
ভারতের অসাধ্য সে কথা ॥

ভবানন্দের কাশী গমন ।

জয়তি জননি অন্নদা ।
গিরি শ নয়ন নন্দা ॥
অধিল ডুবন ভক্ত ভক্ত ভক্তি মুক্তি শম্ভদা ।
কর বিলসিত রত্নদর্শী পানপাত্র সারদা ॥
তরুণ কিরণ কমল কোষ নিহিত চরণ চারদা ।
ভব নিপতিত ভারতপুত্র ভবজলনিধি পারদা ॥ প্রা ॥
অযোধ্যা হইতে বাত্রা কৈলা মজুন্দার ।
ডানি বামে বস গ্রাম কত কব তার ॥

অন্নপূর্ণা দেখিবারে কৈলা মনোরথ ।
 ধরিল কাশীর পথ কৈলাসের পথ ॥
 শোক দুঃখ পাপ ভাপ পলাইল দূরে ।
 শুভক্ষণে প্রবেশিলা বারাণসী পুরে ॥
 নগিকর্নিকার জলে করি স্নান দান ।
 দর্শন করিলা বিশ্বেশ্বর ভগবান ॥
 এক ঘাস কাশী মাঝে করিয়া বিশ্রাম ।
 দেখিলা সকল স্থান কত কব নাম ॥
 অন্নপূর্ণা পুরে অন্নপূর্ণার প্রতিমা ।
 বিশ্বকর্মা নিরমিত অতুল মহিমা ॥
 শিব কৈলা যার পূজা দেবগণ লয়ে ।
 করিলা তাঁহার পূজা সাবধান হয়ে ॥
 মোড়শোপচার উপহার কত আর ।
 পুষ্প বেড়ে যার আর কত কব তার ॥
 ব্রতদাস পূজা কৈলা কাশীতে আসিয়া ।
 সংস্কার হইয়া দেবী কহিলা হাসিয়া ॥
 অরে বাছা ভবানন্দ বর পূজা তুমি ।
 তোমার পরশ পুণ্যে ধন্য হৈল তুমি ॥
 তুমি হৈলা ধরাপতি ধন্য হৈল ধরা ।
 বিলম্ব না কর ঘরে চল করি দূরা ॥
 চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী মোর ব্রতদাসী ।
 তুমি মোর ব্রতদাস বড় ভাল বাসি ॥
 গোপাল গোবিন্দ আর জীৱক কুমার ।
 তিন জন সদা তিন লোচন আমার ॥

সুখে গিয়া রাজ্য কর তা সবারে লয়ে ।
 বরিহ আমার পূজা সাবধান হয়ে ॥
 মেখানে তোমারে দেখা দিব আর বার ।
 সেই কালে কব কথা যত আছে আর ॥
 এত বলি অন্নপূর্ণা কৈলা অন্তর্দান ।
 দুর্জা হৈল মজুমদারে পুনঃ হৈল জ্ঞান ॥
 বিস্তর করিয়া স্তুতি প্রতিমা সমুখে ।
 দেশেরে চলিলা অন্নপূর্ণা ভাবি সুখে ॥
 অন্নপূর্ণা মঙ্গল রচিল কবিবর ।
 ত্রিভূত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিত ।

ভাই চল চল রে ভাই চল চল ।
 যাব যাব অন্নপূর্ণা বল বল ॥ ৫৮ ॥
 কাশী হৈতে প্রস্থান করিলা মজুমদার ।
 ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥
 বন পথে চলিলেন পঞ্চকূট দিয়া ।
 নাগপুর কর্ণগড় পশ্চাৎ করিয়া ॥
 বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথে করি দরশন ।
 বক্রেশ্বরে দেখিয়া সানন্দ হৈল মন ॥
 বনভূমি এড়াইয়া রাঢ়ে উপনীত ।
 দেখিয়া দেশের মুখ মহাহরষিত ॥
 অজয় হইয়া পার করিলা গমন ।
 ডানি বামে যত গ্রাম কে করে গণন ॥

কটোয়া রহিল বামে গজ্জার সমীপ ।
 গজ্জা পার হইয়া পাইল অগ্রদ্বীপ ॥
 গজ্জাস্নান করিয়া দেখিল গোপীনাথ ।
 করিল বিস্তর স্তব করি যোড় হাত ॥
 সেই খানে নানা রসে ভোজন করিল ।
 বাড়িতে সংবাদ দিতে বাসু পাঠাইল ॥
 দ্রুত করি আসি বাসু দিল সমাচার ।
 ঠাকুর আইল জয় করি দরবার ॥
 রাজাই পাইল ঘড়ী নাগর নিশান ।
 কি কহিব বিশেষ দেখিবে বিজ্ঞমান ॥
 শিরোপা আমারে দেহ যোড় আর শাড়ী ।
 মাথায় বাঁধিয়া আমি আগে যাই বাড়ী ॥
 শনি রাম স্মার্দার সীতা ঠাকুরানী ।
 বাসুরে শিরোপা দিল যোড় শাড়ী আমি ॥
 জাপী মাখী দুই দাসী আইল ধাইয়া ।
 সমাচার দিল বাসু নিকটে ডাকিয়া ॥
 দুই ঠাকুরাণিরে সংবাদ দেহ গিয়া ।
 রাজ্য হয়ে ঠাকুর আইল ডকা দিয়া ॥
 দুজন্যর পরিবার দুই শাড়ী লয়ে ।
 আগে আমি ঘরে যাই রাজ্য চোজা হয়ে ॥
 শুভ সমাচার শনি দুই ঠাকুরানী ।
 বাসুরে শিরোপা দিল শাড়ী দুইখানি ॥
 শাড়ী লয়ে ভাড়াভাড়ি বাড়ী গেল বাসু ।
 দাসুর জননী বলে কোথা মোর দাসু ॥

নেচে ফিরে বাসুর রমণী স্মৃতি পেয়ে ।
 চোর হেন দাসুর রমণী রৈল চেয়ে ॥
 নাগরা নিশান ঘড়ী সংযোগ করিরা ।
 কতগুলি লোক যোগা চাকর রাখিরা ॥
 পরদিনে বাসু অগ্রদ্বীপে উত্তরিলা ।
 মজুমদার মাতবর উকীল রাখিলা ॥
 লিখাইয়া পঞ্জা ফরমানের নকল ।
 নানামতে সাবধানে রাখিলা আসল ॥
 ঢাকায় নবাব তথা পাঠায়ে উকীল ।
 ডক্ক দিয়া বাগোয়ানে হইলা দাখিল ॥
 অন্নপূর্ণা মঙ্গল রচিলা কবিবর ।
 ত্রিসুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ভবানন্দের বাণী উপস্থিত ।

আনন্দে বড় রে ।
 সব ধামে সব গ্রামে সব যামে ॥
 জয় শব্দ পড় রে ।
 প্রতিসামে অবিগ্রামে ফুলদামে ॥
 সব লোক জড় রে ।
 শুভকামে অভিরামে অবিরামে ॥
 ভারত দড় রে ।
 পরিণামে হরিণামে পরণামে ॥ ধ্রু ॥
 প্রথমে গোবিন্দদেবে প্রণাম করিলা ।
 জনকের জননীর চরণ বন্দিলা ॥

সীতাঠাকুরাণী যত এয়োগণ লয়ে ।
 পুত্রের নিছা নি কৈলা মহাছফ্ট হয়ে ॥
 শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বাজে বিবিধ বাজনে ।
 তুলু তুলু ধনি করে যত রামাগণ ॥
 রাজাহর ফরমান বহিত্র(১) বরণে ।
 বরিশা লইলা অন্নপূর্ণার ভবনে ।
 পাইয়া সিন্ধুর তৈল গেল রামাগণ ।
 ভাবিছেন মজুন্দার কি করি এখন ॥
 দুই নারী দুই মরে কোথা যাব আগে ।
 মনে এই আন্দোল কন্দল পাছে লাগে ॥
 এত ভাবি জননার নিকটে বসিলা ।
 বিদেশের দুঃখ যত কহিতে লগিলা ॥
 দেখা হেতু বন্ধুবর্গ এসেছিল যারা ।
 ক্রমে ক্রমে সকলে বিদায় হৈল তারা ॥
 দরবেরে কাপড় ছাড়িলা মজুন্দার ।
 দাসু যোগাইল ধূতী বোড় পরিবার ॥
 সায়ংসন্ধ্যা সমাপিয়া বসি পান খান ।
 সাধী দাসী মনে মনে করে অনুমান ॥
 ছোট মার কাছে পাছে আগে যান জানি
 দেখে গেল যথা বসি বড় ঠাকুরাণী ॥
 এ সুখে বঞ্চিত কবি রায় গুণাকর ।
 দুই নরী বিনা নাহি পতির আদর ॥

বড় রাণীর নিকটে সাধীর বাক্য ।

বড় ঠাকুরাণি গো ।

ঠাকুর হইলা রাজা তুমি রাণী গো ॥

ধুবা সুরা বুড়া ছুরা সব জানি গো ।

সুরা যদি হবে শুন মোর বাণী গো ॥

মাধী লয়ে ছোট করে কাণাকাণি গো ।

তোমারে না দিবে হেন অনুমানি গো ॥

মাধী পাছে পড়ি দেয় পান পানি গো ।

কত মন্ত্র তন্ত্র জানে সে নাপানী গো ॥

ছোট যুবা প্রভু তাহে যুব জানি গো ।

অধবুড়া তুমি তাহে অভিমানী গো ॥

ছোটর দরোত হবে রাজধানী গো ।

তার ঘরে ঠাকুরর আমদানী গো ॥

ছোটরে বলিবে লোকে মহারাণী গো ।

তোমারে বলিবে বুড়া ঠাকুরাণী গো ॥

হাত তোলা মত পাবে অন্ন পানি গো ।

বড় হয়ে ছোট হবে মানহানি গো ॥

পুল্লবতী গুণবতী বট জানি গো ।

যেখানে সে পতি মন লবে টানি গো ॥

রূপবতী লক্ষ্মী গুণবতী রাণী গো ।

রূপেতে লক্ষ্মীর বশ চক্রপানি গো ॥

আগে যদি ঠাকুরেরে ডাকি আনি গো

ছোট পাছে পথে করে টানাটানি গো

টেনে টেনে বাঁধ ছাঁদ খোঁপাখানি গো ॥
 শাড়ী পর চিকণ স্ত্রীরাম খানি গো ॥
 দেহুড়ীর কাছে থাকে হয়ে দানী গো ।
 ঘরে আন ঘরে করে টানাটানি গো ॥
 ভারত কহিছে এত জানা জানি গো ।
 পতি লয়ে ছুসতিনে হানাহানি গো ।

ছোট রাণীর নিকটে মাদীর বাক্য ।

সাধীর বচন শুনি, চক্ষু মুখী মনে গুণি,
 বটে বটে বলিয়া উঠিল ।
 মন করে ধড় ফড়, বেশ কৈলা দড়বড়,
 পতি ভুলাইতে মন দিল ।
 খোঁপাবাধি তাড়াতাড়ি, পরিয়া চিকণশাড়ী,
 পড়ি রা কাজল চক্ষে দিল ।
 পড়া তৈল মুখে মাখি, পড়া কুল চুল রাখি,
 নানা মাস্তে সিন্দূর পড়িল ।
 পরি পড়া গন্ধচূণা, মুখে পড়া পান গুণা,
 হাস বেশ নাপান আপান ।
 গদিত হারছে কুচ, কে মনে সে হবে উচ,
 ভাবিয়া উপায়ে নাহি পান ॥
 ছেলে কেঁদে উঠে কোলে, তোষণে যধুর বোলে,
 কাদনা রে অই তোর বাপা ।
 তোর বাপে আনি গিয়া, থাক বাছা চুপদিয়া,
 অই ডাকে কাণকাটা ছাপা ॥

ছোট রানীর নিকটে মাধীর বাক্য । ৪৭৭

মাধীরে বালক দিয়া, দেহুড়ীর কাছে গিয়া,
রহিল। প্রহরী যেন রেতে ।
প্রভু আসিবেন যেই, ধর লয়ে যাব তেঁই,
না দিব সত্যার ঘরে যেতে ॥
ওথা পদ্মমুখী লয়ে, মাধী রসে মগ্ন হয়ে,
নানামতে বেশ করি দিল ।
পতি ভুলাবার কলা, জানে নানামত ছলা,
ক্রমে ক্রমে সব শিখাইল ॥
সতিনী তোমার যেটা,কোলে তার তিন বেটা,
ঘর দ্বার সকলি তাহার ।
শ্বশুর শাশুড়ী যারা, তাহারি অধীন তারা,
এই মাধী কেবল তোমার ॥
দরবারে জয় লয়ে, প্রভু আইলা রাজা হয়ে,
আগে যদি তার ঘরে যান ।
মহারানী হবে সেই, মোর মনে লগ্ন এই,
ভুমি হবে দাসীর সমান ॥
একে তার তিন বেটা, তাহারে আঁটিবে কেটা,
আরো যদি রানী হয় সেই ।
রাজপাট সব লবে, তোমার কি দশা হবে,
আমার ভাবনা বড় এই ॥
হুঁসিয়ে দাঁড়িয়ে থাক, আঁখি ঠার দিয়া ডাক,
আমি গিয়া ঠাকুরেরে ডাকি ।
আগে তারে ঘরে আনি, তোমারেত করি রানী,
তবে সে সতিনী পায় ফাকী ॥

এত বলি তাড়াতাড়ি, চলিল বাহির বাড়ী,
 মামী যেন মাতাল মহিষী ।
 চুড়া ছাঁদে বাঁধা চুল, তাহাতে চাঁপার ফুল,
 আঁচল লুটায় মাটি মিশি ॥
 নাপান ঝাঁপানে যায়, ডানি বামে নাহি চান,
 উত্তরিল যথা মজুন্দার ।
 দাঁড়াইয়া এক পাশে, কথা কহে মৃদুহাসে,
 রায় গুণাকর কহে সার ॥

ভবানন্দের অন্তঃপুরে প্রবেশ ।

মার কাছে মজুন্দার বসি পান খান ।
 হেনকালে মামী এল গালভরা পাণ ॥
 ছোট মার ঘরে আসি পাণ খেতে হয় ।
 এত বলি ঝারি বাটা অমৃতীটি লয় ॥
 মামী যদি ঝারি বাটা অমৃতী লইল ।
 বিধাতা মনের মত সংযোগ করিল ॥
 রাখিতে কে পারে আর মামী দিল টান ।
 ঘাড় ফিরে আড়ে আড়ে মার দিকে চান ॥
 মায়ের পোয়ের ভাব রহে না কি ছাপা ।
 সীতা কন ঘরে গিয়া পাণ খাও বাপা ॥
 আশা বুঝি বাসু আশু খড়ম যোগায় ।
 হাসি হাসি মামীদাসী আগে আগে যায় ॥
 দেহুড়ীর পার মাত্র হৈলা মজুন্দার ।
 সমুখেতে স্ত্রীমুখী কৈলা নমস্কার ॥

জিজ্ঞাসিল মজুম্ভার বড়ীর কুশল ।
 চন্দ্রমুখী নিবেদিল সকলি মঙ্গল ॥
 এক ঘরে আসি বসি খাউন পাণ জল ।
 দেখিবার ছেলে পিলে হয়েছে বিকল ॥
 শনি মজুম্ভার বড় উন্নয়ন হইল ।
 দার ঘরে আগে যাব ভাবিতে লাগিল ।
 বাইতে ছোটর ঘরে বড় মনোরথ ।
 বড় কৈলা বাদহাটা আঙুলিয়া পথ ॥
 এক চক্ষু কাতরায়ে ছোট ঘরে যায় ।
 আর চক্ষু রাজ্য হয়ে বড়জনে চায় ॥
 সন্ধ্যাকালে চক্রবাক চাহে যেন লক্ষে ।
 এক চক্ষে তরুণী তরুণি আর চক্ষে ॥
 মাধী বলে আগে যাউন ছোট মার ঘরে
 তার পরে যাবেন যেখানে মন ধরে ॥
 মাধী বলে মাধী তোরে সাক্ষী কেবা নানে ।
 ঠাকুর যাবেন বুঝি আপনার স্থানে ॥
 ঠাকুরাণী ঠাকুরে যখন কথা হয় ।
 দাসী হয়ে কথা কৈস বুকে নাহি ভয় ॥
 আগে বড় পিছে ছোট বিধির একট ।
 তুই কি করিবি তাহে উলট পালট ॥
 কন্দল লাগায়ে ঘর মজাইবি বুঝি ।
 রামায়ণে ছিল যেন কেকয়ীর কুড়ী ॥
 মাধী বলে আলো মাধী চূপ করি থাক ।
 আমি জানি বিস্তর এমন এঁড়ে ডাক ॥

সাধী সঙ্গে করিয়া কথার তট্টা হুটী ।
 ছোটর নিকটে মাধী গেল ছুটছুটি ॥
 কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ।
 ভু সতিনা ঘরে দাসী অনর্থের ঘর ॥

মাধীকৃত সাধীর নিন্দা ।

কি কর চল তাড়াতাড়ি । গো ছোট মা ।
 তোমার নাম কয়ে, ঠাকুরে আনু লয়ে,
 বড় মা করে কাড়াকাড়ি ॥
 সে যদি আগে লৈল, সেইত রাণী হৈল,
 তবে ত বড় বাড়াবাড়ি ।
 সে পতি লয়ে রবে, তুমি পাঠবে কবে,
 ঘুচিল শেজি পাড়াপাড়ি ।
 ভুলিয়া তার ভাবে, পতি না তোরে চাবে,
 কথাও হবে ভাড়াভাড়ি ।
 দ্বাক্ষিণী দিবে ভাত, ফেলাবে আঁটপাত,
 ঘুচিল হাত নাড়ানাড়ি ॥
 সাধী ছারামজাদী, এখনি হৈল বাদী,
 করিতে চায় ছাড়াছাড়ি ।
 সাধী যে কথা কৈল, মোরে সে শেল রৈল,
 দিয়াছি খুব ঝাড়াঝাড়ি ॥
 করিহু যত তত্ত্ব, পড়িহু যত মজ,
 কন্দলে গেল মাড়ামাড়ি ।

পতি লয়ে দুই সতীনের ব্যঙ্গোক্তি । ৩৮১

ঠাকুরে তুলাইব, তোমারে আনি দিব,
আনিয়া গাহ সাঁড়া সাঁড়ি ॥

দু সতীনের ঘর, পতিরে ঘুচে উর,
কন্দলে হয় বাড়াবাড়ি ।

দুজনে দ্বন্দ্ব করে, দাসী আনন্দে চরে,
ভারত কহে আড়াআড়ি ॥

পতি লয়ে দুই সতীনের ব্যঙ্গোক্তি ।

নি হেরিহু অপকৃপ রূপের বাজার ।

রাধা চন্দ্রাবলী বলে গোবিন্দ সাজার ॥

রাধা পীত ধড়া ধরে, চন্দ্রাবলী ধরে করে,

চৌদিকে বেড়িয়া গোপী ঘোড়শ হাজার ॥

কেহ বা ঘোড়য়ে অঙ্গ, কেহ করে ভুকভঙ্গ,

হাব অল্প ভবে ভাব কহে যেবা যার ॥

সকলে সমান ভাব, সকলে সমান হাব,

বিশ্বপতি শ্রামরায় কহে কেবা কার ॥

সব গোপী এক সাথে, লুঠিবেক গোপীনাথে,

ভারত দোহাই দেয় মদন রাজার ॥ প্র ॥

মাধীর বচনে পদ্যমুখী ভ্রাস্বিতা ॥

দেহুড়ীর কাছে গিয়া হৈলা উপনীতা ॥

গলায় অঞ্চল দিয়া কৈলা নমস্কার ।

অঁধিঠারে সম্ভাষ করিলা মজুমদার ॥

পদ্মমুখী তুষ্ট হৈলা ইসারা পাইয়া ।
 হাসিয়া কহেন প্রভু কেন দাঁড়াইয়া ॥
 বড়দিদী দাঁড়াইয়া কেন হুঃখ পান ।
 উচত যে উছাঁরি মন্দিরে আগে যান ॥
 মজুন্দার বুঝিলেন পদ্মমুখী ধীরা ।
 হুজনে সমুখে করি দাঁড়াইলা ফিরা ॥
 হুসতিনে কোন্দল নহিলে রস নহে ।
 দোষ গুণ বুঝা চাই কে কেমন কহে ॥
 রসিকের স্থানে হয় রসের বিস্তার ।
 সাধী মাধী হুজনে কহিল মজুন্দার ॥
 হুজনার ঘরে গিয়া দুই জনা থাক ।
 ডাকাডাকি না কর সহিতে নারি ডাক ॥
 কামের করাতে ভাগ করি কলেবরে ।
 সমভাগে রব গিয়া হুজনার ঘরে ॥
 দুটায় মরিস কেন ডাকাডাকি করি ।
 তারি কাছে আগে যাব যে লইবে ধরি ।
 এত শুনি সাধী মাধী অন্তর হইল ।
 হুজনার ঘরে গিয়া হুজনা রহিল ॥
 পদ্মমুখী কহে ভাল আজ্ঞা দিলা স্বামী ।
 খরি লৈতে তোমারে ত না পারিব আমি ।
 বড় দিদী বড় স্নগা সব কায়ে বড় ।
 খরি লৈতে উনি বিনা কেবা হবে দড় ॥
 চন্দ্রমুখী কন বুঝি বাজ কৈলা বড় ।
 দড় ছিন্ন যখন তখনি ছিন্ন দড় ॥

তিন ছেলে কোলে আর দড় হব কবে ।
 আটে পীঠে দড় যেই সেই দড় হবে ॥
 দড় বেলা ফিরিয়াছি কত ঠাট করি ।
 ধরিতে না হৈত প্রভু আনিতেন ধরি ॥
 এখন ধরিতে চাহি ধরা দিলে পারি ।
 ধরাধরি যার সঙ্গে ধরাধরি তারি ॥
 তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সূয়া ।
 হারিয়ে যৌবন আমি হইয়াছি চুয়া ॥
 সূয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি ।
 চুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি ॥
 চন্দ্রমুখী কথায় বুঝিয়া অবিস্কার ।
 মূর্তপনা করিয়া কছেন মজুন্দার ॥
 চন্দ্রমুখী তব মুখচন্দ্রের উদয় ।
 পদ্মমুখী মুখপদ্ম প্রকাশ কি হয় ॥
 কণেক বদনচন্দ্র ঢাকহ অশ্বরে ।
 শুন দেখি পদ্মমুখী উত্তর কি করে ॥
 চন্দ্রমুখী কহে প্রভু গিয়াছে সে দিন ।
 এখন পদ্যেরে দেখে চন্দ্রমা মলিন ॥
 মজুন্দার কন প্রিয়ে এমন কি হয় ॥
 চন্দ্র পদ্যে যে সম্বন্ধ কভু মিথ্যা নয় ॥
 হাসি চন্দ্রমুখী মুখে কাঁপিল অশ্বর ।
 পদ্মমুখী মুখপদ্যে টৈলা মধুকর ॥
 ভারত কাঁহছে ধন্য মূর্ত মজুন্দার ।
 সমান রাখিল মান জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার ॥

ভবানন্দের উভয় রানী সম্ভোগ ।

সোহাগে হইয়া সুখী, ঘরে গেলা পদমুখী,
মজুন্দার বড় ঘরে গেলা ।

কোলে লয়ে বড় নারী, করি তার মনোহারি,
ফণেক করিলা কামখেলা ॥

তেলে পিলে নিদ্রা গেলা, চন্দ্রদুখী লয়ে খেলা,
রাত্রি হৈল দ্বিতীয় প্রহর ।

বাঁইতে ছোটর কাছে, মনের বাসনা আছে,
সমাপিলা বড়র বাসর ॥

প্রোষিত ভর্তৃকা হয়ে, ছুঁছে ছিলো দুঃখ সনে,
আমা দেখি বাসসজ্জা হৈলা ।

কার ঘরে যাব আগে, উৎকণ্ঠিতা এই রাগে,
দেহুড়ীতে অভিসার কৈলা ॥

কারো ঘরে নাহি গিয়া, রহিলাম দাঁড়াইয়া,
বিপ্রলক্সা হইলা দুজনে ।

এখন ইহারে লয়ে, থাকিলাম সুখী হয়ে,
পদমুখী কি ভাবিছে মনে ॥

স্বাধীনভর্তৃকা ইনি, প্রোষিতভর্তৃকা তিনি,
আমি হৈমু অপূৰ্ব নারক ।

তারে গিয়া হৃদে ধরি, স্বাধীনভর্তৃকা করি,
নহে হব কামিনী ঘাতক ॥

রাত্রি শেষে গেলে তথা, ক্রোধে না কহিবে কত ॥
খণ্ডিতা হইবে পদমুখী ।

খেদাইবে কটু কয়ে, কলহাস্তরিতা হয়ে,
কান্দিবেক হয়ে বড় দুঃখী ॥

তার কাছে গালি খেয়ে, এখানে আসিবে ধৈয়ে,
ইনি পুনঃ হবেন খণ্ডিতা ।

সেইখানে যাই কয়ে, খেদাইবে ক্রুদ্ধ হয়ে,
একে দুই কলহাস্তরিতা ॥

রাত্রি যাবে এইরূপে, ডুবে রব কানহূপে,
কেহ নাহি করিবে উদ্ধার ।

এখনো যদ্যপি যাই, তবে দুই কুল পাঠি,
সম হয় দুহার বিহার ॥

দুই প্রহরের মড়ী, গজরের তড়বড়ী,
মজুম্ভার বাহির হইলা ।

ওথা ঘরে পদ্মমুখী, ভাবেন অন্তর দুঃখী,
বুঝি প্রভু আসিতে নাহিলা ॥

সোহাগেতে ভুলাইয়া, মোরে ঘরে পাঠাইয়া,
আনন্দে রহিলা বড় লয়ে ।

গেল রাত্রি দুই পর, এখনো না এলো ঘর,
এ দুঃখ কেমনে রব সয়ে ॥

কুলবাণ বাণফলে, অঙ্গ দেই ধরাতলে,
ঘর বারি করে কতবার ।

এই অবসর পেয়ে, মন পলাইল ধৈয়ে,
শরের বুঝিয়া খরধার ॥

হেনকালে মজুম্ভার, বেগে ঘরে এলো তার,
মন আইল বেগ শিখিবারে ।

মদন গ্রহরী ছিল, খর শর ছাড়ি দিল,
 দুজনে বিক্লিল একবারে ॥

কথায় না সছে ভর, দুহে কামে জর জর,
 কামক্রীড়া করিলা বিস্তর ।

ভারত করিছে সার, বিস্তর কি কব আর,
 বর্ণিয়াছি বিদ্যার বাগর ॥

মজুন্দারের রাজা ।

ধুধু ধুধু মৌবত বাজে রে ।

বরপুল্ল ভন্নদার, ভবানন্দ মজুন্দার,
 রাজা হৈলা বাগুয়ান মাঝে রে ॥

ভেঁা ভেঁা ভোরঙ্গ বাজে, ধাঁ ধাঁ ধামসাগাজে,
 কাঁ কাঁ কাঁ কম কম কাঁজে রে ।

ঘড়ী বাজে ঠন ঠন, ঘণ্টা বাজে রণ রণ,
 গন গন গজগণ্টা গাজে রে ॥

ভাঁড়াই করিছে ভাঁড়, চোয়াড়ে লুকিছে কাঁড়,
 সেপাই সমুখে পুর সাজে রে ।

ভবানী সহায় হাঁকে, নকীব সেলাম ডাকে,
 দেওয়ান বাসিল রাজ কাজে রে ॥

নব গুণে নব রসে, ভুবন ভরিল যশে,
 চাঁদে কলঙ্ক হৈল লাজে রে ।

অন্নপূর্ণা মহামায়া, দেহ রাজ্যপদ ছায়া,
 ভারতের কৃষ্ণচন্দ্র রাজে রে ॥ ৫ ॥

পরম আনন্দে ভবানন্দ মজুন্দার ।

জ্ঞান জা করিয়া বাহিরে দিলা বার ॥

ঘড়িয়াল ঠন ঠন বাজাইছে ঘড়ী ।
 চোপদার সমুখে দাঁড়ায় লয়ে ছড়ী ॥
 দেওয়ান আমীন বক্শী মুন্সী দপ্তরী ।
 খাজাঞ্চী নিযুক্ত কৈলা বিবেচনা করি ॥
 সহবতী হিসাব নিকাশ বাজে দফা ।
 মুহুরির রাখিল হিসাব করি দফা ॥
 করমান মত সব সনন্দ লিখিয়া ।
 মফঃসলে নায়েব দিলেন পাঠাইয়া ॥
 পরগণা পরগণা হইল আমল ।
 দেখা কৈলা যত প্রজা গোমাস্তা মওল ॥
 শিরোপা দিলেন সবে বিবিধ প্রকার ।
 সেলামী দিলেক সবে চতুর্গণ তার ॥
 এই রূপে রাজত্বের যে কিছু নিয়ম ।
 ক্রমে ক্রমে করিলা যতেক উপক্রম ॥
 হায়নের অগ্র অগ্রহায়ণ জানিয়া ।
 শুভ দিনে পুণ্যাহ করিলা বিচারিয়া ॥
 পোষ মাঘ কাঙ্কুন বঞ্চিয়া সুখ সার ।
 চৈত্র মাসে পূজা আরম্ভিলা অন্নদার ॥
 আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরনী ঈশ্বর ।
 রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

অন্নদার এয়োজাত ।

চল চল সব ব্রজকুমারী ।
 তব তলে গিয়া ভেটি মুরারি ॥

অন্নদাগজল ।

রাধা রাধা করে মোহন যন্ত্রে,
নিমজ্জিল শ্যাম মুরলী যন্ত্রে,
বাইতে হইল রহিতে নারি।

তরাপর সব করহ সাজ,
কি করিবে মিছা ঘরের নাজ,
সাজিয়া আইল মদনরাজ ।

ভিলেক রহিতে আর না পারি।

কেহ লহ পড়া পঞ্জরশূরা,
কেহ লহ পান কপূর গুয়া,
কেহ লহ গন্ধ উন্দন চুয়া,
কেহ লহ পাখা জলের কারী ।

সে মোর নাগর চিকণকালা,
তারে সাজে ভাল বকুলমালা,
আমি বয়ে লব পুরিয়া থালা,
ভারতচন্দ্র বলে বলিহারি ॥ ক্র ॥

অন্নপূর্ণা পূজা আরস্তিল। মঙ্গলার ।
চন্দ্রমুখী পাইলেন এয়োজাত ভার ॥
ঘরে ঘরে সাধী দাসী নিমন্ত্রণ দিল ।
সারি সারি এয়োগণ আসিয়া বসিল ॥
অপর্ণা অপরাজিতা অম্বিকা আমলা ।
ইন্দ্রানী ঈশ্বরী ইন্দ্রমুখী ইন্দুকলা ॥
অলোচনা অমিত্রা অভদ্রা অলক্ষণা ।
যশোদা যমুনা জয়া বিজয়া অমনা ॥

রোহিণী রেবতী রমা রজ্জাবতী রুমা ।
 অকরুতী অকণী উর্দ্ধশী উষা উমা ॥
 সরস্বতী শুকী শুভী সাবিত্রী শঙ্করী ।
 মহামায়া মোহিনী মাধবী মাহেশ্বরী ॥
 ত্রিলোক্তমা তক তারা ত্রিপুরা তারিণী ।
 কমলা কলাণী কৃষ্ণী কালিন্দী কামিনী ॥
 কোষিকী কোশলা কালী কিশোরী কুমারী ।
 রাজেশ্বরী ব্রজেশ্বরী শিবেশ্বরী গারি ॥
 হৈমবতী হরপ্রিয়া হীরা হারাবতী ।
 পরশী পরমা পদ্মা পরাণী পার্বতী ॥
 ভাগ্যবতী ভগবতী ভৈরবী ভবানী ।
 কঙ্কণী রাধিকা রাণী রমণী কট্রাণী ॥
 শারদা স্নগীলা শ্যামা স্মৃতি শর্করাণী ।
 বিশালাক্ষ্মী বিনোদিনী বিশ্বেশ্বরী বাণী ॥
 ললিতা ললনা লক্ষ্মী লীলা লজ্জাবতী ।
 খেম্বী হেম্বী চাঁদরাণী সূর্য্যরাণী সতী ॥
 দোণা রুপা পলা মুক্তী মাণিক্যী রতনী ।
 মল্লীক্য মালতী চাপী কুলী মূলো ধনী ॥
 গৌরী গঙ্গা গুণবতী গোপালী গাক্ষারী ॥
 নিম্বী তেকী ছকী লকী হেলী ফেল বারী ।
 বিদুমুখী শীধু সাধু শচী মন্দোদরী ।
 সীতা রামা সত্য ভামা মদনমঞ্জরী ॥
 মোহাগী সম্পত্তি শাস্তি সয়া সুরধুনী ।
 কুঞ্জী কাত্যায়নী কুন্তী কুড়ানী ককণী ॥

দুলালী দ্রোণদী দুর্গা দয়াময়ী দেবী ।
 ভারতী ভুবনেশ্বরী টিকা টুনী টেগী ॥
 নারায়ণী নয়নী নর্যদা নন্দরানী ॥
 জয়ন্তী জারুবা জুতী জিতী জাহু জানি ॥
 কুশলী কনকলতা কুচিলা কাঞ্চনী ॥
 অন্নপূর্ণা অভয়া অহল্যা অকিঞ্চনী ॥
 আনন্দী আমোদী অম্বী আতুলী আদরী ।
 সাতী ষাঠী সূখামুখী সর্বেশী সূন্দরী ॥
 চিত্রলেখা মনোরমা মসী মৌনবতী ।
 ত্রিমতী নলিনী নীলা ভূতি ভাস্করমতী ॥
 শশিমুখী সত্যবতী সূখী সুরেশ্বরী ।
 মধুমতী মায়া দময়ন্তী পারী পরী ॥
 বিষ্ণুপ্রিয়া বিজ্ঞা বৃন্দা মুদিতা মঙ্গলী ।
 মেনকা কেকয়ী চন্দ্রামুখী চন্দ্রাবলী ॥
 কার কোলে ছেলে কার ছেলে চলে যায়
 কার ছেলে কান্দে কার ছেলে মারি খায় ॥
 বুড়া আদবুড়া যুবা নবোঢ়া গর্ভিনী ।
 ঘন বাজে ঘুগু ঘুগু কঙ্কণ কিকনী ॥
 কেহ ডাকে এসো সেই চল সেজাতিনী ।
 ঠাকুরানী ঠাকুরঝী নাতিনী মিতিনী ॥
 বড় মেজ সেজ ছোট ন বহু বলিয়া ।
 শাশুড়ী দিছেন ডাক পাথে দাঁড়াইয়া ॥
 কেহ বলে রৈও রৈও পরি আসি শাড়ী ।
 কেহ কান্দে কাপড় থাকিল ধোবাবাড়ী ॥

কার বেনী কার ধোঁপা কার এলোচুল ॥
 কুলি কুলি কলরব শুনি কুল কুল ॥
 চন্দ্রমুখী কৈলা এয়োজাতের ব্যাপার ।
 দেখিয়া মানন্দ ভবানন্দ মজুমদার ॥
 তার মধ্যে কতগুলি কুমারী লইয়া ।
 করিলা কুমারী পূজা বাস ভূষা দিয়া ॥
 সবাকারে দিল তৈল সিন্ধুর চিরনী ।
 কুতুহল কোলাহল হুলুহুলু ধ্বনি ॥
 নিজবাসে গেলা সবে করি প্রাণিপাত ।
 রচিলা ভারত অনন্দার এয়োজাত ॥

রক্তন ।

বেলা হৈল অন্নপূর্ণা দ্বাক্ষ বাড়ি গিয়া ।
 পরম আনন্দ দেহ পরমায় দিয়া ॥
 তোমার আন্নর বলে, অদ্যাবধি আছে গলে,
 আলরূপী কালকূট অমৃত হইয়া ।
 এক হাতে পানপাত্র, আর হাতে হাতা মাত্র,
 দিতে পার চতুর্দ্বর্গ ঈষদ হাসিয়া ॥
 তুমি অন্ন দেহ যারে, অমৃত কি মিঠা তারে,
 সুধাতে কে করে সাধ ও সুধা ছাড়িয়া ।
 পরশিয়া অন্ন সুধা, ভারতের হর ক্ষুধা,
 মা বিনা বালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া ॥ প্র ॥
 ভোগের রক্তনে তার লয়ে পদ্মমুখী ।
 রক্তন করিতে গেলা মনে মহাসুখী ॥

স্নান করি করি রাখি অন্নদার ধান ।
 অন্নপূর্ণা রন্ধনে করিল অধিষ্ঠান ॥
 হাশ্বেমুখী পদ্মমুখী আরিস্তিলা পাক ।
 শড়শড়ি যষ্ট ভাজা নানামত শাক ॥
 ডালি রান্ধে ঘনতর ছোলা অরহরে ।
 মুগ মাষ বরবটী বাটুল মটরে ॥
 বড়া বড়ী কলা মূল্য নারিকেল ভাজা ।
 দুধখোড় তালনা শুকানি যষ্ট ভাজা ॥
 কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনি রসে বুড়া ।
 তিল পিটালিতে লাউ বর্ত্তাকু বুঝুড়া ॥
 নিরাম্বিক তেঁইশ রাঙ্কিলা অনারসে ।
 আরডিল বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাংসে ॥
 কাতলা তেঁকুট কই ঝাল ভাজা কোল ।
 সীকপোড়া বুড়ী বাঁটালের বীজে ঝোল
 ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই ।
 কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই ॥
 মায়া সোণা খড়কীর ঝোল ভাজা দার ।
 চিঙ্গড়ীর ঝাল বাগা অমৃতের তার ॥
 কণা রাঙ্কি রান্ধে কই কাতলার মুড়া ।
 তিত দিয়া পচাযাছে রাঙ্কিলেক শুঁড়া ॥
 আন্ন দিয়া শোলমাছ ঝোল চড়চড়ী ।
 আড়ি রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী ॥
 কই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈলশাক ।
 মাছের ডিমের বড়া মূতে দেয় ডাক ॥

বাগার করিল ঝোল খররার ভাজা ।
 অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা ॥
 প্রমাহ বাহের বাহি আর মাহ বত ।
 ঝাল ঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈলা কত ।
 বড়া কিছু গিচ্ছ কিছু বাছিমের ডিম ।
 গজাকল তার নাম অমৃত অসীম ॥
 কচি ছাগ মৃগ মাংসে ঝাল ঝোল রসা ।
 বালিয়া দোলমা বাগা সেচকী সমসা ॥
 অহ মাংস মীকভাজা কাবাব করিয়া ।
 রাব্বিপেন মুড়া আগে ময়লা পুরিয়া ॥
 নংস্ত মাংস সাজ করি অহল রাঙ্কিলা ।
 মংস্ত মূল্য বড়া বড়ী চিনি আদি দিলা ॥
 আম আমসহ আর আমসি আচার ।
 চালিতা তেতুল কুল আমড়া মন্দার ॥
 অহল রাঙ্কিরা রামা আরস্তিলা পিঠা ।
 সুধা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা ॥
 বড়া এলো আমিকা পিযুষী পুরী পুলী ।
 দুখী কটি রামরোট মুগের গামুলী ॥
 কলাবড়া শিরড পাপড়ভাজা পুলী ।
 সুধাকচি মুচ মুচি লুচি কতগুলি ॥
 পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরস্তিলা ।
 চালু চিনা ভুরা রাজবরা চালু দিলা ॥
 পরমান্ন পরে খেচরান্ন রাঙ্কে আর ।
 বিজুভোগ রাঙ্কিলা রাঙ্কনী লক্ষ্মী যার ॥

অতুলিত অগণিত রাক্ষিয়া বাঞ্ছন ।
 অন্ন রাঞ্জে রাশি রাশি অন্নদামোহন ॥
 মোটা সৰু ধাত্তের তণ্ডুল তরতমে ।
 অল্প বোরো আমন রাঙ্কলা ক্রমে ক্রমে ॥
 দলকচু ওড়কচু ঘিকলা পাতরা ।
 মেঘহাসী কালামনা রায় পানিতরা ॥
 কালিন্দী কনকচূর ছায়াচূর পুদি ।
 শুয়া শালি হরিলেবু গুয়াথুবি সুঁদী ॥
 ঘিশালী পোয়ালবিড়া কলামোচা আর ।
 কৈজুড়ি খাজুরছড়ী চিনা ধলবার ।
 দাহুসাহ বাঁশফুল ঝিলাট ককচি ।
 কেলিজিরা পদ্মরাজ হুদরাজ লুচি ॥
 কাঁটারাজি কোঁচাই কপিলাভোগ রাঞ্জে ।
 ধূলে বাঁশ গজ্জাল ইস্ত্রের মন বাঞ্জে ॥
 বাজাল মরীচশালি তুরা যেন ফুল ।
 কাজলা শঙ্করচিনা চিনি সমতুল ॥
 মাকু মেটে মষিলোট শিবজটা পরে ।
 দুধপনা গজ্জাল মুনি মন ছরে ॥
 সুধা দুধকমল খড়িকামুটি রাঞ্জে ।
 বিষ্ণুভোগ গন্ধেশ্বরী গন্ধভার কান্দে ॥
 রাক্ষিয়া পায়রা রস রাঞ্জে বাঁশমতী ।
 কদমা কুসুমশালি মনোহর আঁতি ॥
 রমা লক্ষ্মী আলতা দনারগুঁড়া রাঞ্জে ।
 জুতী গন্ধমালতী অমৃতে ফেলে বাঞ্জে ॥

লতামউ প্রভৃতি রাঢ়ের সক চানু ।
 রসে গন্ধে অমৃত আপনি আনু খানু ॥
 অন্নদার রক্তন ভারত কিবা কয় ।
 মৃঃ হয় অমৃত অমৃত মৃত হয় ।

অন্নদাপূজা ।

অশেষ উপচার, আনিয়া মজুন্দার,
 পূজেন অন্নদা চরণ ।
 পদ্ধতি সুবিদিত, পণ্ডিত পুরোহিত,
 পূজয়ে বিধান যেমন ॥
 ষোড়শ উপচার, সামগ্রী কত আয়,
 কি কব তাহার বিশেষ ।
 মহিষ মেষ ছাগ, প্রভৃতি বলি ভাগ,
 বসন ভূষণ সন্দেশ ॥
 বাজয়ে বাদ্য কত, নাচয়ে নট যত,
 গায়ক নটী রামজননী ।
 যতেক রামাগণ, পরম হৃষ্টমন,
 করয়ে হুলু হুলু ধনি ॥
 পড়িয়া সূর্য্য সোম, পূজান্তে অন্নহোম,
 ভোগের অন্ন আনি দিলা ।
 করিয়া দক্ষিণাস্তু, লইয়া দাস্ত শাস্ত,
 জাগিয়া নিশা পোহাইলা ॥
 হইয়া ষোড়পাণি, পড়েন স্তুতিবাণি,
 পরম জানী মজুন্দার ।

কি কব ভাগ্য লেখা, অন্নদা দিলা দেখা,
 ধরিয়া ধানের আকার ॥
 দেবিয়া অন্নদায়, পুলকে পূর্ণকায়,
 মোহিত হৈলা মজুমদার ।
 অন্নদা কন কথা, যে কেহ ছিল তথা,
 কেহ না দেখে শুনে আর ॥
 কহেন দেবী সুখী, কোথা লো চন্দ্রমুখী
 এস লো পদামুখী রামা ।
 আছিল স্বর্গবাসি, শাপে ভুতলে আসি,
 ভুলিয়া নাহি চিন আমা ॥
 এই যে ভবানন্দ, পাইয়া মহানন্দ,
 মনে না করে পূর্ব কথা ।
 আমার ইতিহাস, করিল পরকাশ,
 এখন চল যাই তথা ।
 অষ্টাঙ্গ গীত কথা, কহেন দেবী তথা,
 শুনে ভবানন্দ রায় ।
 অন্নদার পদতলে, বিনয় করি বলে,
 ভারত অষ্টমঙ্গলায় ॥

অষ্টমঙ্গলা ।

শুন শুন অরে ভবানন্দ ।
 মোর অষ্ট মঙ্গলায়, অমঙ্গল দূরে যান,
 শুনিলে না হয় কভু মন্দ ॥

প্রথম মঙ্গল শুন, সৃষ্টি করি তিন গুণ,
বিধি বিষ্ণু হরে প্রসবিলু ।

দক্ষের ভূহিতা হয়ে, পতিভাবে হরে লয়ে,
দক্ষযজ্ঞে সে তনু ছাড়িলু ॥

শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি ।

দ্বিতীয়ে হেমন্ত ধামে, জনমিলু উমা নামে,
মোর বিয়া হেতু কাম মৈল ।

বিয়া হৈল হর সঙ্গে, হরগৌরী হৈলু সঙ্গে,
গণেশ কার্তিক পুজ হৈল ॥

শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি ।

তৃতীয়ে শিবের সঙ্গে, কন্দল করিয়া সঙ্গে,
ভিক্ষা হেতু তাঁরে পাঠাইলু ।

পানপাত্র হাতা লয়ে, অন্নপূর্ণা রূপ হয়ে,
অন্ন দিয়া শিবে নাটাইলু ॥

কাশী মাঝে ত্রিলোচন, লয়ে যত দেবগণ,
- বিশ্বকর্মা নির্মিত মন্দিরে ।

করিয়া তপস্যা ঘোর, পূজা প্রকাশিলা মোর,
অন্নে পূর্ণ করিলু ভূমিরে ॥

শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি ।

চতুর্থতে বেদবাস, নিন্দা কৈলা কুন্তিবাস,
ভুজস্তুস্ত হয়েছিল তার ।

শেষে অন্ন নাহি পায়, আমি অন্ন দিলু তার,
কাশীধামে আহরে প্রচার ॥

সেই ব্যাস তাঁর পরে, ব্যাস বারাগমী করে,
মোর উপসনা করি বসি ।
বুড়ী রূপে আমি গিয়া, বাক্যহলে শাপ দিয়া,
করিলু গর্দভ-বারাগমী ॥

কুবেরের অন্ন চরে, বসুন্ধরা বসুন্ধরে,
শাপ দিয়া ভূতলে আনিহু ।
হরিহোড় নাম দিয়া, বুড়ী রূপে আমি গিয়া
ঘুঁটে বেচা ছলে বর দিহু ॥

শুন শুন আর ভবানন্দ ইত্যাদি ।
পঞ্চমে শাপের ছলে, আনিহু ধরণীতলে,
নলকুবেরেরে এই প্রাণে ।
ভবানন্দ তুমি সেই, চন্দ্রিনী পদ্মিনী এই;
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নামে ॥
পরে হরিহোড়ে ছাড়ি, আইলু তোমার বাড়ী,
ঝাঁপী হাতে পার হয়ে নার ।

শুনি পাটুনির মুখে, তুমি নিজ ঘরে স্মৃখে,
ঝাঁপী রূপে পাইলা আমার ॥
আসিয়াছি তোর ঘরে, শুন কহি তার পরে-
প্রতাপ আদিত্য ধরিবারে ।

এল মানসিংহ রায়, দেখা হেতু তুমি তার,
বর্জ্যমানে গেলা আশুসারে ॥

মানসিংহ শুনি তথা, বিদ্যাভুজের কথ্য,
জিজ্ঞাসিল বিশেষ তোমার ।

ইতিহাস হলে শুখে, শুনিলু তোমার মুখে,

আদ্যরস সুন্দর বিদ্যার ॥

পূজি মোর কালী রূপ, সুকবি সুন্দর ভূপ,

উপনীত হৈল বর্জমান ।

হীরা নামে মালিনীর ঘরে উত্তরিল ধীর,

শুনিল বিদ্যার রূপ গান ॥

গাধিয়া দিলেক মালা, ভুলে বিদ্যা রাজবালা,

হুঁহে দেখা রথের নিকটে ।

মোর বরে সন্ধি হৈল, গান্ধর্ব বিবাহ কৈল,

বাসর বঞ্চিল অকপটে ॥

শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি ।

ষষ্ঠেতে সুন্দর কবি, বিদ্যাপদ্বিনীর রবি,

অশেষ চাতুরি প্রকাশিল ।

কপটময়্যাসী হৈল, রাজার সাক্ষাতে কৈল,

নানামতে বিহার করিল ॥

বিদ্যা হৈল গর্ভবতী, ক্রুদ্ধ হৈল নরপতি,

কোটাল ধরিতে গেল চোর ।

নারীবেশে চোর ধরে, রাজার সাক্ষাত করে,

সুন্দর চৈকিল দায় ঘোর ॥

শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি ।

সপ্তমেতে আমি গিয়া, কালীরূপে দেখা দিয়া,

বাঁচাইলু কুমার সুন্দরে ।

বীরসিংহ পূজা কৈল, মোর অহুগ্রহ হৈল,

বিদ্যা লয়ে কবি গেল ঘরে ॥

এই ইতিহাস শুধে, শুনিয়া তোমার মুখে,
 মানসিংহ এল তোঁর ঘরে ।
 সপ্তাহ বাদলে তারে, নানামত উপহারে,
 তত্ত্ব নিলা তুমি মোর ঘরে ॥
 ভেদ পেয়ে তোঁর মুখে, মোর পূজা দিয়া শুধে,
 মানসিংহ যশোরে আইল ।
 প্রতাপ আদিত্য ধরি, লইল পিঞ্জরে ভরি,
 তোমা লয়ে দিল্লীতে চলিল ।
 তুমি মোর পূজা দিয়া, কুতূহলে দিল্লী গিয়া,
 পাতশার ক্রোধে বদ্ধ হৈলা ।
 তুমি পাতশার ডরে, নত হয়ে ভক্তি ভরে,
 এক মনে মোরে স্তুতি কৈলা ॥
 আমি তোঁরে তুষ্ট হয়ে, ডাকিনী ষোগিনী লয়ে,
 উপদ্রব করিচু মহারে ।
 পাতশা মানিয়া মোরে, রাজাই দিলেক তোঁকে,
 মহাশুখে তুমি এলা ঘরে ॥
 শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি ।
 অকস্মাতে তুমি সেই, মোর পূজা কৈলে এই,
 আমি অকমঙ্গলা কহিচু ।
 ব্রত হৈল পরকাশ, এবে চল স্বর্গবাস,
 এই বর পূর্বে দিয়াছিচু ॥
 শুন শুন অরে ভবানন্দ ।
 মোর অকমঙ্গলায়, অমঙ্গল দূরে যার,
 শুনিল না হয় কতু মন্দ ॥

অন্নদা অর্থাৎ গীত, রুচিবারে নিয়োজিত,
কৈলা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ।
বন্দীয়া গোবিন্দ পায়, রায় গুণাকর গায়,
পরিপূর্ণ অষ্টমঙ্গলায় ॥

রাজার অন্নদার সহিত কথা ।

ঘোরে তরাহ তারিণী । অভয়া ভয়বারিণী ॥
অম্বিকা অন্নদা, শকরা শারদা,
জয়ন্তী জয়কারিণী ।
চামুণ্ডা চণ্ডিকা, করালী কালিকা,
ত্রিপুরা শূলধারিণী ॥
মহিষমর্দিনী, মহেশ মোহিনী,
দুর্গা দৈত্যবিনাশিনী ।
ভৈরবী ভবানী, সর্বাঙ্গী কট্রানী,
ভারতচিত্তচারিণী ॥ ৫ ॥

এই রূপে পূর্ব কথা বিশেষ कहিয়া ।
মহামায়া মায়াজাল দিল যুগাইয়া ॥
মোহ গেল জাতিস্বর হৈলা তিন জন ।
দেখিতে পাইল সর্ব পূর্ব বিবরণ ॥
মজুমদার কন আর এথা নাহি কাজ ।
অব্যাজে দেখিব গিয়া বাপ যক্ষরাজ ॥
চন্দ্রযুখী পদ্মযুখী কান্দে নানাহাঁদে ।
স্বশুর শাশুড়ী দেখিবারে প্রাণ কান্দে ॥

অন্নদামঙ্গল ।

দেবীর চরণে ধরি কঁাদে তিন জন ।
লয়ে চল এখা আর নাহি প্রয়োজন ॥
অন্নদা কহেন চল বাজ নাহি আর ।
প্রিয়পুত্র সেই তারে দেহ রাজ্যভার ॥
মজুমদার কন আমি কি জানি তাহার ।
উপযুক্ত বুঝিয়া নিযুক্ত কর তার ॥
অন্নদা কহেন তবে ভবিষ্যত কই ।
মোর প্রিয় গোপাল ভূপাল হবে অই ॥
সমাদরে মোর ঝাঁপী রাখিবেক এই ।
যার স্থানে ঝাঁপী রবে রাজা হবে সেই ॥
গোপালের পুত্র হবে বড় তাগাধর ।
রাঘব হইবে নাম রাঘব সোমর ॥
দেগাঁয়ে আছিল রাজা দেপালকুমার ।
পদশ পাইরাছিল বিখ্যাত সংসার ।
আমার কপটে তার হয়েছে নিধন ।
রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্য ধন ॥
গ্রাম দীঘী নগর সে করিবে পত্তন ।
দীঘী কাটি করিবেক শঙ্কর স্থাপন ॥
তার পুত্র হইবেক রাজা কদ্ররায় ।
বাড়িবেক অধিকার আমার দয়ায় ॥
গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে শঙ্কর স্থাপিবে ।
পৃথিবীতে কীর্তি রাখি কৈলাসে যাইবে ॥
তিন পুত্র কদ্রের হইবে নিকপম ।
রামচন্দ্র বড় রামজীবন মধ্যম-॥

রামকৃষ্ণ ছোট তার বড় ব্যবহার ।
 রামচন্দ্র নিধনে রাজাই হবে তার ॥
 জিনিবেক সভাসিংহ আদি রাজারাজী ।
 সোমবাগ করি নাম হবে সোমবাজী ॥
 এই ঝাঁপী হেলন করিবে অহঙ্কারে ।
 সেই অপরাধে আমি ছাড়িব তাহারে ॥
 নিধন করিব তারে দরবারে লয়ে ।
 রাজ্য দিব রামজীবনেরে তুচ্ছ হয়ে ॥
 অবিরোধে তার ঘরে থাকিব সচ্ছন্দে ।
 রাজাই করিবে রামজীবনে আনন্দে ॥
 তিন পুত্র হবে তার প্রথম ভাষ্যায় ।
 রাজা রামকৃষ্ণ রায় রঘুরাম রায় ॥
 ভূমিদান দয়া দর্প রাজধর্ম বলে ।
 রঘুবীর খ্যাত হবে ধরণীমণ্ডলে ॥
 তার পুত্র হবে কৃষ্ণচন্দ্র মতিমান ।
 কাশীতে করিবে জ্ঞানবাণীর সোপান ॥
 বিগ্রহ ত্রাণাদেবমূর্তি প্রকাশিয়া ।
 নিবাস করিবে শিব নিবাস করিয়া ॥
 আমার প্রতিমা পূজা প্রকাশ তাহাতে ।
 কত কব তার বশ বুঝিবা ইহাতে ॥
 শাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে(১) ।
 বরগীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে ॥

(১) মাতৃকা ১৬ ও যোগিনী ৬৪ অর্থাৎ ১৬৬০ শকে বরগীর
 ভ্রমণ হইবে ।

আলিবর্দি রুফচন্দ্রে ধরি লয়ে যাবে ।
 নজরানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে ॥
 বন্ধ করি রাখিবেন মুক্শিদাবাদে ।
 মোরে স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে ॥
 স্বপ্নে দেখা দিব অন্নপূর্ণা রূপ হয়ে ।
 এই গীতে পৃষ্ঠার পদ্ধতি দিব কয়ে ॥
 সভাসদ তাঁহার ভারতচন্দ্র রায় ।
 ফুলের মুখটী নৃসিংহের অংশ তার ॥
 ভূরিশিটে ভূপতি নরেন্দ্র রায় স্মৃত ।
 রুফচন্দ্র পাশে রবে হয়ে রাজ্যচ্যুত ॥
 ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক ।
 অলঙ্কার সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যাপক ॥
 পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারশী ।
 দয়া করি দিব দিব্য জ্ঞানের আরশী ॥
 জ্ঞানবান হইবে সে আমার কুপার ।
 এই গীত রচিবারে স্বপ্ন কব তার ॥
 রুফচন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুসারে ।
 রায় গুণাকর নাম দিলেক তাহারে ॥
 সেই এই অম্বদামঙ্গল অনুসারে ।
 অষ্টাহ বঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে ॥
 ডীউসাঁই নীলমণি কঠ অভরণ ।
 এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন ॥
 শুনিয়া কহিল ভবানন্দ মজুমদার ।
 জগত দেখিয়া তুমি যে ইচ্ছা তোমার ॥

যে জ্ঞান তা করিবে কি কাজ মোরে কয়ে ।
তিলেক বিলম্ব নাহি চল মোরে লয়ে ॥
বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিকুপিতা(১) ।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিল ॥

মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা ।

ভবানন্দ মজুন্দার, স্মৃতে দিয়ে রাজ্য ভার,
বাপ মায় প্রবোধ করিয়া ।
পূর্ব কথা মনে করি, বসিলেন ধ্যান ধরি,
স্বর্গে যান শরীর ছাড়িয়া ॥
সীতারাম মজুন্দার, করিছেন হাহাকার,
প্রজাগণ কাদিয়া বিকল ।
অমাত্য অপত্যগণ, সবে শোকে অচেতন,
ক্রন্দনে উঠিল কোলাহল ॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী, স্বর্গে যাইবারে সুখী,
সহমতা হইল হাসিয়া ।
চড়িলা পুষ্পক রথে, চলিলা অলকা পথে,
যতক্ষণে বেষ্টিত হইয়া ॥
অন্নপূর্ণা আগে আগে, সখীগণ চারিভাগে,
পিছে নলকুবর চলিলা ।
কুবের যক্ষের পতি, শোকেতে পীড়িত অতি,
পুত্র দেখে আনন্দ পাইলা ॥

১) বেদ ৫, ঋষি ৭, রস ৩, ব্রহ্ম ১, অর্থাৎ ১৩২৪ শক ।

পুত্র পুত্রবধূ লয়ে, কুবের মানন্দ হয়ে.
 পূজা কৈলা অন্নদা চরণ ।
 কুবেরের পূজা লয়ে, দেবী গেলা ভূষ্ঠ হরে,
 কৈলাসে যেখানে পঞ্চানন ॥
 অন্নপূর্ণা অজার্কিতা, অর্পণা অপরাজিতা,
 অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অম্বা ।
 অধিকারী অমুপমা, অকল্পতী অনুভবা,
 অনির্কাচ্যা অরূপা অসমা ॥
 ক্ষুধাহরা ক্ষামোদরী, ক্ষান্তি ক্ষিতি ক্ষপা করি.
 ক্ষুদ্র আমি কি আছে ক্ষমতা ।
 ক্ষিপ্ত আমি কোত কত, ক্ষুণ্ণ কহিয়াছি কত,
 ক্ষম্য রূপা ক্ষীণেয়ে ক্ষমতা ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি, করিলেন অনুমতি.
 সেই মত রচিয়া বিধানে ।
 ভারত যাচয়ে বর, অন্নপূর্ণা দয়া কর,
 পরীক্ষিত ভন্ন ভগবানে ॥

সমাপ্তঃ ।

চৌর পঞ্চাশৎ

মৃত মহাত্মা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরর বিজ্ঞান-
সন্দর্ভোপাখ্যানে কেহ কেহ প্রসিদ্ধ চৌরপঞ্চাশিক
প্রমুখ সন্নিবেশিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু
তাহা ন্যায়সিদ্ধ নহে যেহেতু তাহা ভারতের রচিত নহে,
হাঁ তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন।

কেহ কেহ কহেন বিজ্ঞানসুন্দরের অপকৃপ কাণ্ড বর্জ-
নামে না হইয়া অপর কোন প্রদেশে হইয়াছিল, তাহা
রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বরকচিকর্তৃক কাব্যাকারে
তৎকালে বিরচিত হয় কিন্তু এ বিষয় কেহই নিশ্চয়
কহিতে পারেন না এবং সেই কাব্যও কোন স্থানে দৃষ্টি
গোচর হয় না, বাহা হউক রাজা বীরসিংহের নিকট
সুন্দরের পরিচয় হলে ভারতচন্দ্র রায় চৌর পঞ্চাশিকের
প্রতিপন্ন শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া আমরা সেই
পঞ্চাশৎ শ্লোক অত্র গ্রন্থের পরিশেষে প্রকাশ করিলাম।

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং,

ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীম্।

সুপ্তোখিতাং মদমবিহ্বললালসাদীং,

বিদ্যাং প্রমাদগনিতামিবিচিন্তয়ামি ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ । — বিদ্যাপক্ষে ।

অদ্যাপি সঙ্কটে পড়ে হারাই জীবন ।
 তথাপি বারেক চিন্তা বিদ্যার কারণ ॥
 সুরচন্দ্র কদাম তুল্য রূপ তার ।
 গৌরাজ তেমতি শোভা তব তময়ার ॥
 অকণ উদয়ে গেন প্রকল্লকমল ।
 বিছার বদন শোভে তেমতি বিমল ॥
 গৌরদেহে কিবা শোভে কৃষ্ণলোমাবলী ।
 সিন্ধুরের বিন্দু মাঝে তলকা আবলী ॥
 বখন শয়ন হৈতে নিদ্রা হয় ভঙ্গ ।
 কামরমে বিহ্বল লালস হয় অঙ্গ ॥
 প্রমাদেতে পড়ে আমি পরাণ হারাই ।
 মুহূর্ত্তেক বিছারূপ চিন্তা করে যাই ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । — কালীপক্ষে ।

কনকচন্দ্রকদাম মুদ্রা দক্ষকরে ।
 আশীর্বাদ বরাভয়যুক্ত সর্বো ধরে ॥
 যে গুণে বিভব নাম হয়েছে অভয়া ।
 নিজগুণে কৃপা করি কর মোরে দয়া ॥
 অর্গোরী শঙ্কতে মহামেষপ্রভা জানি ।
 নীলপদ্ম প্রকাশিত বদন বাখানি ॥
 শিবের বচনে যোগতত্ত্বমতে বলি ।
 নাভিদেশে আছে তব নীল লোমাবলী ॥

সুপ্ত শব্দে শরনে আছেন ত্রিলোচন ।
 তন্ত্ৰাশ্রয়ি দিগম্বরী কর আরাহণ ॥
 কার্ত্তিকের জন্মকালে শুনেছি পুরাণে ।
 উপস্থিত হল কাম শিব সন্নিধানে ॥
 ক্রকুটি লোচনে ভস্ম হইল মদন ।
 মদন বিহ্বল নাম হইল তখন ॥
 তাঁহার সহিত যেরা লালসিত অঙ্গ ।
 প্রমাদেতে পড়ে করি তাঁহার প্রসঙ্গ ॥
 বিজ্ঞা নামে দশ মহাবিজ্ঞার বর্ণনা ।
 উক্তসারে আগে যারে করেছে গণনা ॥ ১ ॥

অদ্যাপি তাঃ শশিমুগীঃ নবযৌবনাঢ্যঃ
 পীনস্তনীঃ পুনরহঃ যদি গৌরকাঙ্ক্ষিঃ ।
 গলাগমি মন্মথশরানলপীড়িতানি
 গাত্রাণি সংপ্রতি করোমি স্মৃশীতলানি ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ । — বিদ্যাপক্ষে ।

অদ্যাপি অশেষ ক্রেশ রজ্জুর বন্ধনে ।
 বিশেষতঃ শরানেলে দহিছে মদনে ॥
 এ তাপ নাশের হেতু সেই সুলোচনা ।
 নবযৌবনেতে পূর্ণচন্দ্রনিভাননা ॥
 তাহে উচ্চ স্তনভার গৌরবর্ণ কাঙ্ক্ষি ।
 কামবাণ পীড়িতের স্মমজল শাস্তি ॥
 এখন বারেক যদি পাই দরশন ।
 সকল শরীরে হয় সুখা বরিষণ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

যেমন আমারে পূর্বে করেছিলে দয়া ।
 অদ্যপি সে রূপ যদি দেখি গো অভয়া ॥
 কিবা রূপ চন্দ্র তুলা আশ্র শোভে য়ার ।
 শশিমুখী বলি তেঁই স্তুতি করি তাঁর ॥
 অরি বলি মহাকালী বীজ প্রকরণে ।
 চন্দ্রমুখে চন্দ্রবিন্দু তন্ত্বের কথনে ॥
 উপমার কথা শুন এক মত নয় ।
 কখন সদৃশ কোথা গুণে গণ্য হয় ॥
 পুনরপি শ্যামরূপ করে বিবেচনা ।
 চিরকাল বিদ্যমান নূতন যৌবনা ॥
 পীন শব্দে উচ্চ আর স্তন শব্দে রব ।
 বড় ঘোর শব্দ যুদ্ধে বুঝার ভৈরব ॥
 অভিধানে গৌর শব্দে শ্বেতবর্ণ কর ।
 সেই বর্ণযুক্ত শিব বুঝার নিশ্চয় ॥
 সেই দেবকান্ত য়ার নাম গৌরকান্তি ।
 রূপা করি মাছেখরি মোরে কর শাস্তি ॥
 দেব আদি সবাকার হরে লয়ে মন ।
 তাহাতে মন্থন নাম ধরিল মদন ॥
 মন্থনের শর করে শর শব্দে নাশ ।
 হইল মন্থন শর নামের প্রকাশ ॥
 সেই নামে শক্তি হয় অগ্নি রূপ যার ॥
 এমন শিবের কাছে সদা ক্রীড়া তাঁর ॥

সে রূপ সংপ্রতি যদি পাই দরশন ।
সুখীতল তমু তবে করি এইক্ষণ ॥ ২ ॥

অদ্যাদি তাং যদি পুনঃ কমলায়তাক্ষীং,
পশ্যামি পীবরপয়োধর ভারথিহ্মাং ।
সংপীড়্যবাহুযুগলেন পিবামি বজ্রুঃ,
মুম্বত্ৰসন্মাপুরুষঃ কমলং যথেষ্টং ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে ।

১

যে স্থখেতে এত কাল সুখী ছিল মন ।
অদ্যাপি মরণকালে হতেছে মরণ ॥
পুনরপি পাই যদি কমললোচনী ।
ইহ জন্মমত সাধ সাধিব এখনি ॥
কিবা উচ্চ পয়োধর ভারে দেহ কীণ ।
তিলেক অন্তরে যারে নাহি ভাবি ভিন ॥
সেই উচ্চ কুচ দৃষ্ট হয় এ সময় ।
সংপীড়নে সুখী তবে বাহুযুগ হয় ॥
তার মুখপদ্মে নিজ মুখ মিশাইয়ে ।
পুরাণ মনের আশা তার মধু খেয়ে ॥
উন্নত আলিতে বহু করে অন্বেষণ ।
সম্মুখেতে পায় যদি কমলকামন ॥
তেমন সে মধুকর হয়ে হর্ষবান ।
উদর পুরিয়ে অলি করে মধুপান ॥

ভেমতি হরিষ যুক্ত হয় মোর মন ।
মরণকালেতে হৃদা করিব ভোজন ॥ ৩ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

বাঁর লীলা পূর্বকালে পাষণ তনয়া ।
অদ্যপি উদয় মনে সে রূপে অভয়া ॥
অবোধ তনয়ে কৃপা করো গো প্রকাশ ।
সঙ্কটে অভয় দেহ পাইয়াছি ত্রাস ॥
প্রফুল্ল কমল তুলা চক্ষু যার জ্ঞানি ।
কমলায়তাকী বলে তাঁহারে বাখানি ॥
কমলা শব্দেতে হয় বিষ্ণুর রমণী ।
সেই বিষ্ণু নিজ চক্ষু দিলেন আপনি ॥
দান পায়ে মহাদেব করেন ধারণ ।
সে বড় অদ্ভুত কথা কহি সে কারণ ॥
পুরাণেতে উক্ত আছে হর পূজে হরি ।
সহস্রক পদ্য তাহে নিরূপণ করি ॥
এক দিন হরিভক্তি পরীক্ষা কারণে ॥
যোগেশ্বর এক পদ্য রাখিল গোপনে ॥
পূজাকালে এক পদ্য অমিলন হৈল ।
উঠায়ে আপন চক্ষু শিবে পূজা টেকল ॥
কমলাক্ষ নাম শিষ হইল তখনি ।
কমলায়তাকী কালী তাঁহার রমণী ॥
পীবর শব্দেতে পুষ্ট পয়োধর তাঁর ।
মহাদেয় সম প্রভা হইরাছে বাঁর ॥

জন্ম যদি সেই রূপ পাই দরশন ।
 এ সঙ্কটে হয় তবে সফল জীবন ॥
 সংপীড়া নামেতে কালী শুন ত্যজি ভ্রম ।
 যে কালে হইল নাম ক্রমে বলি ক্রম ॥
 সংশঙ্কেতে সমুদয় পীড়ার জনন ।
 সংসার মধ্যেতে করিলেন জিনয়ন ॥
 তাহাতে সংপীড় নাম ধরে জিপুয়ারি ।
 সংপীড়িতা হয় নাম পাষণ্ডুমারী ॥
 অশঙ্কে বিষ্ণুর নাম পুরাণে বিদিত ।
 বাহ্যদুগে চতুর্ভুজ অতি সুশোভিত ॥
 বিষ্ণুর জননী রূপে যথা বিষ্ণুযুখে ।
 অতি স্নেহে চুষন করিল মহাসুখে ॥
 বালকের অতিশয় স্নেহের কারণে ।
 অলি যেন মধুপান করে পদ্মবনে ॥
 সেই রূপ রূপা যদি কর গো জননি ।
 গর্ভধারিণীর রূপ ধর মা আপনি ॥ ৩ ॥

অদ্যাপি তাং নিধুবনক্লন নিঃসহাজী,
 মাপাত্তু গুণপতিভালককুন্তসাক্ষীং ।
 প্রসন্নপাপকৃতমন্তরপাবয়ন্ত্রীং,
 কণ্ঠাবলক মৃদুবাহুগতাং স্মরামি ॥ ৪ ॥
 অস্বার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

নিধুবন শব্দে রতি বিহার বুঝায় ।
 তাহার যে ক্রম ক্রেশ সয়েছেন তাঁরা

আর এক শোভা তার কিবা মনোহর ।
 অলকা শোভিছে পাণ্ডু গণ্ডের উপর ॥
 তাহাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়িয়াছে কেশ ।
 কমলেতে ভ্রমে যেন ভ্রমর বিশেষ ।
 তাহার নিকটে কিবা শোভা চমৎকার ।
 ধ্বজন গঞ্জিত আঁখি দেখেছি তাহার ॥
 পুনরপি শুন বলি মনের বেদনা ।
 অনিবার প্রেমরসে ছিল যে যাতনা ॥
 বিদ্যার সে রূপ যদি অনুরোতে আসে ।
 হ্রস্ব হ্রস্ব হয়ে পাপ পলায় তরাসে ॥
 সুকোমল বাহুলতা বদ্ধ ভুজপাশে ।
 কণ্ঠে অবসক্ত আছি প্রেমের আবাসে ॥
 এখন বধিবে যদি জীবন আমার ।
 সে প্রেমে করহ রাজ্য আগেতে উদ্ধার ॥
 ক্ষণেক বিলম্ব কর শুন নরপতি ।
 বিদ্যার স্মরণে আনি স্থির করি মতি ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

অদ্ভুত শৃঙ্গারে যথা নিধুবন জানি ।
 তাহার যে ক্রম ক্রেশ সহে শূলপাণি ॥
 বিপরীত রত্নাতুর হইয়া মহেশ ।
 অধতে পুরুষ উর্দ্ধে নারী তেঁই ক্রেশ ॥
 এখন শিবের সহ হইয়াছে অর্দ্ধাঙ্গী ।
 তাহাতে শ্যামার নাম ক্রমনিঃসহাঙ্গী ॥

কিবা কালিকার শোভা উপমা কি দিব ।
 পাণ্ডুবর্ণ আভা পদতলে পড়ে শিব ॥
 বিরিক্ত বাঞ্ছিত পদ শরণাভিলাষে ।
 আলুয়ে পড়েছে কেশ শ্যামাপদ পাশে ॥
 সেই যে পতিত কেশ শিবগণ্ডে শোভে ।
 নত্ন অলিগণ যেন ভ্রমে মধুলোভে ॥
 অবল বর্ণেতে কেশ অলকা আবলি ।
 সেই কেশ হতে মাকে মুক্তনেশী বলি ॥
 ধ্বংস কৃষ্ণ মধ্যে দেখ অকণ বরুণ ।
 কিবা শোভা হতেছে শিবের ত্রিনয়ন ॥
 এমন শিবের নারী হয়েছেন যিনি ।
 হাতে অকলাবলি কুন্তলাকী তিনি ॥
 তত্ত্বের যত পাপ করেন প্রনাশ ।
 দে দেবে আচ্ছন্ন করি করিছেন বাস ॥
 কণ্ঠে আভরণ শব মুণ্ডমালা পরি ।
 অবলা হইয়া রামা বিক্রমে কেশরী ॥
 অস্ত্রের বাহুল্য কটিতে বিরাজে ।
 কিবা শোভা হতেছে কিঙ্কিনী রূপ সাজে ॥ ৪ ॥

তদ্যপি তাং সুরতজাগরঘূর্ণমানং,
 তিষ্ঠ্যগ্গলন্তরলতারকমাবহন্তীং ।
 সৌরসারকমলাকররাজহংসীং,
 ব্রীড়াবনব্রবদনানুরসি স্মরামি ॥ ৫ ॥

অসার্থঃ ।—বিদ্যাগক্ষে ।

যে যাতে অপূৰ্ণ রত সেইত সুরত ।
 সুরতেতে জাগরণ করে অবিরত ॥
 নিদ্রাবশে কামরমে হয়ে পতিপ্রাণা ।
 এই হেতু সুরত জাগরণঘূর্ণমানা ॥
 কামোল্লাসে প্রেমরমে হয়ে বিবসনা ।
 সচঞ্চল ঝলমল সুহাস্য বদনা ॥
 সে সময় কিবা হয় বদনের শোভা ।
 প্রাসমান শশী হেন হয় মধুলোভা ॥
 ভালে সিন্দূরের বিন্দু বিজলি খেলায় ।
 বিমানেতে তারাগণ পতনের প্রায় ॥
 কমল শব্দেতে জন্মস্থান পদ্মাকর ।
 এই হেতু বুঝালেক নাম সরোবর ॥
 শৃঙ্গারের সারাৎসার সরোবর মাজে ।
 রাজহংসী রূপ ধরে অদ্বুত বিরাজে ॥
 কামিনীস্বভাবধর্ম সলজ্জিতা হয় ।
 মধুদান দিয়া অধোবদনেতে রয় ॥
 আমার হৃদয়ে সেই তদ্যাপি তেমন ।
 অতুল সঙ্কটে তবু না ভুলিল মন ॥ ৫ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

সুরত শব্দেতে জেনো এসব সংসার ।
 তাহার সংহাররূপে জাগরণ যার ॥

সুরত জাগর রূপ ধরেন মহেশ ।
 তাহার সহিত ক্রীড়া যে করে বিশেষ ॥
 বিপরীত রতাকুরা হয়েছে শিবানী ।
 অতিব্যস্তরূপা তেঁই ঘূর্ণমানা জানি ॥
 বিমানেতে মহামেষ যটা মধ্যভাগে ।
 তারাগণ পতন যেমন শোভে আগে ॥
 বক্র গতি ভ্রমে অতি চপলা যেমন ।
 সিন্ধুর বিন্দুর পাশে শোভিছে চন্দন ॥
 উপাদান করে সার শৃঙ্গার রসের ।
 হয়েছে শৃঙ্গারসার নাম মদনের ॥
 তাহার কমলাকর কাস্তি যে শোভার ।
 সে শোভা বিনাশে প্রভা দেখি হেন যার ॥
 তথাপি শৃঙ্গারসার করি ত্রিলোচন ।
 ক্রীড়া পক্ষিরূপা যেবা তাহাতে মগন ॥
 অকথ্য ঐশ্বর্য যার কে করে গণনা ।
 অশেষ বিশেষ রূপে করে বিবেচনা ॥
 লজ্জামাত্র লজ্জা পেয়ে করেছে পয়ান ।
 দিগম্বর নাম তাহে হয়েছে বিধান ॥
 সেই শিবে অবিলম্ব বদন বাঁহার ।
 এমন স্ত্রীমার পদযুগ করি সার ॥ ৫ ॥

অদ্যাপি তাং সুরততাপ্তবসুধধারীং,
 পূর্ণেন্দুসুন্দরসুখীং মদবিহ্বলাঙ্গীং ।
 তদ্বীং বিশালজঘনাং স্তনভারনম্রাং,
 ব্যালোলকুন্তলকলাপবতীং স্মরামি ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

কল্পপের লীলা ছল কত কব আর ।
 গীত বাদ্য নাট্য আদি নানা রস তার ॥
 পৌর্ণমাসী শশীমুখী মনোবিহারিণী ।
 কামরস নর্তনের সূত্র বিধায়িনী ॥
 স্ত্রীলাকার জঙ্ঘা তার উচ্চ পয়োধর ।
 সুশোভনা কুঞ্জকেশী মধ্য কীণতর ॥
 এই রূপ শুন ভূপ দেখিয়া বিছারে ।
 অকুল হয়েছে প্রাণ অকুলপাথারে ॥
 এখন আমাকে কর লক্ষ অপমান ।
 বিছার কারণে হয় সুখ সম জান ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কাণীপক্ষে ।

পুরাণেতে ব্যক্ত আছে ত্রিপুরারি লীল।
 ভ্রুকুটি ভঙ্গিমা করি নৃত্য আরস্তিলা ॥
 পদাধাতে মহী তাতে যায় রসাতল ।
 ঈশ্বর আদি বিধি বিষ্ণু হইল অবল ॥
 নর্তনের মূলসূত্র বিধি করে দিয়া ।
 অচেতন ত্রিভুবন সকলি রাখিয়া ॥
 তাহাতে আপনি রক্ষা কর ত্রিলোচনী ।
 ধরিয়া মোহিনী রূপ হরসম্মোহিনী ॥
 ভালে আসি বসি শশী হৈল দীপ্তকর ।
 সুশোভনা মধ্যকীণা পুষ্ট পয়োধর ॥

অনিয় পড়েছে কেশ আপাদ অবধি ।
কোটী কামদেব লজ্জা পায় নিরবধি ॥
এবেশে মহেশে স্থির করেছ অমনি ।
বকুহীনে অকিঞ্চনে তার গো জ্ঞাননি ॥
অদাপি আশায় করি শুন মহামায়া ।
বিপদে পড়েছি মা গো দেহ পদছায়া ॥ ৬ ॥

অন্যাপি তাং মহাশয়চন্দনচর্চিতাজীং,
কম্পুরিকাগরিমলেন বিসর্পিগন্ধাং ।
জাপেন্দুরেখপরিশীলিতভালরেখাং,
মুক্তাতিবামনয়নাং শয়নে স্মরামি ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে

শূকচন্দন সর্ব দেহে লিপ্ত করে ।
কুম্ভকম্পুরী গন্ধ আদি যুক্ত পরে ॥
চন্দ্রখণ্ড সম রেখা কপালে ভূষণ ।
শুভ্র মল্লিকার মালা গলেতে শোভন ।
শুক্লবর্ণে সর্ব গাত্র রাখে মিশাইয়া ।
মুক্তাবেশে দ্বারদেশে শয়ন করিয়া ॥
লুকায়ে রাখিল তনু পরম যতনে ।
আমাকে দর্শন দিল বহু অস্বেষণে ॥
সেই দিন সেই রূপ হল চমৎকার ।
অন্যাপি স্মরণ মনে ছর বারবার ॥ ৭

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

এক দিন ভক্তিভাব পরীক্ষার তরে ।
 ভুল করি আসি'ছিলে হৃদয় বেশ ধরে ॥
 কালীরূপে ভাবে মোরে সতত কুমার ।
 অগ্র রূপ আজি দেখি কি ভাব তাহার ॥
 সে দিন যে রূপ মোরে দিলা দরশন ।
 এ সঙ্কটে সেই রূপ করিয়ে ভাষন ॥
 এত বলি আরবার ককণা করণ ।
 কালীপদে কবিতার অর্থ নিরূপণ ॥
 মেঘ কাদম্বিনী রূপ করিতে উত্তাক্ত ।
 অশ্রু চক্ষুনে দেহ করে শোভা ব্যাক্ত ॥
 কস্তুরী কক্কোল আদি লেপন করিয়া ।
 কেশাদির কৃষ্ণবর্ণ গোপন রাখিয়া ॥
 ভালে অর্দ্ধশশী ভাল হইল উদিত ।
 মালতী শিরীষ পুষ্প দেহেতে ভূষিত ॥
 শঙ্করের সতত জ্ঞানিবে সমাচার ।
 অতিশয় তেঁই অতি বাম নাম তাঁর ॥
 অতিশয় বামে শিবে যাঁহার লোচন ।
 মুগ্ধ হয় এই বামনয়না লক্ষণ ॥
 পুনর্বার বলি আর তজ্জের লিখন ।
 সেই শিবোপরি যাঁর হয়েছে শয়ন ॥
 শিবশক্তি করি ভক্তি ডাকি একবারে ।
 শয়নে স্মরণ করি তার গো আদারে ॥ ৭ ॥

অন্যাপি তাং নিধুবনে মধুপানপাত্রীং,
 লীলাং হরাং কুশলুং চপলায়তাক্ষীং ।
 কাশ্মীরকন্দমুগনাভিকৃতাস্রাগাং,
 কপূরপুগপরিপূর্ণমুখীং স্মরামি ॥ ৮ ॥

অন্যার্থঃ ।—বিন্যাপকে ।

তব কন্যা নিধুবনে শৃঙ্গারের স্থানে ।
 মধুপানপাত্রী হয়ে তোষে মধুদানে ॥
 পুনরপি সেই কালে তোমার যে স্মৃতি ।
 গানে অতি স্বাদুবতী হলো রসযুতা ॥
 মদনের মত্ত গজ শাসনের তরে ॥
 অপূর্ব অকুশ চিহ্ন তব্ব শোভা করে ॥
 ষষ্ঠল খঞ্জন আঁধি বিজলির প্রায় ।
 মেঘ সম শোভা করে কঙ্কল তাহার ॥
 হুগনাভি আদি করি সুগন্ধ বাহার ।
 কপূরাদি পূর্ণমুখী সুধার আধার ॥
 তার মধুপানে মোর না হবে মরণ ।
 তেঁঞ করি এ সঙ্কটে তাহারে স্মরণ ॥ ৮ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীগকে ।

নিধুবন বলি সম শৃঙ্গার বিধান ।
 মধুপানপাত্রী হয়ে কর অধিষ্ঠান ॥
 মধুবন ব্যক্ত আছে তত্ত্বের বচনে ।
 তাহার দৃষ্টান্ত এই শুনেছি অবগে ॥

সৰ্ব্ব দেব ভোজ্যাময় হন যে সময় ।
 দেবগণ ভূষণ দিলেন অতিশয় ॥
 মধুপানপাত্র দিল কুবের যখন ।
 মহিষ-মর্দনে মধুপানযুক্ত হন ॥
 মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে বাস্তব সমুদয় ।
 সেই হেতু মধুপানপাত্রী বলে কয় ॥
 অতিশয় আশ্বাদনে হইয়া নিযুক্ত ॥
 মুখের বাহিরে ভিহ্বা করে পরিমুক্ত ॥
 বরাজনা সুবদনা পিঙ্গললোচনী ।
 কাম্বীর কন্দল আদি অগন্ধমোহিনী ॥
 লবঙ্গ কপূর পৃগ মিলিত তাম্বুল ।
 পরিপূর্ণ মুখে আভা হতেছে ততুল ॥
 সেই মুগশশি চিন্তা করি বারে বারে ।
 অন্তকালে যেন শ্রামা নিস্তার আমারে ॥ ৮ ॥

অদ্যাপি তৎক্রমপতনাদিরাপরাগ-
 . প্রবেদবিন্দুবিততং বদনং প্রিয়ায়াঃ ।
 অস্তে স্মরামি রতিখেদবিলোলনেত্রে,
 রাহুপরাগপরিমুক্তমুখং স্মরামি ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাগক্ষে ।

ক্রমে ক্রমে যার, সুধা মধু সার,
 ধরা পতনের শোভা ।
 যেই ইন্দুকণা, শোভে সুবদনা,
 চকোরের মনোলোভা ॥

রাহ মুক্ত শশী, বদন ছরষি,
 লোচনের কি ভঙ্গিমা ।
 যার দেখা তরে, রতি খেদ করে,
 রূপের নাহিক সীমা ॥
 এই অন্তকালে, যা থাকে কপালে,
 প্রাণ চায় দেখিবারে ।
 শুনে নরবর, কম্পে কলেবর,
 রার ভাবে কালিকারে ॥ ৯ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

অধাপানে যত, ক্রমাগত তত,
 হতেছে কত পতন ।
 ধারা সম করে, অধা বিলু করে,
 ইন্দ্রধনু অুবদন ॥
 শরদিব্দ যত, সে বদনে কত,
 কিবা শোভা আলোচনে ।
 রতি অভিলাষ, করে সর্বনাশ,
 মহেশ রাখে মোহনে ॥
 মুখ ইন্দীবর, নিম্নি অধাকর,
 স্মরণে মরণ যায় ।
 কাল সম রার, বধে বা আয়ার,
 না দেখি কোন উপায় ॥ ৯ ॥

অদ্যাপি তন্মুখশশী পরিবর্ততে মে,
 রাত্রৌ ময়ি স্মৃতবতি ক্রিতিপালপুত্র্যা ।

জীবন্তী মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ,
বর্ণেহুতং কনকপত্রম্ণালপদ্ম্য ॥ ১০ ॥

অসার্থঃ ।—বিন্যাপকে ।

মানৈর্মোনী হয়ে দুঃখী, বিরসেতে শশিনুখী,
একা বসিয়াছে ক্রোধাগারে ।
মান করি অতি ভার, তাজি নিজ অলঙ্কার,
সখীগণ প্রবোধিতে নারে ॥
আলু থালু বরে কেশ, হয়ে অতি ছিন্নবেশ,
অর্জু হজে আহুয়ে বসন ।
হয়ে অতি অভিমানী, গণ্ডে দিয়া সব পাণি,
নিশ্বাস ছাড়রে ঘমেঘন ॥
এ বেশে দেখিয়া তার, ভাবি কত ভাবনায়,
কখন না দেখি যে এমন ।
আমি বলি একি ধনী, সেতো নাহি করে ধনি,
তাছাতে দুঃখিত মোর মন ॥
যত বলি অপরাধ, তত ঘটে পরমাদ,
কটাক্ষ দর্শনে নাহি চায় ।
হেট করি রহে মুণ্ড, বিধৃত হয়েছে তুণ্ড,
বিচ্ছেদ অমল জ্বলে তার ।
আমি নহি অপরাধী, মিথ্যা মানে কর বানী,
ক্ষমা কর নিজ দাস বলে ।
হলে তব মতে মত, নুহে কোন অস্ত্র মত,
প্রতিফল তারি মত ফলে ॥

যার সঙ্গে বার মাস, করি একত্রেতে বাস,
 তার সনে বিরোধে বারেক ।
 তাহাতে না কবে কথা, আমি যাব যথা তথা,
 প্রাতে উঠি ধরি কোন ভেক ॥
 একপে কুণ্ঠিত হয়ে, সাধিলাম কত করে,
 মৌনে রয় হয়ে অভিমানী ।
 তবে আমি সে সময়ে, নাসিকাতে তৃণ লয়ে,
 হাঁচিলাম বলিবারে বাণী ॥
 স্নুৎপতন জুস্ত সব, জীবতিষ্ঠাঙ্গুলী রব,
 ব্রহ্মবধ পাপ না বলিলে ।
 না कहিল সে বচন, তাজে ছিল আভরণ,
 কর্ণকুল কর্ণমূলে দিলে ॥
 দেখিলাম বিধিমতে, পতির কলাগ মতে,
 জীব বলা হইল প্রকারে ।
 স্তব্ধজি এরূপ যার, তারে মোর পরিহার,
 কি করিব মান ভাজিবারে ॥ ১০ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

কৃতাজ্ঞানি করে কই, নাহি জানি তোমা বই,
 ছাড়িলে কি সে সকল মায়া ।
 বাঞ্ছাকম্পতক বলে, পূর্বেতে সদয় হলে,
 সে দয়া লুকালে মহামায়া ॥
 কুপাদৃষ্টি আমা পানে, তখন এ সব স্থানে,
 মূর্ত্তিভেদ করিলে অশেষ ।

এক দিন রাত্রি ভাগে, শ্মশানে প্রকট আগ্নে,
 ক্রোধবেশে করি রূপালেশ ॥
 অতিশয় প্রয়োজনে, প্রাণপণ আবাহনে,
 ডাকি গো শ্মশানে হয়ে বাসী ।
 না আইলে শীঘ্রগতি, ভ্রান্ত হলো মোর মতি,
 ক্রোধ কৈলে পুনরপি আসি ॥
 তখনি অমনি দেখা, ভালে শশি খণ্ড রেখা,
 কালায়ুক বিকট দশন ।
 করালবদনী ভীতি, পদ ভরে কাঁপে ক্ষিতি,
 কোকনদচ্ছবি ত্রিনয়ন ॥
 ভয়ে জ্ঞান পরিহরি, ভাবি কি উপায় করি;
 বিধি হর হরি পরিহারে ।
 এক যুক্তি সে সময়, মনেতে উদয় হয়,
 আশীর্বাদ লইব প্রকারে ॥
 শুনি লোক ব্যবহারে, শাস্ত্রমত অহুসারে,
 যে কথ্যেতে জীব বাক্য বলে ।
 ক্ষুৎকার করিলে পর, না করিলে প্রত্যাভর,
 আশীর্বাদ করিলে যা হলে ॥
 তার মূল কথা বলি, কর্ণে ছিল যে পুতলি,
 ভূতলে ত্যজিলে তায় রাগে ।
 পতিত সে শিশুদ্বর, রূপাদৃষ্টি পুনঃ হয়,
 উঠায়ে রাখিলা কর্ণভাগে ॥
 শিশু সবে দয়া করে, দেখাইয়া মায়া পরে,
 আমাকে করিলা রূপা শেষে ।

শক্তি হই শক্তি, এত দিন রক্ষা করি,
 পরাণ কি হারাব বিদেশে ॥
 অদ্যাপি আমার মন, না ভুলিবে ও চরণ,
 যা কর মা তোমার উচিত ।
 সূন্দর সুরস ভাষে, থাকি কালীপদ আশে,
 মায়াবশে হয়েছি মোহিত ॥ ১০ ॥

৩৬ অদ্যাপি তৎ কনককুণ্ডলমুটামাল্যং,
 তস্যাঃ স্মরামি বিপরীতরতাভিযোগে ।
 ৩৭ দোলনশ্রমজলক্ষুটসম্ভবিন্দু,
 মুক্তাফলপ্রচয়বিস্কুরিতং প্রিয়ায়াঃ ॥ ১১ ॥

অর্থঃ :—বিদ্যাপক্ষে ।

এক দিবসের কথা, এক দিবসের কথা ।
 তব কথা বিপরীত রতে হয়ে রতা ॥
 শুন অপূর্ব কথন, শুন অপূর্ব কথন ।
 রমণ করিল মোরে করি আরোহণ ॥
 সে যে কণেক রমণে, সে যে কণেক রমণে ।
 স্বভাবতঃ নারীজাতি স্বাস বহে ঘনে ॥
 দোলে কণের কুণ্ডল, দোলে কণের কুণ্ডল ॥
 পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডে যেন চন্দের মণ্ডল ॥
 শোভা কি কব তাহার, শোভা কি কব তাহার ।
 ললাটে ঘর্ষের বিন্দু যেন মুক্তাহার ॥
 সঁতি আভরণ তায়, সঁতি আভরণ তায়,
 ঘর্ষবিন্দু মতি তাহে কিবা শোভা পায় ॥

অপ্প সিদ্ধরের বিন্দু, অপ্প সিদ্ধরের বিন্দু ।
 মুকুতা সহিত শোভে যেন পূর্ণ ইন্দু ॥
 সেই প্রেমসীবদন, সেই প্রেমসীবদন ।
 অদ্যাপি মরণ দিনে করি গো স্মরণ ॥

দ্বিতীয়াংশঃ ।—কালীপক্ষে ।

আমি নিধনের কালে, আমি নিধনের কালে ।
 কালিকা স্মরণ করি যা থাকে কপালে ॥
 যোগতন্ত্রেতে শুনেছি, যোগতন্ত্রেতে শুনেছি ।
 বালিকাপুরাণ মত ধ্যানেতে দেখেছি ॥
 যথা পুরুষ প্রকৃতি, যথা পুরুষ প্রকৃতি ।
 পুরুষে উদ্ভিত নারী রমণ বিকৃতি ॥
 বিপরীত রতিকালে, বিপরীত রতি কালে ।
 কিবা শোভা মালঙ্কার সাজিয়াছে ভালে ।
 আরো কর্ণের কুণ্ডল, আরো কর্ণের কুণ্ডল ।
 দোলন ঘর্ষণে মুখ করেছে উজ্জ্বল ॥
 কিবা কবরী বন্ধন, কিবা কবরী বন্ধন ।
 মণি মুক্তা যুক্ত তাহে মিতি আভরণ ॥
 তাহে সীমন্ত মাঝারে, তাহে সীমন্ত মাঝারে ।
 সিদ্ধরের বিন্দু বেন ইন্দু নিম্নিবারে ॥
 আর দেখ তার পাশে, আর দেখ তার পাশে ।
 চন্দনের কণা যেন চপলা প্রকাশে ॥
 রতি আন্দোলন ক্রমে, রতি আন্দোলন ক্রমে,
 প্রতি লোমে ঘর্ষ দেখা দিল ক্রমে ক্রমে ।

স্নেহে অর্দ্ধ খণ্ডশী, ভালে অর্দ্ধ খণ্ডশী ।
 স্নেহে মিশালে ঘর্ম মুক্তাশ্রুণী বসি ॥
 দেখি কি কব শোভার, দেখি কি কব শোভার ।
 অদ্যপি যাগিছে সদা অন্তরে আমার ॥
 আমি ডাকি অকিঞ্চনে, আমি ডাকি অকিঞ্চনে ।
 ককণা করিয়া রাখ এ যৌর বন্ধনে ॥ ১১ ॥

অদ্যপি তাং প্রায়তন্তু দৃষ্টিপাতং,
 তস্যঃ স্মারামি পরিবিভ্রমগাতভঙ্গং ।
 বদ্যাকলন পরিধর্মি পয়োধরাশ্রুং,
 ন তচ্ছদং দশনখণ্ডনশুনকং ॥ ১২ ॥

অস্যাংগঃ—বিদ্যাপক্ষে ।

কিবা তার চমৎকার নয়ন-ভজিমা ।
 টুটিল জুড়িটি যার দিতে না হই সীমা ॥
 সজল জলদ তুল্য কজল তাহার ।
 কন্দর্পের ধনু যেন ভুক শোভা পায় ॥
 দশন কুন্দের পীতি ইন্দ্রর কিরণ ।
 নয়নের তারা তাহে হ'য়গাছে মিলন ॥
 সেই নয়নেতে যেন হয় দৃষ্টিপাত ।
 বল বুদ্ধি হীন হয় যেন অকস্মাৎ ॥
 কপাল কুরঙ্গ যেন শরজালে জ্বরে ।
 এক দুফেট চাহি থাকে বাধের উপরে ॥
 কে করিতে পারে তার দৃষ্টির বর্ধন ।
 যারে দৃষ্টিপাতে হয় নাহি স ডঙ্কন ॥

পুনর্কার শুন বলি স্বতন্ত্র লক্ষণ ।
 যখন করেন তিনি আলিঙ্গ্য মোক্ষণ ॥
 গাত্র ভঙ্গ হলে হয় তমু দীর্ঘাকার ।
 কটি কণ্ঠ জাহ্নু দৈবদ্রাক্ষর আকার ॥
 সে কালীন ভুজদ্বয় উর্দ্ধে অবসরে ।
 অঙ্গ উন্নীলন চক্ষু পার্শ্ব দৃষ্টি করে ॥
 বিরসের তুল্য হয় বদনের ছটা ।
 ঘন ঘন উঠে মুখে জুড়নের ঘটা ॥
 নাদাশ্রিতে সুদীর্ঘ নিশ্বাস করে গতি ।
 এলো কেশ শুদ্ধ বেশ মনোহর অতি ॥
 তৃতীয় সৌন্দর্য আর করি বিবরণ ।
 সূন্দরীকে কিবা শোভা করেছে বসন ॥
 হেনাদি জড়িত চিত্র বিচিত্র বরণ ।
 কোটি বিধু ভানু যেন উদিত তখন ॥
 হৃদি পরে উচ্চ কুচ কান্দি উপরে ।
 বস্ত্রের অঞ্চল তাহে কিবা শোভা করে ॥
 আর এক স্বভাব স্ত্রীলোক মাত্রে আছে ।
 ভাসূল চর্কণ করি দেখে তার পাছে ॥
 জিহ্বা মোর রক্তবর্ণ কিবা আছে ভিন্ন ।
 যদিরা দি ভোজনের দেখে তার চিহ্ন ॥
 সে সময় দুই গুঠ দুই দিকে রয় ।
 মধ্য দেশে কিবা শোভা করে দন্তচয় ॥
 সিন্দূর বরণ সব মেঘের মাঝারে ।
 চন্দ্রের মণ্ডল তাহে লাজে পরিহারে ॥

এই চারি শোভা তার করি নিরূপণ ।
অতাপি আমার মন করিছে চিন্তন ॥ ১২ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

কাতরে ককণাময়ি চাহ আমি পানে ।
রূপাসিন্ধু শুকাবে না কণা মাত্র দানে ॥
ভবানী ভরসা মাত্র সঙ্কটে এবার ।
এ সঙ্কটে ভবজায়া কর গো নিস্তার ॥
কিবা চাক শোভা দেহে আছিয়ে বিদিত ।
দিবানিশি সেইরূপ অন্তরে প্রথিত ॥
প্রণয় শব্দেতে বহু সাহস বাখানি ।
তারে ভজ করে তব দৃষ্টিপাত জানি ॥
যোৱতর ভয়ঙ্কর রাজ্য ত্রিনয়ন ।
শণী তাম্র কুশাহ্নকে করেছ সৃজন ॥
প্রজাপতি প্রভৃতি নরুতা তাব যাতে ।
স্বরাস্বর সুনিমূল যেই দৃষ্টিপাতে ॥
সদা সশক্তি প্রভা দর্শনেতে য়ার ।
অন্তকালে সেই দৃষ্টি চিণ্ডি বারেবার ॥
দুঃখদলনে বহু শ্রমযুক্তা হয়ে ।
আলস্য তঞ্জন কর অবকাশ লয়ে ॥
গাত্র তঞ্জে কি ভজিয়া লাঞ্ছিত চন্দ্ৰিমা ।
ঈষৎ বক্রোতে দেহ রূপ নাহি সীমা ॥
নয়নের কোণে কর কটাক্ষ দর্শন ।
পরিভ্রম শ্রমে ভুজ করয়ে ভ্রমণ ॥

চালন সকল তব হয় অলঙ্কার ।
 তড়িতের প্রায় যেন শোভে চমৎকার ॥
 জরোজে বিকট মূর্তি মুখের আভাস ।
 রিপু বিমোচনে যেন সুদীর্ঘ নিশ্বাস ॥
 অকণ উদয় দিকে প্রভা কিবা হয় ।
 সেই দিগমনে সবে দিগম্বরী কর ॥
 দিগদন বিশেষতঃ হৃদয় উপর ।
 বাস্তব অঞ্চল যেন শোভে মনোহর ॥
 আর এক শোভা বড় দেখেছি শ্রামার ।
 যুগ ঠৈতে মুক্তজিহ্বা হয়েছে তাঁহার ॥
 বিশ্ব জিনি ওষ্ঠাধর যেন নব রবি ।
 নথরেন্দ্র কুন্দ সম দস্তপাঁতি ছবি ॥
 কিবা শোভা কালীপদে রক্ত ইন্দীবরে ।
 মুখেতে সুধার ধারা ধরিছে অধরে ॥
 দস্তচর রিপুক্ষর করে অজস্র ।
 অদ্যাপি চিত্তনে শ্রামা দিবেন অভয় ॥ ১২ ॥

আদ্যাগ্যশোক নবপল্লবভুজাং,

চুচকাগ্রাং চুচকাগ্রাং ।

১৩ ও শ্রীভৈরব সিতপাতুরগভনেশাং,

১৪ বসন্তাং রুহসি সম্মিতাং স্মরানি ১৩৫

অসার্থঃ । — বিদ্যাপক্ষে ।

অশোক পল্লব নব সম পাণিতলে ।

চুচকাগ্রা শোভিত হয়েছে মুক্তফলে ॥

অন্তর ঈষদ্ হাস গণ্ডে বিকশিত ।
 শরদের চন্দ্র যেন ত্রিলোক মোহিত ॥
 নির্জ্ঞানতে বসি করি সদা সন্তাবনা ।
 প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে নিতান্ত কামনা ॥
 তথাপি বিদ্যার নাহি পাই দরশন ।
 বিছা তত্ত্ব মজ্জ করি ত্যজিব জীবন ॥ ১৩ ॥

দ্বিতীয়ার্ণঃ । — কালীপক্ষে ।

কধির খর্পর হস্তে দিবা নিশি বাঁর ।
 রক্তবর্ণ করতল হয়েছে শ্রামার ॥
 উচ্চ পয়োধরোপরে বন্ধিত কাঁচলী ।
 ভীরক জড়িত হারে শোভে মুক্কাবলী ॥
 অন্তরে গম্ভীর হান্স ঈষদ্ধান্স কালে ।
 কিরণে আহুয়ে গণ্ড পাণ্ডুবর্ণা ভালে ॥
 অন্তর জগতে দেখি আলোকে বিরাজে ।
 কি শোভা প্রকাশে কুলকুণ্ডলিনী মাঝে ॥
 অবলম্বিত সম্বলিতা বিশ্বের কারিণী ।
 নিদানে গর্জনে স্মরি তার গো তারিণী ॥ ১৩ ॥

অদ্যাপি তৎ কুসুমরেণু স্তম্ভকিমিশ্রং,

ন্যাস্তং স্মরামি নগরক্ষত লক্ষ্য তস্যাতঃ ।

আকৃষ্ট হেমকুচিরাঙ্গ-মুখি তায়াতঃ,

লজ্জাবশাৎ করমুতং কুটিলং ব্রহ্মস্থাতঃ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ । — বিদ্যা'পক্ষে ।

শুন হে শুন হে বিচ্ছেদ বিরহে
 বসনে বদন আবৃত কর হে ॥
 সরমে ভরম জানায় আমারে ।
 শিশুকালে হলো বড় লাজ তারে ॥
 কি কব বিভব বসনের কত ।
 মল্লিকা মালতী আর পুষ্প যত ॥
 চন্দনে চর্চিত গন্ধিত প্রথরা ।
 কাঞ্চনের কচি অতি মনোহরা ॥
 এমন বসন ললাট হইতে ।
 ধনী টান দিল মুখ আচ্ছাদিতে ॥
 বাহুববেগে আসি ধরে দক্ষ করে ।
 নখাঘাতে ক্ষত হলো বস্ত্রোপরে ॥
 চলে ধীরে ধীরে অতি লাজ ভরে ।
 মুখে বাক্য হরি মৌনব্রত করে ॥
 মুখপদ্ম দেশে নখছিন্ন বাসে ।
 মাণিকের ছটা যেন ধ্বাস্ত নাশে ॥
 একে প্রেমে জরা অভিমানে ভরা ।
 তাহে লজ্জাকরা শশিকান্তি হরা ॥
 পদ নাহি চলে চলে শীঘ্রতরে ।
 দেখে ফিরে ফিরে জ্বলে প্রেমজ্বরে ॥
 পদযুগভরে রেণু নাহি সরে ।
 রাজহংস শ্রী যেন কেলি করে ॥

নীরবেতে ধনী চলে প্রেমভাবে ।
 অজানত যত যেন চৌর্য্যভাবে ॥
 বলি শুন ধনি আমি যুড়ি পাণি ।
 ছাড় পদ্মবেশ ভাষ রসবাণী ॥
 শুনে মান বাড়ে আর দীর্ঘাকারে ।
 চলে রোষভরে বলে কেবা কারে ॥
 পরিহার মানি আমি পায় ধরে ।
 বঁধা তার গুণে জীবনের তরে ॥
 সঙ্কটেতে সদা মনে ভাবি যারে ।
 এত হুঃখে তবু নাছি ভুলি তারে ॥ ১৪ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

ওগো ভদ্রকালি মুণ্ডমালা উমে ।
 পদতলে শূলী ছিন্নমস্তা ধূমে ॥
 পটবস্ত্র পরা রবি দীপ্তহরা ।
 মণি মুক্তায়ুতা নানা চিত্রকরা ॥
 জিনি সূর্যালোকে ঠেকে মৌলী তব ।
 গুণ নাছি জেনে পদ ভাবে ভব ॥
 অতি উচ্চতর ধর ভীম কারা ।
 ত্রিলোকী বিজয়ী মহামোহ মায়া ॥
 বাম হস্তে ধৃত শব্দুণ্ড নত ।
 হয়ে আন্দোলিত নখচিহ্ন ক্ষত ॥
 শ্মশানেতে সদা গতিযুক্ত রত ।
 কর দৈত্য কত অনায়াসে হত ॥

ইয়ে লজ্জায়ুত আছে মোর মতি ।
 নাহি শক্তি কিছু করিবারে নতি ॥
 রতি সঙ্গ করে বাঁধা যুগ্ম করে ।
 মোরে চোর করে শেষে প্রাণ হরে ॥
 জিন্নাদোষী আমি পড়ি চৌদ্যদোষে ।
 নাহি কোন গতি অতি ভূপ রোষে ॥
 তবে আছে শুন তত্ত্বগারে জানা ।
 বিনা মাতৃষোনি নাহি আর মানা ॥
 সে যে অর্থ আর লেখে তত্ত্বগার ।
 যোগিমতে মত নাহি ব্যবহার ॥
 শ্রামা লজ্জা বীজে আছ তার মাঝে ।
 যদি মন মজে সেই মত্তরাজে ॥
 কর মোরে দয়া তবে যোগমায়া ।
 পদযুগ ছায়া দিবে ভবজায়া ॥
 করি সেই আশা বর্জ্যমানে আসা
 মুখে কালী বিনা নাহি অন্ত ভাষা ॥ ১৪ ॥

আদ্যাপি ৩. কঙ্কণলোলনেত্রঃ,
 পূর্ণী অভিন্নকুসুমকুলকেশপাশাৎ ।
 সিদ্ধরু বিন্দুকৃতমৌজিকচক্রমিশ্রাৎ,
 প্রবজ্জ হেমকটিকাৎ রহসি স্মরামি ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

কঙ্কল কিরণে শোভা করেছে নয়ন ।
 মেঘের আবলী মাঝে শোভে তারাগণ ॥

কেশ তার ক্ষিতিলে হইয়া পতন ।
 অলিগণ ভ্রমে যেন করিছে ভ্রমণ ॥
 অকণ উদয় যেন হতেছে আকাশে ।
 এলোকেশ মধ্য-ভালে সিদ্ধর প্রকাশে ॥
 বিমানে বিহাতে যথা হয় চমকিত ।
 হেমচন্দ্র হারে তার নিতম্ব শোভিত ॥
 স্ন্যাকামল দেহে কিবা শোভে আভরণ ।
 অদ্যাপি তাহার লাগি চিন্তা করে মন ॥
 ভাজে সব ধর্ম্য কর্ম্য সদা ভাবি মনে ।
 দিবানিশি সেইরূপ ভাবি হে গোপনে ॥ ১৫ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীগক্ষে ।

কালিকা ঋপরধরা কজ্জলনয়নী ।
 কটদেশ ব্যাপ্ত কেশ পরশে অবনী ॥
 কপালেতে কিবা শোভা সিন্দূরের বিন্দু ।
 দশদিক করে আলো পৌর্ণমাসী ইন্দু ॥
 কাঞ্চন কিস্কিনী কটদেশ শোভাকর ।
 অদ্যাপি সে রূপ আমি ভাবি নিরন্তর ॥
 আলোকে অচিন্ত্যরূপ দেখি নিরবধি ।
 যুগাইল বিধি বুঝি তাহা অদ্যাবধি ॥
 তবু যেন অস্ত্রে সেই রূপ হয় প্রাপ্ত ।
 পঞ্চদশ শ্লোক অর্থ হইল সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

অন্যাপি তাং ধবলবেশ্মনি রত্নদীপং,
 নানাময়ুখপটলেগলিতাক্ষকাম্রাং ।
 স্ত্যুপ্তাখিতাং রহসি হাস্যমুখীং প্রসম্মাং-
 লজ্জাভয়ার্জনয়নাং পরিচিস্তয়ানি ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

প্রজ্জ্বলিত স্বর্ণদীপ অট্টালিকা মাঝে ।
 তরুকার ধ্বংস করে অদ্ভুত বিরাজে ॥
 তাহার সমান শোভা তোমার কন্ঠার ।
 বিদ্যার রূপের কথা কহা কিছু ভার ॥
 স্মৃখী শয়নে যদি থাকেন মীরবে ।
 অভিপ্রায় নাহি হয় না জানি কে হবে ॥
 স্ত্যুপ্তময় হাস্যমুখী প্রকুলবদনা ।
 লজ্জাভরে আর্জা হয়ে ললিত নয়না ॥
 তস্ত্র মন্ত্র জপ যজ্ঞ পূজা যেই রূপ
 সত্য কথা কহি রাজা নহি অন্য রূপ ॥ ১৬ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

ধবল শব্দেতে শুভ্র অভিধানে জানি ।
 তাহাতে ধবল নাম ধরে শূলপানি ॥
 রুজত পর্বত আভা ধ্যানেতে বাধানে ।
 তাহার বসতি হয় নিরন্তর শ্মশানে ॥
 শিবের সহিত বাস করে কাত্যায়নী ।
 তেঁই তাঁর চিস্তা করি ধবলবেশ্মনি ॥

সুবর্ণের দীপমালা প্রজ্বলিত হলে ।
 তিমির বিনাশ যেন রবির মণ্ডলে ॥
 হৃদি পদ্ম মাঝে থাকি চৈতন্য রূপিনী ।
 অশেষ তিমির নাশে মহেশমোহিনী ॥
 শয়নে আছেন শিব তাহে হিলোচনা ।
 প্রসন্নবদনী কালী ভৈরবী ভীষণা ॥
 লজ্জা যাতে লজ্জা পায়ে পরিহার মানেন ।
 লজ্জাভার নাম ধরে তত্ত্বের বিধানেন ॥
 লজ্জাভারে শিব হেরে আর্দ্রিত নয়না ।
 কালিকাকে বুঝা যার দেখি বিবেচনা ॥
 এমন জননী যার আছেন ডুবনে ।
 নিজ দাসে হুঃখ তিনি দেখেন কেমনে ॥
 রূপা করি যদি মা বন্ধন দেহ মুক্তি ।
 দেশে চলে যাই কালী কালী করি উক্তি ॥ ১৬ ॥

অন্যাপি তাং গলিতবন্ধনকেশপাশাং.

অগ্রহ তাং স্মিতসুধামপুরাধরোজীং ।

পীনোন্নত শুনযুগোপরিচারু চুস্বন,

মুক্তাবলিং রহসি পদ্মমুখীং স্মরামি ॥ ১৭ ॥

অসার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে।

কুঞ্চকেশ শোভা করে তাজিয়া বন্ধন ।
 পুরাণাদি গ্রন্থ যার শুনেছে অবল ॥
 সমুজ্জ্বল মন্থন সুধা অধিকতা পায় ।
 দুই ওষ্ঠ আছে অতি মধুরতা তার ॥

মুক্তাবলী শোভে পুষ্ট পয়োধরোপরি ।
কমল নয়নী বিজ্ঞা বিপদেতে স্মরি ॥ ১৭ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

অভয়াচরণে কিছু করি বিবেদন ।
যে চরণ মহিমা জানেনম ত্রিলোচন ॥
বিধি বিষ্ণু আদি যাঁকে সর্বদা ধায়ায় ।
বেদান্ত বেদেতে যাঁর মহিমা জানায় ॥
ও পদ পাবার লাগি করিয়া যতন ।
মন্তক হঠতে কেশ ত্যজিল বন্ধন ॥
গলিত বন্ধন কেশ হয়েছে ভূষণ ।
আগম নিগম ঐশ্ব্য তোমার শ্রবণ ॥
সর্ব বিদ্যাময়ী তুমি পুরাণেতে কর ।
সেই হেতু ঐশ্ব্য যত তব কর্ণ হয় ॥
অধাধারা রসে আর্জ ওষ্ঠ হয় যাঁর ।
বদন মাঝারে আছে স্নমধুর সার ॥
উচ্চ কুচয়ুগোপরে শোভে মতিহার ।
ললিতনয়নী কালী চিন্তি বারেবার ॥ ১৭ ॥
অদ্যাপি তাং বিরহবহ্নিনিপীড়িতাক্ষীং,
তস্মীং কুরঙ্গনয়নাং সুরটেকগাত্রীং ।
নানাবিচিত্রকৃতমণ্ডনমাবহন্তীং,
তাং রজহংসগননাং সুদতীং স্মরামি ॥ ১৮ ॥
অসার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

বিরহ অনল সব সকলেতে বলে ।
অধিকতা গুণ আছে বিরহ অনলে ॥

অনল প্রবেশে ভস্ম করে একেবারে ।
 হৃৎনি তদন্ত হয় নিস্তারে তাহারে ॥
 বাড়বানলের মত বিরহ আগুন ।
 হৃৎ সনে চিত্তানল বাড়িয়ে দ্বিগুণ ॥
 চিত্তনলে ক্ষুধানল অতুগত হয়ে ।
 প্রভাকরে একেবারে একতরে রয়ে ॥
 এমন যখন যার কি কব তুলনা ।
 যে জান ইহার ভাব কর বিবেচনা ॥
 বিরহ বহিতে যার পীড়িত শরীর ।
 সে তাপ নিবারি যেবা করয়ে স্থির ॥
 তনু কুণা মধ্যক্ষীণা বিশালনয়না ।
 মের মনে যার আর না দেখি তুলনা ॥
 নানাচিত্র বিচিত্র মণ্ডল প্রভা যার ।
 রাজহংস মত গতি হইয়াছে তার ॥
 শতদল পদ্ম মাঝে স্তম্ভদল সাজে ।
 বিজ্ঞা-মুখপদ্মে দন্ত তেমতি বিরাজে ॥
 যে দেখেছি বার বার না ভুলি তিলেক ।
 অতাপি স্মরণ যেন পাষণের রেখ ॥ ১৮ ॥

দ্বিতীয়ার্গঃ ।—কালীপক্ষে ।

বিরহ অনল রূপ হতেছে মদন ।
 তাহার পীড়নকর্তা দেব ত্রিলোচন ॥
 যে দেবে সর্বদা যার অঙ্গ শোভা করে ।
 এমন আশার পদ চিন্তিত অন্তরে ॥

ঞ্জক ভার জঘনেতে ক্ষীণ দেহ তার ।
 সঠৈরব ঘোর ভাষা মুখে শোভা পায় ॥
 বিচিত্র মণ্ডল শোভা কুরঙ্গনয়না ।
 গমনেতে দেখ রাজহংসের তুলনা ॥
 রাজহংস গমনের অর্থ শুন আর ।
 সংক্ষেপে গোপন অর্থ লেখে তত্ত্বসার ॥
 ভূতশক্তি সময়ে জানিবে ব্রহ্মপুরে ।
 সহস্র কমল দল কর্ণিকা ভিতরে ॥
 চতুর্থ বিংশতি তত্ত্ব করিয়া স্থাপন ।
 সৰ্ব্ব দেহ ভস্মরাশি করিলে তখন ॥
 পুনর্বার সেই দেহ করিয়া নির্মাণ ।
 যে মন্ত্র বলিয়া প্রতিষ্ঠিত কর প্রাণ ॥
 সেই যে মন্ত্রের নাম শুন রাজহংস ।
 অধিষ্ঠাত্রী রূপেতে বিরাজে যেই অংশ ॥
 সৰ্ব্ব জীবে গতি উক্তি মন্ত্র আরোহণ ।
 অতএব কালী রাজহংস সুগমনা ॥
 দিবা নিশি স্নিগ্ধ রস করেন ভোজন ।
 সে রসে মগন থাকে সতত দশন ॥
 তাই কালীপুরাণে শীতলদন্ত কর ।
 মতান্তরে আর কিছু শুনেছি নিশ্চয় ॥
 কধির সংযোগ আর কৃষ্ণ রেখা লেশ ।
 শ্বেতবর্ণ দন্তে কিবা হয়েছে সুবেশ ॥
 মতান্ত্রে দত্তুরা বলি শ্যামাকে বর্ণনে ।
 সেই রূপ ধ্যান করি অদ্যাপি মরণে ॥ :৮।

অদ্যাপি তাং বিহসিতাং কুচভারনত্ৰাং,

মুক্তাফলাপবিমলীকৃতকণ্ঠদেশাং ।

তৎকালিমন্দিরগতাং কুসুমায়ুধস্য,

কাণ্ডাং স্মরামি রুচিরোজ্জ্বলধুমকেতুং ॥ ১০ ॥

অন্যার্থঃ :—বিদ্যাপক্ষে ।

অতি হাস্যমুখী বিদ্যা প্রসন্নবদনী ।

উক্ত কুচ ভারে সদা নত্ন মেই ধনী ।

মতিহার শোভা যার করে কণ্ঠদেশে ।

প্রভাকর কণ্ঠে যেন নির্মলতা বেশে ॥

শয়ন মন্দিরে দেখি শোভা অতিশয় ।

রত্নকলিস্থল বলি সদা ভ্রম হয় ॥

স্নেহবর্ণ আভা তার চপলা প্রকাশে ।

ধুমকেতু হয় যেন উজ্জ্বল আকাশে ॥

এমন সুন্দরী মোর বিবাহিতা নারী ।

সঙ্গটেতে পড়ে আমি চিন্তা করি তারি ॥ ১০ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ :—কালীপক্ষে ।

দেবদেব বরে ইন্দ্র হল বেত্রাস্বর ।

স্বর্গ হতে দেবাদিকে করিলেক দূর ॥

মর্ত্যে আসি দেবদেবী করেন ভ্রমণ ।

শিববীর্যে সন্তানের উৎপত্তি কারণ ॥

যোর তপে তখন আছেন ত্রিলোচন ।

কি রূপে হইবে তাঁর তপস্তা ভঞ্জন ॥

যুক্তি সার করি কাম গেলেন তথায় ।
 কোপদৃষ্টিপাতে তিনি হন ভস্মকায় ॥
 মদন মন্দিরে রতি বসি একা রয় ।
 লোকযুগে শুনে কাম হৈল ভস্মময় ॥
 আকুল হইলা অতি ধৈর্য না ধরে ।
 কোথা গেলে প্রাণনাথ রতি প্রাণে মরে
 উচ্চরবে ডাকে তবে অভীষ্ট দেবতা ।
 আশ্র কার্য সাধিয়া স্বুগালে পতিব্রতঃ ॥
 রতির রোদন বড় শনি ভগবতী ।
 তৎকালি মন্দিরে কালী করিলেন গতি ॥
 রতির প্রণামে তুষ্ট হইলেন অতি ।
 কিছু কাল থাক তুমি পাবে নিজ পতি ॥
 বহুকাল হয়ে থাক সাবিত্রী সমান ।
 আশীর্বাদ করি শ্যামা হন অন্তর্দ্বান ॥
 মুক্তজিহ্বা হয়ে রতি করিছে বিনয় ।
 কপাল ভেঙ্গেছে মোর শুন পরিচয় ॥
 দ্বিলোচন কোপানলে মারা গেছে মার ।
 এখন কি হবে বল করি যুক্তি সার ॥
 দয়া করি দয়ামগ্নি বরদাত্রী হ'ল ।
 অনঙ্গরূপেতে কাম রাখিল কুশল ॥
 শব্দার্থ প্রমাণ অর্থ এই পুরাণেতে ।
 ইহার গোপন অর্থ আছে গোপনেতে ॥
 দীজমাত্র আছে যত জাগ্রতরূপিনী ।
 তদ্রূপে বসতি তাতে করগো তারিনী ॥

বীজ নাম ধর তুমি জীব দিতে জ্ঞান ।
 কামবীজে সদা তুমি কর অধিষ্ঠান ॥
 সেই হেতু কামকেলি মন্দির সঙ্গতা ।
 তদ্বীজের উদ্ধারের কহি কিছু কথা ॥
 কুসুম শব্দের আদি বর্ণ বিবরণ ।
 নাদ বিন্দু যুক্ত হলে বীজের কারণ ॥
 রতিবাসে গমনের কি বর্ষিব আর ।
 কণ্ডেশে কিবা শোভা করে মুক্তাহার ॥
 কুংকুমভরে নম্র কিঞ্চিৎ জানায় ।
 অশ্রুসঙ্গে হান্তমুখী বিহার তাহার ॥
 কান্তা শব্দে নারী মাত্র বলে অভিধানে ।
 মার্কেণ্ডেয় পুরাণেতে বিশেষ বাধানে ॥
 ত্রিজগতে আছে যত সমস্ত প্রকৃতি ।
 সকলে বলিছে তুমি শক্তি একাকৃতি ॥
 আর এক শুনিয়াছি কালিকাপুরাণে ।
 ধূতবর্ণ বহু শোভা করিছে নিশানে ॥
 স্থানে স্থানে বহুরূপা কামরূপা কালী ॥
 অদ্যাপি সঙ্কটে জ্ঞান কর যুগ্মমালী ॥ ১৯ ॥

অদ্যাপি চাটুৰচনোল্লসিতস্মিতুর্গং,

তস্যাঃ স্মরামি স্মরতক্লমবিহ্বলায়াঃ ।

অব্যাজনিমিত্তমিতকাতর কাকুক্ৰ,

সংকীর্ণবর্ণরুচিরং বদনং স্মিয়ায়াঃ ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাগন্ধে ।

কামেতে বিহ্বল রয়ে, অশোভন রত হবে,
 সন্তোষ দিলেন নৃপসুতা ।
 মদনে হয়েছে জ্ঞান, না দেখিয়া অসুখান,
 সহে ক্রেশ হয়ে দুঃখুতা ।
 মিথ্যা বাক্য প্রিয় করে, শুনিয়া উল্লাস তরে
 বধা হয় অহাস্ত বদন ।
 তেমতি ছিল বয়ান, ক্রেশ পেয়ে হল জ্ঞান-
 শুন বলি উপমা যেমন ॥
 অকস্মাৎ মেঘ রব, শুনিয়া সভয় সব,
 বজ্রাঘাতে মরিবার তরে ।
 হইয়া ব্যাকুল মনে, স্থানে স্থানে পলায়নে,
 পরস্পরে কাকুবাদ করে ॥
 কেহ হয়ে গলাগলি, জীহরির নামাবলি
 স্মরণ করিছে একেবারে ।
 কেহ কহে রাম রাম, কেহ বা জৈমিনি নাদ,
 কেহ ভজে ইষ্ট দেবতারে ॥
 সবে জ্ঞান সে সময়, বদন যেমন হরঃ
 তদ্রূপ বিদ্যার মুখ মসি ।
 যেমন আকাশে আসি, পেয়ে রাহু পৌর্ণমাসী
 আসিতেছে যেন পূর্ণশশী ॥
 মনে হলে সেই মুখ, অজ্ঞাপি বিদরে বরু,
 দেখা হলে করি উপকার ।

ইহ জনমের মত, মনে রৈল শত শত,
বিধিকৃত না হল আমার ॥ ২০ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

শিব উক্তি তত্ত্বসার, ধ্যানেন্তে প্রকাশ তাঁর,
বিপরীত রতাতুরা বলে ।
পূরত শব্দেতে শিব, কি তার উপমা দিব,
সন্তোষ করিলে কিবা ছলে ॥
সন্তোষেতে বহু অর্থী, পরে হলে লানমুখী,
সে অর্থের নাহিক তুলনা ।
ঈষৎ যে ছিল হাস, ক্রোশেতে করিল নাশ,
হলে যেন বিরস বদনা ॥
ভূমিকম্পে উল্কাপাতে, কিম্বা দেখি বজ্রাঘাতে,
লান মুখ যেন হয় প্রাণী ।
সে ভাব কে জানে আর, কেবল সে সারাৎসার,
যে হয় জানেন শূলপাণি ॥
দেখিবারে সে বদন, অজ্ঞাপি আমার মন,
মরণেতে চিন্তা সদা করি ।
যদি না নিস্তার তারা, নিস্তারিণী ভবদারা,
নামের গুণেতে ভবে তরি ॥
অপাঙ্গে বারেক তারা, দেখ চায়ে ভবদারা,
তব দাস মশানেতে মরে ।
শুনিয়াছি বেদাগমে, কাল নাহি কোন ক্রমে,
কালী নামে ভবসিদ্ধু তরে ॥ ২০ ॥

অদ্যাপি তাং সুরভূর্ণনিমীলিতাক্ষীং,

অস্ত্রাস্বক্টিবচনং কুশকেশনম্রাং ।

শৃঙ্গারবারিকমলাম্বুজরাজহংসীং,

জন্মান্তরে নিধুবনে হ্যপ্যনুচিন্তয়ামি ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

কামরূপে উন্মীলন ঘূর্ণিত নয়ন ।

কুশের সদৃশ কেশ জলদ বরণ ॥

শৃঙ্গারের জল মধ্যে কমল মাঝারে ।

রাজহংসী রাজহংস যেমন বিহারে ॥

হাতে নিধি দিয়া বিধি সূচালে আমারে ।

দেহান্তরে নিধুবনে লইব তাহারে ।

মে শরীরে মন প্রাণ করে সমর্পণ ।

দণ্ডচারী আসি যেন করিয়া ভ্রমণ ॥

অতাপি আমার মনে সেই মুখশশী ।

জন্মান্তরে মম আশা পুরাইব বাসি ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

পাষণনন্দিনী তুমি হয়েছ পাষাণী ।

তথাপি জননী বিনা আর নাহি জানি ॥

জন্মের যে অন্তকাল মৃত্যু বলি তাকে ।

ভগবধি রমণের অভিলাষ থাকে ॥

অতএব জন্মান্তর শঙ্কে নিধুবন ।

লিবে র সহিত যথা করেন ক্রীড়ন ।

জ্বরত শঙ্কেতে জেনো দেব ত্রিলোচন ।
 তাতে নিমীলিত য়ার ঘূর্ণিত নয়ন ॥
 কু শঙ্কে পৃথিবী তাতে করিয়া শয়ন ।
 কুশ ইতি নাম শিবে ছল নিরূপণ ॥
 তদুপরি দিগম্বরী হইয়া মগন ।
 পদতলে শিব অঙ্গে কেশের পতন ॥
 শঙ্ক শঙ্কে পরভাষা শিঙ্গা বলে থাকে ।
 তাতে রব করে ভব সদা মুখে থাকে ॥
 তাহাতে শৃঙ্গার রব হয় তাঁর নাম ।
 সে দেবের অরি হইয়াছে যেন কাম ॥
 তাহার ক্রীড়ন স্থান ছদ্মপদে সাজে ।
 তাহে রাজহংসী রূপা কালিকা বিরাজে ॥
 অত্ৰাপি শ্রামার পদ চিন্তা করি সার ।
 এষোর সঙ্কটে কালী করগো নিস্তার ॥
 অদ্যাপি তাং প্রণয়িনীং যুগশাবকাক্ষীং,
 গীযুষপূর্ণকুচকুস্তযুগং বহন্তীং ।
 পশ্যাম্যহং যদি পুনর্দ্বিবসাবসানে,
 স্বর্গাপবর্গ নবরাজসুখং ত্যজামি ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

প্রাণের অধিক প্রিয়ে মোর প্রণয়িনী ।
 যুগসার মত চক্ষু খঞ্জরীট জিনি ॥
 পীযুষ পূর্ণিত কুচকুস্ত বিধায়িনী ।
 এমন সময় যদি দেখা দেন তিনি ॥

যদি বা দর্শন পাই দিবসাবসানে ।
 অর্গ মোক্ষ রাজ্য সব ত্যজি তুচ্ছ জানে ॥
 অত্ৰাপি আমার মনে হতেছে বাসনা ।
 সতত বিছার লাগি করিছে কামনা ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে ।

অতি স্নেহ শব্দকে প্রণয় করে বলে ।
 প্রণয় জননী তাই প্রণয়িনী হলে ॥
 কুরঙ্গনয়না কালী ব্রহ্মাণ্ডকারিণী ॥
 অধাপরিপূর্ণ কুচকুস্ত বিধায়িনী ॥
 দিনান্তে বারেক যদি পাই দরশন ॥
 অর্গ মোক্ষ রাজ্য অথে নাহি প্রয়োজন ॥
 অত্ৰাপি আমার মনে না হয় সংশয় ।
 তারিণীর বাক্য কভু প্রতারণা নয় ॥ ২২ ॥

অদ্যাপি তাং স্তিমিতবস্ত্রমিবাবলগ্নং,
 প্রৌঢ়প্রতাপমদনানলতপ্তদেহাং ।
 বালাং মদেকশরণামনুকম্পনীয়ং,
 প্রাণাধিকাং ক্ষণমহং নহি বিস্মরামি ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

প্রবল প্রতাপ রাখে মদন অনল ।
 তার দেহ প্রভাবে না হয় অশীতল ॥
 সে অনলে তপ্ত হয়ে রাজার নন্দিনী ।
 আমার দেহের তাপ নাশে বিনোদিনী ॥

শ্লিষ্ট হয়ে দেহ যেন জল মধ্যে থাকে ।
 বিদ্যার উলঙ্গ দেহ তেমনি আমাকে ॥
 অতুলনা নিরূপমা কি বলিব আর ।
 যাহার তুলনা দিতে সংসারেতে ভার ॥
 প্রাণের অধিক প্রিয়া দয়াযুক্তা তায় ।
 ক্ষণে ক্ষণে বিস্মরণে মরি হায় হায় ॥ ২৩ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

ত্রিজগত তপ্তকারী হয় যে মদন ।
 তার দেহ তপ্ত করে দেব ত্রিলাচন ॥
 সে দেহেতে দেহ যার লগ্ন হয়ে রয় ।
 তাহার রূপের আর শুন পরিচয় ॥
 স্তিমিত শব্দেতে সঙ্গ বস্ত্র উপাসনে ।
 রুত্তিবাসে দিগম্বর শোভে ত্রিভুবনে ।
 তাঁহার কামিনী হয়ে সে বসন পরে ।
 দিগম্বরী নাম তাঁর সংসার ভিতরে ॥
 অদ্বিতীয়া দয়াময়ী প্রাণের ঈশ্বরী ।
 ক্ষণমাত্র আমি যেন নাহিক বিস্মরি ॥
 অত্যাপি আমার মন করিছে ঘোষণ ।
 প্রাণ বিমোচনে যেন পাই ও চরণ ॥ ২৩ ॥
 অন্যাপি তাৎ ক্ষিত্তিতে বরকামিনীনাং,
 সৰ্ব্বাক্ষুন্দরতয়া প্রথমৈক রেখাং ।
 সংসার নাটকরসোত্তমরত্নপাত্রীং,
 কান্তাং স্মরামি কুসুমায়ুধবাণশিখাং ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

ক্ষিতিতলে পৃথিবীতে যতেক স্কন্দরী ।
 একে একে সব জনে গণনাকে করি ॥
 বিদ্যার নামেতে রেখা পড়ে অশ্রুভাগে ।
 সে কথা সর্বদা যোর হৃদিমাঝে জাগে ॥
 সংসারের মধ্যে নিত্য নৃত্যকারী হয়ে ।
 নর্তন করেন সব হৃদি মাঝে রয়ে ॥
 সংসার নাটক তাই কন্দর্প বুঝায় ।
 তাহাতে উত্তম রস হয় অভিপ্রায় ॥
 যে রসে মোহিত হয় দেবাদি মানব ।
 পশু পক্ষী কীট আর পতঙ্গ মানব ॥
 সেই রস ধারণের সুবর্ণের পাত্র ।
 সৃজন করিছে বিধি জানি সেই মাত্র ॥
 পুষ্প ধনু সহ পঞ্চবাণ অমুপম ।
 কুসুম অমৃগ বলে মদনের নাম ॥
 সেই বাণাঘাতে খিন্ন দেহ হয় যার ।
 এমন কান্তাকে সদা স্মরণ আমার ॥ ২৪ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

ক্ষিতি বার তলে আছে সেই স্বর্গ হয় ।
 ক্ষিতিতল শব্দে তাই স্বর্গকে নিশ্চয় ॥
 ক্ষিতির তলেতে আছে রসাতল জানি ।
 ক্ষিতিতল বলে তাতে পাতাল বাখানি ॥

চোরপঞ্চাশৎ ।

অ ভাবতঃ ভূমণ্ডল বলে ক্ষিতিতলে ।
ত্রিভুবন বোধ হয় ক্ষিতিতল বলে ॥
এক দিন দেবগণ সকলেতে মিলে ।
ত্রিভুবন মধ্যে যত সুন্দরী গণিলে ॥
ক্রমে ক্রমে একে একে রেখা পাত করে ।
প্রথম রেখাতে আগে কালী নাম ধরে ॥
তার পর আর যত করে নিরূপণ ।
পুরাণে লিখিছে আমি করেছি শ্রবণ ॥
আর এক শুন বলি শঙ্করের লীলা ।
উল্লসিত হয়ে নৃত্য আরম্ভ করিলা ॥
পদাঘাতে মছী তাছে করে টল মল ।
গেল গেল শব্দ হলো যায় রসাতল ॥
বাহির পদ্যারে যত স্বর্গলোকে ছিল ।
আলু খালু হয়ে কত ভূমিতে পড়িল ॥
পুনরপি মোহ যায় স্বর্গ সে আপনি ।
জটীর তাড়নে কণ্ঠ হইল তখনি ॥
উত্তরদিকেতে হল দক্ষিণের গতি ।
পশ্চিমদিকেতে পূর্বদিকের বসতি ॥
বস্ত্র হৃদ্য খসে পড়ে পৃথিবীর তলে ।
তারাগণ অচেতন কোথা যাব বলে ॥
আত্মরিকগণ যায় পর্বত গঙ্ঘরে ।
অগ্র জীব পিতা মাতা বলে উচ্চঃস্বরে ॥
পাতালবাসির বড় হটিল প্রমাদ ॥
শব্দমাত্র শুনে কিন্তু হইল বিষাদ ॥

সে দেবে অস্থির তুমি করিলে ভবানি ।
 এ সকল কথা ব্রহ্মপুরাণেতে জানি ॥
 সংসার নাটক ন.ম ধরেন মহেশ ।
 সে দেহে উত্তম রস আছে যে বিশেষ ॥
 সে রস ধারণে তুমি স্বর্ণ আধার ।
 ব্রহ্মপুর মাঝে আমি চিত্তা করি তাঁর ॥
 মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে লেখে স্বর্ণাধার ।
 তাহার অন্তরা কথা শুন চমৎকার ॥
 শুম্ভ আর নিশুম্ভ যে দুই মহাসুর ।
 শিব বরে যুদ্ধে হরে নিল ইন্দ্রপুর ॥
 দিকপাল দেবতাগণে দিল দূর করে ।
 সূর্যাদি দেবত যত সব নিল হরে ॥
 নিজগণ প্রেরণ করিল স্থানে স্থানে ।
 ভ্রমণ করিছে দূত নাহি কারে মানে ॥
 বন মধ্যে ছিলে তুমি সিংহের উপরে ।
 সেখানেতে শুম্ভ দূত দেখিল তৎপরে ॥
 রূপেতে করেছ আলো চমকে ভুবন ।
 নৃপতির নারী হৈতে বলিল তখন ॥
 কহিল যে ইন্দ্র মোর বহু রত্নযোগী ।
 নারী রত্ন হয়ে হও তাহাকে সন্তোগী ॥
 সেই হেতু রত্নপাত্র বলিবারে পারি ।
 কাস্তা বলি অভিধানে বাধানেছে নারী ॥
 তথাপি সে পদে মন মজিয়াছে যার ।
 তথাপি আমাকে দুঃখ দেহ বারহার ॥ ২৪ ॥

অন্যাপি তাং প্রথমতো বরসুন্দরী মে,
 মেত্বেকপাত্রঘটিতাবিনিমিত্তপুঞ্জী ।
 হে হে জনা মম বিয়োগ হতাশতাপান্,
 সোহুং ন শক্যত ইতি প্রতিচিন্তয়ামি ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ :—বিদ্যাপক্ষে ।

প্রথম কালেতে সেই প্রেমসী সুন্দরী ।
 স্থাপন করছে মোরে সযতন করি ॥
 নৃপের নন্দিনী তিনি কি বলিতে পারি ।
 এখন হতাশে মরি অদর্শনে তারি ॥
 তথাপিহ কিছুকাল থাকিবে জীবন ।
 জ্বালায় জ্বলিত করে নিশাচরগণ ॥
 হে হে মহাশয় সব সভাসদ জন ।
 নোটানিয়া বেটাদিকে কর না বারণ ॥
 আগে মোর নাহি সহ দেখ অকুসুমার ।
 সকলেতে বলে কয়ে করনা উদ্ধার ॥
 তোমরা তিলেক যদি কর নিবারণ ।
 দণ্ড দুই করি আমি বিস্তার চিন্তন ॥ ২৫ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ :—কালীপক্ষে ।

বর শব্দে মহাদেব তাঁহার কামিনী ।
 আগেতে অধিক দয়া করেছ তারিণী ॥
 গিরিরাজ অকুসুমারী বরদাতা হয়ে ।
 মরণ কালেতে দেখা না দিলে অভয়ে ॥

না দেখে হতাশ তাপে নাবাঁচি জীবনে
 দ্বিগুণ অনল জ্বল কোটাল বচনে ॥
 নৃপতির কোপানলে ছুঃখিত শরীর ।
 সভাগণ বচনে না হতে দেয় স্থির ॥
 না সহে প্রাণেতে মোর শুন গো অভয়া
 কি জানি কেমন তুমি ছাড়িয়াছ দয়া ॥
 শূন্যে স্বর্গবাসীগণ করি এ মিয়োগ ।
 আমারে একান্ত কালী হয়েছে বিরোগ ॥

অদ্যাপি বিন্দয়করী ত্রিদশানু বিহায়,
 বুদ্ধিবলাচ্ছলতি তৎ কিমহং করোমি ।
 জ্ঞানরূপি অতিমুহূর্তমিবাস্ত্রকালে,
 রুদ্রাত্ম বল্লভতরে ময়ি সাতিধীরা ॥ ২৬ ॥
 অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

সুন্দর কহিছে বড় দেখি বিপরীত ।
 সতত বুদ্ধি যে মোর হতেছে বিন্মিত ॥
 জেনে শুনে ভাল মন্দ না করে বিচার ।
 দেবতার প্রতি মতি নাহি থাকে তার ॥
 যদি বা বারেক শুভ চিন্তিবারে চায় ।
 তখনি বিদ্যার পানে ধরে লয়ে যায় ॥
 ক্রমে ক্রমে পলায়ন করে ঘটে হতে ।
 কি করিব বারণ না মানে কোনমতে ॥
 প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে বহু যত্নে পায় ।
 তার অতি ক্রোধমতি হয়েছে বুঝায় ॥

কোপের কারণ তায় করি অনুমান ।
 গোপনে রোপণ প্রীতি এমতি বিধান ॥
 সে যখন জন্মে যেন বিমান হইতে ।
 বিমান দেখায় সেই প্রকাশ পাইতে ॥
 তার জোরে নিত্য যারে আরাধনা করি ।
 সে কোথা পড়িয়া থাকে অপমানে মরি ॥
 এই যে বিদ্যার দেখি অপমান সার ।
 গর্ভিত ভৎসনে তার প্রাণ বাঁচা ভার ॥
 প্রাণপণে জ্বালাতন হয়েছে শরীর ।
 চিন্তানলে বারে বারে করিছে অস্থির ॥
 বাপে মায়ে বন্ধুজনে দিতেছে গঞ্জনা ।
 ব্যাপিত হইল তার কলঙ্ক লাঞ্ছনা ॥
 বিধবা হইবে বলে বড় পায় ভর ।
 সন্তান করিয়া কোলে বিবাহ বা হয় ॥
 মরণ না হয় কেন করিহু এমন ।
 পীরিতের দায়ৈ চেকে ভাবিছে এখন ॥
 এ সকল ভেবে যদি মেরে দেয় দোষ ।
 কি জানি আমাকে যদি করে থাকে রোষ ॥ ২৬ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

মনে মনে করে রায় কালিকা ভজন ।
 কি করিবে নৃপ দূত কি করে শমন ॥
 কালীর কিঙ্কর আমি কালী মাত্র জানি ।
 কালী পদে সমর্পণ আছে মোর প্রাণী ॥

কালিকা কুপার কথা কি বলে বর্ণিব ।
 শত মুখে কথা নয় আমি কি করিব ॥
 ক্রমে ক্রমে যত আমি আরাধনা করি ।
 তখন সেখানে দেখি ত্রিপুরাসুন্দরী ॥
 কয়েছেন কত বার আমাকে আপনি ।
 তব হেতু দেবগণ তাজিব আপনি ॥
 দেবগণে আরাধনে পূজা করে ছিল ।
 মম সন্নিধানে ইচ্ছা সাধিতে বসিল ॥
 এমন সময় তুমি পূজিলে আমায় ।
 তখন তাজিয়া সব আইলু হেথায় ॥
 আমাকে এমন দয়া ছিল চিরদিন ।
 হৃত্যুকালে তাজিলেন হয়ে দয়া হীন ॥
 নির্দয় দেখিয়া বুদ্ধি হতেছে বিস্ময় ।
 পূর্বমত দয়া মায়া কিছুই কি নয় ॥
 তাতে অভিপ্রায় হয় করেছেন রোষ ।
 হলে হতে পারে আমি করেছি মা দোষ ॥
 ভজনেতে ভঙ্গ দিয়ে প্রেমে ছিল মতি ।
 ক্ষম অপরাধ মোর হীন বুদ্ধি অতি ॥
 তাতে এক সন্দেহ হতেছে মোর মনে ।
 উমা বুঝি ব্রহ্মলোকে স্থিত বা নির্জনে ॥
 মনের গমন নাই হয় তত দূরে ।
 শ্যামার কি দোষ আছে আমি আছি দূরে ॥
 না হবে এমন বুঝি গেছে সেই স্থানে ।
 অবশ্য যতন পায়ে করিয়া সকান ॥

শুনছি যে বুদ্ধি যত সকলি ব্রাহ্মণী ।
 তাতে অহুগত হয়ে তা'ছে কি অমনি ॥
 সেই যে আমার বুদ্ধি বড় প্রিয়তরা ।
 ঘটে হতে গেল যদি হব বুদ্ধিহরা ॥
 বুদ্ধি ছাড়া হলে হয় পাগলের মত ।
 তাই সকলের কাছে বলি শত শত ॥ ২৬ ॥

অদ্যাপি তাং গমনমিত্যুদিতাং মদীকং,
 শ্রুত্বৈব ভীতহরিণীশিশুচকলাক্ষীং ।
 অত্যাकुलां विगलदंशुकलुकुलाक्षीং,
 सखिभ्रूयानि शुरुशोकविनम्रवज्रां ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

যেখানে গোপনে, আছেন নিৰ্জনে,
 সেখানেতে লোকে যায় ।
 স্নহের কথা, কহিছে সর্বথা,
 সে কি করে লজ্জা পায় ॥
 শুন সমাচার, কি বলিব তার,
 সে যে সহজে অবলা ।
 শিশু মৃগী সমা, নয়ন উপমা,
 ভীতা আছে সে চঞ্চলা ॥
 যেন দেখি তারে, সাক্ষাতে আমারে,
 মনেতে উদয় কত ।
 ঞ্জুরে অন্তরে, অশ্রুধারা করে,
 মান মুখ অবিরত ॥

চোরপঞ্চাশৎ ।

কর দুঃখ ভোগ, অন্তরে বিয়োগ,
অধোমুখে বসি রয় ।
এমন সুন্দরী, তারে চিন্তা করি,
মরণে নাহিক ভয় ॥
অদ্যপি আমার, এত দুঃখ সার,
তথাপি ভাবিছি তার ॥
কি করি উপায়, প্রয়োজন তার,
বিধি বাদী হল তার ॥ ২৭ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে ।

মা হয়ে কখন, তাজে স্তব্ধগণ,
এমন না দেখি কারে ।
যদি কুসন্তান, তথাপি সন্ধান,
করেন অবশ্য তারে ॥
আমার মরণ, শুনে এতক্ষণ,
স্নেহের কারণ হয় ।
অতি ক্রেশে থাকি, শিশু যুগ আঁখি,
নিরবধি চেয়ে রয় ॥
হয়ে শিশু হারা, নয়নের ধারা,
পড়িছে অবনী তল ।
শোকেতে গভীর, হইয়া অস্থির,
অধোবদনে বিকল ॥
আমার এমম, সদা হয় মন,
লক্কণা দয়াময়ী ।

অত্ৰাপি আমাকে, যদি দয়া থাকে,
স্বরগেতে হব জয়ী ॥ ২৭ ॥

জনাপি বাসগৃহতো ময়ি নীরমানে,
দৃষ্টবার্ভীষণকরৈর্মদদূতকটোপাঃ ।
কিং কিং তয়া বহুবিধং ন কৃতং মদর্থৈঃ,
সংকুঃ পার্শ্বত ইতি ব্যথতে মনো মে ॥ ২৮ ॥

অন্যার্থঃ ।—বিদ্যাগক্ষে ।

এক দিন বিদ্যা সহ শরন আগারে ॥
অপন দেখিয়া মরি বিপদ পাথারে ॥
সে দিনের স্বপনের কি কব তাহার ।
প্রাণ যায় মরি মরি বড়ই বিস্তার ॥
বিবরণ শুন তার শুনে আছি স্তম্বে ।
দৈবাধীন পদাতিক দেখিহু সন্মুখে ॥
ভয়ঙ্কর বেশ তার ঘূর্ণিত নয়ন ।
অসি চক্ষুধারী আর বিকট দশন ॥
অঙ্গার হইতে আর কাল তার অঙ্গ ।
সঙ্গে স্বেচছা করে অকুটি অভঙ্গ ॥
কেশের অগ্রেতে মোরে ধরিবারে যায় ।
অস্ত্রাঘাত করিবে বুঝিহু অভিপ্রায় ॥
কম্পিত হৃদয়ে আমি ভাবিলাম তবে ।
বুঝিলাম এই লোক যমদূত হবে ॥
তবে তারে ভাল করে করি দরশন ।
দেখি যেন তার সনে আর কত জন ॥

কেহ বা রক্তের ভার করিয়াছে কাঁধে ।
 কেহ বা কতক জনে রাখিয়াছে বাঁধে ॥
 কেহ বা প্রাণির অস্থি করিছে চর্ষণ ।
 কেহ করতালি দিয়া করিছে নর্তন ॥
 তাহা দেখে প্রাণ মোর অচেতন প্রায় ।
 উঠেঃস্বরে কেঁদে উঠি প্রাণ যায় যায় ॥
 তখনি ধরিয়া মোরে বিছা কোলে করে ।
 কর্ণে মোর কালী নাম শুনায়ে তৎপরে ॥
 ব্যাকুল হইয়া তোষে নানামত ব্রীতে ।
 তাহার তুঃখনা আমি পারি কিসে দিতে ॥
 তার সমুচিত করা মনেতে আছিল ।
 না করিতে পারি বড় বেদনা বহিল ॥ ২৮

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

এক দিন জপকালে বসিয়া শ্মশানে ।
 বিভীষিকা ভয় পেয়েছিলাম অজ্ঞানে ॥
 মৃত তুল্য হয়ে যেন শবের আকার ।
 শিবাগণ চতুর্দিকে বেষ্টিত আমার ॥
 মৃত সম দেহ দেখে মাংস খেতে যায় ।
 যমদূত সম তারা অনিবার তার ॥
 সে সকল নিবারণ করিলে তারিণী ।
 অচেতনে হলে যেন চৈতন্য রূপিণী ॥
 প্রাণ দান দিলে মোর বহু যতনেতে ।
 সে দিন করেছ রক্ষা যোর বিপদেতে ॥

যেন কালীর পদ ভজনা না হয় ।
হায় রুধা দিন হল বিফলেতে ক্ষয় ॥
এখন শঙ্করি কিসে হব গো উদ্ধার ।
প্রাণ যায় এই দায় কর ভবে পার ॥ ২৮ ॥

অন্যাপি তাং ক্ষণবিরোগনির্মীলিতাক্ষীং,
শঙ্ক্রে পুনর্বহুতয়ামৃতশোকধারাং ।
মজ্জীবনধারণকরীং মদনালসাক্ষীং,
কিং ব্রহ্মকেশবহরেঃ সুদতীং স্মরামি ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ । — বিদ্যাপক্ষে ।

ক্ষণমাত্রে অদর্শনে মৃতের আকার ॥
হুতা শোক ধারা রূপা হয়েছে বিছার ॥
জীবন ধারণ হেতু সেই সুলোচনা ।
হরি হর ব্রহ্মা আদি না করি গণনা ॥
বিছার দর্শন শোভা তুল্য করি কার ।
অন্যাপি সঙ্কটে আমি চিন্তা করি তার ॥ ২৯ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । — কালীগক্ষে

কি হেতু ককণাময়ি ছাড় সব যায় ।
ক্ষণেক দর্শনাভাবে নাহি থাকে কায়া ॥
তিলাক্ষি বিচ্ছেদ মানি শত কোটি বর্ষ ।
হরি হর ত্যজে যারে জেনেছি নিষ্কর্ষ ॥
হুতরূপী মহেশের শোক বিধায়িনী ।
কালকূট পানে ভবে নিস্তারকারিণী ॥

মম জীব ধারণের হেতু নিস্তারিনী ।
 সন্ধটেতে স্মরি তাই তার গো তারিনী ॥ ২৯ ॥
 অদ্যাপি তাং চলচকোরবিলোলনেত্রাং,
 শীতাংশুমণ্ডলমুখীং কুটিলাগ্রকেশাং ।
 নভেভকুন্তসদৃশস্তনভারনদ্রাং,
 বক্ককপুস্পসদৃশোত্তপুটাং স্মরামি ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

চকোরের কোমল সদৃশ নেত্র যার ।
 চন্দ্রের মণ্ডল শোভা মুখেতে বিদ্যার ॥
 কি শোভা পেয়েছে তাতে কুটিলাগ্র কেশে ।
 মত্ত-গজ-কুন্ত কুচ ভারে নত্রাবেশে ॥
 যবাপুষ্প সম দুই ওষ্ঠ জানি যার ।
 এমন বিদ্যাকে মোর পাসরণ ভার ॥ ৩০ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

চকোর-নয়নী শ্রামা সুখাংশুবয়ানী ।
 করিকুন্তসম স্তন ভারে নত্রা জানি ॥
 অস্ত্র কধির ধারা পান নিরস্তর ।
 ওড়পুষ্প সম ওষ্ঠ উত্তম অধর ॥
 স্তম্ভকালে সদা তাঁরে চিস্তি বারেবার ।
 এ দুঃখসাগরে তিনি করেন উদ্ধার ॥ ৩০ ॥
 অদ্যাপি সা নিশিদিবা হৃদয়ঃ দুর্মেতি,
 পুংস্প্রভুন্দরুদুশীং অবলম্বতা য়া ।

লাবণ্যনির্জিতমনোগুরুকামদর্পা,

ভূয়ঃ পুনঃ প্রতিমুল্লনাংলোকতে যৎ ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ ।—নিদ্যাপক্ষে ।

যার লাগি দিবা নিশি ধৈর্য্য নাহি ধরে ।
পূর্ণশশীমুখী বিনা হৃদয় বিদরে ॥
অতিশয় প্রিয়তরা সম্মোহকারিণী ।
পুনঃ পুনঃ কামরসাপেক্ষ নিবারিণী ॥
আশ্বাস সদৃশ যার নিবারণ নাই ।
ক্লেণে ক্লেণে লুপ্ত পান পাই যার ঠাই ॥
এমন বিদ্যারে আমি কি করে ভুলিব ।
তথাপি স্মরণ করি যতক্ষণ জীব ॥ ৩১ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

পূর্ণেন্দ্র সদৃশমুখী প্রাণের ঈশ্বরী ।
দিবা নিশি চিন্তা যার হৃদয়েতে করি ॥
জগত বিজয়ী কামে করি দর্প শেষ ।
কামদর্পহারী নাম হইল মহেশ ॥
তাহার রমণী যিনি মমেন্ট দেবতা ।
সেই পদ চিন্তা করি করে তৎপরতা ॥ ৩১ ॥

অদ্যাপি তামরহিতাং মনসা চ নিত্যং,

সংচিন্তয়ামি সততং মমজীবিতেশাং ।

লাবণ্যভোগ নবমৌবনভারসারাং,

জন্মান্তরেহপি মম সৈবগতির্হথা স্যাৎ ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

যদি থাকি শতকোটি লক্ষ যোজনেতে ।
নেত্রের অঞ্জন যেন দেখি নিকটেতে ॥
মনের মাঝারে নিত্য অবস্থিত হয়ে ।
সকলি সাক্ষাৎ যেন ভোগ দেন রয়ে ॥
জন্ম অবসানে মনোগোগ যে সন্ধানে ।
সেই ফল দেহান্তরে শুনেছি পুরাণে ॥
সে হেতু অধিক চিন্তা বিদ্যা করি সার ।
দেহান্তরে সেই গতি হইবে আমার ॥ ৩২ ॥

দ্বিতীয়ার্গঃ ।—কালীপক্ষে ।

অন্তরীক্ষে থাকি না দিলেন দর্শন ।
মনো মাঝারেতে সদা করি নিরীক্ষণ ॥
জীবের জীবন তুল্য আশারূপ তাতে ।
অথ মোক ভোগ দাতা জীবের বাহাতে ॥
পরান পরান কালে কালী বলে যাই ।
পুনর্বার দেহে যেন অই গতি পাই ॥ ৩২ ॥

অদ্যাপি তাং মলয়পঙ্কজগন্ধলক,

ভ্রাম্যদ্বিরেকচয়চুম্বিতগণ্ডদেশাং ।

কেশাবধূতকরপল্লব কঙ্কণাঢ্যাং,

সংদ্যোতয়ত্যতিতরাং সুরতং মদীয়ং ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

সন্নেত বচনে কবি করিছে বর্ণন ।
সহচরী সহিতে বিদ্যার বিবরণ ॥

লয় পঙ্কজ গন্ধে হয়ে আয়োদিত ।
 মত্ত অলিকুল সব হইয়া মোহিত ॥
 ত্রমে ভুলে মুগপদ্য গওদেশে শোভে ।
 সুধারস গন্ধ পায়ো থাকে মধু লোভে ॥
 গৌর গণ্ডে মধুকর কিবা মনোহর ॥
 অলকা আবলি যেন হয় শোভাকর ॥
 কেশের বিভ্রাম যবে করে সখীগণ ।
 করপল্লবেতে হয় কঙ্কণের স্থান ॥
 সেই সখীগণ সব কিবা নিকপমা ।
 রম্যাকে বিজয়ী তারা যেন তিলোত্তমা ॥
 মদ্যেয় সুরত চিত্র কঙ্কণের রবে ।
 চমৎকার পাইয়াছে বিদ্যার বৈভবে ॥ ৩৩ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীগন্ধে ।

ইন্দ্র আদি পারিজাতে পূজে দেবী যবে ।
 পুষ্প হতে মকরন্দ গওদেশে তবে ॥
 সেই মধুলোভে গণ্ডে শোভে অলিগণ ।
 মলয় পঙ্কজ গন্ধ লোভেতে মগন ॥
 আর যত দেবীগণ আছে আবরণ ।
 কর পল্লবেতে করে জটা নিবন্ধন ॥
 ষোড়শী গতেক তার কুলা আদি যত ।
 তাদের কঙ্কণ রব চমৎকার মত ॥
 আমার হৃদয় তায় সুরত হইয়া ।
 আবরণ দেবীগণ সহিত বন্দিয়া ॥ ৩৩ ॥

অন্যাপি তন্নখপদং স্তনমঙলেযু,
 দত্তং মট্টৈব মধুপানবিমোহিতেন ।
 উদ্ভিন্নরোমপুলকৈর্বহ্নিভিঃ সমস্তা
 জ্জাগৰ্ভি রক্ষতি বিলোকয়তি প্রযত্নাৎ ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

মদনে মোহিত হয়ে মধুপানে মত্ত ।
 সেই কালে নাহি রয় গুণাগুণ তত্ত্ব ॥
 কর প্রদানেতে হল কুচে নখাঘাৎ ।
 স্তন ভোগ ছাড়ি দেখে দুঃখ অকস্মাৎ ॥
 বিদ্যার শরীরে হল কোণের উদয় ।
 লোমহর্ষ তজ্জো তার তথা মৌনে রয় ॥
 আমার কুকর্ম হতে রসহীন হয় ।
 দীন হীন স্বভাবেতে থাকিহু নিশ্চয় ॥
 সে দুঃখ বদন মোর ছেলে সুলোচনা ।
 তৎক্ষণে আমার প্রতি কার বিবেচনা ॥
 পুনর্ব্বার যতনেতে রক্ষা করে প্রাণ ।
 সমতা করিল সব তাজ্য করে মান ॥
 সেই অপরাধ মোর বধে হয় মনে ।
 যে রূপে বঞ্চনা করি কব কার মনে ॥ ৩৪ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

স্মশানেতে প্রতিদিন জপ করি তাঁর ।
 উপহার নাহি কিছু মানমোপচার ॥

ধপদ নামেতে শূন্য তাও নাই দান ।
 স্তনেত মণ্ডল কিবা বাক্যের বিধান ॥
 বিশেষতঃ মধুপানে মত্তরূপ হয়ে ।
 পূজার নৈবেদ্য বিধি কেবা আনে লয়ে ॥
 তজ্জের লিখন আছে যে যার পূজক ।
 তাঁর প্রসাদেতে সে যে অবশ্য সূচক ॥
 অতএব দেখি পূজা ভক্ষ্যহীন হয়ে ।
 কুপিত ককণাময়ী অবোধ তনয়ে ॥
 দেহে লোমাবলি যত উর্দ্ধমুখ হয় ।
 করিলে অনেক স্তুতি দয়া উপজয় ॥
 করিলে আমারে রক্ষা অনেক বতনে ।
 অদ্যাপি স্মরণ মোর অভয়া চরণে ॥ ৩৪ ॥

অদ্যাপি সা শশিমুখী কুতরাগভারা,
 সোচ্চৈর্বচঃ প্রতিদদাতি যদৈব নক্তং ।
 চুস্বামি রোদামি ভুশং পতিতোন্মি পাদে,
 দাসাস্তব প্রিয়ভমে ভজ মাং স্মরামি ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

এক দিন দিবসেতে, বিদ্যা নিজ মন্দিরেতে,
 শয়নে ছিলেন রসবতী ।
 নিশি করে জাগরণ, রতি রজ ক্রেশ মন,
 ঘোর নিদ্রা পেয়েছেন অতি ॥
 অড়জের পথ দিয়ে, আমি উপস্থিত গিয়ে,
 একাকী শয়নে দেখে তারে ।

কাছে নাই দাসীগণ, নিদ্রাবেশে বিবসন,
হস্ত পদ পালকে পসারে ॥

সে রূপে হরিল মন, দেখিলাম অচেতন,
মদনের যাগ আরম্ভিহু ।

নিদ্রাবেশে রতি সজে, স্মৃথিতে পরম রঞ্জে,
শেষে কিছু লজ্জিত হইহু ॥

রতি রঙ্গ রাগ ভরে, নিদ্রা হতে উঠে পরে,
রাগে করে গর্জিত ভৎসন ।

দখি কোপে কম্পাবান, তাজিলাম সেই স্থান,
সিন্দ পথে করিহু গমন ॥

পুনরপি রাগি যোগে, আইলাম কোন যোগে,
তবু দেখি তেমতি কুপিত ।

পায়ৈ পড়ি দাস মত, বোদন করিহু কত,
প্রিয়তমা না ছাড়ে নিশ্চিত ॥

চুস্বনাদি আলিঙ্গন, কত মান বিমর্দন,
করিলাম না হয় গণন ।

তবে বিধুমুখী তায়, আহা মরি মরি ছায়,
অদ্যাপি ও হয় যে স্মরণ ॥ ৩৫ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীগক্ষে ।

এক দিন দিবসেতে, প্রয়োজন স্থাপনেতে,
ভক্তিভাবে বসিহু পূজাতে ।

এস সময় যোগমায়া, তব সজে তব জায়া,
আছিলেন রহস্ত কথাতে ॥

পাইয়া আমার ধান, করিবারে অপমান,
 ক্রোধ মুখে আগমন করে ।
 কোপযুক্তা উচ্চ ভাষে, প্রথমে শুনিয়া ত্রাসে,
 পলায়ন করিহু অন্তরে ॥
 অস্ত গেল দিবাকর, হইলাম সকাতির,
 অপরাধ ভঞ্জন কারণে ।
 পড়িলাম পদতলে, যা কর মা দাস বলে
 হুঃখ লেশ জানাই রোদনে ॥
 চুহ যে কুস্তক আস, ব্রহ্মতত্ত্ব অভিলষ,
 বাধিলাম রক্ষা করিবারে ।
 বিধুমুখী অতঃপরে, কৃপা করি দেখি পরে,
 অপরাধ নিস্তারে আমারে ॥
 অদ্যাপি আমার মন, করিতেছে স্মরণ,
 দিবানিশি না ভুলি অন্তরে ।
 হয়েছে জননী হারা, কোথা ভুলে আছি তারা,
 প্রাণ যায় পড়ে দেশান্তরে ॥ ৩৫ ॥

অদ্যাপি ধাবতি মনঃ কিমহং করোমি,
 সার্কং সখীভিরিতি বাসগৃহে সুকান্তে ।
 কান্তাসুগীতপরিহাসবিচিত্রবাদ্য,
 ক্রীড়াসুখৈরিত হৃষ্যতু নদীয় কালঃ ॥ ৩৬ ॥

অসার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

অদ্যাপি সন্নটে তবু লজ্জা ভয় নাই ।
 স্তবধাবন মন বিদ্যা যেই চাই ॥

কি করিতে পারি মন ধৈর্য না ধরে ।
 বিদ্যার বসতি গৃহে সদা বাস করে ॥
 যেমন সম্পদ সুখে পূর্বে সুখী ছিল ।
 সখী সহ গীত বাদ্যে রজনী বঞ্চিল ॥
 সে সকল সুখ লেশ না ভুলি কখন ।
 পাষণের চিহ্ন মত হৃদয়ে যেমন ॥
 যে সুখ বঞ্চিতা মন হয়েছে পাগল ।
 আমি কি করিব তাই সতত চঞ্চল ॥ ৩৬ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

রতি শব্দে মহাদেব তাহার ভবনে ।
 অশ্রুধানে বসতি অষ্ট নাগিকার সনে ॥
 সেই ধানে বেদধনি মঙ্গল গায়ন ।
 করতালি নূপুরাদি কিঙ্কিনী বাদন ॥
 তত্র সন্নিধানে বসি করি আরাধন ।
 চিত্ত যোর শায়া পদে হয়েছে মগন ॥
 অদ্যাপি পড়েছি দেখ সঙ্কট সাগরে ॥
 তথাপি ধাবন সেই অশ্রুধানের ভরে ॥
 হয়েছে স্ব ভাব দেখ আমি বা কি করি ।
 নিস্তার ককণাময়ী ভবে হয়ে তরি ॥ ৩৬ ॥

অদ্যাপি তাং ন খলু বেত্তি কিমীশপত্নী,
 সা বা শচী সুরপতেরথকৃষ্ণলক্ষ্মীঃ ।
 ধাত্রেব কিং ত্রিজগতাং পরিমোহনায়,
 সৃষ্টা কুলেষু রতিরাজিদিদৃক্ষতৈব ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

শুন নরপতি কিছু করি নিবেদন ।
 অদ্যাপি না জানি বিদ্যাবতী সে কেমন ॥
 কি কব রূপের কথা না হয় উপমা ।
 মহেশ মহিষী হবে কিম্বা হবে রমা ॥
 ইন্দ্রের ইন্দ্রানী কিবা ব্রহ্মার ব্রাহ্মণী ।
 এ সব হইতে রূপ অধিক বাখানি ॥
 ত্রিজগত মোহ যায় যুনি মন টলে ।
 এমন যুবতী আমি না দেখি ভূতলে ॥
 অতএব মহারাজ শুন সে কাহিনী ।
 রূপে গুণে নিকপমা তোমার নন্দিনী ॥ ৩৭ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

দিবানিশি কালী বলে করি স্তুতি নতি ।
 নাহি জানি কালী রূপ কালীর বসতি ॥
 কিছুই নিশ্চয় তাঁর না পারি করিতে ।
 ক্ষণে ক্ষণে বিভর্ক হইছে মোর চিতে ॥
 মহেশ মোহিনী কিম্বা শঙ্করের রমণী ।
 বারেক মনেতে দেখি কুষ্মের ঘরণী ॥
 কতু জানি বিধাতার সাবিত্রী বা হন ।
 ভুবন মোহিনী রূপে জগত মোহন ॥
 কখন অভেদ রূপ পুরুষ প্রকৃতি ।
 জগত জননী চিরবোধনা আকৃতি ॥

দিগম্বরী বেশ কিছু লজ্জা রূপা তিনি ।
 সুকোমল অঙ্গ তাঁর পাষণনন্দিনী ॥
 অচিন্তা অবাক্ত রূপ ধানে দেখা তার ।
 হরি হর ব্রহ্মা আদি পদ ভাবে য়ার ॥ ৩৭ ॥
 তদ্যাপি তাং জগতি বণয়িতুং ন কোপি,
 শাক্তোত্যদৃষ্টসদৃশ প্রতি রূপলক্ষণীং ।
 দৃষ্টং তথা সদৃশরূপমলক্ষণং চেৎ,
 শাক্তো ভবেদপি স এব পরো নচান্যঃ ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ । —বিদ্যাপক্ষে ।

সংসারেতে বিদ্যাকে বলিতে কে পারিবে
 নিশ্চয় তাহার গুণ কেমনে জানিবে ॥
 স্থূল সূল যদি কিছু করয়ে বর্ণন ।
 অদৃষ্ট সমান প্রতি রূপের লক্ষণ ॥
 তবে সেই রূপে গুণে বিজ্ঞ কেহ হরে ।
 চির দিন সেই রূপ সতত চিন্তয়ে ॥
 নতুবা অথের কর্ম কোন মতে নর ।
 সেই রূপ গুণ জ্ঞান কাহার বিষয় ॥ ৩৮ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । —কালীপক্ষে ।

শ্যামারূপ বর্ণনের সাধ্য নাহি কার ।
 বিধি বিষ্ণু আদি যারে মানে পরিহার ॥
 স্তুতিবাদে যদি কর জ্ঞান অহুসারে ।
 আকাশ বর্ণন যথা হয় নিরাকারে ॥

বস্তুার্থ কি রূপ গুণ গঙ্গামণ্ডল ।
 কে করিবে নিরূপণ অবস্থ সকল ॥
 তার যথা প্রথা আছে ললাটের লেখা ।
 শূন্যে মকল লোক কার আছে দেখা ॥
 এই রূপ অনুমানে যে যত বাখানে ।
 তবে তার তুল্য যদি থাকে কোন স্থানে ॥
 বর্ণিতে পারিবে সেই ধরে মোর মনে ।
 অপরে না জানে শুনি বেদের বচনে ॥ ৩৮ ॥

অন্যাপি নির্মলশরচ্ছশিগৌরকান্তিঃ,
 চেতোমূনেরপি হরেৎ কিমুতান্মদীঃ ॥
 বক্তুঃ সুধাময়মহং যদি তৎ প্রপদ্যে,
 চুম্বানি চাপ্য বিতরং ব্যথতে ন চেতঃ ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

নির্মল শারদ শশী গৌরকান্তি যার ।
 নিতাস্ত হতেছে দেখ যে মুখ শোভার ॥
 ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণে যে মুনি থাকিলে ।
 সে মন হরণ হয় এ মুখ দেখিলে ॥
 কি ছার আমার মন ভুলিতে কি পারে ।
 যে মুখ উপমা হয় সুধার আধারে ॥
 অবিরত সে বদন করিলে চুম্বন ।
 নজুবা মুচিবে নাই মনের বেদন ॥ ৩৯ ॥

চৌরপঞ্চাশৎ ।

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

ভূতশুদ্ধি কালেতে জানিবে বিবরণ ।
 ললাটে যে চন্দ্রবীজ করিবে স্থাপন ॥
 সে বীজ মুখের শোভা তন্ত্ৰেতে বাখানে ।
 শরতের শশী যেন নির্মল বিধানে ॥
 চক্রেভেদ ভাবেন যখন যোগিগণ ।
 তাহাদের চিত্ত হরে আমি কোন জন ॥
 ভস্মীকৃত দেহ যবে নিশ্চাইতে চায় ।
 ও বীজ তখন সূক্ষ্ম সাগরের প্রায় ॥
 সে সূক্ষ্ম লইয়া করে দেহের নির্মাণ ।
 চুস্ককাদি চতুর্থ বিংশতি অধিষ্ঠান ॥
 সে আনন্দে শ্রামারসে থাকি গো সর্বথা ।
 না হয় যখন বড় মনে পাই ব্যথা ॥ ৩৯ ॥

অদ্যাপি তে প্রতিক্ষুহ প্রতিভাব্যমানা,
 শ্বেতাভবহস্তি হরিণীশিশুলোচনায়াঃ ।
 অন্তর্নিমগ্ন নখপাকুলকুন্দবৃন্দ,
 সন্দর্ভ স্তন্দররুচৌ নয়নোর্দ্ধপাতাঃ ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

অদ্যাপি সে প্রতিক্ষণে হতেছে ভাবনা ।
 নিরবধি করে চিত্ত কামিনী কামনা ॥
 পাবক মৃগের সম নল্লন ভঙ্গিমা ।
 কি শোভা হতেছে তার নাহি যার সীমা ॥

অন্তরে নিমগ্ন রূপ আছে অবিরত ।
 যথা মধুপানে অলি না হয় বিরত ॥
 কৃন্দশ্রেণী মত আভা হয়েছে দশন ।
 মুখা পানে শোভে যেন উজ্জ্বিত নয়ন ।
 এমন সুন্দর রূপ না দেখি কাহার ।
 তুলিতে কি পারি আমি সে রূপ বিদ্যার ॥
 বিনা মূল্যে কেনা হয়ে আছি সদা তার ।
 কি ধনে বাকিল মন তনয়া তোমার ॥ ৪০ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

সুসুমার মগ্যগত আছেন চিত্রিণী ।
 তাহাতে নিমগ্ন রূপা বীজ স্বরূপিণী ।
 দ্বন্দ্বাধার চক্র হতে যথা ব্রহ্মপুরে ॥
 সর্গ জীবে অধিষ্ঠান নরে সুরাসুরে ।
 শশ-মৃগ-লোচনীর বীজতে আকার ॥
 অক্ষি রূপে নাদ বিদ্ব তাতে শোভা গাঁর ।
 ক্ষণে ক্ষণে ভাবামান হতেছে হৃদয় ।
 চৈতন্যরূপিণী যিনি আছেন সদয় ॥ ৪০ ॥

অদ্যাপি তৎকমলরেণু স্নগন্ধিগন্ধঃ,

সংগ্ৰহমবারিনিকরধ্বজতাপহারি ।

প্রাপ্তোন্মাদ্যং যদি পুনঃ সুরতৈকতীর্থং,

প্রাপ্যন্ত্যজামিনিয়তং পুনরাগতিং হেতোঃ ॥ ৪১ ॥

অস্যাগঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

বিদ্যা রূপ প্রেম-সাগরেতে কিবা বাধি ।
 অনঙ্গ তাপেতে তাপী তার তাপ হারি ॥
 সে জলের শোভা কিবা করিব বর্ণন ।
 নতপদ্ম বিকসিত হইছে শোভন ॥
 সেই পদ্ম রেণু সব উড়ে বায়ুভরে ।
 তজ্জলে পড়িয়া গন্ধে আর্মোদিত করে ॥
 পুষ্পরত্নার্থের ন্যায় সংসারের মাজে ।
 সর্ব তীর্থ সার যেন অদ্ভুত বিরাজে ॥
 সেই তীর্থ পাই যদি এমন সময় ।
 তবে তাতে প্রাণ তাজে হয় সুখময় ॥
 অধিক বাসনা আমি কিছু করি আর ।
 জগাস্তরে পাই যেন তারে পুনর্বার ॥ *

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

সুশোভনা রতি বার দেব ত্রিলোচন ।
 সেই মহাদেব যাতে সতত মগন ॥
 সর্ব তীর্থময়ী রূপা ভেবে ভগবান ।
 একান্ত হৃদয়ে যাতে করেন সন্ধান ॥
 ধ্যান কালে অধিষ্ঠান হৃদিপদ্মরাজে ॥
 হৃদি-সরসিজ-রেণু সে পদে বিরাজে ।
 পদ্ম রেণু যুক্ত তেঁই সুগন্ধ পূরিত ॥
 তত্ত্ব চিন্তা করি অঙ্গ হতেছে পতিত ॥

সদা চিন্তা করে সর্ব পাপ তাপহারী ।
 সংপ্রতি জননী কিছু হও উপকারী ॥
 বারেক দর্শন দেও প্রাণ আমি তাজি ।
 পুনরপি জন্মে যেন সেই পদে মজি ॥ ৪১ ॥

অদ্যাপি সা যদি পুনস্তটিনীবনাশ্রে,

রোমাকভীতিবিলসচ্চপলাঙ্গময়িঃ ।

কান্দসকেশররজঃ কণমাত্র সঙ্গাৎ,

কিঞ্চিৎ ক্রমং লভয়তি প্রিয় রাজহংসী ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

ঘোরতর মোর ক্লেশ, তাতে করে কৃপালেশ.

কিঞ্চিৎ কষ্টের নিবারণে ।

রাজহংসী প্রিয়তর, মোর সুখ ভাবি পর

বারেক করেন যদি মনে ॥

এদা আমি করি মনে, নদী তটে তপোবনে

কোন স্থলে বসিয়া প্রাপ্তরে ।

নিভা তার চিন্তা করি, তাহাতে হুঃখ নিবারি,

বরদাতা হও দয়া করে ॥

কবি কয় করপুটে, সভ্যগণ হেসে উঠে,

এবাবে উদ্ধার হবে চোর ।

বিদ্যা হতে বর নিলে, মশানেতে বলি দিলে.

এড়াবে যমের যত জোর ॥

কবি ভাবে সত্য অই, আর মহা বিদ্যা বই,

কেবা আছে নিস্তার কারিণী

পুনরপি কবি তার, শ্রামা পদে অর্থ আর,
করিলেন ভাবিয়া তারিণী ॥ ৪২ ॥

দ্বিতীয়ার্গঃ ।—কালীপক্ষে ।

প্রিয় রাজহংসী তিনি, আগম পুরাণে যিনি,
তার অর্থ করিতে প্রচার ।

প্রিয় শব্দে মনোনীত, তাহাতে করেন হিত,
তাই শিব প্রিয়তর তার ॥

অজ নামে দেন করি, তার যেরা হংসোপরি,
থাকে তাতে ব্রহ্মাকে বুঝায় ।

দ্বিদেব রমণী করে, বাধানেছে একত্বের,
প্রিয় রাজহংসী শব্দ তায় ॥

কাদম্ব কেশর রজ, ত্রিগুণিত সত্ত্ব রজ,
ক শব্দেতে বিধিকে বাধানি ।

অশ্বক জ্ঞানিবে হর, তার পরে যে ঈশ্বর,
তাহাতে কৃষ্ণের নাম জানি ॥

উদর যে পদরজ, ক্ষণমাত্র যদি ভজ,
নদী নদ তাটে বনাস্তরে ।

চপলাঙ্গ বসি বামা, রোমাঞ্চরী তথা শ্রামা
দুঃখ শেষ করেন তৎপরে ॥ ৪২ ॥

অদ্যাপি তাং নৃপতিশেখররাজকন্যাং,

সংপূর্বঘোবনমদালসভঙ্গগাত্রীং ।

পক্ষর্য যক্ষসুরকিন্নররাজকন্যাং,

অর্গাদিনাং নিপতিতামিব চিস্তয়ামি ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

গবাক্ষের দ্বারে কিবা শোভা নিরূপণ ।
 স্বর্গ হতে বৃষ্টি এসেছেন দেবগণ ॥
 কিছা সে গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ বা কিন্নর ।
 এদের নৃপতি কত্যা হবে নিরন্তর ॥
 অথবা সংসারে যত আছেন নৃপতি ।
 তাহার উপরে যেবা হয় অধিপতি ॥
 এমন যে মহারাজ কত্যা হবে তাঁর ।
 তাহার রূপের কথা বর্ণে সাধ্য কার ॥
 শুন শুন ঠাকুরাণি প্রার্থনা যে করি ।
 আজ্ঞা কর কোন মতে সঙ্কটেতে তরি ॥ ৪৩ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

সম্বোধনে বলে ওগো নৃপতি শ্রেষ্ঠর ।
 তোমার কত্যা কে চিন্তা করি বহুতর ॥
 বুঝে দেখ সেই কত্যা মানবী যে নয় ।
 স্বর্গ হতে তব গৃহে দেবীর উদয় ॥
 কি জানি গন্ধর্ব্ব নারী যক্ষী বা কিন্নরী ।
 সংপূর্ণ যৌবনে কিছু সন্দেহ যে করি ॥
 অলস ভঞ্জে যবে ত্রিভঙ্গিমা গাত্র ।
 চমৎকার চিন্তা তার মনে করি মাত্র ॥ ৪৩ ॥

তৃতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

গিরিরাজ তনয়ার কে জানিবে লীলা ।
 পুরাণে শুনেছি যবে ব্রহ্মকত্যা ছিল ॥

অস্বস্তা কন্যাকে দেখি পরমেষ্ঠী যি নি
 জনোহবা কপেতে মগন হন তিনি ॥
 পিতাকে কামুক দেখে কন্যাটী পলায় ।
 দৃষ্ট কন্যা পাছে ব্রহ্মা ত্রিভুবন ধায় ॥
 মর্ত্যে আসি বনবাসি মৃগী রূপ ধরে ।
 মগী হন তাত ব্রহ্মা মৃগ হন পরে ॥
 এইরূপে বহুকাল ধাবমান বনে ।
 দ্বাপদ বোশে তথা শিব বিরোধ তঞ্জে ॥
 সগ হতে নিপাতন মর্ত্যে আগমন ।
 লখন যেকপ ইচ্ছা তখনি তেমন ॥
 সুরাসুর গন্ধৰ্ব কিম্বর তার পতি ।
 নাগরাজ স্থাবর জঙ্গমে মান্য অতি ॥
 সে রাজার কন্যা সদা কোমল ঘোবনা ।
 অনন্ত বিহীন অন্ত না পায় তুলনা ॥
 সদা চিন্তা করি তাঁর যা হয় উচিত ।
 এ যোর বিপদ হতে কর গো বিহিত ॥ ৪৩ ॥

অন্যাপি তৎসুরতকৈলি নিবন্ধবুদ্ধি,
 রক্ষোপবন্ধপতিতান্নিত শূন্যহস্তাং ।
 দদ্যুস্ত পীড়ননথক্কতবুদ্ধিসিদ্ধাং,
 তস্যঃ স্মরানি রতিবন্ধনগাত্রযক্তিং ॥ ৪৪ ॥

অসমার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

সুরত কেলির স্থান, যে সকল বিজ্ঞমান,
 বিজ্ঞার সহিত সে সময় ।

বুদ্ধি হয়ে নিৰ্বন্ধন, অদ্যাপি তথায় যন,
 সব ভ্যঞ্জে নিরবধি রয় ॥
 কি কব তাহার কথা, বাখা লাগে হৃদে বখা,
 শুন এক তার বিবরণ ।
 বিত্তা হয়ে আনন্দিত, উৰ্দ্ধে বাহু প্রসারিত,
 প্রেম ভরে দিল আলিঙ্গন ॥
 আমি আনন্দিতে বসি, ধরে তার মুখশশি,
 চুম্বন করিতে ঝরেঝার ।
 তবে হয়ে জ্ঞান হত, সুবদনে দন্ত কত,
 ওষ্ঠ দেশে চিহ্ন হৈল তার ॥
 আর যে কুকর্ষ করি, ধরে আমি কুচোপরি,
 নখাঘাতে কদরি পতন ।
 ছাড় ছাড় বলে মোরে, আমি মদনের জোরে,
 ছাড়িবারে হয় বিলম্বন ॥
 তাড়িলাম তার পরে, সাধিলাম কত করে,
 অপরাধ কমিল আমার ।
 সে সকল রূপ তার, মনে হলে পুনর্ব্বার,
 প্রাণে কিন্তু বেঁচে থাকা ভার ॥ ৪৪ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

সুরত যে ত্রিনয়ন, তার কেলি যে ভবন,
 শ্মশানেতে করেন বসতি ।
 উৰ্দ্ধে দুই বাহু য়ার দশনে পীড়ন আর,
 ওষ্ঠ আছে সঙ্কোচেতে অভি ॥

সদা নথি ছিন্ন করে, অম্বর মন্তক হরে:

সে কধির করেছে ধারণ ॥

সে কধির আভরণ, হয়ে তাতে নিমগন,

করিতেছে দলুজ্জ দলন ।

অদ্যাপি আমার মন, সেই পদে অনুক্ষণ,

চিন্তা করে তিলেক না ভুলে ।

আমি অতি শিশুমতি, না জানি ভকতি নতি,

বা করিবে এ ভবের কুলে ॥ ৪৪ ॥

অদ্যাপি তাং নিকুবপুঃকৃতবেদিমধ্যাং,

তৎসঙ্গসংস্থিতসুখাস্তনভারনস্ত্রাং ।

নানাবিচিত্রকৃতমণ্ডনমণ্ডিতাঙ্গীং,

সুপ্ৰোথিতাং নিশি দিবা নহি বিস্ময়ামি ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ ।—নিদ্যাপক্ষে ।

কাপ্পানিক বপু তাঁর শুনহ লক্ষণ ।

শুদ্ধ দেহে জ্ঞান রূপে থাকে অদর্শন ॥

তাঁর অধিষ্ঠান সদা যে শরীরে থাকে ।

স্তন শব্দে বাক্য বধ করে নত্নতাকে ॥

নানা সুবিচিত্র যেন আভরণ প্রায় ।

বিদ্যা ভূষণেতে সেই মত শোভা পায় ॥

সুপ্ত শব্দে হৃদয়েতে শয়ন রূপিনী ।

বিচারে উন্মিত হয়ে জাগ্রত কারিনী ॥

দেহের মধ্যেতে থাকি না করেন তার ।

দিবা নিশি সদা আমি চিন্তা করি তার ॥ ৪৫ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

বেদি পরিকৃত মঞ্চে স্থিতি বিজ্ঞার ।
 সে দেহেতে আলম্বন আছে সুধা ধার ॥
 স্তন ভাৱে বিনম্রা হয়েছে সে কামিনী ॥
 বল্লব বিচিত্র কত মণ্ডল-রূপিণী ॥
 সুপ্ত শব্দে শয্যা হতে যখন উত্থিতা ।
 সম্মোহ কমলরূপা দেখি চমকিতা ॥
 এই রূপে চিন্তা মোর সদা করে মন :
 দিবা নিশি কখন না হয় বিন্মরগ ॥ ৪৫ ॥

তৃতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

বিধি বিম্ব শিব যে খট্টাঙ্গে তিন পায়া ।
 সে খট্টে পরন শিব তাতে মহামায়া ॥
 বার স্তন সুধাভরে নম্র তাকে করে ।
 সে স্তনের দুগ্ধপানে মৃত্যু বার হরে ॥
 অশেষ বিচিত্র কৃত মণ্ডন আকারে ।
 শোভা বিবরণ তাঁর কে করিতে পারে ॥
 সুপ্ত শব্দে শয়নে আছেন ত্রিলোচন ।
 উত্থিতা তারিণী তাতে হইয়া মগন ॥
 অহর্নিশ তাঁর চিন্তা করি বার বার ।
 শমন দমন হয় নৃপ কোন ছার ॥ ৪৫ ॥

অদ্যাপি তাং কনককান্তিমদালসাজীং,

ক্ৰীড়োৎসুক্যভিজ্ঞনভীষণবেপমানাং ।

অঙ্কাসঙ্গপরিচুস্থিতমোহভঙ্গ্যং,

মজ্জীবনৌষধমিব প্রামদাং স্মারামি ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

মম জীব ধারণের ঔষধ কারণ ।
মনেতে করেছি চিন্তা করিব ধারণ ॥
সুবর্ণ ঘটিত যত ঔষধের সার ।
বিধির সৃজন মধু অরুপাম তার ॥
কনক কর্ণেব তুল্য কান্তির পূজার ।
মদন রসে তে অবা লালসাদ্ভ তার ॥
কাম রসে সুখী সখীগণের সহিত ।
কম্পবান তনু তার সতত মোহিত ॥
সেই মৃত্যুহারি নোর ঔষধ আকার ।
জালিঙ্গন চুষন যে অমৃত তার ॥ ৪৬ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

কনক বর্ষণ শিলা কান্তি বপু য়ার ।
সে শিবের মদ রসে অনুসঙ্গ তাঁর ॥
লীলা সঙ্গী আবরণ-বর্ণের সহিত ।
ভয়ানক কম্পমান হন বিপরীত ॥
অঙ্গ শব্দে কলক অঙ্গেতে য়ার স্থিত ।
সেই চন্দ্র ললাটেতে শিবের ভূষিত ॥
তাঁহার চুষিত মোহ ভঙ্গকারী গিনি ।
তিনি মম জীবনের ঔষধ রূপিণী ॥

যদি এ সময় সে ঔষধ নাহি পাই ।
তবু প্রাণ দিব বলে কালীর দোহাই ॥ ৪৬ ॥

অদ্যাপি তাং নববধুস্বরতাভিযোগ্যং,
সংপূৰ্ণকালবিধিনা রচিতাং কদাচিৎ ।
পূৰ্বেকুসুমরমুখীং হরিণায়তাক্ষী,
মুন্নিভকোকণদপত্ননখাং স্মরামি ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

সংপূৰ্ণ হয়েছে কাল বাকী নাই আর ।
পূৰ্ণ শশিমুখী বিদ্যা স্মরি একবার ॥
হরিণের প্রসারিত চক্কর তুলনা ।
ফুল রক্ত পদ্মপত্র নখের বর্ণনা ॥
নব বধু সহ যেন সুরত সংযোগ ।
লীলা ছলে কাম রসে করেন সংযোগ ॥
বিছু কাল চিন্তা করি সঙ্কট জীবনে ॥
বিদ্যা রূপ হেঁচি যদি কি চিন্তা মরণে ॥ ৪৭ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

সংসারের সকল সংপূৰ্ণকারী যিনি ।
সংপূৰ্ণ নামেতে ছরি হয়েছেন তিনি ॥
কাল নামে শিব কালান্তক কর্ম করে ।
বিধি নাম ধরে ধাতা রূপান্তর ধরে ॥
তাহাতে সংপূৰ্ণ কাল বিধি তিন জন ।
তৎকালেতে যার পদ করেন পূজন ॥

সংপূর্ণ স্বধাংশুমুখী কুরঙ্গনয়না ।
 নববধূগণ সহ সুরত মগনা ॥
 প্রফুল্ল পঙ্কজদল তাহার সমান ।
 হরেছে সদৃশ যার নথের বিধান ॥
 মমেষ্ট দেবতা তাঁর চিন্তা বারেবার ॥
 ত্রস্তা হরি হর যারে চিন্তা করা তার ॥ ৪৭ ॥
 অদ্যপি তদ্বিকসিতাশুভ্রগৌরমধ্যং,
 গোব্রোচনাতিকবিনন্দকৃতৈকদেশাং ।
 ঈষন্মদালসবিঘূর্ণিত দৃষ্টিপাতং,
 কান্তাস্থখং সখি ময়া সহ গচ্ছতীহ । ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

বিকসিত ইন্দীবরে, গৌরচনা তরুপরে,
 যেন কুসুমের রেণু শোভে ।
 গৌরবর্ণ তাহে সাজে, মধ্য হেরি মৃগরাজে,
 লাজে বনে যায় অতি ক্ষোভে ॥
 বিঘূর্ণিত মধুপানে, ঈষৎ কটাক্ষ হানে,
 মোহিত করিছে প্রতিক্ষণে ।
 সে মুখ হেরিয়া অলি, ভ্রম যায় পদ্ম বলি,
 মধু খাব এই করে মনে ॥
 সখীসহ রসবতী, গমন করিলে অতি,
 হংস সমূহেতে লাজ পায় ।
 এমন কান্তার মুখ, না ছেরে বিদরে বুক,
 কেমনে ভুলিতে পারি তায় ॥ ৪৯ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

ক্ষুটিত পদোর মাঝে, গৌরবর্ণে কিবা সাজে,
গোরচনা সম রেণু ভায় ।
সে রেণু গণ্ডেতে শোভে, অলিকুল মধুলোভে,
উড়ে বসে কিবা শোভা পায় ॥
মধু পানে তলসেতে, বিঘূর্ণিত দর্শনেতে
কি শোভিছে কমল বদনে ।
স্নানী শব্দে প্রিয়তরা, তাতে সম্বোধন করা,
রূপা কর ককণা নয়নে ॥ ৪৮ ॥

অদ্যাপ্যঃ নবদধুস্তরভিযোগঃ ।

শক্লামি নান্যবিধিনা রুচিতং কদাচিত্ ॥

তদ্ভূতরো মরণমেব হি দুঃখ শাস্তিষ্ঠা,

বিজ্ঞাপয়ামি বিনয়াৎ ত্বয়ি শক্তি হীনঃ ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

এখন হয়েছি আমি শক্তি হীন অতি!
নবদধু রুচি যোগ নাহিক সম্প্রতি ॥
অন্য বিধি মত তাহে রুচি কদাচিত ।
মরণে হতেছে ভ্রম তাহাতে নিশ্চিত ॥
অতএব এই দুঃখ শাস্তির কারণ ।
তোমার সদনে করি ইহার জ্ঞাপন ॥
বিহীন হয়েছি আমি সেই সুলোচনা ।
তত্ত্বভাবে করি এদা বিদ্যা উপাসনা ॥

অত্ৰাপি আমার মন না ভুলে বিদ্যায় ।
ব্যৱেক হেৱিলে সুচে মরণের দায় ॥ ৪৯ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ ।—কালীপক্ষে ।

শক্তি নাহি নববধু কুমারী সে যায় ।
অত্ৰ বিধিতে সেবি কদাচিত তায় ॥
দুঃখ দূর করিবার জ্ঞাপন কারণে ।
ভক্তি ভাবে স্তুতিবাদে জানাই মরণে ॥ ৫০ ॥

অদ্যাপি নোহতি হ্রঃ কিলকালকূটং,
কুর্মো বিভর্তি ধরণীং খলু পৃথকেন ।
অন্তোনিধিবহতি দুর্লাহবাড়বাগি,
মঙ্গীকৃতং স্কৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি ॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ ।—মূপং প্রতি দৃষ্টান্ত কথনং ।

স্কৃতি পুরুষ যত আছেয়ে সংসারে ।
স্কৃষ্টিন কর্ম যদি আপনি স্বীকারে ॥
প্রাণপণে হলে তবু তাজ্য নহে তার ।
দেবলোক অবধি আছেয়ে ব্যবহার ॥
প্রথমতঃ হলো যবে সমুদ্র মন্ডন ।
দেবগণ করেছিল সূধা উপার্জন ॥
না জানায়ে শিবে সবে সূধা করে পান ।
সে কথা শ্রবণে শিব করে অভিমান ॥

পুনরপি মম্বন করিয়া পশুপতি ।
 প্রতিজ্ঞা করেন এতে যা হবে উৎপত্তি ॥
 সমুদয় তাহা আমি করিব ভক্ষণ ।
 কান্ধুটে বিষ তাতে হলো উপাঙ্গন ॥
 যোজন পর্য্যন্ত সেই বিষের জ্বালায় ।
 পশু পক্ষী রক্ষ আদি সব জ্বল যায় ॥
 তথাপি সে বিষ পান করি গজাধরে ।
 গরল ভক্ষণ হলো প্রতিজ্ঞার তরে ॥
 কুর্খ আছে পৃষ্ঠদেশে পৃথিবীকে ধরে ॥
 তজ্জীকার অদ্যাবধি ভ্যাগ নাহি করে ॥
 উদমি বাড়বানল করেছে ধারণ ।
 যত সুখে আছে দেখ করে বিবেচন ॥
 প্রতিজ্ঞা কারণে তেঁই রেখেছে অন্তরে ।
 অদ্যপি সকল লোক ঘোষণা যে করে ॥
 সেই হেতু বলি মোর হুঃখ গেল দূর ।
 নিবেদন করিলাম শ্বশুর ঠাকুর ॥ ৫০ ॥

কালীগক্ষে ।—পূর্ব দৃষ্টান্ত সংযোগ ।

দৃষ্টান্ত দর্শিয়া দিয়া নৃপতিকে রায় ।
 অন্তরেতে স্মরণ করিছে কালিকায় ॥
 শুন গো ককণাময়ি ত্রিজগদীশ্বর ।
 অবোধ বালক আমি নিবেদন করি ॥
 ভাট মুখে শুনিয়া বিজ্ঞার সমাচার ।
 তব আজ্ঞা মত লয়ে করিলাম সার ॥

বিছা লাভ হবে বাপু বাও বর্জমান।
 বিপদে পড়িলে যে করিব পরিভ্রাণ ॥
 অজীকার করেছিল। ওমা ভগবতী।
 এতেক উপমা তেঁই বলি তোমা প্রতি
 ইতি চোরপঞ্চাশৎ সমাপ্ত ।

রসমঞ্জরী ।



জয় জয় রাধা শ্যাম, নিতা নব রস ধাম,
নিকপম নায়িকা নায়ক ।
সর্ব সুলক্ষণ-ধারী, সর্ব রস বশকারী,
সর্ব প্রতি প্রণয়কারক ॥
বীণা বেণু মজ্জ গানে, রাগ রাগিনীর তানে,
রুদ্দাবনে নাটিকা নাটক ।
গোপ গোপীগণ সঙ্গে, সদা রাস রস সঙ্গে,
ভারভের ভক্তি প্রদায়ক ॥

রত্নীর কেশরী গ্রামী, গোষ্ঠীপতি দ্বিজস্বামী,
তপস্বী শাণ্ডিলা শুদ্ধাচার ।
রাজ ঋষি গুণযুত, রাজা রঘুরাম সুত,
কলিকালে কৃষ্ণ অবতার ॥
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ, অরেন্দ্র ধরনী মাঝ,
কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী ।
সিন্ধু অগ্নি হাছ মুখে, শশী কাঁপ দেয় হুঃখে,
যার যশে হয়ে অভিমানী ॥

জ্ঞান পরিজন নিজ, ফুলের মুখটী স্বিজ,
ভরদ্বাজ ভারত ব্রাহ্মণ ।

ভূরিশিট রাজ্যবাসী, নানাকাব্য অভিনায়ী,
যে বংশে প্রতাপনারায়ণ ॥

রাজবল্লভের কার্য্য, কীর্তিচন্দ্র নিল রাজ্য,
মহারাজা রাখিলা স্থাপিয়া ।

রসমঞ্জরীর রস, ভাষার করিতে বশ,
আজ্ঞা দিলা রসে মিশাইয়া ॥

সেই আজ্ঞা অনুসারি, গ্রন্থারম্ভে ভয় করি,
ছল ধরে পাছে খল জন ।

রসিক পণ্ডিত যত, যদি দেখে হৃষ্ট মত
শারি দিবা এই নিবেদন ॥

অথ নায়িকা প্রকরণ ।

শৃঙ্গার বীভৎস হান্স রৌদ্র বীর ভয় ।
ককণা অদ্রুত শাস্তি এই রস নয় ॥

আত্মরস সকল রসের মধ্যে সার ।

নায়িকা বর্নিব আগে তাহার আধার ॥

অথ নায়িকার স্বীয়াদি ভেদ ।

স্বীয়া পরকীয়া আর সামান্য বনিতা ।
অগ্রে এই তিন ভেদ পণ্ডিত বর্নিতা ॥

অথ স্বীয়া নায়িকা ।

কেবল আপন নাথে অপরাধ যার ।

পরকীয়া তাহার নাম নায়িকার সার ॥

নয়ন রত্নমত নদী, সর্বদা চঞ্চল যদি,
 নিজপতি বিনা কভু অত্র জনে চায়না ॥
 হাশ্ব অমৃতের সিকু, ভুলয়ে বিদ্যাত ইন্দ্র,
 কদাচ অধর বিনা অত্মদিগে ধায়না ॥
 অমৃতের ধারা ভাষা, পতির প্রবণে আশা,
 প্রিয়সখা বিনা কভু অত্র পানে চায়না ।
 নতি রতি গতি মতি, কেবল পতির প্রতি,
 ক্রোধ হলে মৌনভাব কেহ টের পায়না ॥

অথ মুখাদি ভেদ ।

মুখা মধ্যে প্রগল্ভা তাহার ভেদ তিন ।
 তিনেতে এ তিন ভেদ বুঝহ প্রবীণ ॥

অথ মুখা ।

মুখা বলি তারে যার অক্ষুর যৌবন ।
 বয়ঃসন্ধি সেই কালে বুঝ বিচক্ষণ ॥
 দেখিহু নাগরী, রূপের সাগরী,
 বয়স সন্ধি সময় ।
 শিশুগণ মেলে, রাধুবাড়ু খেলে,
 পুরুষে কিঞ্চিৎ ভয় ॥
 হংস খঞ্জরীটে, দেখি পদে দিটে,
 কবে হল বিনিময় ।
 হৃদয় সরোজ, পূজিতে মনোজ,
 পাণ্ডিত হয় সংশয় ॥

অথ নবোঢ়া ।

এ যদি রমণে লাজে ডরে ডর শুক ।
নবোঢ়া তাহাকে বলি প্রত্নয়বিশুক ॥

অথ স্বকীয়া নবোঢ়া ।

হস্তেতে ধরিয়া, শয্যায় আনিয়া,
যদাপি কোলে বসায় ।
নানা বাক্য ছলে, যত্নে কলে বলে,
বাহিরে যাইতে চায় ॥
নবোঢ়াকে বশ, করণ কর্কশ,
সে রস কহিব কায় ।
যেই পারা করে, স্থির করে ধরে,
সে জন ব্যামোহ পায় ॥

অথ পরকীয়া নবোঢ়া ।

আপনার পতি আছে, ভয়েতে না শুই কাছে,
গায় হাত দেয় পাছে, এই ডরে ডর হে ।
প্রীতির বিষম কাজ, সে ভয়ে পড়িল বাজ,
লাজে পলাইল লাজ, আশা বাসা হরে হে ॥
মুখের বাড়াত প্রীতি, হৃদয়ের হর ভীতি,
তার পরে যেবা দীতি, রাখ কমা করে হে ।
যৌবন কমলাকুর, লোভে না করিও ছুর,
হিয়া কাঁপে ছুর ছুর, পাছে যাই মরে হে ॥

অথ সামান্য নবোঢ়া ।

কি ছারি ধনের আশে, আইহু তোমার পাশে,
আগে জানিতাম নাহি এত দায় হবে হে ।
মুখ দেখি শোষে মুখ, বুক দেখি কাঁপে বুক,
মনে হতে মনে পড়ে কিসে প্রাণ রবে হে ॥
কেবা ইহা সহিবেক, আমা হতে নাহিবেক,
ক্রুদ্ধ হও যদি নিজ ধন ফিরে লবে হে ।
যেবা তীর্থে নাইলাম, তারি পুণ্য পাইলাম,
অতঃপর ক্ষমা দেহ আমারে না গহে হে ॥

অথ বিশ্রদ্ধ নবোঢ়া ।

শুন দুটি করে হাঁদ্যা, উক দুটি ভুজ্জোঁবাধা,
লাজে ভয়ে মুদিল নয়ন ।
প্রথমেতে নিকত্তর, না না না তাহার পর,
টোল টোল এখন তখন ॥
যদি খায়্যা লাজ ভর, কিঞ্চিৎ সঞ্চিত হয়,
তবে আর না যায় ধরণ ॥
নবীন ভূষণ বাস, নব সূখা হাস ভাস,
নব রস কে করে গণন ॥

অথ মুঞ্চার ভেদ ।

মুঞ্চার প্রভেদ দুই করিয়া বর্ণনা ।
অজ্ঞাত যৌবনা আর বিজ্ঞাত যৌবনা ॥
অথ অজ্ঞাত যৌবনা ।
হয়েছে যৌবন যার নহে অহুভব ।
অজ্ঞাত যৌবনা তাকে বলে কবি সব ॥

সখী সখী মেলি, খাওয়া খাই খেলি,
 হারি কহে যেন চোর ।
 অন্য দিনে খাই, সব আগের খাই,
 আজি কেন হারি মোর ॥
 নিতম্ব হৃদয়, ভারী হেন লয়,
 চক্ষু কর্ণে পড়ে জোর ।
 কটি দেখি ক্ষীণ, খস্মা পড়ে চীন,
 বাড়ে যাগরায় ডোর ॥

অথ বিজাতযৌবনা ।

নিজ নবযৌবন যে ব্যক্ত করে ছলে ।
 বিজাত যৌবনা তাকে কবির বললে ॥
 দেখিলাম যরে যরে, সকলে কাঁচলী পরে,
 নানা বর্ণে উড়ায় উড়ানী ।
 পরিহাস্ত জন যত, নানা ছলে কহে কত,
 বাহিরারে হইল পোড়ানী ॥
 দেহের কি কব কথা, সকল শরীরে বাধা,
 কত শত বিহার জ্বলনী ।
 তোরে বলি প্রিয় সহ, লাজে কারে নাহি কই,
 পাছে জানে জনক জলনী ॥

অথ মধ্যা ।

লজ্জা আর রতি আশা সমান বাহার ।
 রসিক পণ্ডিতে কহে, মধ্যা নাম তার ॥

রতি রসে কৃতীপতি, মোরে ভালবাসে অতি,
 দেয় নিজাকুরী কণ্ঠমালা ।
 আঁখি আড়ে নাহি রাখে, সদা কাছে কাছে থাকে,
 সুখ বটে কিন্তু এক জ্বালা ॥
 নখাঘাত দেখি বৃকে, দন্ত চিহ্ন দেখি মুখে,
 সখী হাসে কর্ণে লাগে তালা ।
 শাখা ঠেলি এই দোষে, না শুইলে পতি দোষে,
 শরীর হইল ঝালাপালা ॥

অথ প্রগল্ভা ।

প্রগল্ভা সে রতিরসে পূর্ণ আশা যায় ।
 রতি প্রীতি আনন্দেতে মোহ হয় তার ॥
 শুন শুন প্রিয় সই, রাত্রির কোঁতুক কই,
 শূয়াছি পতি সঙ্গে নানা সুখ তাতে লো ।
 প্রকৃত কর্ণের বেলা, মোহে দৌঁছে হলো মেলা,
 এ কর্ণেতে কত সুখ বুঝিবার পাকে লো ॥
 কিন্তু হলো কোন কর্ম, বুঝিতে নারি মর্ম,
 অবশেষে ভাব্যা মরি হাত দিয়া নাকে লো ।
 উঠিয়া পরিমু বাস, বাঙ্কিলাম কেশ পাশ,
 তোর দিব্য যদি আর কিছু মনে থাকে লো ॥

অথ মধ্যা প্রগল্ভা ধীরাদি ভেদ ।

মান কালে মধ্যা প্রগল্ভার তিন ভেদ ॥
 ধীরাদীনা আর ধীরাদীনা পরিচ্ছেদ ॥

সুন্দার এ ভেদ নাই ভয় তার মূল ॥
 ক্রোধ হলে এক ভাব ক্রন্দন আকুল ॥
 প্রকারে প্রকাশে ক্রোধ যে জন সে ধীরা ॥
 সোজা সুজী যার ক্রোধ সে জন অধীরা ॥
 কিছু সোজা কিছু বাঁকা যার হয় ক্রোধ ।
 ধীরা অধীরা বলে তারে পণ্ডিত সুবোধ ॥

অথ মধ্যা ধীরা ।

আজি প্রভু দড় বড়, বেশ বস্ত্রায়াছ বড়,
 শ্বেত রক্তচন্দনের চাঁদ ভাল ধরেছ ।
 মন দেখি ভাঙ্গা ভাঙ্গা, নয়ন হরেছে রাজা,
 বুঝি কোন দোষ দেখি মোরে রোষ বরেছ ॥
 তোমা বিনা প্রভু নাই, যাইবার নাহি চাই,
 কুমুদের চাঁদ যেন তেন মন হরেছ ।
 অপরাধ ক্ষমা কর, নূতন চন্দন পর,
 এই লও নব মালা বাসিমালা পরেছ ॥

অথ মধ্যা অধীরা ।

সোহাগ করিয়া নিত্য, বলহ আমার ভূতা,
 আজি দেখি একি কৃত্য দর্পণেতে চাও হে ।
 অধরে কজ্জল দাগ, নয়নে তাম্বুল রাগ,
 অলঙ্কার ভাল ভাল কার কাছে পাও হে ।
 মোরে প্রাণ বলে ডাক, অস্ত্রের নিকটে থাক,
 বুঝিলাম মন রাখ মনকলা খাও হে ॥

তোমা দেখে হয় ভীতি, কঠিন তোমার রীতি,
বুঝিছু তোমার প্রীতি যাও যাও যাও হে ॥

অথ মধ্যা ধীরাবীরা ।

তুমি মোর প্রাণপতি, কখন করিলা রতি,
বুঝি স্থখে ভুলেছিছু তেঁই নাই মনে হে ।
বুকে দেখি নথ চিহ্ন, অধর দশনে ভিন্ন,
ভালে আলতার দাগ রক্তিমা নয়নে হে ॥
অম বাকমুখ ধোও, ক্ষণেক শযায় শোও,
ছুঁয়া শুদ্ধকর মালা তামূল চন্দনে হে ।
কত জান ভারি ভুরি, দেখিতে দেখিতে চুরি,
পরিহার নমস্কার তোমা হেন জনে হে ॥

ঐশ্ব সমাপ্ত ।

